প্রদ্যোত

দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রদ্যোত

Proddot

দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।
www.dcc.edu.bd

প্রদ্যোত

দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ. সি.এ
সদস্য গভর্নিং বডি

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা: এম.এ. রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব দীন মোহাম্মদ, এফ.সি.এম.এ
সদস্য, গভর্নিং বডি

জনাব এ.কে.এম.আশ্রাফুল হোসাইন
সদস্য, গভর্নিং বডি

সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক

জনাব মোঃ রোমজান আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক

জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদক

জনাব এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

জনাব শামীম আহসান
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

বেগম শবনম নাহিদ স্বাতী
সহাকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

এস. এম. মেহেদী হাসান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জনাব এস. এম. মেহেদী হাসান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জনাব রেজাউল আহমেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জনাব মোঃ শহীদুলাহ
প্রভাষক, সাচিবিক বিদ্যা বিভাগ

মোঃ তানভীর হায়দার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জনাব পার্থ বাড়ৈ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জনাব মোঃ মাসুদ পারভেজ
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

জনাব ফয়েজ আহমেদ
শরীরচর্চা শিক্ষক

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ রাশেদুজ্জামান জেমস্
(অনার্স), ৩য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

শেখ মোঃ আবু হাছান শাকিল
(অনার্স), ৩য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রদ্যোত
দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০
প্রকাশকাল : ২৯ ডিসেম্বর, ২০১০
প্রকাশনায় : ঢাকা কমার্স কলেজ

Proddot
Two Decade Celebration Souvenir and Album 2010
Published by Dhaka Commerce College
Dhaka-1216, Bangladesh

Printed by : **Jyotee Process & Trade International**
217/3 Fakirapool, 1st Lane, Motijheel, Dhaka-1000. Phone : 7169377 (Off.)
Cell : 01819222876, e-mail : jyotee.pti@gmail.com

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে .....
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো....
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে ....
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গনে ভরে গেছে পশ্চাৎপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার : মো: হামানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সুরকার : সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই, ১৯৮৯।
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন।
শিক্ষক সংখ্যা	১১৮ জন।
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	৯২ জন।

কোর্সসমূহ

উচ্চ মাধ্যমিক	
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, পরিসংখ্যান, ইংরেজি, অর্থনীতি।
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অর্থনীতি, ইংরেজি এবং পরিসংখ্যান।

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণী	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ	২৫৯১
	দ্বাদশ	২০৭৫
স্নাতক (সম্মান)	প্রথম বর্ষ (নতুন)	২৩৫
	প্রথম বর্ষ (পুরাতন)	২৫৩
	দ্বিতীয় বর্ষ	২৪১
	তৃতীয় বর্ষ	২৩৫
	চতুর্থ বর্ষ	২০৩
স্নাতকোত্তর	শেষ পর্ব (নতুন)	১৭০
সর্বমোট		৬,০০৩ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পর পর পর্ব পরীক্ষা।
(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)।
(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।
(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।
(ঙ) ফলাফল : উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ-৭৮ জন, স্টার-৪৫৩, ১ম বিভাগ ৪,১৯১ জন।
২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে ৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২২২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪১%।
২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭১৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৮%।
২০০৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭৪৫ জন, গড় পাসের হার ১০০%।
২০০৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১০৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৩%।
২০০৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১০৭২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৬৭%।
২০০৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫১৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩১৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%।
২০০৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪০৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩৪৫ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%।
২০১০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮০%।
স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। উলেখ্য, প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।
(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা ও শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

পরিচালনা পরিষদ :

১৬ সদস্য বিশিষ্ট।

বর্তমান কলেজ পরিচালনা পরিষদ পরিচিতি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান

পিতা: মরহুম আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক, **মাতা:** সামসুন নাহার সিদ্দিক

জন্ম তারিখ: ২৭ আগস্ট, ১৯৫০

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম. কম, (হিসাববিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; এম.এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদানটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পি-এইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৮৫, ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

কর্মজীবন: প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬; সহকারী অধ্যাপক , হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-৮৮, সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৯১ ; বর্তমানে অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, BUBT ট্রাস্ট।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ; সচিব, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমী।

এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল, সদস্য

পিতা: মরহুম এম. এ. ওয়াহাব, **মাতা:** মরহুমা আছিয়া খাতুন

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলিয়েন্স ফ্রান্সিস হতে ডিপোমা ইন ফ্রেন্স সম্পন্ন।

কর্মজীবন : ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোস্টাল বিভাগে যোগদান। ১৯৮২ সালে সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা লাভ। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগ্ম সচিব হিসাবে পদোন্নতি। ১৯৯৪ সালে জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টারের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পান এবং ২০০১ সালে উক্ত পদে দায়িত্ব পালন। ২০০০ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি। ২০০১ সালে পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ এবং পর্যায়ক্রমে বস্ত্র ও পাট, শিল্প ও স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন এর মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

প্রফেসর মো: আলী আজম, সদস্য

পিতা : মরহুম মো: রমজান আলী, **মাতা :** মরহুমা আজিজুন নেসা

জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি, ১৯৩৭

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

কর্মজীবন : প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান সরকারী কমার্স কলেজ, খুলনা এবং অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সদস্য এবং নিজ গ্রামে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

প্রফেসর আবু সালেহ, সদস্য

পিতা : মরহুম শামছউদ্দীন আহমেদ, **মাতা :** মরহুম আম্বিয়া খাতুন

জন্ম : ১৯৫০ খৃ:

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

কর্মজীবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ইনভেস্টর ফান্ড। বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (BUBT)-এর উপাচার্য।

সামাজিক কর্মকাণ্ড : বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রকাশনা : গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত।

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সদস্য

পিতা : মরহুম কাজী নূর মোহাম্মদ, **মাতা :** মরহুমা জয়নাব বানু
জন্ম তারিখ : ১৯-০৯-১৯৪৫ইং
কর্মজীবন : বর্তমানে অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে প্রভাষক পদে টি.এন্ড.টি. কলেজে কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীকালে লালমাটিয়া কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, জগন্নাথ কলেজ এবং ঢাকা কলেজে দীর্ঘ ৩৩ বৎসর শিক্ষকতা করেন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা; ঢাকা মহিলা কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; লক্ষীপুর বার্তার উপদেষ্টা, সাবেক সদস্য, অর্থকমিটি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ; সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার : জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ১৯৯৩ এ ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ-শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সনদপ্রাপ্ত।
প্রকাশনা : বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায় ৪০টির মত প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ২০টি পাঠ্য বইয়ের লেখক।

প্রফেসর মোঃ সামছুল হুদা, সদস্য

পিতাঃ মরহুম সিদ্দিক আহমেদ, **মাতাঃ** হাফেজা খাতুন
জন্ম তারিখঃ ১৫ মার্চ, ১৯৪৫
শিক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ বি.কম (সম্মান), এম. কম. (হিসাববিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এফ. সিএ
কর্মজীবনঃ পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকান্ডঃ ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম এ্যালামনি এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জীবন সদস্য; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড একাউন্টেন্টস এর ফেলো মেম্বার।

আহমেদ হোসেন, সদস্য

পিতা : মরহুম শেখ আবুল হোসেন, **মাতা :** মরহুমা লুৎফুন্নেসা বেগম
জন্ম তারিখ : ২১/০৩/১৯৪৮ ইং
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : কমার্স গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকান্ড : ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায়িক কাজে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন।

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য

পিতা : আবুয়াল কাশেম মিঞা, **মাতাঃ** মেহের-উন-নেছা
জন্ম তারিখ : ০২-০১-১৯৪২
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি. কম, জগন্নাথ কলেজ এবং এম. কম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : শিক্ষক (বিসিএস, শিক্ষা); রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ। অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : যদুনন্দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগজ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, নবকাম পলী ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নবকাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ।
পদক ও সম্মাননা : ফরিদপুর জসীম ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকর্ম ও শিক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ, সদস্য

পিতা : মরহুম মো: আব্দুল গফুর বিশ্বাস, **মাতা :** মরহুমা মোছা: মরিয়ম বিবি
ঠিকানা : "বসতি গ্রীণ" এ্যাপার্টমেন্ট নং বি/৩, বাড়ি নং ৪৩, রোড নং ৪/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
জন্ম তারিখ : ০১ জুলাই, ১৯৫২;
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : MBBS, MPH (HM), DTM, D.Card, FACC (USA), FRCP (Glasow)
কর্মজীবন : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি এন্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড : মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ
সামাজিক কর্মকাণ্ড : আব্দুল গফুর মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর গভর্নিং বডির সদস্য। যশোর জেলা সমিতি, ঢাকা এর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি : চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক ২০০৯ লাভ।
বিদেশ ভ্রমণ : বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য ৫০টির অধিক দেশ ভ্রমণ।

প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম আলহাজ্ব মো: আজগর আলী, **মাতা :** মরহুম নেছা বেগম
জন্ম তারিখ : ৩০-১০-১৯৫০
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি. এস. সি (সম্মান) ও এম. এস. সি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর।
কর্মজীবন : প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, সরকারী কলেজ ১৯৭৪ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত।
পদক ও সম্মাননা : শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইথিওপিয়ান সরকার।

দীন মোহাম্মদ, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মৌ: জালাল উদ্দিন আহাম্মদ, **মাতা :** মোছাম্মৎ আয়েশা খাতুন।
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.এস.সি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আই.সি.এম.এ.বি হতে আই.সি.এম.এ; এ.সি.এম.এ ও এফ.সি.এম.এ ডিগ্রি লাভ।
কর্মজীবন : চিফ একাউন্টেন্ট , এমেল স্টিল লিমিটেড (১৯৮৫-১৯৮৬); চিফ একাউন্টেন্ট , ইকবাল এন্টারপ্রাইজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (১৯৮৭-৮৯); অতিরিক্ত পরিচালক, পি.ডি. বি (১৯৮৯-১৯৯৬); পরিচালক, পি.ডি.বি. (১৯৯৭-২০০৪); নিয়ন্ত্রক, পি.ডি.বি (২০০৫- বর্তমান)

এ. কে. এম আশ্রাফুল হোসেন, অভিভাবক প্রতিনিধি

পিতা : মো: আবুল হোসেন, **মাতা :** মোছা: লুৎফুন্নেছা
জন্ম তারিখ : ৩১/১০/১৯৬১ খৃ:
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.এ, বৃন্দাবন সরকারী কলেজ, হবিগঞ্জ; এল.এল.বি, ঢাকা ল, কলেজ।
কর্মজীবন : ব্যবসা; আইনজীবী, ঢাকা বার এসোসিয়েশন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : সদস্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন কমিটি, আঞ্চলিক শাখা, হবিগঞ্জ; জীবন সদস্য, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

মো: জাহিদ হোসেন সিকদার, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম আলতাফ হোসেন সিকদার, **মাতা :** মরহুমা জোহরা খাতুন
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি. কম. ও এম. কম. (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), এম.বি.এ (ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি)।
কর্মজীবন : ১৯৯০ সালের ৫ মে ঢাকা কমার্স কলেজের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান। বর্তমানে মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মো: তৌহিদুল ইসলাম, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : মরহুম জয়নাল আবেদীন (বীর মুক্তিযোদ্ধা), **মাতা :** হোসনে আরা বেগম
জন্ম তারিখ : ০১/০২/১৯৬৮ খৃ:
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (সম্মান) ও এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : সিটিসেল এর বিলিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ, ঢাকা কমার্স কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।
প্রকাশনা : অনার্স পার্ট-১ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Basic Accunting এবং Principal of Accounting গ্রন্থ রচনা।
পদক ও সম্মাননা : কম্পিউটারে দক্ষ জনাব তৌহিদুল ইসলাম ভালো দাবাও খেলেন। শিক্ষকদের দাবা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রায় প্রতিবারই চ্যাম্পিয়ান হন।

শামা আহমাদ, শিক্ষক প্রতিনিধি

পিতা : গিয়াস উদ্দীন আহমাদ, **মাতা :** চামান আরা আহমাদ
জন্ম তারিখ : ২৫/১২/১৯৭৩ খৃ:
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম. (সম্মান) ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন : Under writing officer, ALICO বাংলাদেশ, ১৯৯৭-৯৮; ১৯৯৯ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত।

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম, সদস্য সচিব/ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

পিতা : মরহুম আলহাজ্ব বশির উল্যা, **মাতা :** বেগম ফাতেমা খাতুন
জন্ম তারিখ : ২০ জুলাই, ১৯৪৮
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)
কর্মজীবন : প্রভাষক, নিউ মডেল কলেজ; প্রভাষক, ঢাকা কলেজ; সহকারী অধ্যাপক, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ, গাজীপুর; সহকারী পরিচালক (কলেজ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা; সহযোগী অধ্যাপক, হরগঙ্গা সরকারী কলেজ, মুন্সীগঞ্জ; অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : সদস্য, গভর্নিং বডি, খলিলুর রহমান ডিগ্রী কলেজ, আমিশাপাড়া, নোয়াখালী; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ; চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং কমিটি, আমিশাপাড়া কৃষক উচ্চ বিদ্যালয়। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে
ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে
সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক
প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে।

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন কমিটি / পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক / সভাপতি

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
আহ্বায়ক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(৬.১০.১৯৮৮ - ২০.৯.১৯৮৯)

মোহাম্মদ তোহা
সভাপতি, সাংগঠনিক কমিটি
(২১.৯.১৯৮৯ - ২৪.৭.১৯৯০)

প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী
সভাপতি, নির্বাহী কমিটি
(২৫.৭.১৯৯০ - ৩.৯.১৯৯১)

ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
(৪.৯.১৯৯১ - ৫.৭.১৯৯৮)

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
(৬.৭.১৯৯৮ - ২৮.৫-২০০২ এবং ১৬.৭.২০০৯ বর্তমান)

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ
২৯.৫.২০০২ - ১৫.৭.২০০৯

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১/০৮/৮৯ - ৩১/০৭/১৯৯০

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১/০৮/৯০ - ১২/০৪/১৯৯৮

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
১২/০৪/৯৮ - ২৬/১২/১৯৯৮

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
২৭/১২/৯৮ - ১৬/০৯/২০০২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
১৮/০৯/০২ - ১৮/০৯/২০১০

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
১৯/০৯/২০১০ - বর্তমান

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান
১/০৯/১৯৯২ - ১৩/০৭/১৯৯৭

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুলাহ
১৪/০৭/১৯৯৭ - ১৩/০৭/১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান
১৪/০৭/১৯৯৯ - ৩১/০৫/২০০২

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
১/০৬/১৯৯৯ - ৩১/১২/২০০৬

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১/০৮/২০০৫ - বর্তমান

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১/০১/২০০৭ - বর্তমান

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
অধ্যক্ষ
যোগদান : ১.৭.১৯৮৯

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান : ১.৭.১৯৮৯

মোঃ মাহফুজুল হক
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান : ১.৮.১৯৮৯

মোঃ রোমজান আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান : ১৫.৮.১৯৮৯

মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
যোগদান : ১.৯.১৯৮৯

কামরুন নাহার সিদ্দিকী
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যোগদান : ১৮.৮.১৯৮৯

মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

মোঃ আব্দুল কাইয়ূম
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

ফেরদৌসী খান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

রওনাক আরা বেগম
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
যোগদান : ৩.১০.১৯৮৯

প্রতিষ্ঠাতা কর্মচারী

আলী আহাম্মদ
যোগদান : ১.১০.১৯৮৯

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। একবিংশ শতাব্দী আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অফুরন্ত সম্ভাবনা। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় তাই উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন দক্ষ, সুশিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত জনশক্তি। ঢাকা কমার্স কলেজ এরূপ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে অনন্য অবদান রাখছে। বাণিজ্য শিক্ষার বদৌলতে কৃতি বিদ্যার্থীরা নিজেদের পরিণত করেছে দক্ষ মানব সম্পদে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, একাগ্রতা ও নিরলস সাধনায় দুই দশক ধরে ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী। আমি আশাকরি এ কলেজটি ভবিষ্যতেও নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাবে। দুদশক সাফল্যের সোপান অতিক্রমের পর ঢাকা কমার্স কলেজ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে বিশ বছর পূর্তি উৎসব।

আমি 'প্রদ্যোত' ও এর সাথে সংশিষ্ট সকলের সাফল্য কামনা করি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি.)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
(শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলেও সত্য যে এই মেরুদন্ডকে শক্তিশালী করে তুলতে কান্ডারির বড়ই অভাব আজকের এ সমাজে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রায় হারিয়ে ফেলা এ আদর্শকে পাঞ্জেরির মতোই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই কলেজের শিক্ষকদের হার্দিক ইচ্ছা ও অন্তহীন অনুপ্রেরণায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের পথ আলোকিত করতে সক্ষম হচ্ছে। এ কারণে আমি কলেজ সংশিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত এ শিক্ষাঙ্গন যুব সমাজের নৈতিকতা তৈরিতেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্ব-অর্থায়নে চালিত ঢাকা কমার্স কলেজ দুদশক পূরণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ তার অব্যাহত শিক্ষার সমৃদ্ধ ধারা বহমান রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে উত্তরোত্তর ভূমিকা পালন করুক- এটাই আমার আন্তরিক এষণা।

(প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ)

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে। জাতীয় দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষকদের নিরলস সাধনা আর নিয়মের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সময়ের মধ্যে রূপ নেয় অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে। জাতীয় ভাবমূর্তির উন্নয়নে দেশকে একটি সমৃদ্ধ ও কর্মঠ জনগোষ্ঠী উপহার দিয়ে দেশের মঙ্গল সাধন এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে কলেজটি সাফল্যের সাথে কয়েক ধাপ অতিক্রম করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি অতিক্রম করেছে দুদশক। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশ বছর পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত'। পরিশ্রমী মানুষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এ প্রকাশনাটি ভবিষ্যতের পথ চলার পাথেয় হবে।

মহতী এ কর্মকাণ্ডের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এম পি)

সংসদ সদস্য
১৮৭ ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বিধিসম্মত সকল পূর্ণ বিষয়েরই একটা সুন্দর প্রকাশ আছে। পূর্ণতার জন্য চাই একটা সময়। মানুষ সেই সময়ের নাম দিয়েছে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, দশক, যুগ ও শতাব্দী। মানুষ তার অর্জনের পরিমাণকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে জানতে চায়। এই অর্জনের সময়কে মানুষ দিন, সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরের হিসেবে প্রকাশ করে। সময়ের ব্যবধানে কোন প্রতিষ্ঠান কতটুকু অর্জন করল তা যুগপূর্তি, রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।

ঢাকা কমার্স কলেজ দুদশক পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ বছরে তার প্রাপ্তি ও পূর্ণতাকে প্রকাশ করবে। দুদশক পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত'। এই স্মরণিকায় তারই হিসাব-নিকাশ শাশ্বতভাবে প্রকাশ লাভ করবে - এটাই আমার বিশ্বাস।

দুদশক পূর্তিতে স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে যারা সংশিষ্ট এবং যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হলো এ প্রকাশনা আমি তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(মোঃ আসলামুল হক)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বর্তমান বিশ্বে একটি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, নিজস্ব চিন্তা ও সংস্কৃতি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে হলে, সে জাতিকে অবশ্যই একটি মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে হবে। আর এ জন্যই বিশ্বজুড়ে আজ বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের এ চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়েই জাতীয় কল্যাণের নিমিত্তে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত একটি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতায় প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে গেছে বেশ আগেই। জাতিকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য মেধাবী ও শিক্ষিত মানুষ। যাঁরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

ধারাবাহিক সাফল্যের ভেতর দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে দুদশক পার করেছে। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ স্মরণিকা। ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সম্পৃক্ত পরিশ্রমী ব্যক্তিবর্গের মেধা আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এ স্মরণিকাটি আগামী দিনের পথ চলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে সবার সাফল্য কামনা করছি।

২৫/১২/২০১৯

(ড. খোন্দকার শওকত হোসেন)

ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

ঢাকা কমার্স কলেজ যুগোপযোগী বাণিজ্য শিক্ষার অনুকরণীয় মডেল। শিক্ষা কাঠামোর মধ্যেই স্বতন্ত্র নিয়মে এগিয়ে চলছে এই কলেজ এবং যুগের চাহিদা মেটাতে তৈরি করছে বাণিজ্য শিক্ষার শিক্ষার্থীদের। মাত্র দুদশকে এর সুনাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন, প্রশাসনিক দক্ষতা আর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরই মেধাতালিকায় ঈর্ষণীয় স্থান অর্জন করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ তার দুদশক পূর্তি উপলক্ষে সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত'। এই স্মরণিকার মাধ্যমে কলেজের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' এর সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সকলের সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

(প্রফেসর ড. কাজী শহীদুলাহ)

চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

ঐতিহ্য আর উৎকর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশক পূর্ণ হয়েছে। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ সুশিক্ষা দেবার আদর্শকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আদর্শকে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে বাণিজ্য শিক্ষা পেয়েছে বৈপবিক গতি, প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য। সেই সাথে ঐকান্তিক প্রয়াসে নিরন্তর ছুটে চলেছে উৎকর্ষের অভিমুখে। জাতিকে পরিশ্রমী, মেধাবী ও গতিশীল প্রজন্ম উপহার দেবার ফলস্বরূপ দু-দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিও এ শিক্ষায়তনের যথাযোগ্য প্রাপ্তি। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

এ বর্ণাঢ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কীর্তির দুদশক পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ঢাকা কমার্স কলেজের এ গৌরবজ্জ্বল দর্পণ অন্যদের স্বমহিমায় ভাস্বর হতে অনুপ্রাণিত করবে। সত্য সন্ধানীদের দেবে পথের নির্দেশ। এ স্মরণিকার সাফল্য কামনা করি এবং এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

11-11-2009

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

উপাচার্য

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (BUBT)

বাণী

জাতির সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি শিক্ষার সাফল্যের উপর নির্ভর করে। দেশকে সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত জনগণ উপহার দেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে ১৯৮৯ সালে জন্ম নিয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। আজ সে প্রতিষ্ঠান মহীরুহে আশ্রয় নিয়েছে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীরূপ পাখি। এ পাখিদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে বাণিজ্যের বিশাল আকাশে উড়বার আনন্দ দিয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। দেশের শিক্ষা ও অগ্রগতিতে তাদের এ অবদানকে আমি ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করছি।

কলেজটি তার দুদশক পূর্তি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে, তাদের এ আনন্দে আমিও আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' প্রকাশিত হচ্ছে। 'প্রদ্যোত' এর সাথে সংশিষ্ট সবাইকে আমি উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসন ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকবৃন্দকে, যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ঋদ্ধ পথে ঢাকা কমার্স কলেজ এগিয়ে গেছে সফলতার শীর্ষে। সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর আবু সালেহ)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

স্ব অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ধারায় ইতোমধ্যে কলেজটি মডেল কলেজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠেছে। স্বতন্ত্র সত্তায় উজ্জীবিত দৃঢ় মানসিকতা থাকলে যে কোন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই। ১৯৮৯ সালে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে আজকের ভবন, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এর উত্থান সকলকে বিস্মিত করে। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম। দেখেছি কীভাবে স্বপ্নবীজ একতার মেলবন্ধনে স্বপ্নসৌধে পরিণত হয়। বাণিজ্য শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ অর্জন করেছে দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধা। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল পাঠবিন্যাস ও সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের ধারাবাহিকতা আজও বহমান। দুদশকেও এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। ঢাকা কমার্স কলেজ আজ শুধু ঐতিহ্য নয়, একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সময়ের প্রেক্ষাপটে কোন প্রতিষ্ঠানের অর্জন নির্ণিত হয় যুগপূর্তি, রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ঢাকা কমার্স কলেজ তার গৌরবময় ২০ বছর পূর্তি পালন করতে যাচ্ছে। হাজারো পুরোনো স্মৃতিতে অম্লান হবে ২০ বছর পূর্তি উৎসব। ঢাকা কমার্স কলেজের অগ্রযাত্রায় নিবেদিত প্রাণ পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান অসামান্য। সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

(প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম)

উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি, ধূমপান, নকল ও সন্ত্রাস মুক্ত, স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৮৯ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে যে স্বপ্ন নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ মহীরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার কর্তৃক দুইবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করেছে। অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ গৌরব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

দুদশক সাফল্যের সোপান অতিক্রমের ক্রান্তিলগ্নে ঢাকা কমার্স কলেজ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে বিশ বছর পূর্তি উৎসব। এ উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনা ভবিষ্যতে শুধু স্মৃতিনয়; তথ্য উপাদানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হবে বলে আমি মনে করি।

এত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশ একটি দুরূহ কাজ। আমার বিশ্বাস স্বল্প তম সময়ের মধ্যে স্মরণিকার লেখাগুলোতে ঢাকা কমার্স কলেজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও প্রোজ্জ্বল ও বাঙময় হয়ে উঠবে। স্মরণিকা প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

আহবায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০
ঢাকা কমার্স কলেজ

উপক্রমনিকা

শিক্ষা মানুষের উৎকৃষ্টতার প্রতিচ্ছবি। শিক্ষা মানুষকে করে তোলে সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ যখন আলোকোজ্জ্বল মানুষের দ্যুতি বাড়ায়, শিক্ষা তখন তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়। শিক্ষার সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সৎ, যোগ্য, স্বাবলম্বী ও নৈয়ায়িক চেতনাজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত দেশের অন্যতম অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় কলেজের মর্যাদায় আসীন হয়েছে এ প্রতিষ্ঠান।

বিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের একটি স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদ্যোত' প্রকাশিত হচ্ছে। 'প্রদ্যোত' দুদশকের অর্জিত সাফল্য আর স্মৃতি বহন করবে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের অম্লান সহযোগিতায় স্মরণিকাটি আজীবন ছাপার হরফে বন্দি হলো। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের যৌথ প্রয়াস ও নিরন্তর শ্রম প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। আর লেখকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে দিয়েছে উপাদান। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

(মোঃ রোমজান আলী)

যুগ্ম আহবায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০
ঢাকা কমার্স কলেজ

আমার কথা

প্রদ্যোত। শব্দে ও চিত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশককে ফুটিয়ে তোলা। এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। সময় খুবই সামান্য। অনেকে বলেই ফেললেন এসময়ের মধ্যে এটি প্রকাশ করা অসম্ভব; যদি করা যায়, তবে সে হবে এক নতুন ইতিহাস।

যুগপূর্তিতে আমার দায়িত্ব ছিল শুধু ছবি নিয়ে একটি আলাদা অ্যালবাম করার। দুদশক পূর্তিতে সিদ্ধান্ত হলো স্মরণিকা ও অ্যালবাম মিলে একটি বই হবে। সুতরাং বইয়ের কলেবর মানসম্মত রাখতে হলে ছবি ও লেখার সংখ্যা অনেকটাই কমিয়ে আনতে হবে। অথচ যুগপূর্তির তুলনায় দুদশক পূর্তিতে ছবির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণেরও অধিক। এমতাবস্থায় বহু কর্মকাণ্ডের ছবি কমিয়ে আনা বা বাদ দেয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত। এক কথায় সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া।

অনেকের লেখা জমা পড়েছে একেবারে শেষ সময়ে। সেগুলোকে বিভিন্ন কম্পিউটারে প্রসেস করতে গিয়ে নানান রকম ভাইরাসের মোকাবেলা করা ছিল একটি বাড়তি ঝামেলা। বাণী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা অনুভূত হয়েছে প্রকটভাবে। ছবি প্রাপ্তির উপর অ্যালবামের সাফল্য অনেকটাই নির্ভরশীল। কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা ও প্রকাশনা কাজের জন্য এ কলেজে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া অত্যন্ত জরুরী। আমরা ১০% ছবিও ঠিকমত পেয়েছি কিনা সন্দেহ আছে। ছবির ক্যাপশন লেখার জন্য অভিজ্ঞ ও সিনিয়র স্যারদের পেলে ভালো হতো।

এতসব প্রতিকূলতার পরও এ প্রকাশনাটি আলোর মুখ দেখছে, কারণ মহান আলাহ পাকের অশেষ রহমত, পরিচালনা পরিষদের ইতিবাচক মনোভাব, প্রতিষ্ঠাতা স্যার, অধ্যক্ষ স্যার, উপাধ্যক্ষ স্যার ও কমিটিভুক্ত সহকর্মীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ আরো অনেকে আমাদের এ কাজে সহযোগিতা করেছেন। আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। প্রকাশনাকে ত্রুটিমুক্ত করার অনেক চেষ্টা আমরা করেছি। হয়তো পারিনি। সকলের ক্ষমাসুন্দর মনোভাব আশা করছি।

(মোঃ তৌহিদুল ইসলাম)

সম্পাদক
প্রদ্যোত
দুদশক পূর্তি স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১০
ঢাকা কমার্স কলেজ

সম্পাদকীয়

আমি প্রদ্যোত, প্রকীর্তি
প্রবল প্রগতির প্রকৃষ্ট প্রভা।
আমি শিখা, সূর্যশিখা
আমি আলোবর্তিকা, আমি পাঞ্জেরি।
আমি ব্যতিক্রম
প্রচণ্ড আমার বেগ,
আমি বাঁধভাঙা জোয়ার।
আমি পরিব্রাজক,
শৈশবেও চড়িনি, অন্যের কোলে পিঠে
দয়া দাক্ষিণ্যের দুর্বলতা মেনে নেয়া
আমার স্বভাবে নেই;
আমি স্বাবলম্বী।
আমি আদর্শের প্রতিরূপ
মিছিলের সম্মুখ নেতা।
আমি গড়েছি প্রদীপ্ত ইতিহাস।
আমার মুগ্ধ সুগন্ধীতে কেটে গেছে
শিক্ষাঙ্গনের বারুদের দুর্গন্ধ।
আমি প্রমত্ত প্রবাহ,
জীবন-নদীর অনিবার্য বাঁকও নেই
আমার সুঠাম দেহে।
প্রশস্ত বক্ষে আমি ফুলে ফলে পলবিত;
আমার সুশোভিত রূপমাধুর্য
কারুকার্যখচিত অবয়ব
অপরের অপলক দৃষ্টির সৃষ্টি।
আমার আলোর বিচ্ছুরণে
উদ্ভাসিত শিক্ষা জগত।
আমি দীপ্তমান, আমি ব্রান্ড,
আমি সুদীপ্ত স্বচেতনার স্বকীয় স্ফূরণ
বন্ধুর ভূমিতে ফলাই
সাফল্যের অনবদ্য গাঁথা।
আমি শ্রেষ্ঠ।
কর্ম আর ধর্মই আদর্শ,
আমি সুজন আর সুনীতিকে
করি আলিঙ্গন।
আমি কারিগর,
উৎপাদন করি কর্মীসেনা;
নির্মাণ করি সভ্যতা;
বিকশিত করি মানবীয় গুণাবলি;
প্রস্ফূটিত করি রুচি ও মননের।
আমি স্বতঃস্ফূর্ত, নিরঃহংকার চাষী
সৃজনশীলতার পরিচায়ক
আমি জ্ঞান-প্রৌঢ়,
বাসনায় সর্বদাই নবপ্রজন্ম
প্রত্যহ স্বাদ নেই নবান্নের।
আমি স্মরণিকা, আমি ভাস্কর,
চিরভাস্বর, অবিনশ্বর
আমি উচ্চাসনের সিঁড়ি
আমি হাঁটি প্রগতির পথে,
প্রভাতের তরে,
উন্নয়নের মহাসড়কে।
আমি জ্ঞানের তীর্থস্থান,
বাণিজ্য-জ্ঞান পিপাসার্তের ঝর্ণাধারা।
আমি শৃঙ্খলাকে মেনে নেই
করণীয় বলে।
প্রজ্জ্বলিত আমি আজ প্রফুলচিত্ত;
আমি মহাপ্রাণ
কুড়ি বছরের তেজোদীপ্ত;
আমি উত্তপ্ত গিরিশৃঙ্গ,
সৌকর্যমন্ডিত মনলোভা
গগণচুম্বী অবকাঠামো।
আমি কর্মবীর,
অসম্ভবকে করি সম্ভব।
আমার তুলনা, কেবল আমিই
আমি প্রণত সত্যের প্রণয়ে
আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বি পুষ্টিফলে
পরিপুষ্ট বহুপ্রাণ।
আমি পূর্ণ; আজ আমি সম্পূর্ণ
আমি ঢাকা কমার্স কলেজ।

(এস এম আলী আজম)

শিক্ষক পরিচিতি

বাংলা বিভাগ

মোঃ হাসানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ রোমজান আলী
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

তৃষ্ণা গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ সাহজাহান আলী
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান
প্রভাষক

মোঃ মশিউর রহমান
প্রভাষক

রেজাউল আহমেদ
প্রভাষক

ইসরাত মেরিন
প্রভাষক

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম
প্রভাষক

তানিয়া তহমিনা সরকার
প্রভাষক

মোহাঃ তানভীর হায়দার
প্রভাষক

পার্থ বাড়ৈ
প্রভাষক

ইংরেজি বিভাগ

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ ইকবাল করিম
সহকারী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
প্রভাষক

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
প্রভাষক

মোঃ রেজাউল করিম
প্রভাষক

মোঃ জাহিদুল কবির
প্রভাষক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
প্রভাষক

আবদুল করিম রুমান
প্রভাষক

সমীরন পোদ্দার
প্রভাষক

মোঃ কায়সার আলী
প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বদিউল আলম
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী ফয়েজ আহাম্মদ এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এম. সওকত ওসমান এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহকারী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
প্রভাষক

তানভীর আহমদ
প্রভাষক

তন্ময় সরকার
প্রভাষক

মোঃ হজরত আলী
প্রভাষক

সিগমা রহমান
প্রভাষক

আছমা বেগম
প্রভাষক

ফারজানা রহমান
প্রভাষক

উম্মে সালমা
প্রভাষক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নুর হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈন উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মাসুদা খানম
সহকারী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মোশারেফ হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
প্রভাষক

আবু বকর সিদ্দিক
প্রভাষক

ফারহানা হাসমত
প্রভাষক

মহন্ড় কুমার
প্রভাষক

মোঃ মাহমুদ হাসান
প্রভাষক

প্রহলাদ চন্দ্র দাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঞ্জুরুল আলম এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
প্রভাষক

তাসমিনা নাহিদ
প্রভাষক

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহকারী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম
প্রভাষক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
প্রভাষক

মোঃ হাসান আলী
প্রভাষক

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

মোঃ আবদুর রহমান (কম্পি.)
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোহাম্মদ ইলিয়াছ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মিরাজ আলী (গণিত), এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক

আলেয়া পারভীন (গণিত)
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম দেবনাথ
প্রভাষক

মোঃ তরিকুল ইসলাম (কম্পি.)
প্রভাষক

সিফাত উর রহিম (কম্পি.)
প্রভাষক

অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ ওয়ালী উল্যাহ
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

রওনাক আরা বেগম
সহযোগী অধ্যাপক

সুরাইয়া পারভীন
সহকারী অধ্যাপক

শবনম নাহিদ স্বাতী (সমাজবিজ্ঞান)
সহকারী অধ্যাপক

হাফিজা শারমিন
সহকারী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুলাহীল বাকী বিলাহ
প্রভাষক

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মাওসুফা ফেরদৌসী এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

কে.এ. নাসরিন
সহকারী অধ্যাপক

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ আবু তালেব এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক (চেয়ারম্যান)

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
প্রভাষক

অন্যান্য বিভাগ

মেডিকেল শাখা

ডাঃ আবদুর রহমান, এম বি বি এস
মেডিকেল অফিসার

শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

ফয়েজ আহ্‌মদ
শরীরচর্চা শিক্ষক

অফিস

মোঃ নূরুল আলম
উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জাফরিয়া পারভীন
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকরী

মোঃ দুলাল
অফিস সহকারী

মোহাম্মদ ইউনুছ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অফিস সহকারী

মোঃ শাহ্‌ আলম
অফিস সহকারী

মোঃ বিলাল হোসেন
পিয়ন

মোঃ বেলাল হোসেন ভূঁইয়া
পিয়ন

মোঃ সিরাজ উলা
পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
পিয়ন

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
পিয়ন

মোঃ কামরুল ইসলাম
পিয়ন

মোহাম্মদ মীর হোসেন
পিয়ন

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
পিয়ন

মোঃ শাহীন হোসেন
পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
আয়া

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
আয়া

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
আয়া

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ আলমগীর হোসেন
গার্ড

মোঃ আব্বাছ আলী
গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম-১
গার্ড

সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ
গার্ড

মোঃ সেলিম
গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
গার্ড

নিজাম উদ্দীন
গার্ড

নান্টু বালা
গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম-২
গার্ড

রিপন চাকমা
গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
গার্ড

রাসেল মাহমুদ
গার্ড

মোঃ রমজান আলী
মালী

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

হিসাব শাখা

নজরুল ইসলাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
অফিস সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
অফিস সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
পিয়ন

লাইব্রেরি শাখা

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
সহকারী লাইব্রেরিয়ান

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

সাযযাদ উলাহ্ মোঃ ফয়সাল
সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মুহাম্মদ ফরহাদুর রহমান
উপ-সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ রাশেদুল কবির
অফিস সহকারী

তপন কান্তি দাশ
অফিস সহকারী

মিজানুর রহমান
পিয়ন

মোঃ বোরহান উদ্দীন
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ সেলিম রেজা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্ড্রাজ আলী
পিয়ন কাম ইলেকট্রিশিয়ান

কবির হোসেন
পিয়ন

রফিকুল ইসলাম
পাম্বার

মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিয়ন

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নূরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোহাম্মদ মাসুম রেজা
লিফট অপারেটর

বিভাগীয় কর্মচারী

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরী সহকারী (ইংরেজি)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিয়ন (ইংরেজি)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরী সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

নূর মোহাম্মদ
পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

আব্দুল আউয়াল
লাইব্রেরী সহকারী (হিসাববিজ্ঞান)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরী সহকারী (ফিন্যান্স)

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
পিয়ন (ফিন্যান্স)

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরী সহকারী (মার্কেটিং)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
পিয়ন (মার্কেটিং)

মোঃ নুরুল করিম
পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ বিপব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

করম হোসেন
(টেকনিশিয়ান কাম ডেমোনেস্ট্রেটর)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

কো-অপারেটিভ

মোঃ গিয়াস উদ্দিন সওদাগর
কম্পিউটার প্রশিক্ষক

নাসরীন সুলতানা
কম্পিউটার প্রশিক্ষক

মোঃ মোতালেব
বাবুর্চি

মোঃ ওমর ফারুক
ক্যান্টিন বয়

মোঃ আইয়ুব আলী
ক্যান্টিন বয়

মোঃ ইউসুফ আলী
ক্যান্টিন বয়

মোঃ আলাউদ্দিন
ক্যান্টিন বয়

উচ্চ মাধ্যমিক

এক নজরে ফলাফল বিশেষণ

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪<৫	জিপিএ ৩<৪	জিপিএ ২<৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭ জন (উলেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪০৯ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪২৩ জন

অনার্স

এক নজরে ফলাফল বিশেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	০৩	৩৬	০৩	–	৪২	৯৮%	১ম, ২য়, ৩য় = ৩জন
	১৯৯৮	৪৩	০২	৪১	–	–	৪৩	১০০%	২য়, ৪র্থ= ২ জন
	১৯৯৯	৪২	০১	৪০	০১	–	৪২	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম = ১জন
	২০০০	৪১	–	৩৫	০২	–	৩৭	৯০.২৪%	–
	২০০১	৪৩	–	৩৯	০২	–	৪১	৯৫.৩৪%	–
	২০০২	৩৮	–	২৯	০৪	–	৩৩	৮৭%	–
	২০০৩	৪৯	০১	৪৬	০২	–	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	০১	৩৯	–	–	৪০	৯৫.২৩%	–
	২০০৬	৩৫	–	৩৫	–	–	৩৫	১০০%	–
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	–	৪৪	১০০%	–
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	০৩	২৯	–	–	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ১৫ তম = ৩জন
	১৯৯৮	৪৭	০৩	৪০	০৩	–	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ, ১৪তম= ৩ জন
	১৯৯৯	৪৫	০১	৩৪	০৪	–	৩৯	৮৬.৬৬%	১ম শ্রেণীতে ২৬ তম = ১ জন
	২০০০	৪৪	–	২৬	১১	১	৩৭	৮৪.০৯%	–
	২০০১	৪৯	–	৪৩	৩	–	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	–	৩৭	০৮	–	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	০৭	৫৪	০২	–	৬৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০ম, ৩২ম, ৩৩ম, ৩৪ম = ৭জন
	২০০৫	৪৪	০৭	৩৬	–	–	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	–	–	৪৬	১০০%	–
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	–	–	৫১	১০০%	–
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	০৩	২৯	–	–	৩২	৯৬.৯৬%	১ম, ২য় (যুগ্ম) = ৩ জন
	১৯৯৯	৫৩	–	৪৬	০২	–	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	০২	৩৬	০২	–	৪০	৯৮%	১ম শ্রেণীতে ৩য় ও ৬ষ্ঠ = ২জন
	২০০১	৪৮	–	৪২	০২	–	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	–	৪৬	–	–	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	–	৪৯	০২	–	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	–	–	৫০	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	–	–	৪৫	১০০%	-
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	–	–	৫৪	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	০৫	৩৪	–	–	৩৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম = ৫ জন
	১৯৯৯	৫৬	০৭	৪৬	০১	–	৫৪	৯৬.৪২%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম = ৭জন
	২০০০	৫৩	০৬	৪৪	–	–	৫০	৯৪.৩৩%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ = ৬ জন
	২০০১	৫১	০৯	৩৯	০২	–	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম = ৯জন
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	–	–	৪৯	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম-৭ম, ৮ম (যুগ্ম), ৯ম-১৩তম পর্যন্ড়=১৪জন
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	–	–	৫৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০,১১,১২(২জন),১৩,১৫,১৬(৩জন),১৮(২জন) = ১৮ জন
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	–	–	৪৪	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	–	–	৪৪	৯৭.৭৮	-
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	–	–	৪৬	১০০%	-
পরিসংখ্যান	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	–	–	২৯	৯৬.৬৬%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম (যুগ্ম) ১২,১৩,১৪,১৫,১৬ (৩জন) ১৭,১৮ (২জন) তম =১৭ জন
	২০০০	০৮	০৪	০৩	–	–	০৭	৮৮%	১ম শ্রেণীতে ৩য় = ১জন
	২০০১	০৫	০২	০৩	–	–	০৫	১০০%	১০ম ও ১৬তম = ২ জন
	২০০২	০৫	–	০৫	–	–	০৫	১০০%	–
	২০০৩	০৯	০৭	০২	–	–	০৯	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম =৭ জন
	২০০৫	১৪	০৩	১০	–	০১	১৪	১০০%	-
	২০০৬	৬	–	৬	–	–	৬	১০০%	-
	২০০৭	৫	১	৪	–	–	৫	১০০%	-
ইংরেজি	২০০০	৩২	–	১২	১৭	–	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	–	০৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	–	০৯	২৮	–	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	–	২৩	২০	–	৪৩	৮৯.৫৮%	–
	২০০৫	২৬	–	২৩	০২	০১	২৬	১০০%	–
	২০০৬	১২	–	১০	০২	–	১২	১০০%	–
	২০০৭	৩১	–	২৬	৫	–	৩১	১০০%	–
অর্থনীতি	২০০০	১৪	০৪	১০	–	–	১৪	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ=৪জন
	২০০১	৩৩	০১	২২	০৫	০২	৩০	৯১%	১ম শ্রেণীতে ২য়=১জন
	২০০২	০৯	০২	০৫	০১	০১	০৯	১০০%	১ম শ্রেণীতে ২য় ও ৮ম = ২জন
	২০০৩	১৬	–	১১	০৪	–	১৫	৯৩.৭৫%	–
	২০০৫	১৯	–	১৬	০৩	–	১৯	১০০%	–
	২০০৬	২১	–	২০	০১	–	২১	১০০%	–
	২০০৭	১৬	১	১১	০২	০১	১৫	৯৩%	–

মাস্টার্স

এক নজরে ফলাফল বিশেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	ফেল	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	০৪	২৮	–	–	৩২	১০০%	১ম শ্রেণীতে ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম = ৪জন
	১৯৯৭	২৩	০	২৩	০	–	২৩	১০০%	–
	১৯৯৮	১৪	০১	১২	০১	–	১৪	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৫ম=১জন
	১৯৯৯	১৯	–	১৬	০৩	–	১৯	১০০%	–
	২০০০	১১	–	১০	১	–	১১	১০০%	–
	২০০১	১২	–	১২	–	–	১২	১০০%	–
	২০০২	২১	০১	২০	–	–	২১	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৩য়=১জন
	২০০৩	১২	–	১২	–	–	১২	১০০%	–
	২০০৪	১৭	০৩	১৪	–	–	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩ তম
	২০০৭	৪	৩	১	–	–	৪	১০০%	
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	০১	২২	০	–	২৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৪র্থ=১জন
	১৯৯৭	১৭	০	১৭	০	–	১৭	১০০ %	–
	১৯৯৮	০২	০	০২	০	–	০২	১০০%	–
	১৯৯৯	১৩	০৩	০৯	০১	–	১৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ২য় (২ জন), ৮ম=৩জন
	২০০০	১৬	১	১৩	০২	–	১৬	১০০%	–
	২০০১	১৪	১	১৩	–	–	১৪	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ = ১জন
	২০০২	০৭	–	০৭	–	–	০৭	১০০%	–
	২০০৩	২১	৪	১৭	–	–	২১	১০০%	১৪তম, ২৬(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	০৭	১৪	–	–	২১	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১৩,২৬,২৮,৩২,৩৫,৩৭ ও ৪০ তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	–	–	২৫	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৭ম,১০,১১,১৭,১৮,২০,২১,২৩,২৫ ও ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	–	–	–	১৫	১০০%	–
মার্কেটিং	১৯৯৭	০৭	–	০৬	০১	–	০৭	১০০%	–
	১৯৯৯	২০	০৫	১৫	–	–	২০	১০০%	১ম শ্রেণীতে ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম=৫জন
	২০০১	২১	০৫	১৬	–	–	২১	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ (২জন) = ৫জন
	২০০২	২২	০৩	১৯	–	–	২২	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য় (২জন)=৩জন
	২০০৩	১৬	–	১৪	১	১	১৫	৯৩.৭৫%	–
	২০০৪	১৪	০৫	০৯	–	–	১৪	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ৪র্থ ও ১৩ তম (৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	০৫	–	–	২৮	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়,৩য়(৩),৪র্থ,৫ম(২),৬,৭,৯,১১,১২,১৪(২) তম
	২০০৭	২৬	২০	০৬	–	–	২৬	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	০৫	০৮	–	–	১৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম=৫জন
	২০০০	৩৩	১২	২০	০১	–	৩৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম (৩জন), ৮ম ও ৯ম (২জন)=১২জন
	২০০১	৩১	০২	২৯	–	–	৩১	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম ও ২য় = ২জন
	২০০২	১৩	০৮	০৪	০১	–	১৩	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম (যুগ্ম), ১০ম = ৮জন
	২০০৩	৩৪	০৩	৩১	–	–	৩৪	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য় ও ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	–	–	৩৬	১০০%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য় (২ জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮ম (২জন), ৯ম, ১০ম, ১২ম (২জন), ১৩-১৭তম, ১৮তম (৩জন), ২০, ২১ ও ২৩ তম
	২০০৬	২৫	২৪	১	–	–	২৫	১০০%	১ম শ্রেণীতে ৩য়,৪র্থ,৭ম(২),৮,১০,১১,১২,১৪(২),১৫ ও ১৬(২) তম
	২০০৭	২০	১৪	০৬	–	–	২০	১০০%	
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	০৩	১১	–	–	১৪	৫৮.৩৩%	১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য় ও ৩য় =৩জন
	২০০১	০৯	–	০৪	০১	০১	০৫	৫৬%	–
	২০০২	০২	–	০২	–		০২	১০০%	–
	২০০৩	০২	–	০২	–	–	০২	১০০%	–
	২০০৪	০৯	০৭	–	–	–	০৭	৭৭.৭৮%	১ম শ্রেণীতে, ৪র্থ, ১৫, ১৯ তম (২জন), ২০, ৩০ও ৩৩ তম
	২০০৬	০৮	০৭	০১	–	–	০৮	১০০%	১ম শ্রেণীতে ২য়,৮ম,১০,১১,১৮(২) ও ২১ তম
	২০০৭	০৪	–	৩	–	–	৩	৭৫%	
অর্থনীতি	২০০২	১১	০১	০৮	০১	০১	১০	৯১%	১ম শ্রেণীতে ৪র্থ=১জন
	২০০৩	০৩	০২	–	–	০১	০২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত ১৯৮৯ • ১৩৯৬

দুদশক পরিক্রমা
ও
যুগপূর্তি পরিক্রমা

ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ : দুদশক পরিক্রমা*

যখন পবিত্র শিক্ষাকাশে কৃষ্ণমেঘের উত্তালনৃত্য, সন্ত্রাসের বিষবাষ্পে কলুষিত শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, সর্বত্র নকলের জয়যাত্রা, শাসকের বুলেট আর ব্যয়নেটের ঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেহ, মসী কেড়ে শিক্ষার্থীর কোমল হাতে পৌঁছে দেয়া হলো ভয়ংকর অসি, সরকারের দাক্ষিণ্য ভোগের লিপ্সায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক, ঠিক তখন ১৯৮৯ সালে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙ্গিনায় ভূমিষ্ঠ হলো ধূমপান, রাজনীতি ও নকল মুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আলোকবর্তিকা, যার রোদ ও তেজে ভেসে গেছে শিক্ষাকাশের কৃষ্ণমেঘ, শৈশবেই তার বলিষ্ঠ চাহনিতে মুগ্ধ সকলে, কৈশোরে যার নাম তামাম দেশ জুড়ে, যৌবনে সে শিক্ষার বিশ্বপলীতে অবগাহন করছে, সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছর বয়সে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ যার নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি লাভ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও অরাজনৈতিক সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯) এর আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০) এর সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ৬ হাজার ৩ জন, শিক্ষক সংখ্যা ১১৮, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৯২ এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৬। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ১৭ সহস্র বই ও ২ সহস্র কপি জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সকল সম্মান বিভাগে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সবগুলো সেমিনারে ১৫ সহস্রাধিক গ্রন্থ রয়েছে। সাফল্যের সুতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি কমিটেড শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ টিম ওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈষর্ণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধি-বিধান মেনে নিচ্ছেন।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আর্দশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স পান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে সেরা পণ্য তৈরি যেন এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। যুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। এইচ এস সি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) পরীক্ষায় বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ২য়

*এস এম আলী আজম : সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ও ১৫তম স্থানসহ শতভাগ পাস করে। বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫জন, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য় সহ ১০জন, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩জন, ১৯৯৭ সালে ৪জন, ১৯৯৮ সালে ৭জন, ১৯৯৯ সালে ৮জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ১৩জন, ২০০১ সালে ১ম সহ ৬জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য় সহ ৪জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯শ ২৫ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোন কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিক ৯৭%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৬%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও এরা র‍্যালির সম্মুখ ভাগে লিড দিচ্ছে। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌ-বিহার, কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আর্ন্তজাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, সাধারণজ্ঞান ক্লাব, বির্তক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নাট্য পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফী সোসাইটি, রিডার্স এন্ড রাইটার্স সোসাইটি, আই টি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে রেডক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পর্যটক ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজে সকল শ্রেণীতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার। বার্ষিকী, মাসিক পত্রিকা, জার্নাল, বিভাগীয় স্যুভেনির, সার্ক ট্যুর স্যুভেনির, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, প্রশ্নব্যাংক, দেয়ালিকা, শুভেচ্ছাকার্ড ইত্যাদি নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতিবছর বিপুল পরিমান ত্রাণ বিতরণ করা হয়। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২০ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপেক্স এর উন্নয়ন কার্য মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার আলোর মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিকালের কোল ঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণ শৈলী এবং মনোলোভা সৌকর্যমণ্ডিত কলেজ ভৌতকাঠামো যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের প্রস্তাবিত ২০ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে ২২ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করেন। ২য় শিক্ষক ভবন ২০১১ সালের মধ্যেই ৪৪ জন শিক্ষক পরিবারের বসবাস উপযোগী হবে। ২০১১ সালের মধ্যে কলেজ অ্যাডিটোরিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ সহস্রাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে তাদের ক্ষুরধার মেধা, নিপুণ যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দখল করে নিয়েছে দেশের সব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি থেকে গণমাধ্যম। প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণজয়ন্তীতে হয়তো দেখা যাবে গণতান্ত্রিক এদেশটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এ কলেজেরই বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

দীর্ঘ দু'দশক ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষ ও অক্ষ পথ পরিক্রমায় কোন উল্কার আঘাত আসেনি। তবুও কলেজের শরীরে কোন কৃষ্ণ গহ্বর থাকলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তীতে ২০১৪ সালের মধ্যে তা পলিমাটিতে সমৃদ্ধ হয়ে যাবে; ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনবদ্য সৃষ্টি- এই আমাদের প্রত্যাশা।

নিচে এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশকের কার্যক্রম উলেখ করা হলো :

ঢাকা কমার্স কলেজ : এক নজরে দুদশক পরিক্রমা

১৯৮৯

১ জুলাই : কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কলেজের প্রথম সাইনবোর্ড উত্তোলন।

১ আগস্ট : অধ্যাপক মোঃ শামসুল হুদার অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

৬ আগস্ট : ছাত্র ভর্তির আবেদন ফরম ও প্রসপেক্টাস প্রথম বিতরণ।

২১ সেপ্টেম্বর : সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তোহা।

১১ অক্টোবর : প্রথম ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি ও ক্লাস কার্যক্রম।

১৯৯০

১ ফেব্রুয়ারি : ধানমন্ডি রোড- ১২-এ, বাড়ী-২৫১ তে কলেজ স্থানান্তর।

২০ ফেব্রুয়ারি : প্রথম বনভোজন।

২৩মে : প্রথম ঈদ পুনর্মিলনী।

১৭ জুন : প্রথম শিক্ষক ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম।

২৫জুন : প্রথম সাংস্কৃতিক সপ্তাহ শুরু।

১ জুলাই : কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১ম সংখ্যা প্রকাশ, কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী এবং প্রথম বার্ষিক ভোজ।

২৫ জুলাই: প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী কলেজ নির্বাহী কমিটির সভাপতি।

১ আগষ্ট : প্রফেসর কাজী ফারুকীর অধ্যক্ষ পদে যোগদান।

২৩ অক্টোবর : প্রথম শিল্পকারখানা পরিদর্শন, নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস।

১৯৯১

২৩ মার্চ : আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন।

৪ সেপ্টেম্বর : ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি।

১৯ সেপ্টেম্বর : কলেজের প্রথম ব্যাচের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। ৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৩ জন ১ম বিভাগ পায় এবং মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন।

১৫ নভেম্বর : দ্বিতীয় শিক্ষক ওরিয়েন্টশন কোর্স।

১৯৯২

৫ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিকী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১১ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ব্যাচের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা।

২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে প্রথম শিক্ষা সফর।

২৩ জুন : দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা।

৫ জুলাই : ঘোড়াশাল ও পলাশ সার কারখানা পরিদর্শন।

৭ জুলাই : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৭ সেপ্টেম্বর : উচ্চ মাধ্যমিক ২য় ব্যাচের ফলাফল প্রকাশ। মেধা তালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অর্জন।

২৯ অক্টোবর : নবীন বরণ।

২৩ নভেম্বর : কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা।

২৭ ডিসেম্বর : প্রথমবারের মত ৪০০ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ।

১৯৯৩

১৪ এপ্রিল : বাংলা ১৪০০ সাল বরণ।

১৭ মে : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু উপলক্ষে মিলাদ।

২২ মে : বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া সপ্তাহ শুরু।

৯ জানু : অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর ঢাকা মহানগরে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার লাভ।

৫ আগস্ট : বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও ভোজ।

২ অক্টোবর : একাদশ শ্রেণীর নবীন বরণ।

৫ অক্টোবর : সুন্দরবন ভ্রমণ।

১৯৯৪

২ জানুয়ারি : ১ নং অ্যাকাডেমিক ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

৮ জানুয়ারি : বি. কম (পাস) পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

২৭ জানুয়ারি : কক্সবাজারে শিক্ষা সফর।

৯ ফেব্রুয়ারি : বনভোজন

১৫ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

২৭ জুন : বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ।

১৮ আগষ্ট : বরিশালে ইলিশ ভ্রমণ।

২ নভেম্বর : বান্দরবনে শিক্ষা সফর।

২৭ নভেম্বর : লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস পরিদর্শন।

১৯৯৫

১৫ জানুয়ারি : মিরপুরের বর্তমান স্থানে কলেজ কার্যক্রম শুরু।

৮ ফেব্রুয়ারি : ইফতার পার্টি।

১৮ ফেব্রুয়ারি : কলেজে অনার্স কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই।

৮ মার্চ : অনার্স ভর্তি ফরম বিতরণ।

১৫ মার্চ : কলেজের অডিও ভিডিও সিস্টেমে পদার্পণ।

৪ মে : ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান এ অনার্স কোর্স উদ্বোধন।

১০ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

১৫ জুন : রাজশাহীতে শিক্ষকদের আম্র ভ্রমণ।

২৮ জুন : কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি উদ্বোধন।

২ জুলাই : শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২৬ জুলাই : ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান।

২১ আগষ্ট : ইন্টারকম সার্ভিস শুরু।

৩০ আগষ্ট : টাঙ্গাইলে টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ বিতরণ।

৭ আগষ্ট : শিক্ষকদের খাগড়াছড়ি ভ্রমণ।
১০ অক্টোবর : একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১৩ অক্টোবর : প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস-এর সাথে কলেজ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।
২৬ নভেম্বর : ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে মাস্টার্স ১ম পর্ব কোর্স উদ্বোধন।

১৯৯৬
১৯ জানুয়ারি : শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
১২ মে : সম্মান শ্রেণীর নবীন বরণ।
৮ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৫ মে : শিক্ষকদের সিলেট ভ্রমণ।
২৭ জুলাই : সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।
৩১ আগষ্ট : ব্যবস্থাপনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ পালন এবং প্রথম বিভাগীয় ম্যাগাজিন 'ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট' প্রকাশ।
৩ সেপ্টেম্বর : একাদশ শ্রেণীর নবীন বরণ।
৮ সেপ্টেম্বর : এদিন থেকে প্রতিদিন প্রথম ঘন্টায় সকল শ্রেণীতে অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস চালু।
১১ সেপ্টেম্বর : ব্যবস্থাপনা বিভাগ আয়োজিত প্রথম বিভাগীয় সেমিনার।
৪ অক্টোবর : শিক্ষকদের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ।
৪ নভেম্বর : ঢাকা কমার্স কলেজ এর জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ।
১৩ নভেম্বর : মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রকাশ।
২১ নভেম্বর : কলেজ ও অধ্যক্ষের 'লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণ পদক ১৯৯৬' লাভ।
৫ ডিসেম্বর : মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স উদ্বোধন।
২৪ ডিসেম্বর : বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন।
৩০ ডিসেম্বর : সুন্দরবনে বনভোজন ও শিক্ষা সফর।

১৯৯৭
২৭ ফেব্রুয়ারি : ঈদ পুনর্মিলনী, গভীর নলকূপ স্থাপন।
১৩ মে : চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ।
১৭ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৯ আগস্ট : বার্ষিক নৌবিহার।

১৯৯৮
১০ জানুয়ারি : ইফতার পার্টি।
১৯ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষকদের নেত্রকোণা ভ্রমণ।
২২ মার্চ : এম.কম. পার্ট-২ এর নবীন বরণ।
২৬ মার্চ : বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড উত্তোলন।
৩১ মার্চ : নবম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন এ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম।
১২ এপ্রিল : মোঃ শামসুল হুদা'র অধ্যক্ষ পদে যোগদান।
১০ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
২৩ জুন : স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণীর নবীন বরণ।
৬ জুলাই : ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক পরিচালনা পরিষদের সভাপতি।
২৬ জুলাই : বিবিএ প্রথম ব্যাচের প্রথম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৮ আগস্ট : রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনী।
২০ আগস্ট: প্রথম বারের মত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকাতে অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার প্রচার।
৩ সেপ্টেম্বর : বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ শুরু।
১৭ সেপ্টেম্বর : একাদশ শ্রেণীর নবীন বরণ।
২৭ ডিসেম্বর : প্রফেসর কাজী ফারুকীর অধ্যক্ষ পদে পুনরায় যোগদান।

১৯৯৯
২ জানুয়ারি : ইফতার পার্টি।
১৯ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস পালন।
২৬ মার্চ : স্বাধীনতা দিবস পালন।
১ জুন : স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণীর নবীন বরণ।
২ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২২ জুলাই : নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ।
৪ আগস্ট : দশম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন এ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম।
১৩ আগস্ট : একাদশ শ্রেণীর নবীন বরণ।
১৫ আগস্ট : সুন্দরবন ভ্রমণ।
১ সেপ্টেম্বর : বার্ষিক নৌবিহার।

২০০০
১৫ জানুয়ারি : ঈদ পুনর্মিলনী।
২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন।
২৯ ফেব্রুয়ারি : স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১১ মার্চ : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
২৬ মার্চ : স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।
৮ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস পালন।
১৭ আগস্ট : বার্ষিক নৌবিহার।
৫ সেপ্টেম্বর : বিরল ওয়াইল্ড পোলিও আক্রান্ত অমিত এর চিকিৎসার্থে ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারীদের থেকে ১,৫২,২০২ টাকা প্রদান।
১৫ সেপ্টেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের কারণে নৈশ ভোজ।
৩০ সেপ্টেম্বর: ১২ তলা বিশিষ্ট ১ নং শিক্ষক ভবন উদ্বোধন।
১৮ অক্টোবর : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরাবাসীদের মধ্যে ৮০ হাজার টাকা ও ১৪ বস্তা কাপড় বিতরণ।
৪ নভেম্বর: হাউজিং থেকে প্রাপ্ত ১৪.৩৯ কাঠা জমি বর্ধিত ক্যাম্পাস হিসেবে উদ্বোধন।
১৯ নভেম্বর : সুন্দরবন ভ্রমণ।
৯ ডিসেম্বর : ইফতার পার্টি।

২০০১

২৩-২৫ মার্চ : যুগপূর্তি উদযাপন।
২৩ জানুয়ারি: বিবিএ চতুর্থ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
২১ ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস পালন।
২৫ ফেব্রুয়ারি : স্নাতক (পাস ও সম্মান) শ্রেণীর নবীণ বরণ।
২৩-২৫ মার্চ : যুগপূর্তি উদযাপন।
২৩ মার্চ : র‍্যালি।
: রক্তদান কর্মসূচি।
: বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন।
: গুণীজন সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদান।
: যাদুঘর ও স্থিরচিত্র সংগ্রহশালা উদ্বোধন।
: প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুর্নমিলনী।
২৪ মার্চ : চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
: সেমিনার আয়োজন।
: নাটক 'গ্রহণের কাল' মঞ্চস্থ।
২৫ মার্চ : মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক বিতরণ।
: অডিটোরিয়াম ও ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ক্রেস্ট প্রদান।
২৬ মার্চ : মহান স্বাধীনতা দিবস পালন।
মে : পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্স কোর্স শুরু।
৯ জুলাই : বিবিএ কম্পিউটার ক্লাবের বনভোজন।
১৭ জুলাই : ইয়ানতাই রেস্টুরেন্টে সম্মান ক্লাস সমাপনী।
১৯ জুলাই : মার্কেটিং ডে উদযাপন।
১৬ আগস্ট : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ গঠিত।
১৪ সেপ্টেম্বর : ইলিশ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত।
৫-২০ অক্টোবর : ফিন্যান্স সম্মান ৩য় বর্ষের সার্ক শিক্ষা সফর।
২২ অক্টোবর: ব্যবস্থাপনা সম্মান ৩য় বর্ষের কোটবাড়ি শিক্ষা সফর।
৫ নভেম্বর: ফিন্যান্স ৪র্থ ও ৫ম ব্যাচের শিক্ষা সফর।
১৪ নভেম্বর: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের গাজীপুরের মনিপুরে বনভোজন।
২৭ নভেম্বর : ইফতার পার্টি।
৫-১৩ নভেম্বর : শিক্ষকদের সার্ক ট্যুর।
২৫ নভেম্বর : ঈদ পুনর্মিলনী।
১৫ নভেম্বর : অর্থনীতি ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মিল্কভিটা পরিদর্শন।

২০০২

১ জানুয়ারি: ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সের উদ্বোধন হয়।
২৪ জানুয়ারি: বার্ষিক ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতা।
৪-৯ ফেব্রুয়ারি : সুন্দরবন ভ্রমণ।
১০ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক পুরস্কার ও স্বর্ণপদক বিতরণী অনুষ্ঠান।
১১ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ভোজ।
১৪ ফেব্রুয়ারি : ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার গ্রহণ।
১৭ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৫ মার্চ : 'নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' বিষয়ক সেমিনার।
: বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
৩১ মার্চ : বিবিএ ৫ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।
৯ জুন : শিক্ষা সপ্তাহ পালন।
৪ জুন : শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।
৫ জুন : শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সেবা দিবস পালন।
৮ জুন : চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৬-৭ জুন : অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।
১ জুলাই : স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ছাত্র শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
৫ সেপ্টেম্বর : একাদশ শ্রেণীর নবাগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি।
২২ সেপ্টেম্বর : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক ডেঙ্গু প্রতিষেধক কর্মসূচি আয়োজন।
৯ অক্টোবর : ইলিশ ভ্রমণ।
৩১ অক্টোবর: ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১ম ও ৩য় বর্ষের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফর।
১৪ ডিসেম্বর : ঈদ পুনর্মিলনী।

২০০৩

০২ জানুয়ারি : শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন।
২৮ জানুয়ারি : বার্ষিক পুরস্কার ও স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠান।
: স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন।
২৯ জানুয়ারি : অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।
২ ফেব্রুয়ারি : চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।
২৮ ফেব্রুয়ারি-৪মার্চ: সুন্দরবন ভ্রমণের আয়োজন।
২১ মার্চ : অনার্স প্রথম বর্ষের বিভিন্ন ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৫ মার্চ : হিসাববিজ্ঞান পার্ট-১ এর ক্লাস সমাপনী।
৫ এপ্রিল : কমার্স কলেজের উদ্যোগে ও অর্থায়নে গঠিত বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ।
১৩ মে : শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নে পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
১৪ মে : শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন।
২২ মে : বিবিএ ৬ষ্ঠ ব্যাচের নবীন বরণ ও ওরিয়েন্টেশন।
১৮ মে : এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
৫ জুন : বিইউবিটি প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত।
১২ জুন : কলেজে শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন।
১০ জুন : শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন।
১০-১৫ জুন : ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সার্ক ট্যুর।

৯ সেপ্টেম্বর: একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
২৬ সেপ্টেম্বর : নৌবিহার আয়োজন।
১৬-১৮ অক্টোবর : ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি ভ্রমণ।
৬ ডিসেম্বর : ঈদ পুর্ণমিলনী।
২৯ ডিসেম্বর: সুন্দরবন ভ্রমণ অনুষ্ঠিত/ সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ।

২০০৪

৯ জানুয়ারি : ঠাকুরগাঁওয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ।
১১ জানুয়ারি : মার্কেটিং বিভাগের ১ম বর্ষের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
১২ জানুয়ারি : ফরিদপুরে তিন সহস্রাধিক শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ।
১৫ জানুয়ারি : পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিভাগের মানিকগঞ্জে বিভাগীয় বনভোজন।
১৮-১৯ জানুয়ারি : রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের জাতীয় পোলিও ক্যাম্প আয়োজন।
২৩ জানুয়ারি : পলাশ বাড়ি উপজেলায় সহস্রাধিক শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
২৬ জানুয়ারি : গাজীপুরে জাতীয় উদ্যানে শিক্ষকবৃন্দের পারিবারিক বনভোজন।
৩-৭ ফেব্রুয়ারি : ব্যবস্থাপনা ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, রাঙামাটি ও সেন্টমার্টিন ভবন।
২২ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় জাদুঘর নভেরা অডিটরিয়ামে রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের তৃতীয় চার্টার ও অভিষেক পালিত হয়।
২৬ ফেব্রুয়ারি : আভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
২৭ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।
৩ মার্চ : নুহাশ পলীতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বনভোজন।
১১ মার্চ : হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের গাজীপুরে বনভোজন।
১৭-১৯ এপ্রিল : হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ কর্তৃক কলেজে ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রদান।
২১ এপ্রিল : শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।
২৬ এপ্রিল : কলেজের হল রুমে ক্যান্সার বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
৩ মে : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা
১৯ জুন : সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরিচিতি।
২২ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৩০ জুন : ১৩ তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত।
১১ আগস্ট : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
১ সেপ্টেম্বর : একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১ সেপ্টেম্বর : মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।
১২ অক্টোবর : ইলিশ ভ্রমণখ্যাত নৌবিহার অনুষ্ঠিত।
২৭ নভেম্বর : অর্থনীতি ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
১৪-১৭ ডিসেম্বর : বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের বনভোজন।
২৮ডিসেম্বর : সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ।

২০০৫

২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
২৩ ফেব্রুয়ারি : ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফরিদপুরে বনভোজন।
২৪ ফেব্রুয়ারি : মার্কেটিং বিভাগের পার্ট-১ এর শিক্ষার্থীদের ঘোড়াশালে প্রাণ কারখানা পরিদর্শন।
১৮ মার্চ : শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।
৪ এপ্রিল : ১৪তম ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।
১৬-১৭ এপ্রিল : বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রোটারী শতবর্ষ কনফারেন্সে অত্র কলেজগুলোর অংশগ্রহণ।
৪ মে : সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
৫ মে : এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
১৭ মে : ফিন্যান্স ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষা সফর।
৪ জুন : ব্যবস্থাপনা সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ।
২৬ জুন : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
১৩ জুলাই : মার্কেটিং বিভাগের এম.কম শেষ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান।
১৯ জুলাই : হিসাববিজ্ঞান সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান।
৩০ আগস্ট : উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান।
১৭ সেপ্টেম্বর : ইলিশভ্রমণ খ্যাত নৌবিহার আয়োজিত।
২-৭ ডিসেম্বর : মার্কেটিং দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
৭-৯ ডিসেম্বর : ব্যবস্থাপনা ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
১২-১৫ ডিসেম্বর : ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
২৩ ডিসেম্বর : শিক্ষক কর্মচারীদের সন্তান ও শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২৭ ডিসেম্বর : অভ্যন্তরীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত।
২৭ ডিসেম্বর : ১৫তম বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।

২০০৬

৫-৯ জানুয়ারি: ব্যবস্থাপনা ২য় বর্ষের কক্সবাজার সেন্টমার্টিন ও রাঙামাটি ভ্রমণ।

২৪ জানুয়ারি : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন।

৯ ফেব্রুয়ারি : গাজীপুরের জামিরদিয়া মাস্টারবাড়ি অবনী স্পটে শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন।

২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

১-২ মার্চ : ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মসূচী পালন।

১৪-১৬ মার্চ : কক্সবাজার ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষা সফর।

২৫ মার্চ : এইডস কর্মশালা।

২ এপ্রিল : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

৩ মে : এইচ এসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ।

১০ মে : সম্মান পার্ট-১ এর ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি সভা।

১৬ মে : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক জাতীয় টিকা ক্যাম্প আয়োজন।

২৩ মে : অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ।

৯-২২ জুলাই : কলেজ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি ও ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী।

১০ আগস্ট : একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

২৫-৩১ আগস্ট : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সামষ্টিক অর্থনীতি বিষয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দান।

১ সেপ্টেম্বর : মিরপুর আউটার স্টেডিয়ামে রোটার‍্যাক্ট রিজিওনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ অত্র কলেজ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন।

৫ সেপ্টেম্বর : ইলিশ ভ্রমণখ্যাত নৌ বিহার আয়োজন।

১৬ সেপ্টেম্বর : জোনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট অত্র কলেজ চ্যাম্পিয়ন।

১৮ সেপ্টেম্বর : ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের নন্দন পার্কে বনভোজন।

৪ নভেম্বর : শিক্ষকদের পুর্নমিলনী।

২৩ ডিসেম্বর : শিশু কিশোর ও ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

২৪ ডিসেম্বর : অভ্যন্তরিণ সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী।

২৫ ডিসেম্বর : ১৬তম বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।

২৭ ডিসেম্বর: হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পার্ট-১ ও পার্ট-২ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কক্সবাজার সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফর।

২৭ ডিসেম্বর : সুন্দরবন ভ্রমণ।

২০০৭

১০ জানুয়ারি : অত্র কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পূণর্মিলনীর আয়োজন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

১ ফেব্রুয়ারি : হিসাব বিজ্ঞান অনার্স পার্ট-২ ছাত্র- ছাত্রীদের কুমিলার ময়নামতিতে শিক্ষাসফর।

৩ ফেব্রুয়ারি : ফিনান্স এন্ড ব্যাংকিং পার্ট - ৩ এর রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষা সফর।

১১ ফেব্রুয়ারি : ভালুকার "জীবন্ত স্বর্গ" শিক্ষকদের পারিবারিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

৩ মার্চ : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক পলিও ক্যাম্প আয়োজন।

৫ মার্চ : মার্কেটিং পার্ট-৩ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফর।

১৪ মার্চ : আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কলেজ দল চ্যাম্পিয়ন।

১৫ মার্চ : হিসাব বিজ্ঞান পাট-১ এর শিক্ষার্থীদের হবিগঞ্জে শিক্ষা সফর।

২২ মার্চ : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী।

৮ এপ্রিল : ইংরেজি বিভাগের ১০ তম ব্যাচের নবীন বরণ।

২১ মে : বাংলা বিভাগের শিক্ষদের মহাস্থানগড় ও নওগাঁ ভ্রমণ।

২৩-৩১ মে : শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হয়।

৩০ জুলাই : একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

৯ আগস্ট : অর্থনীতি পার্ট -১ এর শিক্ষক শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠাত

১৮ সেপ্টেম্বর : ইলিশ ভ্রমণ খ্যাত নৌভ্রমণের আয়োজন।

২২ সেপ্টেম্বর : কলেজ ইফতার পার্টি

২০০৮

১ জানয়ারি : অনার্স পার্ট-৪ এর ছাত্র-ছাত্রীরা মুনীর নাট্যগোষ্ঠী-তে একদিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করে।

২০ জানুয়ারি : ফিন্যান্স বিভাগের পার্ট-২ এর বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফর।

২৮ জানুয়ারি : ব্যবস্থাপনা পার্ট-২ এর ছাত্র-ছাত্রীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন সফর।

২৯ জানুয়ারি : ব্যবস্থাপনা পাট-১ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন সফর।

২ ফেব্রুয়ারি : হিসাব বিজ্ঞান পার্ট-১ ও পার্ট-২ ছাত্র-ছাত্রীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন সফর।

২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাবের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় দেয়াল পত্রিকা "ভাষা"।

২৩ ফেব্রুয়ারি : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ দিনব্যাপী বিনামূল্যে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন।

২৭ ফেব্রুয়ারি : ফিন্যান্স পার্ট-১ শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষা সফর।

২৮ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত।

১ মার্চ : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

৯ মার্চ : মার্কেটিং পার্ট-১ এর শিক্ষার্থীদের বান্দরবান, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।

৪ এপ্রিল : পরিসংখ্যান বিভাগের মাধবকুণ্ডে বিভাগীয় বনভোজন।

১৫ এপ্রিল : বাংলা বর্ষবরণ।

২৪ এপ্রিল : ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ওরিয়েন্টেশন।

২১ মে : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।

১১-১৯জুন : সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালিত হয়।

৯ আগস্ট : একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী-শিক্ষক পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ আগষ্ট : সেমিনার ১৭তম টিচার্স ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ আগস্ট : ইলিশ ভ্রমণ।

৪ সেপ্টেম্বর : ইফতার পার্টি।
১১ অক্টোবর : ঈদ পূণর্মিলনী।
৮ নভেম্বর : আবৃত্তি পরিষদের প্রযোজনায় সুভাস গুপ্তের 'ছুটি' প্রদর্শিত।
২৬ নভেম্বর : ব্যবস্থাপনা বিভাগের পার্ট ৩ ও ৪ এর শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, রাঙামাটি ও সেন্টমার্টিন শিক্ষা সফর।
১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক বৃন্দের পুণর্মিলনী।

২০০৯
৩ জানুয়ারি : পোলিও টিকা কার্যক্রম।
১৭-২১ জানুয়ারি : রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের শীত বস্ত্র বিতরণ।
১৯ ফেব্রুয়ারি : বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ।
২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
২৫ ফেব্রুয়ারি : মানিকগঞ্জে শিক্ষকদের পারিবারিক ভোজন।
১৭ মার্চ : ইংরেজি বিভাগের মেঘনা রিসোর্টে শিক্ষা সফর।
১০ মার্চ : ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের গাজীপুর ন্যাশনাল পার্কে বনভোজন।
১৯ মার্চ : মার্কেটিং বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নাটরে শিক্ষা সফর।
২ এপ্রিল : ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপ্তি অনুষ্ঠান।
৩ এপ্রিল : চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন।
৪ এপ্রিল : উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা।
৭ এপ্রিল : বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
১৫ এপ্রিল : সম্মান শ্রেণীর ১ম বর্ষের ছাত্র শিক্ষক পরিচিতি সভা।
১৩ -২১ জুন : বার্ষিক অভ্যন্তরীণ সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
১৪ জুন : ফলাহার আয়োজন।
১৫ জুন : ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী।
১৯ জুন : শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সন্তানদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
২৮ জুন : অভ্যন্তরীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী।
২১ জুন : মার্কেটিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ক্লাস সমাপ্তি অনুষ্ঠান।
১২ জুলাই : একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।
৯ জুলাই : অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান।
৫ আগস্ট : ইলিশ ভ্রমণ ।
১৫ আগস্ট : জাতীয় শোক দিবস পালন ।
৫ সেপ্টেম্বর : ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী ।
১২ সেপ্টেম্বর : পরিসংখ্যান বিভাগের ইফতার আয়োজন।
১ অক্টোবর : ঈদুল ফিতর পুর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হয়।
৭ নভেম্বর : কলেজ ইফতার পার্টি।
২২ নভেম্বর: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ক্যারিয়ার কনফারেন্সের আয়োজন করেন।
৭ ডিসেম্বর : ঈদুল আজহার পুর্ণমিলনী, ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী।
১৬ ডিসেম্বর : রোটার‍্যাক্ট বিজয় র‍্যালি।
৫-২০ জানুয়ারি : চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ বিএনসিসির ট্রেনিং কার্যক্রমে কলেজ দলের অংশগ্রহণ।

২০১০
১ জানুয়ারি : সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপের গাজীপুরস্থ মানজালা টেক্সটাইল মিলস লি:- এ প্রশিক্ষণ।
৩ জানুয়ারি : সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষার্থীদের সাভারের শামীম রিফ্রিজরেটর লি:-এ ট্রেনিং।
৭ জানুয়ারি : সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষার্থীদের ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার মোহাম্মদপুরে ট্রেনিং।
১০ জানুয়ারি : সাচিবিক বিদ্যার আরেকটি গ্রুপের ট্রেনিং বি.এস.বি গোবাল নেটওয়ার্ক-এ।
১৫ জানুয়ারি : মার্কেটিং বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর হয় কক্সবাজার ও সেন্টর্মাটিন।
২০ জানুয়ারি : মার্কেটিং ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মুন্সিগঞ্জের পদ্মা রির্সোটে আনন্দ ভ্রমণ।
২৫ জানুয়ারি : মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী।
১৩ ফেব্রুয়ারি : মার্কেটিং ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কুমিলার ময়নামতিতে বনভোজন।
২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত।
৬ মার্চ : মার্কেটিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে এটিএম পার্টি হাউজে ভোজ।
১৭ মার্চ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালন।
১১ মে : অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন।
১১ মে : বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী।
২০ মে : বার্ষিক ভোজ ।
১০ জুন : ফলাহার।
৩ আগস্ট : ইলিশ ভ্রমণ খ্যাত নৌবিহারের আয়োজন।
৯ আগস্ট : মার্কেটিং বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান।
১১ আগস্ট : ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২য় বর্ষের সম্মান শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী।
১৫ আগস্ট : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীর আয়োজন।
১৮ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকদের নিয়ে ঈদুল ফিতরের ঈদ পুনর্মিলনী।
৭ নভেম্বর : মার্কেটিং বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের শিক্ষা সফর।
১০ নভেম্বর : রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের তৃতীয় ক্যারিয়ার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত।
২৮ ডিসেম্বর : সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণ।
১৬ ডিসেম্বর : আটর্স এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী।

ঢাকা কমার্স কলেজ যুগপূর্তি পরিক্রমা

বর্ণাঢ্য ও অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানমালা*

জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ এবং বর্ণাঢ্য ও চিরস্মরণীয় অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ২০০১ সালে ৩ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উদযাপন করা হয়। র‍্যালি, গুণীজন সম্মাননা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বর্ণপদক বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, সেমিনার, প্রকাশনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডামি ব্যাংক, সংগ্রহশালা, পুরস্কার বিতরণী, পুনর্মিলনী, ভোজ ইত্যাদি রকমারী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে যুগপূর্তি উৎসব। ব্যতিক্রমী কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারক ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে যুগপূর্তি উদযাপন অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ কার্যক্রম। কলেজের যুগপরিক্রমার চিরস্মরণীয় কর্মধারা যুগপূর্তি অনুষ্ঠান। যুগপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজের সুঠাম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহ সেজেছিল অপরূপ কারুকাজ ও আলোকসজ্জায়। পরিপূর্ণ এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশময় জানান দেয় তার যশ ও তেজোদীপ্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের দিগন্ত জুড়ে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকৃত গণস্বীকৃতি মেলে ঐতিহাসিক যুগপূর্তি উৎসবের আকর্ষণীয় ও স্মৃতিময় অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে।

র‍্যালি

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উদযাপনের শুভ সূচনা হয় মনোমুগ্ধকর র‍্যালির মাধ্যমে। ২৩ মার্চ ২০০১ সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার। কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দসহ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালিটি মিরপুরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। রঙ বেরঙের ব্যানার, ফেস্টুন, ব্যান্ডদল ও সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িসহ বিচিত্র রং ও ঢং এ উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের উলাসের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে মিরপুরবাসী।

রক্তদান কর্মসূচি

সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত আয়োজন করছে রক্তদান কর্মসূচি। 'রক্ত দিন, জীবন বাঁচান'- এই স্লোগান নিয়ে যুগপূর্তির 'সামাজিক কর্মসূচি' হিসেবে ২৩ মার্চ ২০০১ সকাল ৯টায় শুরু হয় ৩ দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি। এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন। কর্মসূচিতে ১৫৯ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।

যুগপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন

২৩ মার্চ ২০০১, সকাল সাড়ে ৯টায় ঢাকা কমার্স কলেজ যুগপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিলুর রহমান। যুগপূর্তি উদযাপনের প্রধান এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন, জিবি সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম, কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা, উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

প্রধান অতিথির ভাষণে এল.জি.আর.ডি. মন্ত্রী জিলুর রহমান বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এক যুগ যাবত অর্জন বিশাল। এ কলেজের সকল উন্নয়ন বেসরকারি উদ্যোগে হয়েছে- এদেশে এটা সত্যি ব্যতিক্রম। শিক্ষাক্ষেত্রে এ কলেজ নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে।

২য় অ্যাকাডেমিক ভবন উদ্বোধন

২৩ মার্চ ২০০১ এল.জি.আর.ডি. মন্ত্রী জিলুর রহমান ঢাকা কমার্স কলেজের ২য় অ্যাকাডেমিক ভবন উদ্বোধন করেন। ১৯ আগস্ট ১৯৯৬ সালে এ ভবনের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন কালে ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত ২০ তলা বিশিষ্ট এ ভবনের নির্মাণ কাজ ১১ তলা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন হয়েছে। ২০০৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি' (বিইউবিটি)।

যুগপূর্তি সম্মাননা ২০০১

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের প্রথম যুগপূর্তি উপলক্ষে 'সম্মাননা ২০০১' প্রদান করা হয়। গুণীজন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ও স্বর্ণপদক এবং প্রতিষ্ঠাতা কর্মচারী পদক প্রদান করা হয়। ২৩ মার্চ ২০০১ যুগপূর্তির মূল অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন এল.জি.আর.ডি মন্ত্রী জিলুর রহমান।

* **মোঃ রোমজান আলী :** প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
* **এস এম আলী আজম :** সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

গুণীজন সম্মাননা

বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষায় কিংবদন্তিতুল্য চারজন ব্যক্তিত্বকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান করা হয়। গুণীজন সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ হলেন:

প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউলাহকে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার জনক হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন। তিনি ইন্স্যুরেন্স কমিশন অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান এবং পূর্বপাকিস্তান ব্যাংকার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে এক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ, ঢাকা কলেজ ও আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। পরবর্তীতে কুমিলা ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক পরিচালকসহ বিভিন্ন উলেখযোগ্য পদে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মোঃ হাবিবুলাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অধ্যাপক ও ডীন হিসেবে বাণিজ্য শিক্ষা সম্প্রসারণে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। উত্তরা ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স, প্রাইভেটাইজেশন কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর মোঃ আলী আজম বাণিজ্য বিষয়ক অধ্যাপক,

যুগপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানমালা

২৩ মার্চ ২০০১

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (সকাল ৭:৩০-১২:৩০)
সকাল ৭:৩০ : যুগপূর্তি র‍্যালি, ২০০১
র‍্যালী উদ্বোধন : কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি
সকাল ৯:০০ : রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন
প্রধান অতিথি : কবির হোসেন, চেয়ারম্যান, রেডক্রিসেন্ট
সকাল ৯:৩০ : যুগপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন
প্রধান অতিথি : স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিলুর রহমান
বিশেষ অতিথি : কামাল আহমেদ মজুমদার
সভাপতি : ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
বিশ্ববিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন ও গুণীজন সংবর্ধণা
১২:১৫ প্রদর্শনী উদ্বোধন : ড. সফিক সিদ্দিক
২য় অধিবেশন (বিকাল ২:৩০ রাত- ৮:০০)
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান
যাদু প্রদর্শনী : যাদুশিল্পী এম আর বাপ্পিরাজ

২৪ মার্চ ২০০১

১ম অধিবেশন (সকাল ৮:০০-১০:০০)
উন্মুক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
প্রধান অতিথি : মোঃ রফিকুন নবী (রনবী)
বিশেষ অতিথি : সৈয়দ আবুল বার্ক আলভী
সভাপতি : প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।
২য় অধিবেশন (সকাল ১০:০০ – ১২:৩০)
পুরস্কার বিতরণী : অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
প্রধান অতিথি : প্রফেসর শাফায়াত সিদ্দিকী
সভাপতি : ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
পুরস্কার বিতরণ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৩য় অধিবেশন (দুপুর ১২:৩০ – ২:৩০)
মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সেমিনার (৪০৫ নং কক্ষ, ৫ম তলা)
বিষয় : ম্যানেজমেন্ট অব পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর
প্রধান অতিথি : ড. হাবিবুলাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি : প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
মূল প্রবন্ধ পাঠ : এ. এম. সওকত ওসমান
প্রধান আলোচক : অধ্যাপক এ. বি. এম আবুল কাশেম ও অধ্যাপক আবু সালেহ
৪র্থ অধিবেশন (বিকাল ৫:০০ – রাত ৮:০০)
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক 'গ্রহণের কাল'
অংশগ্রহণে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ

২৫ মার্চ ২০০১

১ম অধিবেশন (সকাল ৯:০০ – ২:০০)
মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বর্ণপদক বিতরণ
প্রধান অতিথি : আইন মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু
বিশেষ অতিথি : কামাল আহমেদ মজুমদার, এম পি
সভাপতি : ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
মূল অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
২য় অধিবেশন (দুপুর ১২:০০ – ২:০০)
সেমিনার (৪০৫ নং কক্ষ, ৫ম তলা)
বিষয় : ধূমপান, নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন
প্রধান অতিথি : রাহাত খান, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ইত্তেফাক
সভাপতি : অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।
মূলপ্রবন্ধ পাঠ : মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
প্রধান আলোচক : প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও প্রফেসর সাদাত হোসেন
৩য় অধিবেশন (বিকাল ৩:০০ – ৫:০০)
ক) অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবন এবং ছাত্রীনিবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন
খ) পুরস্কার ও ক্রেস্ট প্রদান
প্রধান অতিথি : বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
বিশেষ অতিথি : কামাল আহমেদ মজুমদার
সভাপতি : সফিক আহমেদ সিদ্দিক

গবেষক, গ্রন্থকার ও প্রশিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তিনি আজম খান সরকারী কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন সম্পন্ন করেন।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা

যুগপূর্তি উপলক্ষে নিম্নোক্ত চারজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়:

মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে সংকটাপন্ন সময়ে কলেজের হাল ধরার অবদানে স্মরণীয়। নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্- এর পরিচালক (অর্থ) জনাব হুদা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্ট-এর ফেলো।

এ.বি.এম. আবুল কাশেম কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নির্মাণ কমিটির আহবায়ক। তিনি ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব জনাব আবুল কাশেম তিনটি কলেজ ও একটি স্কুল পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

আহমদ হোসেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী এবং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডোনার। তিনি নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি।

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। সরকারী কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক জনাব কাজী ফারুকী বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (প্রেষণে)। বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ফারুকী ১৯৯৩ সালে ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যায়ের ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা

ঢাকা কমার্স কলেজে বর্তমানে কর্মরত নিম্নোক্ত নয় জন শিক্ষককে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা ও স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয় :

মোঃ শফিকুল ইসলাম, ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান; **মোঃ রোমজান আলী**, বাংলা বিভাগের প্রথম শিক্ষক; **মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার**, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান; **মোঃ বাহারউলা ভূঁইয়া**, ভূগোল বিভাগের প্রধান; **মোঃ আব্দুল কাইয়ুম**, ইংরেজী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও **রওনাক আরা বেগম**, অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান।

যাদুঘর ও প্রদর্শনী

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষে কলেজের ১২ বছরের বহুমাত্রিক কার্যক্রমের বিচিত্র নির্দশন নিয়ে সাজানো 'ঢাকা কমার্স কলেজ সংগ্রহশালা' নামক যাদুঘর। এতে কলেজের ঐতিহাসিক দলিলাদি, প্রকাশনা, আসবাবপত্র, স্থিরচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। ২৩ মার্চ ২০০১ দুপুর ১২ ঘটিকায় যাদুঘর ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রখ্যাত ফটোসাংবাদিক রশিদ তালুকদার।

ডামি ব্যাংক

ঢাকা কমার্স কলেজ এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে বাস্তব ধারণা দেয়ার জন্য যুগপূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'ঢাকা কমার্স ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি ডামি ব্যাংক ২৩ মার্চ, ২০০১ শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এ প্রকল্প উদ্বোধন করেন পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক আনসার উদ্দিন আহমেদ। ব্যাংক উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোঃ নুর হোসেন।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলনী

যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ২৩ মার্চ ২০০১ বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম পুনর্মিলনী। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। সভাপতিত্ব করেন নবগঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ এ্যালমনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ মেহেদী হাসান ভূঁইয়া। পুনর্মিলনীতে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাদের কলেজ সম্পর্কিত স্মৃতিগাঁথা আবেগানন্দে রোমন্থন করে।

যাদু প্রদর্শনী

২৩ মার্চ ২০০১ অপরাহ্নে ৫ জন যাদুশিল্পী মনোমুগ্ধকর যাদু প্রদর্শন করে। সহস্রাধিক শিক্ষার্থী প্রদর্শকদের যাদুর কাঠির দোলায় সম্মোহিত হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত যাদুশিল্পী এম আর বাপ্পিরাজ এর আকর্ষণীয় যাদু এবং সংগীত ও নৃত্যকলায়

আনন্দে উদ্বেলিত হয় মাঠভর্তি দর্শকবৃন্দ।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে ২৪ মার্চ ২০০১, ১ম অধিবেশনে কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উন্মুক্ত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের পরিচালক টোকাই এর বিখ্যাত কার্টুনিস্ট প্রফেসর মোঃ রফিকুন নবী (রনবী)। বিশেষ অতিথি ছিলেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সৈয়দ আবুল বার্ক আলভী ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।

পুরস্কার বিতরণী

২৪ মার্চ ২০০১, ২য় অধিবেশনে কলেজের বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুলাহ, জিবি সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম, অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, প্রথম অধ্যক্ষ মোঃ শামছুল হুদা, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান এবং কলেজের প্রথম শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। প্রধান অতিথির ভাষণে ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজ আমার আত্মার সাথে মিশে আছে, এখানে এলে আমি প্রকৃত শান্তি পাই। তিনি বলেন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে এদেশের ছেলেমেয়েদের যুগোপযোগী বাণিজ্য শিক্ষায় ভালো হতে হবে।

সেমিনার

যুগপূর্তি উপলক্ষে দুটি অধিবেশনে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

১ম সেমিনার : ২৪ মার্চ ২০০১, তৃতীয় অধিবেশনে 'ম্যানেজমেন্ট অব পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর' শিরোনামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ রচনা করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক কাজী ফয়েজ আহম্মদ ও এ এম সওকত ওসমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুলাহ। আলোচক ছিলেন জিবি সদস্য মোঃ শামছুল হুদা ও মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া। সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান। ড. হাবিবুলাহ বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে পাবলিক সেক্টর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আর বিশ্বায়নের যুগে দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে প্রাইভেট সেক্টর সফল হচ্ছে।

২য় সেমিনার : ২৫ মার্চ ২০০১, দ্বিতীয় অধিবেশনে 'ধূমপান, নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' শিরোনামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধকার ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। সভাপতিত্ব করেন সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ শামছুল হুদা। সেমিনারে প্রধান অতিথি বলেন রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়।

নাটক মঞ্চস্থ

২৪ মার্চ ২০০১, চতুর্থ অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে 'গ্রহণের কাল' নামক নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি রচনা করেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোঃ নিজাম উদ্দিন এবং নির্দেশনায় ছিলেন ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক কাজী আশরাফুল আলম।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদান

২৫ মার্চ ২০০১, যুগপূর্তি উদযাপনের তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বর্ণপদক বিতরণ করেন তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু। স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার ড. এম. এ. মান্নান । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী। স্বাগত ভাষণ দেন যুগপূর্তি উৎসবের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আব্দুল মতিন খসরু বলেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট মেধা রয়েছে। মেধার স্ফূরণ ঘটাতে আমাদের কমিটমেন্ট ও কনফিডেন্স

দরকার। তিনি আরো বলেন, নকলের সন্ত্রাস অস্ত্রের সন্ত্রাসের চেয়ে ভয়াবহ। আর নকলমুক্ত এ কলেজ এবং এর শিক্ষার্থীরা হতে পারে অন্যদের জন্য অনুকরণীয়।

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ৩৬ মেধাবী শিক্ষার্থী

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বোর্ড মেধাতালিকায় স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের সকল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ কলেজ থেকে মেধাস্থান অর্জনকারী ৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ইতোপূর্বে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধাস্থান অর্জনকারী ২১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও মাস্টার্স শেষ পর্ব চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী এ কলেজের ১৫ জন শিক্ষার্থীসহ সর্বমোট ৩৬জন ছাত্র-ছাত্রীকে যুগপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

১৯৯৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সম্মান লাভকারী ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ: সাদ্দাম হোসেন মলিক-৪র্থ স্থান, নিয়ামুল হক-৫ম, মাহমুদ কবির-১১তম, এহসানুল আজিম-১৩তম, সাইফুল হক পাঠান-১৫তম, আবদুল মান্নান-১৬তম, মোঃ সালাউদ্দিন ১৭তম ও শায়লা আহমেদ-১০তম স্থান (মেয়েদের মধ্যে)। ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থান লাভকারী ১৩ জন শিক্ষার্থী: সাইফুল আলম-১ম স্থান, মোঃ ইমতিয়াজ খান- ২য়, রেজওয়ানুল হক জামী-৩য়, মোঃ মনজুর মোরশেদ- ৬ষ্ঠ, খালেদ মনসুর-৮ম, নাহিদ আফরোজ ১১তম, ইসরাত সুলতানা-১২তম, মোঃ মোজাহেদ হোসেন- ১৩তম, তারিকুল ইসলাম-১৪তম, সাজ্জাদ মোস্তফা-১৫তম, মোঃ মোশারফ হোসেন-১৯তম, মোঃ মাহফুজুর রহমান-১৯তম (যুগ্মভাবে) ও মুশফিকুর রশিদ-২০তম স্থান।

১৯৯৭ সালের সম্মান পরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শরমিন জাহাঙ্গীর-১ম শ্রেণীতে ১ম, ফারজানা মতিন-২য়, হালিমা খাতুন-৩য়, ১৯৯৮সালের সম্মান পরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নাসরিন আক্তার- ১ম শ্রেণীতে ২য়, হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ইমতিয়াজ আহম্মদ চৌধুরী-১ম শ্রেণীতে ১ম, ইয়াসমিন হোসেন-২য়, মোঃ শামীম আল মামুন-২য় (যুগ্ম) ও ফিন্যান্স বিষয়ে মিনহাজ সহিদ-১ম শ্রেণীতে ১ম, মারুফ হাসান বেগ-২য় ও শামসুল আলম-৩য়।

১৯৯৯ সালের সম্মান পরীক্ষায় পরিসংখ্যান বিষয়ে মোঃ শাহীনুর রহমান-১ম শ্রেণীতে ১ম, মোঃ আশরাফুল হক-২য় ও জাকিয়া আফরিন মান্নান- ৩য়।

১৯৯৮ সালের এম.কম শেষপর্ব পরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাদিয়া জামান-১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান।

অডিটোরিয়াম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২৫ মার্চ ২০০১, যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবসে তৃতীয় অধিবেশনে অডিটোরিয়াম এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী ও জিবি সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। মন্ত্রী অনুষ্ঠানের আগে কলেজের অডিটোরিয়াম ও ছাত্রীনিবাস এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পরিচালনা পরিষদের সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন বলেন, আমি যে কলেজেই যাই ঢাকা কমার্স কলেজের উদাহরণ দেই। এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত যোগ্যতা ও মেধার বিকাশ ঘটছে। তিনি আরো বলেন, মেধার বিকাশ শহর থেকে গ্রামে ছড়াতে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষে ২৩ থেকে ২৫ মার্চ ২০০১ প্রত্যহ সন্ধ্যায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রকাশনা

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম যুগের কার্যক্রমের দালিলিক প্রমাণ সন্নিবেশিত হয়েছে সমৃদ্ধ যুগপূর্তি প্রকাশনা সম্ভারে।

স্মরণিকা : যুগপূর্তির প্রধান প্রকাশনা যুগপূর্তি স্মরণিকা ২০০১। এর সম্পাদনা পরিষদের আহবায়ক বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোঃ রোমজান আলী ও সম্পাদক ফজলুল হক সৈকত। ২৮ ফর্মার স্ফীত এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী। স্মরণিকায় কলেজ ইতিহাস, কার্যক্রম, স্মৃতিচারণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ২৩ মার্চ ২০০১ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন এল জি আর ডি মন্ত্রী জিলুর রহমান।

অ্যালবাম : যুগপূর্তি উপলক্ষে কলেজের ১২ বছরের কার্যক্রম সচিত্র উপস্থাপন করা হয় যুগপূর্তি অ্যালবাম

'ফ্লাশব্যাক' এর মাধ্যমে। এর সম্পাদক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোঃ তৌহিদুল ইসলাম শাহীন। সাড়ে ২৫ ফর্মার বহু রং-এর মূল্যবান এ প্রকাশনা দেশের অন্যতম সেরা ও সমৃদ্ধ প্রকাশনা।

মাসিক পত্রিকা : ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উপলক্ষে মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক এস এম আলী আজম।

স্মৃতি অ্যালবাম : যুগপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় স্মৃতি অ্যালবাম 'শেকড়'।

প্রতিবেদন : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম যুগের কার্যক্রম এবং যুগপূর্তি উদযাপন বিষয়ে এস এম আলী আজম লিখিত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। যেমন- ১. তিনদিন ব্যাপী আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উৎসব উদযাপন-সাপ্তাহিক শিক্ষাপত্র, ২৩-২৯ এপ্রিল, ২০০১ ; ২. বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উদযাপন-সাপ্তাহিক মিরপুর বার্তা, ২৩ এপ্রিল ২০০১ ; ৩. ঢাকা কমার্স কলেজের তিন দিনব্যাপী যুগপূর্তি উৎসব ৪. ঢাকা কমার্স কলেজ; সাফল্যের এক যুগ, দৈনিক যুগান্তর। অত্র প্রতিবেদক প্রণীত এসব প্রতিবেদন ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলে ঢাকা কমার্স কলেজ যুগপূর্তি অনুষ্ঠানমালার বহু সংবাদ ও প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বহুবিধ প্রকাশনা ভাণ্ডার ঢাকা কমার্স কলেজ ও যুগপূর্তি অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় আসীন করেছে।

ডিনার পার্টি

ঢাকা কমার্স কলেজ যুগপূর্তি অনুষ্ঠানমালার সফল সমাপ্তি ঘটে ২৫ মার্চ ২০০১ এ অভিজাত ডিনার পার্টির মাধ্যমে। কলেজ জিবি সদস্য, শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ এবং অতিথিদের জন্য এ আয়োজন। ডিনার পার্টিতে গেস্ট অব অনার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী।

যুগপূর্তির এ বহুমুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্ব ফুটে ওঠেছে। নিরন্তর কর্মধারার উষ্ণছোঁয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে এই প্রতিবেদনে। যুগ পরিক্রমায় প্রশংসিত সাফল্য কলেজটিকে দুদশক পূর্তি উদযাপনে শক্তি যুগিয়েছে। আর এর সম্মুখ পথে আছে উলাস আর পূর্ণতা প্রকাশের রজতজয়ন্তী। এভাবে হয়ত কলেজটির সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রজন্মের কাছে আলোকিত হবে আরেক সপ্তাশ্চার্য 'ঢাকা কমার্স কলেজ'।

DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত ১৯৮৯ ● ১৩৯৬

ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা

বার বছর পূর্তির স্মৃতি এবং বিশ বছর পূর্তির স্বপ্ন : প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ৬২
প্রেক্ষিত-ঢাকা কমার্স কলেজ : প্রফেসর শামসুল হুদা ৬৬
ঢাকা কমার্স কলেজ: একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন : প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ৬৮
আমি যা ভাবি : প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ৭৭
ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : এম হেলাল ৭৮
ঢাকা কমার্স কলেজ: দুদশকের ইতিবৃত্ত : মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু ৮৩
রজত জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে ঢাকা কমার্স কলেজ : মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া ৯১
সাফল্যের নেপথ্যে : রওনাক আরা বেগম ৯৫
ঢাকা কমার্স কলেজ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত : মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার ৯৮
ফিরে তাকিয়ে দেখি : মোহাম্মদ ইলিয়াছ ১০০
স্বপ্ন না সত্যি : মো: ইউনুছ হাওলাদার ১০২
গৌরবের দুদশক: সৈয়দ আবদুর রব ১০৩
আমার কিছু অভিজ্ঞতা : মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন ১০৫
ঢাকা কমার্স কলেজ - আমার অনুভবে : দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন ১০৬
প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ : কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ১০৭
ঢাকা কমার্স কলেজ - আমার গর্ব : এ. এম. সওকত ওসমান ১১০
আমার প্রিয় ১৪টি বছর : মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ১১২
দ্বৈত সত্তার স্ফূরণ : মোঃ মোশারেফ হোসেন ১১৫
প্রবাহমান : শবনম নাহিদ স্বাতী ১১৬
গৌরবময় ২০ বছর : ফারহানা সাত্তার ১১৭
ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার কার্যক্রম : মুহাম্মদ আশরাফুল করিম ১১৮
পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় ঢাকা কমার্স কলেজ : সাযযাদ উলাহ মোঃ ফয়সাল ১২০
২০ বছরের স্মৃতি কথা : আলী আহাম্মদ ১২২
পরিবর্তনের কথা : ফরহাদ হোসেন বিপু ১২৪
ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথম দিন : সাথী ১২৫
২০ বছর : মোঃ বিলাল হোসেন ১২৬
যে দিন আর আসিবে না : আসমা-উল-হুসনা সেঁজুতি ১২৮
কলেজের সাধারণ জ্ঞান ক্লাস : মোঃ এফ্‌তে নাফিউল আলম এ্যাপেক্স ১২৯
ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে কিছু পাওয়া : মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ১৩০
একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজই... : মোঃ হাবিবুল আলম শিমুল ১৩১
Praising of the Teachers of Dhaka Commerce College : Syed Tanvirul Hasan Niloy ১৩২
কারিগরদের কারিগর : মো: আব্দুল কাইয়ুম সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ ১৩৩

বার বছর পূর্তির স্মৃতি এবং বিশ বছর পূর্তির স্বপ্ন*

ঢাকা কমার্স কলেজের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে সেখানে আমাকে একটি লেখা দেয়ার অনুরোধ করেছেন অধ্যক্ষ ফারুকী। তাঁর অনুরোধে লেখাটি শুরু করতে বসেই মনে পড়ে গেল ২০০১ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তিতে তিন দিন ব্যাপী উৎসবের কথা। সেই প্রাঞ্জল উৎসবকে স্মৃতিতে জাগরূক রাখতে তখন আমি একটা রচনা লিখেছিলাম। আজ ঢাকা কমার্স কলেজের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কিছু লেখার প্রারম্ভে যুগপূর্তি উৎসব নিয়ে সেই রচনাটি যথার্থ প্রাসঙ্গিক মনে করে এখানে উদ্ধৃত করছি :

মিরপুরস্থ ঢাকা কমার্স কলেজে যুগপূর্তি উৎসব উদযাপিত হয় ২০০১ সালে। প্রথম থেকেই এই কলেজটি রাজনীতি, ধূমপান এবং নকল মুক্ত। আজ থেকে এক যুগ আগে ধানমণ্ডিতে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, প্রিন্সিপাল ফারুকী সাহেবের দক্ষ নেতৃত্ব; সর্বোপরি গভর্নিং বডির নিবেদিত সদস্যবৃন্দের সঠিক নির্দেশনা কলেজটিকে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় কলেজে পরিণত করে। তারপর এ কলেজ স্থানান্তরিত হয় মিরপুরে। নিজস্ব ভবনে গড়ে ওঠে সুবিশাল ক্যাম্পাস। কলেজের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসাবে ১৯৯৩ সালে সরকারি স্বীকৃতি পান এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং ১৯৯৬ সালে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে পুরস্কৃত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ।

রক্তদান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ২৩, ২৪, ২৫ মার্চ তিনদিন ব্যাপী যুগপূর্তি উৎসব উদযাপিত হলো। প্রথম দিনে ছিল প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিলুর রহমান। মন্ত্রী মহোদয় অবাক হলেন যখন শুনলেন এ কলেজটি এমপিও ভুক্ত নয় এবং ফ্যাসিলিটিস বিভাগের সাহায্য ছাড়া এ বিশাল ভবন গড়ে উঠেছে। কলেজটির প্রথম থেকে লক্ষ্য ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে জন্যই এমপিও ভুক্ত করার আগ্রহ ছিল না কখনই। দ্বিতীয়ত, এ কলেজটির উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন সরকারের শিক্ষা দফতরের এবং অনুন্নত এলাকায়? যেখানে জনগণের গড় আয় প্রান্তিক পর্যায়ে সে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অর্থ ব্যয় হোক। এ কথা শুনে মন্ত্রী মহোদয় বললেন, 'ঢাকায় অনেক এমপি আমাকে তাঁদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজকে এমপিও ভুক্ত করার জন্য তদ্বিরে অস্থির করে তোলেন। আপনারা উল্টা এমপিও ভুক্ত হতে চান না। এ দৃষ্টান্ত বিরল। এর উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। একদিকে এ কলেজটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে, অপর দিকে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ না নিয়ে অনুন্নত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের পথকে একটু হলেও সুগম করছে। এ দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরের শিক্ষায়তন? যেখানে বেশিরভাগ অবস্থাপন্ন সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করে তাদের জন্য অনুকরণীয়।' অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয় তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্ব-অর্থায়নে, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজটির বিগত এক যুগের বহুবিধ সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে রেডক্রস-এর সভাপতি শেখ কবীর তাঁর বক্তব্যে উলেখ করেন যে, বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য নিতে আগ্রহী নয়। এ ব্যাপারটি তাঁকে খুবই অভিভূত করেছে এবং কীভাবে সরকারি সাহায্য ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটি এতদূর এসেছে তা জানার জন্য পরিচালনা পরিষদের সাথে বসতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বক্তৃতা শেষ করেন। এর পর ছিল গুণীজন সংবর্ধনা। ৪জন বাণিজ্য শিক্ষার অগ্রদূতকে স্বর্ণপদক এবং একই অনুষ্ঠানে এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য ৬জনকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এ পদক প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী জিলুর রহমান।

দ্বিতীয় দিনে ছিল কলেজের বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক পূর্তমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম। উলেখ্য, মন্ত্রী থাকাকালে মিরপুরে কলেজকে জমি পাওয়ার বিষয়ে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি উলেখ করেন, 'বর্তমান পৃথিবী চলছে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তার এবং তার যথাযথ প্রয়োগের ওপর। ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে।' একটি বিষয় লক্ষ্য করে ভালো লাগল, জিলুর রহমান ও ব্যারিস্টার রফিক উভয়ই রাজনীতিমুক্ত ও ধূমপানমুক্ত এ ক্যাম্পাসের প্রশংসা করেছেন। সেই সাথে উভয়েই নকল ও সন্ত্রাসের মতো সামাজিক ব্যাধিমুক্ত এ কলেজের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এছাড়া এ দুজন রাজনৈতিক নেতার কেউই অনুষ্ঠানে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেন নি।

* **প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক :** সভাপতি, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল গত বছরের এ কলেজের এইচ,এস,সি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি,কম (অনার্স) এবং এম,কম-এ মেধাতালিকাভুক্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদান। উলেখ্য, প্রতিবারের ন্যায় গত বছরও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করে। মেধাতালিকায় ২০ জনের মধ্যে ১৩ জনই এ কলেজের। একইভাবে বি,কম (অনার্স) ও এম,কম-এরও শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতায় কমার্স কলেজের স্থান ছিল ঈর্ষণীয়। এ অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার এবং সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ড. আব্দুল মান্নান। উভয়ই আমার সাথে ১৯৬৮ সালে এইচ, এস,সি পাস করেন। সে জন্যই অনুষ্ঠানের পরে প্রিন্সিপালের কক্ষে আমাদের আলোচনাটা জমে উঠেছিল। বিষয়টি ছিল এ বছরের এস, এস,সি পরীক্ষা। আমরা একমত হলাম, পরীক্ষায় নকল জাতীয় জীবনের একটি দুষ্টক্ষত। সকলে আরও একটি বিষয়ে একমত হলাম যে, শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে নকলের প্রবণতা বেশি। কারণ বোধ হয় গ্রামে প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একদম ভেঙে পড়েছে। এ জন্যই, এ ছাত্ররা যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়, তাদের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হওয়ায় তারা এস,এস,সি-তে নকলের আশ্রয় নেয়। সরকারী প্রাইমারী স্কুলে তেমন কোন লেখাপড়া হয় না এ বিষয়ে বোধহয় লুকোচুরি নেই। তাই শুধু সচ্ছল পরিবারই নয়, নিম্ন আয়ের লোকদেরও দৃষ্টি আজ বেসরকারী কেজি স্কুলের দিকে। প্রসঙ্গক্রমে আমি যোগ করলাম– আমার বাসায় আবু তালেব নামে একসময় একটি ছেলে কাজ করত, বর্তমানে সে ভাঙ্গা পৌরসভার পিয়ন। তার ছেলে কে, জি স্কুলে পড়ছে শুনে অবাক হয়ে তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিনা খরচে প্রাইমারী শিক্ষার সুযোগ না নিয়ে কেন ছেলেকে কে,জি স্কুলে ভর্তি করালে? উত্তরে সে বলল, "প্রাইমারী স্কুলের স্যারেরা খালি গল্প করে আর আপারা শুধু আচার খায়। পড়াশোনা তেমন হয় না।" একই কারণে আমাদের গাজীপুরস্থ পোল্ট্রি ফার্মের দারোয়ান আলীমুদ্দীনও তার ছেলেকে কে,জি স্কুলে পড়াচ্ছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কেননা, সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সাধারণ আয়ের লোকদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও সে ব্যবস্থা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মাননীয় আইনমন্ত্রীও আমার সাথে প্রায় একমত পোষণ করলেন। তিনি বললেন, আমি যখনই এলাকায় যাই, তখনই আমি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করি এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাদানে অবহেলা, ক্লাসে অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অভিযোগ পাই। ড. মান্নান ও প্রিন্সিপাল ফারুকীও প্রাথমিক শিক্ষার এ নিম্নমানই যে পরবর্তীতে নকলাশ্রয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ তা স্বীকার করলেন। ফারুকী সাহেব আরও যোগ করলেন যে, ছাত্রদের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা, উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানে একনিষ্ঠতা ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনকে রাহুমুক্ত করা সম্ভব। যেমনটি হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজে। পরে ৩৬ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশের ছাত্ররা মেধাবী এবং তাদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তিগত সাপোর্ট।" নকল এবং সন্ত্রাস যখন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে প্রধান সঙ্কট হিসাবে বিরাজ করছে, তখন ধূমপান, রাজনীতি এবং নকলমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজকে তিনি অনুকরণীয় মডেল হিসাবে মূল্যায়নের পক্ষে জোর অভিমত প্রকাশ করেন। এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান।

এ দেশে এখনও কোন মহৎ উদ্যোগকে সকলে দলমত নির্বিশেষে স্বাগত জানায়, তার প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ। বিএনপি শাসনামলে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকের সহায়তায় এবং আওয়ামী লীগের সময় সাবেক পূর্তমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং বর্তমান পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সহযোগিতায় কলেজের ক্যাম্পাসের জন্য নিজস্ব জমির বরাদ্দ হয়। উলেখ্য, সরকারী ধার্যকৃত মূল্যে এ সকল বরাদ্দকৃত জমি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল দিয়ে ক্রয় করে। এর মাধ্যমে কলেজের স্বনির্ভর কর্মসূচি পূর্ণতা পেল। তৃতীয় দিনের বিকালের অধিবেশনে বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আসেন প্রস্তাবিত অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষ বাসভবন এবং ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করতে। তিনি তাঁর বক্তব্যে উলেখ করেন যে, কমার্স কলেজের মতো আদর্শ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে ছাত্ররা যেন এ রকম প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্যোগী হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জন্য। আজকালকার ছেলেরা পাস করে গ্রামে যেতে চায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উলেখ করলেন যে, তাঁর গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেও ভালো শিক্ষকের অভাবে বেশি দূর এগোতে পারছেন না। অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা অতিরিক্ত সচিব সরওয়ার কামাল। এ কলেজের উন্নয়নের পিছনে একজনের অবদানের কথা উলেখ না করলেই নয়, তিনি হচ্ছেন

স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার। ঢাকার কিছু সংসদ সদস্য আছেন, যাঁরা নির্বাচনী এলাকায় প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসায় সভাপতির আসনে জেঁকে বসেছেন। আর কোন কারণে সভাপতি না হতে পারলে সে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে যায় তার সতীন। কিন্তু জনাব মজুমদার ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি না হয়েও উন্নয়নের জন্য যেভাবে আন্তরিক তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানসূচিতে আরও ছিল সেমিনার, পুনর্মিলনী, সংগ্রহশালা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘটে নৈশভোজের মাধ্যমে, যার প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ,কে আজাদ চৌধুরী। যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকগণ যেভাবে শৃঙ্খলাবোধ, কর্মদক্ষতা এবং সৌজন্য দেখিয়েছেন, সেটা অনেক দিন সমাগত অতিথিদের মনে থাকবে। এ সামগ্রিক অনুষ্ঠানমালার মধ্যে আমি একটি বিষয় লক্ষ করেছি, সেটি হচ্ছে, যখনই প্রিন্সিপাল ফারুকীর বক্তব্যের পালা আসে, তখনই ছাত্রদের হাত তালি বেশি পড়ে। আমার লক্ষ করার কারণ এই যে, ফারুকী সাহেব অত্যন্ত কড়া শিক্ষক হিসাবে তার সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুই-ই রয়েছে। যেমন তাঁর জন্যই এ কলেজে কেউ নির্দিষ্ট সময় ছাড়া প্রবেশ করতে অথবা বেরোতে পারে না। সকল ছাত্র-ছাত্রীর ইউনিফর্ম পরিধান করা বাধ্যতামূলক, এমন কি ছাত্রদের চুল বড় রাখাও এখানে নিষেধ। প্রয়োজনে ফারুকী সাহেব বেতের ব্যবহার করতেও ছাড়েন না। আমি কলেজের সংগ্রহশালায় প্রিন্সিপালের প্রথম ব্যবহৃত বেতটিকে সাজানো দেখেছিলাম। এ সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতার সময় ব্যাপক হাত তালি দেখে মনে হলো সেই প্রবাদ, 'শাসন করা তাঁরই সাজে, সোহাগ করে যে'- বিষয়টি ফারুকী সাহেবের জন্য খুবই প্রযোজ্য। সে জন্য বোধ হয়, এত কঠোর হস্তে কলেজ পরিচালনা সত্ত্বেও ছাত্রদের কাছে তিনি সবচেয়ে প্রিয়।

বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নৈরাশ্যজনক চিত্র দেখে সকল মহলই উৎকণ্ঠিত, যার প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন বক্তৃতায়। তবে এর মাঝেও যে দুএকটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে না তা কিন্তু নয়, ধ্বংসের মাঝেই থাকে গড়ার বীজ। তেমনি নিরাশার মাঝে থাকে আশার আলো। উলেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘটনা আমার মধ্যে আশার আলো প্রজ্জ্বলন করেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশের ছাত্রদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপরই বর্তায়।

স্মৃতি চারণের পথ ধরে এই পর্যন্ত বলে গেলাম। যাত্রা শুরু থেকে এক যুগব্যাপী বিস্তৃত সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজের বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, লক্ষ্য এবং সাফল্যের কিছু খণ্ড খণ্ড কাহণ।

আজকের খ্যাতিসম্পন্ন "বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী" (BUBT)-র অংকুরোদগম হয় এই ঢাকা কমার্স কলেজে। কলেজের গভর্নিং বডির প্রথম সভাপতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. শহিদ উদ্দিন আহমদ-এর সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার গুঞ্জরণ শুরু হয় এবং এর নাম শহিদ উদ্দিন স্যারই প্রস্তাব করেন। ১৯৯৮ সালে আমি গভর্নিং বডির দায়িত্ব নেবার শুরু থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমরা ত্রিশটিরও বেশী সভায় মিলিত হই এবং সেই সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করি।

২০০১ সালে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ভবন উদ্বোধনের পর গভর্নিং বডির নিবেদিত প্রাণ সদস্যদের সাথে এর বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করি। শুরু হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাজ এবং দলিলাদি সংগ্রহ করা। এই কাজে সাহায্য করার জন্য অধ্যাপক বদরউদ্দোজাকে খণ্ডকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। আমরা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে, কর্মচারী/ কর্মকর্তাদের নিয়োগ বিধি, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো, পদ সৃষ্টিসহ যাবতীয় কার্যক্রম যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলোর ওপর নিয়মনীতি নির্ধারণ করি। এর পর বিভিন্ন অনুষদ গঠন প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ ও শিক্ষা কার্যক্রমসহ সংশিষ্ট সকল বিষয়াদি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়গুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আইন বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার জনাব মইনুল ইসলাম আমাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তিনি বর্তমানে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি। আমি এবং গভর্নিং বডির সদস্য অধ্যাপক আবু সালেহ্ ইউজিসির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেছি। এ ব্যাপারে সচিব অধ্যাপক বদরউদ্দোজার সহযোগিতা আমরা পেয়েছি।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার শেষ পর্যায়ে, ২০০২ সালের মে মাসের গভর্নিং বডির সদস্য জনাব সরওয়ার কামাল ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে আমার স্থলাভিষিক্ত হন। এরই মধ্যে ২০০২ সালে কলেজটি ২য় বারের মতো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । আমি গভর্নিং বডির

সদস্য হিসেবে কর্মরত থেকে আর সব সদস্যের মতো নতুন চেয়ারম্যানকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করি।

আলাহর অশেষ রহমতে ২০০৩ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় শুভযাত্রা শুরু করে। সুদীর্ঘ সাত বছর জনাব সরওয়ার কামাল কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথে পালন করেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্য জনাব আহমেদ হোসেন, জনাব এবিএম আবুল কাশেম, জনাব মিঞা লুৎফার রহমান, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং মেজর জেনারেল ডাক্তার জাফরউল্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন এবং পরিচালনায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আবু সালেহ্ উপাচার্যের এবং আরেক সদস্য অধ্যাপক আলী আজম প্রো-উপাচার্যের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জনাব সামসুল হুদা এফসিএ ট্রেজারারের এবং অপর সদস্য অধ্যাপক মোঃ এনায়েত হোসেন মিঞা রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করছেন। এখানে উলেখযোগ্য যে, বিইউবিটির প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ।

কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইউজিসির নিয়মের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়া ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিইউবিটি অন্যতম। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের যুগপূর্তির স্বপ্ন সফল হলো। আমি ২০০৯ সালে পুনরায় ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এবং বিইউবিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই এবং প্রথা মাফিক পদাসীন থাকার সৌজন্যে ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হই। যুগপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজনে কলেজের গভর্নিং বডির যে সকল সম্মানিত সদস্য, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরাই খোদার অশেষ রহমতে এবারও আমার সাথে আছেন। এছাড়াও আছেন আরও কয়েকজন গভর্নিং বডির নতুন সম্মানিত সদস্য। বিশ বছর পূর্তির উৎসব আয়োজন কমিটিতে যুগপূর্তি উৎসব আয়োজকদের আগমনে আমরা আবারও একসঙ্গে নতুন এক স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। যে স্বপ্নকে ঘিরে আছে কলেজের জন্য একটা খেলার মাঠ এবং কলেজের ব্যবস্থাপনায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঢাকা কমার্স কলেজের দক্ষ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ ও গভর্নিং বডির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিবেদিত প্রাণ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যেভাবে যুগপূর্তির স্বপ্ন বিইউবিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একইভাবে ২৫ বছর পূর্তির পূর্বেই ২০ বছর পূর্তির স্বপ্ন দুটি বাস্তবে রূপ নিতে সক্ষম হবে, ইনশাআলাহ্।

প্রেক্ষিত-ঢাকা কমার্স কলেজ*

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ আদর্শ সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে সবার আগে শুকরিয়া আদায় করছি পরম করুণাময় আলাহর দরবারে, যিনি ঢাকা কমার্স কলেজকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সাহস যুগিয়েছেন আমাদেরকে।

ঢাকা কমার্স কলেজ সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর তুলনা এ নিজেই। কোন সূচির সাথে মেলাতে গেলে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন হিসাবনিকাশ করে এর যাত্রা শুরু করা হয়নি। তাই কলেজ সম্বন্ধে লিখতে হলে প্রথমেই শুরুটা কিভাবে হলো জানা দরকার। এ জানাটা অর্থায়নে অনেক ভ্রান্তির অবসান হবে। শুরুতেই কলেজের কার্যক্রমের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা অর্থায়নের পথ সুগম করেছে। কোন সরকারি বা কোন মহল থেকে অনুদান আমরা গ্রহণ করিনি।

১৯৮৮ সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকীর অনুপ্রেরণায় ঢাকায় অবস্থানরত চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা একত্রিত হন এবং এলামনি এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আমাদের বড়ভাই মোহাম্মদ তোহা (এফসিএ)। এলামনির এক মিটিং-এ আমাদের বন্ধু কাজী ফারুকী ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সভায় এ প্রস্তাব আলোচনার পর অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের অগ্রজ সুপ্রীমকোর্ট অ্যাডভোকেট জনাব মফিজুর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে একটি অর্থ কমিটি গঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় কলেজের উদ্যোক্তা আমাদের বন্ধু কাজী ফারুকী তিন লক্ষ টাকা এবং সম্মানিত সাংসদ এ. এইচ. এম. মোস্তাফা কামাল (এফসিএ) এক লক্ষ টাকা চাঁদা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে এলামনির অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণও চাঁদা প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন। যদিও পরবর্তীতে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় একেবারেই শূন্য তহবিলে।

এ কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলতে গেলে পরম শ্রদ্ধাভরে যাঁদের কথা বলতে হয় তাঁরা হলেন :

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, ১ম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী এবং বর্তমানে পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর আলী আজম।

শ্রদ্ধেয় বড়ভাই জনাব মোহাম্মদ তোহা এফসিএ, সভাপতি, সাংগঠনিক কমিটি, জনাব অ্যাডভোকেট মফিজুর রহমান মজুমদার এবং জনাব আফজাল হোসেন।

বন্ধুদের মধ্যে বর্তমান সাংসদ জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তদা কামাল (এফসিএ), জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল এবং জনাব বদরুল আহ্ছান (এফসিএ)।

অন্যান্যদের মধ্যে জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম, বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জনাব মোজাফফার আহমদ (এফসিএ) এবং এলামনির অন্য সদস্যবৃন্দ।

কলেজের কার্যক্রম শূন্য তহবিলে আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথমে লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইন্‌স্টিটিউটে বৈকালিক শিফটে কাস শুরু হয়। এতে কাস পরিচালনা করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছিল বিধায় ধানমন্ডিতে একটি ভাড়া বাড়িতে চলে আসতে হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ১৯৯০ সালে। বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে অগ্রিম টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন কলেজে কোন তহবিল ছিল না অগ্রিম দেয়ার মতো। কিন্তু আমাদের সুহৃদয় ব্যবসায়ী জনাব আহমেদ হোসেন বাদল বন্ধু এগিয়ে এসেছিলেন তিন লক্ষ টাকার তহবিল দিয়ে। তারই সহযোগিতায় বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়েছিল সেদিন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য। পরবর্তীতে কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সম্মানী প্রদানে এলামনির বন্ধু ও অন্যান্য সুহৃদর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল, যা ভাবতে আজকের দিনে রীতিমতো অবাক লাগে। এভাবে কলেজের কার্যক্রম এগুতে থাকে। ঢাকা বোর্ডের অধিভুক্ত হতে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দরকার হয়ে পড়ে। এ টাকা চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এলামনি এসোসিয়েশন প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে আরও ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ধার হিসেবে কলেজকে দেয়া হয়েছিল এলামনির তহবিল থেকে। ১৯৯৫ সালে এলামনি এ ৬৫,০০০/- (পয়ষট্টি হাজার) টাকা কলেজকে দান করে।

কাজী ফারুকীর কর্ম উদ্যোগের গতি অনেক দ্রুত ছিল বিধায় কলেজের গতিও দ্রুততর হতে লাগল। এ গতির সাথে আমরা অনেকেই তাল মিলাতে পারিনি। এ কারণে অনেকেই কলেজের সংশিষ্টতা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে পড়ে।

* **প্রফেসর শামসুল হুদা** এফ সি এ : প্রথম অধ্যক্ষ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গভর্নিং বডির সদস্য এবং অর্থ কমিটির আহ্বায়ক

কলেজের যাত্রালগ্নটি কমিটমেন্টের উপর ছিল। এখানে কারো প্রতি কোন দুর্বলতা দেখানো হত না। কলেজ পরিচালনা পরিষদ কাজী ফারুকীকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছিলেন। এ যাত্রাপথে কাজী ফারুকী ও বন্ধুবর এ. এফ. এম. সরওয়ার কামালের সাথে একটি ফেল করা ছাত্র নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হয়। কিন্তু কলেজের স্বার্থ বিবেচনায় থাকায় এ ভুল বুঝাবুঝি কলেজের গতি পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং দু'জনই একযোগে কাজ করে গিয়েছিলেন কলেজের স্বার্থে। এ হলো আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ, যা সমগ্র বাংলাদেশে একটি অনুকরণীয় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর তাই ১৯৯৬ সালে এবং ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে প্রাথমিক আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ আজকের অবস্থানের তুলনায় একেবারেই নগণ্য ছিল। তবুও প্রাথমিক অনুদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। যাঁরা এ অনুদানে জড়িত ছিলেন তাঁদের সবাইকে আজ মোবারকবাদ জানাই এবং আহবান জানাই দেখে যান আপনাদের অবদান বিফলে যায়নি।

কলেজের বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের সাধুবাদ জানাতে হয়। জিবির সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর গতিশীল সুযোগ্য নেতৃত্ব কলেজকে উত্তরোত্তর তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলতে হয় শুধু দৃঢ়তা, সততা ও দেশপ্রেম এক নিবেদিত প্রতিষ্ঠানকে শূন্য থেকে ২০ বছরে এসে দাঁড় করিয়েছে। তাই আজকের দিনে কলেজ, কতৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র, অভিভাবকবৃন্দ সবার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ থাকবে তাঁরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে যান। এটা করতে গিয়ে ভাবাবেগ ও নিজ স্বার্থের উপরে কলেজের স্বার্থকে অনাগত দিনে প্রাধান্য দেয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। নবীন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আবেদন রইল কলেজের কার্যক্রমের প্রতি অনুগত থাকতে যেন কলেজ আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে একজন অধ্যক্ষ খুঁজে না পেয়ে বন্ধু কাজী ফারুকীর অনুরোধে আমাকে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয় এবং ১৯৯০ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত কাজী ফারুকীর সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আবার ১৯৯৮ সালে কাজী ফারুকীর প্রেষণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় আমাকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আমি এ দায়িত্ব ফারুকীকে অর্পণ করি।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ও অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)। বিইউবিটি-র প্রাথমিক কার্যক্রম ঢাকা কমার্স কলেজের বিবিএ কোর্সের কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হলেও দক্ষ প্রশাসক প্রফেসর আবু সালেহ-র গতিশীল নেতৃত্বে এবং ট্রাস্ট সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় চার হাজারেরও অধিক (বিভিন্ন কোর্সে) শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। ইতোমধ্যে রূপনগরে বিইউবিটি-র নিজস্ব ক্যাম্পাস পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর পরিকল্পিত ও গতিশীল নেতৃত্বে পরিচালনা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কলেজ সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী প্রফেসর কাজী ফারুকী ১৮/৯/২০১০ তারিখে অধ্যক্ষের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলেজ কতৃপক্ষ জনাব এ বি এম আবুল কাশেম (উপাধ্যক্ষ-প্রশাসন)-কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কলেজের বৃহত্তর স্বার্থে পরিচালনা পরিষদ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে অনারারি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

উলেখ্য, প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল থাকলেও বর্তমানে কলেজের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল। আর তাই সমগ্র বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদান করা হচ্ছে।

মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানটির আরো সাফল্য দেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ : একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন*

কোন প্রতিষ্ঠানের সৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও ফলাফল যখন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়, তখন সৃষ্টি হয় ঐতিহ্যের। আমার বিশ্বাস স্বঅর্থায়নে পরিচালিত এবং ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে সে ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যার একক কৃতিত্ব কারো নেই, আছে পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি যে, কোন মহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ, মহৎ উদ্দেশ্যে ও স্বচ্ছতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইস্পাত কঠিন কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ়মনোবল, বিশ্বস্ততা, কঠোর পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব এবং সৎ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনীর। ঢাকা কমার্স কলেজ মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম দান, তাই আলাহ ঢাকা কমার্স কলেজকে সর্বঅবস্থায় রক্ষা করবেন।

সৌভাগ্যের বিষয় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নিত হওয়ার জন্য এসবই বিদ্যমান ছিল এবং আরো ছিল কলেজ পরিচালনা পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতা, নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সঠিক নির্দেশনা কাজের গতিকে করেছে ত্বরান্বিত। ফলশ্রুতিতে মাত্র বিশ বৎসরে ঢাকা কমার্স কলেজের একাডেমিক ও অবকাঠামোর উন্নতি হয়েছে অকল্পনীয় পর্যায়ে, যা আমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে চেয়েছি, পেয়েছি তার চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি।

উলেখ্য দেশের দুই বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বাণিজ্য শিক্ষার জন্য দুটি পৃথক সরকারি কলেজ থাকলেও দেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী ঢাকায় কোন কমার্স কলেজ ছিল না। যদিও এর অভাব দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হচ্ছিল এবং অনেকেই ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা করছিলেন। আমিও তাদের দলেরই একজন।

ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা থাকলেও নিজস্ব আর্থিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা হেতু ড্রয়িং রুমে বা চায়ের টেবিলেই এ ধরনের আলোচনা হত বেশি। যাঁদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করেছি, তাঁদের মধ্যে ঢাকা কলেজে আমার সহকর্মীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের কতিপয় শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাই অধিক। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আন্তরিক আশ্বাস অকৃপণভাবে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের মধ্যে একান্ত কাছে অবস্থান করে যিনি আমাকে সর্বাধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার শ্বশুর বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় মরহুম মোঃ আসাদুলাহ এবং আমার স্ত্রী। ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁদের সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেয়াই আমাকে কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে।

১৯৭৯ সালের জুলাই মাসের ৭ তারিখে আমার লালমাটিয়াস্থ বাসায় ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে জনাব মোঃ আসাদুলাহ, অধ্যাপক জামিল, অধ্যাপক মজুমদার ও আমার উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম মোঃআসাদুলাহ সাহেবের সভাপতিত্বে এ সভায় ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকলেই একমত হন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে অগ্রনায়ক প্রফেসর মোঃ শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ড. হাবিবুলাহ প্রমুখ বাণিজ্য শিক্ষা বিশারদদের সাথে কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। তাঁরাও ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৮২ সালে ৫ই মার্চ প্রফেসর সিদ্দিকী স্যারের ধানমন্ডির ১৯ নম্বর রোডের বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে ড. হাবিবুলাহ, অধ্যাপক আবুল বাশার, অধ্যাপক হোসেন আহমেদ, অধ্যাপক আনোয়ার, এম হেলাল এবং আমি সহ আরও কয়েকজন মিলে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত হন। ১৯৮৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ই-৫/২, লালমাটিয়ায় আমার সভাপতিত্বে অধ্যাপক মজুমদার, নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি দিলশাদ হোসেনসহ একটি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আর্থিক দিকটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর তখনই জনাব দিলশাদ হোসেন প্রাথমিকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সব ধরনের চিন্তা-ভাবনা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। আর

* **প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী :** উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ

এ সময়েই অধ্যক্ষ হিসেবে সিদ্দিকী স্যার ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। ফলে পুনরায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আলোচনা পুনঃজীবন লাভ করে। এ পর্যায়ে সিদ্দিকী স্যারের ঝিগাতলার বাসায় ড. হাবিবুলাহ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক জনাব এম হেলাল, জনাব কামাল, জনাব গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন মিলে আমরা ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পর পর বেশ কয়েকটি আলোচনা সভায় একত্রিত হই। সর্বশেষ সভায় ঢাকায় কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার এক পর্যায়ে ড: হাবিবুলাহ স্যার ৪০ লক্ষ টাকার একটি প্রাথমিক বাজেট পেশ করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮-৯-১৯৮৬ তারিখে প্রফেসর সিদ্দিকী স্যারের বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন দিক আলোচনার পর বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ইত্যাদির নিরিখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাড়তি জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জাতীয় প্রচেষ্টায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে কালক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার অভিপ্রায়সহ ঢাকায় এখন সূচনা পর্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় এবং প্রায়োগিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই একমত হন। উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে চিন্তাভাবনা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত আলোচনা ও এতদুদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিদ্যোৎসাহী ও সমাজদরদি ব্যক্তিবর্গসহ আলাপ আলোচনার জন্য পুনরায় ২৬-৯-৮৬ তারিখে একটি বর্ধিত সভা আহবানের জন্য অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে উক্ত সভা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরী স্যারের সাথে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয় এবং তিনি এই বিষয়ে আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

১৯৮৭ সালে জুন মাসের ১৫ তারিখে পুনরায় আমরা ই-৫/২, লালমাটিয়া এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই এবং উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষ হতে লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বৈকালিক কলেজ হিসেবে পরিচালনা করা হবে। এতদোপলক্ষে ২০/৬/৮৭ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব এম. হেলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈকালিক কলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব গোলাম সারওয়ার মিলনের সুপারিশসহ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিকট একখানি দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায় নি। ফলে অন্যত্র কলেজটি পরিচালনা করা যায় কিনা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সকলকেই অনুরোধ করা হয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে জানুয়ারি মাসে লালমাটিয়া বয়েজ হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষের সাথে বৈকালিক কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রথমে তারা এ বিষয়ে রাজি হলেও পরে জুন মাসের দিকে অপারগতা প্রকাশ করেন।

ইতোমধ্যে সিদ্দিকী স্যার চট্টগ্রাম চলে যান। ফলে আমাদের কাজে কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্ত তাই বলে আমরা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কখনোই হতোদ্যম হইনি। তথাপি ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষেও কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হই। অতঃপর ৬ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে ই-৫/২, লালমাটিয়াস্থ আমার বাসায় আমার সভাপতিত্বে অধ্যাপক এ. বি. এম আবুল কাশেম, অধ্যাপক এস, আর মজুমদার, জনাব এম হেলাল, জনাব জিয়াউল হক ও জনাব মাহফুজুল হক শাহিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে যে কোন ভাবেই হোক ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয় ই-৫/২. লালমাটিয়ায় এবং নিম্নোক্ত সদস্যগণকে নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী (আহবায়ক)
অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম (যুগ্ম আহবায়ক)
জনাব এম. হেলাল (সদস্য)
জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন (সদস্য সচিব)

কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক হিসেবে আমি কলেজের নাম Dhaka Commerce College রাখার প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। কমিটির সদস্য শাহীন, হেলাল প্রমুখ ঢাকা কমার্স কলেজটির নাম কাজী ফারুকী কমার্স কলেজ করার প্রস্তাব করলে আমার আপত্তিতে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে একই সভায় ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে ভবিষ্যতে Bangladesh University of Business and Technology নামে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত হয়। উলেখ্য ২৬/৩/১৯৯৮ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড উদ্বোধন করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী বর্তমান কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার জন্যে ২০ তলা একটি ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়। আলাহর অশেষ মেহেরবানীতে জুন ২০০৩ সালে উক্ত ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে Bangladesh University of Business and Technology.

এ সভায় সর্বপ্রথম কলেজ বাস্তবায়নের জন্য তহবিল গঠনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণ তাৎক্ষণিক চাঁদা প্রদান করেন-

ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ১,০০০ টাকা
খ) এ. বি. এম. আবুল কাশেম ১০০ টাকা
গ) জনাব এম. হেলাল ২০০ টাকা
ঘ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন ৫০ টাকা
ঙ) জনাব শফিকুল ইসলাম (চুন্ন) ১০০ টাকা
চ) জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী (অতিথি) ১০০ টাকা

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি ব্যাংক লিঃ এর নিউমার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাড়ি ভাড়া করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্ব জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব মাহফুজুল হক ও এম. হেলালকে অর্পণ করা হয়। সাথে সাথে কলেজের প্যাড, স্ট্যাম্প ইত্যাদি তৈরি করারও পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি খুঁজে অবশেষে ১৯৮৯ এর মার্চ মাসে ২৭নং রোডে (পুরাতন) মাসিক ১২,০০০.০০ টাকা ভাড়া চুক্তিতে একটি দোতলা বাড়ির নিচের তলা ভাড়া নেয়া চূড়ান্ত করে ৭০,০০০.০০টাকার একটি চেক অগ্রিম দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অন্যদের মতো এ বাড়িওয়ালাও কলেজকে বাড়ি ভাড়া দিতে অক্ষমতা জানিয়ে পরদিন প্রদত্ত চেকটি ফেরত দিয়ে যান। এরপরেও আমরা ভেঙ্গে পড়িনি, বরং অধিক উদ্যমে বাড়ি খুঁজতে থাকি। এরই এক পর্যায়ে আলাহর মেহেরবাণিতে হঠাৎ জুন মাসের কোন এক সুপ্রভাতে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ. বি. এম শামসুদ্দিন সাহেব আমার বাসায় দেখা করতে আসলে কথা প্রসঙ্গে তাঁর ইনস্টিটিউট ভবনে বৈকালিক শিফটে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার আমন্ত্রণ জানান। তৎক্ষণাৎ আমি সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং পরদিনই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির এক সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে জনাব শামসুদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী ১ জুলাই হতে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় লালমাটিয়াস্থ বক এফ এর ৫/৭ অবস্থিত কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত করা হবে। তদনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে মোনাজাতের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক (Sign Board) আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন লালমাটিয়া মসজিদের মওলানা ওসমান গনি। তখন আমাদের আনন্দ কোন পর্যায়ে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বার বার ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলকের দিকে যে তাকিয়েছি, এই কথা ঠিক। কারণ মনে হচ্ছিল, সত্যি কি অবশেষে আলাহর রহমতে ঢাকা কমার্স কলেজের অগ্রযাত্রা শুরু হলো! উপস্থিত সকলে ছিল আনন্দমুখর। সকলের চোখে মুখে ও আচরণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সৃষ্টি সুখের উলাসের এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ- আভা। এ আনন্দঘন মুহূর্তে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। ছবি তোলা হলো। সেদিনকার পবিত্র অনুভূতির কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা গেলেও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন অনুষ্ঠানে সেদিন আমরা যাঁরা উপস্থিত ছিলাম। কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম, অধ্যাপক সাদেকুর রহমান মজুমদার, অধ্যক্ষ এম.বি.এ. শামসুদ্দিন , জনাব এম. হেলাল, জনাব মোঃ জিয়াউল হক, জনাব শফিকুল ইসলাম চুন্ন, জনাব মাহফুজুল হক (শাহীন), জনাব মনিরুজ্জামান (দুলাল), জনাব কাজী হবিবুর রহমান (টিপু), জনাব মোঃ মনির চৌধুরী, জনাব হাফিজ , জনাব কাজী আঃ মতিন, জনাব আব্দুল লতিফ (আর্টিস্ট)।
এরা ছাড়া আরও অনেকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ কারণে সেদিন অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন করতে হয়েছিল। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এতে অনেকেই রাগ করেছিলেন। তাছাড়া যাঁরা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজ অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং এ্যাসোসিয়েশনের অধ্যাপক এস. এ. সিদ্দিকী স্যারের পরামর্শক্রমে কলেজের সাথে Sponsor হিসেবে সম্পৃক্ত হতে সম্মত হয়। গঠিত হয় সাংগঠনিক কমিটি। আর এভাবেই যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের।

অতঃপর ৮/৮/৮৯ তারিখে সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ তোহার সভাপতিত্বে কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমার প্রস্তাবে বন্ধু জনাব মোঃ শামছুল হুদাকে কলেজের অনারারি অধ্যক্ষের

দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উলেখ্য ১৯৯৮ সালে প্রেষণ বাতিল করে আমি কবি নজরুল কলেজে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়বারও জনাব শামছুল হুদাকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯৮ সালে ২৭ ডিসেম্বর পুনরায় আমার অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হয়। শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আমাকে আহবায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করা হয়, এ্যাডভোকেট মফিজুর রহমানকে আহবায়ক করে ষোল সদস্যের একটি অর্থকমিটি গঠন করা হয় এবং ডক্টর মোঃ হাবিব উলাহকে আহবায়ক করে সাত সদস্যের একটি শিক্ষক নিয়োগ নির্বাচন কমিটি গঠিত হয়। তাছাড়া অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরী এবং ডক্টর হাবিবুলাহকে নিয়ে কলেজের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী কলেজ সাংগঠনিক কমিটি পুনর্গঠন করে এগার সদস্যের একটি কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি করা হয় জনাব মোহাম্মদ তোহাকে এবং আমাকে করা হয় সদস্য সচিব।

একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় কমপক্ষে ২য় বিভাগ। ফলে প্রচুরসংখ্যক আবেদনকারীদের মধ্য হতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সীমিতসংখ্যক বাছাইকৃত ছাত্রকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হয়।

খবরের কাগজে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। ১৯৮৯ সালের ৬ আগস্ট রোজ সোমবার ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য অন্যতম স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। কারণ এই দিন সর্বপ্রথম ছাত্র ভর্তির জন্য আবেদন ফরমসহ প্রসপেক্টাস আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদের নিকট বিতরণ করা হয়। প্রথম যে ছাত্রটি ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করে, তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। অবশ্য ছাত্রটি এ কলেজে ভর্তি হয়নি।

প্রথম ভর্তির সময় হতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাতকার ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাক্ষাতকার নেয়া হতো। বর্তমানে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় চূড়ান্ত ভর্তির আগে ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভা করে কলেজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করে-বলা হয় কলেজের যাবতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারলে আপনার পোষ্যকে ভর্তি করাবেন, অন্যথায় এ কলেজে ভর্তি করাবেন না।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিহাসে আর একটি গৌরবের দিন। কারণ এই দিনে এক মহতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানপত্র ও রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তিকৃত ৯৭ জন ছাত্রকে বরণ করে নেয়া হয় এবং এই দিনই ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণী কার্যক্রমের চাকা চলতে শুরু করে। ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস শুরুর প্রারম্ভে একটি সুন্দর ফাইলে করে কলেজের মনোগ্রাম অঙ্কিত বলপেন, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও পরিচয়পত্র এবং মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বর্তমানেও এ কার্যক্রম চালু আছে। ভর্তিকৃত ছাত্রকে বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম সদস্য এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল ও অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম।

ঢাকা কমার্স কলেজের ভর্তিকৃত প্রথম ছাত্র হবার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ছাত্রটির নাম মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন। মোশারেফ বর্তমানে এই কলেজেই হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। এখানে উলেখ্য, কলেজের রোল নম্বর এক হতে ক্রমাগতভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে একটি রোল নম্বরের পুনরাবৃত্তি কখনোই ঘটবে না।

একাদশ শ্রেণীতে সর্বপ্রথম সাতানব্বই জন ছাত্র নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তিন মাস পর কলেজের নিয়ম শৃংখলা ও শ্রেণী কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক দেওয়ান ইউনুস আলী তার মেয়ে মাসুদা খানমকে (নিপা) ভিকারুননিসা কলেজ হতে বদলিপত্রের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি করেন। নিপা এস.এস.সি. পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ১৬তম স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৯১ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ব্যাচের এইচ. এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে মেধাতালিকায় ২য় স্থান অধিকার করে কলেজের জন্য একটি মূল্যবান পরিচিতি তৈরি করেছিল এই মেধাবী ছাত্রী। উলেখ্য, কলেজের প্রথম ছাত্র মোশারেফের মতো প্রথম ছাত্রী নিপাও বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

কলেজের কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কিং খালেদ ইনস্টিটিউট হতে ধানমন্ডির ১২/এ নং রোডের ২৫১ নং বাড়িতে কলেজটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। অগ্রিম তিন লক্ষ টাকা এবং মাসিক ২৫ হাজার টাকা

ভাড়ার চুক্তিতে দোতলা বাড়িটি ভাড়া নেয়া হয়। ২১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ পর্যন্ত এই বাড়িতেই কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই দোতলা বাড়িটিতেও একসময় কলেজের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। ফলে ১৯৯২ সালে ভাড়া নেয়া হয় পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ির নিচতলা এবং ঐ বাড়ির খালি জায়গায় টিনশেড ঘর তোলারও ব্যবস্থা করা হয়। মনে পড়ছে, এপর্যায়ে আমরা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ছিলাম এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ সাহেবের আত্মীয় এবং আমাদের বন্ধু শিল্পপতি বিদ্যানুরাগী জনাব আহমদ হোসেন (বাদল) আমাদের ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন, যা আমরা বাড়ির মালিককে অগ্রিম হিসেবে দিয়েছি। দুঃখের বিষয় হল জনাব আহমদ হোসেন ও জনাব শামছুল হুদা কলেজের জন্য তিন লক্ষ টাকা নিয়ে শনির আখড়া দিয়ে আসার সময় টাকাগুলো হাইজ্যাক হয়ে যায়। তারপরও আহমদ হোসেন তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখেন এবং কলেজের জন্য তিনলক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়া আজ পর্যন্তও তিনি কলেজকে এবং কলেজের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই ঔদার্যের কথা আমরা কোনদিন ভুলব না। প্রসঙ্গত মিরপুর কলেজের নিজস্ব জায়গা বরাদ্দের ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয় তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদের যুগ্মসচিব ও কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমাদের বন্ধু জনাব এ এফ. এম. সরওয়ার কামালকে। তিনি তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও হাউজিং এর তখনকার চীফ ইঞ্জিনিয়ার নুরুদ্দিন সাহেবের সহযোগিতায় জমিটি কলেজের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। অডিটোরিয়ামের ১৩ কাটা জমি বরাদ্দ দেয় তখনকার মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারেফ হোসেন।

এছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে আমাকে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

১. প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ
২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী
সাবেক মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৩. ড. মোঃ হাবিব উলাহ
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. জনাব মোহাম্মদ তোহা
সাবেক চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি
৫. প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি
৬. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম
সদস্য (অর্থ), এন.সি.টি.বি
৭. মরহুম এম. আসাদুলাহ
বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও শিক্ষানুরাগী
৮. ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. ড. খন্দকার বজলুল হক
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০. জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল
বিশিষ্ট শিল্পপতি
১১. মরহুম প্রফেসর আবুল বাসার
সাবেক অধ্যক্ষ, আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা
১২. অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম
১৩. জনাব জিয়াউল হক সি.পিএ
১৪. জনাব এম হেলাল
সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
১৫. জনাব মুজাফ্ফর আহমেদ, এফ.সি.এম. এ
১৬. জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট
১৭. জনাব বদরুল আহছান এফ.সি.এ
১৮. জনাব এ.বি.এম. সামছুদ্দিন আহমেদ
অধ্যক্ষ, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট।
১৯. জনাব বেগম সামছুন নাহার ফারুকী
সহকারী অধ্যাপক
লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।
২০. অধ্যাপক আফসারুন্নেসা
সেন্ট্রাল ওমেন কলেজ।
২১. জনাব আব্দুল মতিন।
২২. জনাব মোজাহার জামিল
সাবেক প্রভাষক, ঢাকা কলেজ
২৩. জনাব সাদেকুর রহমান মজুমদার
সাবেক প্রভাষক, ঢাকা কলেজ
২৪. জনাব আব্দুল বাকী, সাবেক প্রভাষক
তেজগাঁও কলেজ
২৫. জনাব মাহফুজুল হক (শাহীন) এবং আরো অনেকে

১৯৮৯ শিক্ষা বর্ষে কলেজে বিকম পাস কোর্স চালু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে। ১৯৯৫ শিক্ষা বর্ষ হতে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সে যথাক্রমে ৯৮ ও ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয়।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬,০০০। প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ৯ জন শিক্ষক এবং ১জন অফিস কর্মচারি নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১২০জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জন।

শিক্ষা কার্যক্রম : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কোর্সপান ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীগণকে কোর্স পান অনুযায়ী পাঠদান করা হয় এবং সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিনমাস পর টার্ম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকা কমার্স কলেজকে অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে উপকৃত হচ্ছে।

ফলাফল : পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় উচ্চ মাধ্যমিক এবং অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল প্রথম থেকেই সর্বোত্তম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের গড় হার প্রায় ৯৯% এবং অনার্স ও মাস্টার্সের গড় পাশের হার ৯৯.৯৬%। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ অধিকাংশ মেধা স্থান অধিকার করেছে।

কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজেই একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষা শাখা গড়ে তোলা হয়েছে, একাজে পরীক্ষা কমিটি তাদেরকে সাহায্যে করছে । পরীক্ষা কমিটি নিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা ভীতি কমে যায় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়।

নিয়মশৃংখলা : ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল উত্তপ্ত ও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আমরা এ অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শোগান নিয়ে কলেজ কার্যক্রম আরম্ভ করি। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীগণ রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। তখন এ বিষয়ে অনেকের শংকা থাকলেও আমাদের অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ শোগানটি সাদরে গ্রহণ করছে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে রোল নং অনুযায়ী বিন্যস্ত ডেস্কে বসতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরে আই.ডি কার্ড লাগিয়ে সকাল ৭.৫৫মি. কলেজে প্রবেশ করতে হয়। শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশকালে তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ক্লাশে উপস্থিতি থাকা বাধ্যতামূলক । কোন কারণে কলেজে উপস্থিত থাকতে না পারলে লিখিত আবেদন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হয়। কোন শিক্ষার্থী কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানলে এবং টার্ম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আইডি কার্ডধারী অভিভাবক ডেকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।

শিক্ষার্থী ভর্তির সময় এবং প্রতি তিন মাস অন্তর ব্যাংকে কলেজের পাওনা পরিশোধ করতে হয়। কলেজের যাবতীয় লেন-দেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অবকাঠামোর উন্নয়ন : ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডির রোড নং ১২ এর ৭৩ নং বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ১৯৯৩ সালে হাউজিং হতে ক্রয় করা হয় মিরপুরের বর্তমান অবস্থান বরাদ্দকৃত প্রায় ৪ বিঘা এবং এই জমির আড়াই বিঘাই ছিল রাস্তা থেকে ২৪ ফুট নীচু একটি পুকুর। জমির এই অবস্থান দেখে অনেকেই হতাশ হয়। ১৯৯৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় নির্মাণ কাজ। Consultant হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় বাংলাদেশের বিখ্যাত Consulting firm মেসার্স শহীদুলাহ এসোসিয়েট কে। নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট রবিউল হোসেনকে দিয়ে একটি মাস্টার প্যান তৈরি করা হয়। কলেজের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী তৈরী করা হয় মাস্টার প্যান অনুযায়ী একটি মডেল। প্রথমেই ২১১ ফুট লম্বা এবং ৫৫ ফুট চওড়া ১১ ১ং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। তলার অত্যাধুনিক এ ভবনটির প্রতি তলার Floor Space ১১৫৫০ ফুট।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী শহীদুলাহ প্রস্তুত করেন Structural Design- সম্পূর্ণ অসমতল ভূমিতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ভবনটিতে ৪০ ও ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য তৈরি করা হয় শ্রেণীকক্ষ। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের জন্য পৃথক রুম, লাইব্রেরি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, কমন রুম ইত্যাদির জন্য প্রতি তলায় কক্ষ বিন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে এই ভবনটি ছাড়াও ২০ তলা ২য় একাডেমিক ভবন, ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১২ তলা ২টি আবাসিক ভবন এবং ১টি অত্যাধুনিক

অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়। এছাড়া রূপনগরে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের জন্য ২টি ৫কাঠার জমিও ক্রয় করা হয়েছে। অচিরেই এই পট ২টিতে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত: এ পর্যন্ত নির্মিত ভবনগুলোর Floor Space এর পরিমাণ প্রায় ৩,৬০,০০০ বর্গফুট। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় শ্রেণীকক্ষ লাইব্রেরি, বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষে Air Conditioner বসানোর কাজ। কলেজের বিভিন্ন ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি লিফট। কলেজে রয়েছে ২০০০ KVA একটি বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং ৫০ ও ৩১০KVA এর দুটি ডিজেল জেনারেটর। উলেখ্য জমি ক্রয়, ভবনসমূহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, লিফটসহ সবকিছুর জন্যে ৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকা। উলেখ যে মাত্র ১৩৫০ টাকার তহবিল নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এযাবৎ উন্নয়ন ও অবকাঠামোবাবদ ব্যয় হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকা। বর্তমানে কলেজ তহবিলে জমা আছে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। প্রতি বর্গফুট মাত্র ৬০০ টাকার মত। Consultant এবং আমাদের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ এবং শিক্ষক ও কর্মচারিদের নির্মাণ কাজ নিবিড় তত্ত্বাবধানে শ্রমিক ঠিকাদার দ্বারা কাজ করানো হয়েছে। ফলে অপব্যয় ও অপচয় কম হয়েছে। ব্যয় হয়েছে অকল্পনীয়ভাবে কম। আর এসব কিছুই করা হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে। সরকার বা অন্যকোন এজেন্সি হতে আমরা কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারী মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাকিতে দ্রব্যগুলো সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া না গেলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুত সম্পন্ন করা যেত না। নির্মাণ সামগ্রীরমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ক্রয়কৃত প্রতি লটের রড, ইট ও সিমেন্ট Consulting firm এবং BUET কর্তৃক পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢালাই কাজের সময় মাননিশ্চিত করতে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে হতে কিছু অংশ সিলিন্ডারে ভরে BUET ও Consulting firm দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে।

১৯৯৭ সালে এক পর্যায়ে কলেজের প্রকটভাবে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ধার করতে হয়। নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারীগণ তখন প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। এ পাওনার জন্য তারা আমাদেরকে কখনো তাগিদ দেননি। আমাদের সুবিধামত তাদের পাওনা টাকা অল্প অল্প করে পরিশোধ করেছি।

অর্থনৈতিক কাঠামো: কলেজ শুরুর প্রথম দিকে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে সামান্য যাতায়াত ও হাতখরচ দেয়া হতো। এবং তাঁদেরকে আশ্বাস দেয়া হতো পরিশ্রম করে কলেজটিকে গড়ে তুললে তোমাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা ক্রমান্বয়ে অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সুবিধাদি পাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি, পরিচালনা পরিষদের সহায়তায় শিক্ষক কর্মচারীদেরকে দেয় প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পেরেছি। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ঢাকায় বাড়ি-গাড়ীর মালিক হয়েছেন এবং অদুর ভবিষ্যতে অন্যরাও বাড়ী গাড়ীর মালিক হবেন।

ভ্রমণ: দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জনের জন্য সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ বৈচিত্র্য স্বচক্ষে দেখার জন্য বর্ষাকালে ইলিশ ভ্রমণ ও শীতকালে সুন্দরবন ভ্রমণসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

দক্ষ পরিচালনা পরিষদ : ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুন্য থেকে বর্তমান স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে একাজগুলো সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হতো না। বিশেষ করে পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সভাপতি জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল এর আন্তরিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলশ্রুতিতে আজ সমগ্র দেশে ঢাকা কমার্স কলেজ অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গণ্য হয়েছে। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বিগত ১২ বছর যাবৎ আমাকে যেভাবে সার্বক্ষনিক সহযোগিতা ও দিকনিদের্শনা দিয়েছেন, অনুরূপ আগামীতেও অব্যাহত রাখবেন।

যুগপূর্তি ২০০১ ও দুদশক পূর্তি অনুষ্ঠান : ২০০১ সালে উদযাপিত হয়েছে ৫ দিন ব্যাপী যুগপূর্তি অনুষ্ঠান। যুগপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন তৎকালীন মাননীয় এলজি আর ডি মন্ত্রি ও বর্তমানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিলুর রহমান। বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ

অবদানের জন্য স্বর্ণ-পদক ও সম্মাননা প্রদান করেছেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ শফিউলাহ, ড: মোঃ হাবিব উলাহ, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী এবং এনসিটিবি এর সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলী আজমকে।

যুগপূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় একটি বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালি দিয়ে তখনকার স্থানীয় মাননীয় এমপি জনাব কামাল আহমদ মজুমদারের নেতৃত্বে। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। যুগপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় যুগপূর্তি স্মরণিকা ২০০১ এবং কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি সম্বলিত একটি এ্যালবাম ফ্ল্যাশব্যাক।

তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী ও বর্তমানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ জিলুর রহমান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সামসুল হুদা এফসিএ, জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম, জনাব আহমেদ হোসেন ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীকে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান করেন। কলেজের ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সর্বজনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ রোমজান আলী, মোঃ আব্দুস ছাত্তার মজুমদার, মোঃ বাহার উলা ভূঁইয়া, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম ও রওনাক আরা বেগমকে স্বর্ণপদক ও সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

এবার দু'দশক পূর্তি অনুষ্ঠান ২০১০ শুরু হবে ২৯-১২-২০১০ তারিখে। এই অনুষ্ঠানে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য স্বর্ণপদক ও সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হবেন- প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী-মরণোত্তর, জনাব মোহাম্মদ তোহা এফ.সি.এ., প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ, প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্ত ৪৮ জন ছাত্রছাত্রীকে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৬৩ জনকে ক্রেষ্ট দেয়া হবে। একই সাথে তারা উপহার স্বরূপ পাবে যথাক্রমে পাঁচ হাজার, আট হাজার ও দশ হাজার টাকার প্রাইজ বন্ড। সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করবেন মাননীয় পূর্তপ্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান।

বার্ষিক ভোজ ও ভ্রমণ: ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনালগ্ন হতে অধ্যাবধি বার্ষিক ভোজে ছাত্র-শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। এই বছর প্রায় ৬৫০০ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অতিথিকে ৩০/১২/২০১০ তারিখে বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহণ করবেন।

কলেজে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতি বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

* কলেজের বার্ষিকী প্রগতি, বার্ষিক ক্যালেন্ডার ও ডাইরি এবং শিক্ষকদের লেখায় সমৃদ্ধ Dhaka Commerce College Journal প্রকাশিত হয়।

* কলেজের নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি বছর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও ট্রেনিং করা হয়।

* তাছাড়া ফলের মৌসুমে আয়োজন করা হয় ফলাহারের মত অন্যান্য কার্যক্রম।

কলেজের অসম্পূর্ণ কাজ: ২০ তলা ভবনের অবশিষ্ট ৯ তলা নির্মাণ কাজ শেষ হলে ছাদের উপর নির্মিত হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুইমিংপোল। অডিটোরিয়ামের অভ্যন্তরীণ কাজ আগামী ১ বছরের মধ্যে শেষ হবে। স্টাফদের বাসস্থানের জন্য রূপনগরে ৪ ও ৬ নম্বর রোডে পট ক্রয় করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মিত হবে।

শ্রেণী কক্ষে নির্মিত হবে Open Book Self যেখানে ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণ বই থাকবে। শিক্ষার্থীগণ সকাল ৮ টায় কলেজে আসবে, ১০.৩০ নাস্তা খাবে, ১টা থেকে ২টার মধ্যে মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজ, বিকাল ৪ টায় নাস্তা খেয়ে ৫টায় বিশ্রামের জন্য বাড়ীতে যাবে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণী কক্ষে পাঠদানসহ বিভিন্ন পড়ালেখা বিষয় সম্পর্কে সাহায্য করবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠাগার থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীকে বাড়ী হতে কোন বই আনতে হবে না এবং প্রাইভেটও পড়তে হবে না।

প্রতি শিক্ষা বছরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে ব্যবসায় সংগঠন এবং শিক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট পরিমাণে শেয়ার ক্রয় করে মূলধনের যোগান দেবে। তারাই হবে উক্ত ব্যবসায়ের মালিক।

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা : সময়ের ধারাক্রমে কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুচারুভাবে দ্রুত সম্পাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কলেজ কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে অনুভব করছেন। একারণে কলেজের সকল অফিস, হিসাবশাখা, লাইব্রেরি, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের অফিস, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরীক্ষার কার্যক্রম

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল, রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত, অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ এবং ফলাফল প্রেরণ, পরবর্তী করণীয়সমূহ যাতে সময়ক্ষেপণ না করে করা যায় এরূপ সফ্টওয়্যার ডেভেলপের কাজ চলছে। এজন্য প্রয়োজনীয় সার্ভারবেইজড নেটওয়ার্কিং এর কাজ যাচাই বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। OMR মেশিন এর মাধ্যমে সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বোর্ডে SIF Form পূরণসংক্রান্ত কার্যক্রমও OMR মেশিনের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সকল ইনফরমেশন OMR এর মাধ্যমে ডাটা বেইজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

এরূপে কলেজের সকল কাজকে কম্পিউটার বেইজড অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য আদান প্রদানের আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে মোবাইল যোগাযোগও ত্বরান্বিত করা হবে।

শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য: কলেজ হতে প্রতি বছর প্রায় ১০% শিক্ষার্থীদেরকে অর্ধ ও বিনা বেতনে পড়া লেখার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সীমিত আকারে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক, থাকা-খাওয়া ও পড়ালেখার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত উপায়ে অধিক সংখ্যায় মেধাবী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তার জন্য সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম তৈরী করা যেতে পারে। ছাত্র কল্যাণ তহবিল হতে অর্থের যোগান ছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট হতে যাকাতসহ অন্যান্য দান গ্রহণ করে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব।

মিডিয়া সেন্টার: কলেজের একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে কলেজের কক্ষসমূহে প্রচারের জন্য মিডিয়া সেন্টার থাকবে। মিডিয়া সেন্টার হতে প্রতিটি কক্ষের সাথে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাছাড়া নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।

আমি আশা করি ভবিষতে কলেজ প্রশাসন অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করবেন এবং কলেজে আরো উন্নতি সাধন করবেন।

উলেখ্য, ১৯৯৮ সালে বিশেষ পরিস্থিতিতে কলেজের প্রয়োজনে প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে কলেজের সার্বিক উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। ফলে কলেজের সার্বিক উন্নতি গতি লাভ করে। তাঁরই নেতৃত্বে ২০০১ সালে ৫ দিন ব্যাপি যুগপূর্তি অনুষ্ঠান সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। ২০০২ সালে তিনি জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামালকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে নিজে একজন সদস্য হন। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল অত্যন্ত সফলতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে পুনরায় ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নেন। জনাব সরওয়ার কামাল সদস্য হন। মোট কথা তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও টিম ওয়ার্কে - ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্নমূখী উন্নতি সম্ভব হয়। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি তাঁদের আন্তরিক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঢাকা কামার্স কলেজ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আলাহ তাঁদের সহায় হোন।

আমি যা ভাবি*

যুগপূর্তিতে লিখেছিলাম
দেখতে দেখতে বিশ পার হয়ে বাইশের ছাপ পড়েছে।
প্রদ্যোত বেড়েই চলেছে
অপরাজেয় কাল
ঘোড়ার দৌড় দৌড়াচ্ছে
তেজ বাড়ছে বই কমছে না।

কালকে নিয়ে মাতামাতি অনেক
কিন্তু "হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক, শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল"
তাজমহল কালের কাছে পরাভুত,
শুভ্রতা ধূসর হচ্ছে।
শেক্সপিয়ারের প্রিয়ার উদ্দ্যেশে নিবেদিত সনেট
কাল মহাকালকে
জয় করেছে।
সৃষ্টি অমনই হওয়া উচিত অনন্তকাল টিকে থাক, টিকে
থাক।

আমাদেরও করতে হবে তাই
কংক্রিটের মাঝে
যে সুন্দর সৃষ্টি তাকে
ধরে রাখতে হবে।

অতীতের গলায় মালা পরিয়ে
কোন লাভ হবে না
শুধু দেনাই বাড়বে তাতে
যদি না বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দীপ্তি ছড়ায়।

আজকের মুহূর্ত বেদীতে
দাঁড়িয়ে আগামী সাফল্যের অঙ্গীকার সকলকে করতে হবে
কালের মহাসমারোহ সার্থক হোক।

* **প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান :** সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ ও যুগ্ম আহ্বায়ক, দুদশক পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

অধ্যাপক কাজী ফারুকী ও আমার নিকট ছিল একটি চ্যালেঞ্জ

॥ এম হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা, www.helal.net.bd ॥

কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী, সংক্ষেপে কাজী ফারুকী –এ শুধু একজন সফল শিক্ষাবিদের নামই নয়, ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপ্রেরণারও প্রতীক; সাহসী শিক্ষাদ্যোক্তা, সৃজনশীল-ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে যিনি সমধিক পরিচিত এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত।

৮০'র দশকে এ নামে অনেকে ভাবতেন এক নিষ্ঠাবান-ব্রতী ও প্রতিভাবান শিক্ষকের কথা; ৯০'র দশকে এ নামটি উঠে আসে বাণিজ্য শিক্ষার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য সহজ বাংলা ভাষায় প্রণীত বহু গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক হিসেবে; আবার ২০০০ সাল নাগাদ এ নামটি ঝড় তোলে আধুনিক, বাস্তব ও পেশাগত বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরিতে।

আজকে বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষার যে বিপব-বিশেষতঃ বিবিএ, এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, বিবিএস, এমবিএস ডিগ্রি প্রদান ও গ্রহণের যে হিড়িক, তার প্রাথমিক সূচনা হয় অধ্যাপক কাজী ফারুকীর হাতে, বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার প্রমাণ ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ -এর

এম হেলাল

জাতীয় পুরস্কারলাভ এবং ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ-শিক্ষক' হিসেবে অধ্যাপক ফারুকীর জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি।

একসময়ে ঢাকার শহরতলী মিরপুরে অনুন্নত ও অবহেলিত জনপদে পতিত ডোবায় প্রতিষ্ঠিত একটি অত্যাধুনিক বিদ্যায়তন গুণগত ও বিশেষায়িত শিক্ষাদান করে দ্বিমতাবলম্বী দলের দু'নেত্রীর কাছ থেকে একইরূপ স্বীকৃতির সম্মাননা গ্রহণে কিভাবে সক্ষম হল –এ বিষয়টি দেশের শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে ভাবিয়ে তোলে।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম সাইনবোর্ড উত্তোলিত হয় ১৯৮৯ সালের ১ আগষ্ট। সাইনবোর্ড উত্তোলনকালে অন্যান্যের মাঝে ছিলেন (বা হতে) কাজী আব্দুল মতিন, অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম, জিয়াউল হক, এম হেলাল, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, অধ্যক্ষ এ বি এম শামসুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, মুনির চৌধুরী, এস আর মজুমদার ও কাজী হাবিবুর রহমান।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া দিগন্ত উন্মোচনের নেপথ্য রহস্য ও কারিশমা জানতে তখন শুধু ঢাকা থেকেই নয়, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও বহু শিক্ষাদ্যোক্তা ও শিক্ষা প্রশাসক ঢাকা কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আসতে থাকেন। এমনকি কোন কোন শিক্ষা প্রশাসক দাম্ভিকতার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজে সরাসরি না গেলেও এ কলেজের বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কৌশল নিয়ে রীতিমত নেপথ্য গবেষণা শুরু করেন। সে গবেষণার ফল প্রয়োগ করে নিজ প্রতিষ্ঠানকে সুউন্নত করার পাশাপাশি নিজেও হয়েছেন গৌরবান্বিত। এভাবেই বাংলাদেশে গুণগত বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের স্থপতি হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাজী ফারুকী বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। ঈর্ষা বহুক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ হলেও শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অনুরূপ ক্ষেত্রে ঈর্ষাই ঘটিয়েছে বাংলাদেশের অর্থ-বাণিজ্য শিক্ষায় সৃজনশীল বিপব।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র তথা ধানমন্ডিতে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কলেজে ভাল ছাত্রদের ভর্তি হতে দেখিনি আমার ছাত্রজীবন অব্দি। অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এর অনুকরণে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রশাসনে

গুণগত পরিবর্তন সাধন করে পরীক্ষার ফলাফলে চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করতে শুরু করে সিটি কলেজ। ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজ উদ্দিনের মত লায়ন নজরুল ইসলাম, সৈয়দ আবুল হোসেন, লায়ন এম কে বাশার প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সেসব কিন্তু অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর অনুকরণে ও প্রেরণায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ বলে বিজ্ঞজনরা মনে করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সগৌরবে সর্বদা সবার শীর্ষে অবস্থানের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিইউবিটি'র ফাউন্ডার। ১৯৮৯ সালে ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হওয়া ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৬,২০০; শিক্ষক ১২০ জন; স্টাফ ৯০ জন; রয়েছে ৭টি লিফ্ট এবং ৩,৬০,০০০ বর্গফুটের অবকাঠামো। শিক্ষক-স্টাফদের মাঝে নেই কোন অসন্তোষ, সবাই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট তাদের ন্যায্য প্রাপ্তিতে। এখানে একজন প্রভাষকের মাসিক বেতন প্রায় ৩০,০০০ টাকা; সহকারী অধ্যাপকের ৫০,০০০ টাকা; সহযোগী অধ্যাপকের ৭০,০০০ টাকা। বহুতল দু'টি একাডেমিক ভবন ছাড়াও ১২তলা বিশিষ্ট দু'টি স্টাফ রেসিডেনসিয়াল ভবন রয়েছে। ১৯৯৮ সাল নাগাদ, যখন আমি এ কলেজের পরিচালনা পরিষদে ছিলাম, তখনও এ কলেজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণকারী মাত্রই মন্তব্য করে বলতেন– একে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে উন্নত বিশ্বের কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (ডানে) কলেজের ফাউন্ডার-অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এবং (বায়ে) কলেজের আরেক ফাউন্ডার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল।

ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় এ বিশাল বিদ্যায়তন গড়ে তোলা কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে আমিসহ বহুজনের বহু শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কৌশল ও দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল এই ঢাকা কমার্স কলেজ। এমনকি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সূচনায় এরূপ গুণগতমানের ব্যতিক্রমী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি যাবে না –তা নিয়ে সংশয় ও সন্দিহান হয়ে অনেকেই বলেছেন, এটি আকাশ-কুসুম কল্পনা; কেউ বলেছেন এটি বিলাসী উদ্যোগ, বিলাসী বাজেট ইত্যাদি। পন্ডিত ব্যক্তিত্বদের এরূপ হতাশাব্যঞ্জক কথা অধ্যাপক কাজী ফারুকী ও আমার নিকট দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব শেষের হালকা পকেটের ততোধিক হালকা দানের দামে এবং জুতার সুখতলা ক্ষয় করে বৃষ্টি-রোদে ভিজে-শুকিয়ে অধ্যাপক কাজী ফারুকীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার যে দুর্বার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম, তার দু-একটি প্রসঙ্গ নিম্নে উলেখ করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা শুরুর সেই দিনগুলি

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিংয়ের ছাত্র এবং সলিমুলাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক। এলাকাভিত্তিক একটি সমিতির স্যুভেনির প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রত্যাশায় ঢাকা কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর লালমাটিয়াস্থ বাসায় গেলাম এবং এটি ছিল তাঁর সাথে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। ফারুকী সাহেব আমার সরাসরি শিক্ষক তথা একাডেমিক শিক্ষক না হলেও তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, আত্মবিশ্বাস ও মনোবল, সর্বোপরি বুকের মধ্যকার উদার প্রশস্ত বারান্দা আমাকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে– আমি তাঁকে আদর্শ ও পূজনীয় শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্বোধন করতাম।

ফারুকী সাহেবের নিজস্ব প্রেসে প্রায় বিনা খরচে ম্যাগাজিন ছাপাবার আশ্বাসে পুলকিত হয়ে বিদায় নিচ্ছিলাম। বিদায়কালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন– 'আচ্ছা তুমিতো কমার্সে পড়ছ, কমার্স গ্রাজুয়েট। ঢাকায় একটা কমার্স কলেজ করলে কেমন হবে?'

তখন পর্যন্ত ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে এত বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার হিড়িক পড়েনি। একটু ভেবে উত্তর দিলাম, 'ঢাকার বাইরে যেহেতু সরকারি কমার্স কলেজ সুনামের সাথে চলছে, ঢাকায়ও চলবে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা বিশেষায়িত কলেজ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা কি সহজ ব্যাপার, স্যার?'

'সহজ আর কঠিন ভাবলেতো চলবে না। এরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যদি থেকেই থাকে, তবে তা করতে হবে। তুমি আরেকদিন একটু বেশি সময় নিয়ে আস, এ বিষয়ে আলাপ আছে।'

সেদিনের আহ্বান অনুযায়ী ২/৩ দিন পর পুনরায় এক বিকেলে অধ্যাপক ফারুকীর বাসায় গেলাম। অনেক কথা হল। তাঁর হৃদয়ের গভীরে লালন করা বহু কথাই জানলাম। যার সারবত্তা হচ্ছে– দীর্ঘদিনের ঘুণে ধরা গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে একটি কর্মমুখী ও জীবনমুখী আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে গড়ে তোলা প্রয়োজন, যে শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের তরুণ সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন-যুদ্ধের যোগ্য যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠবে। তারই একটি মডেল

বা দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা প্রথমে স্বল্প পরিসরে শুরু করে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে; যেখানে শুধু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরাই পড়াশোনা করবে না, বিদেশী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরাও আসতে আগ্রহী হবে। এক কথায় মানুষ গড়ার এমন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে হবে– যেখানে শিক্ষিত বেকারের বদলে তৈরি হবে দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদসম্ভার, বেরিয়ে আসবে জীবন যুদ্ধের সুযোগ্য যোদ্ধারা। কাজী ফারুকী স্যার জানালেন– এখন তাঁর প্রয়োজন দু'চারজন উদ্যোগী যুবক, যারা বিত্তের চেয়ে চিত্তের শক্তিতে অধিক শক্তিমান।

১৯৮৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরুর অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে প্রথম আবেদনপত্র। এম হেলাল স্বাক্ষরিত এ পত্রে তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রীর সুপারিশ দেখা যাচ্ছে।

মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয় :- লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি।

জনাব,

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ হইতে আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। কলেজ পরিচালনা পরিষদ লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, নৈশ কলেজ পরিচালনা কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয় পরিচালনাকে ব্যাহত করিবে না। তদুপরি কলেজ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমরা উহার পুনঃস্থাপন করিয়া দিব।

অতএব আমরা আশা করি উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশ কালে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ হেলাল)
সদস্য,
প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটি,
ই-৬/এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

আলাপ শেষে যখন সলিমুল্লাহ্ হলে ফিরছিলাম, তখন আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। দৃষ্টির গভীরে যেয়ে দেখলাম– কালো মেঘ শুধু লালমাটিয়া তথা ঢাকার আকাশকেই আচ্ছন্ন করেনি, বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনকেও ছেয়ে ফেলেছে। দূর থেকে মোয়াজ্জিনের আযান ভেসে আসছিল। সুদূর দিগন্তে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম– হে স্রষ্টা, এ মহান শিক্ষাবিদের সুমহান স্বপ্নের সাথে আমাকে এক করে তাঁর এ স্বপ্ন কবুল করে নাও।

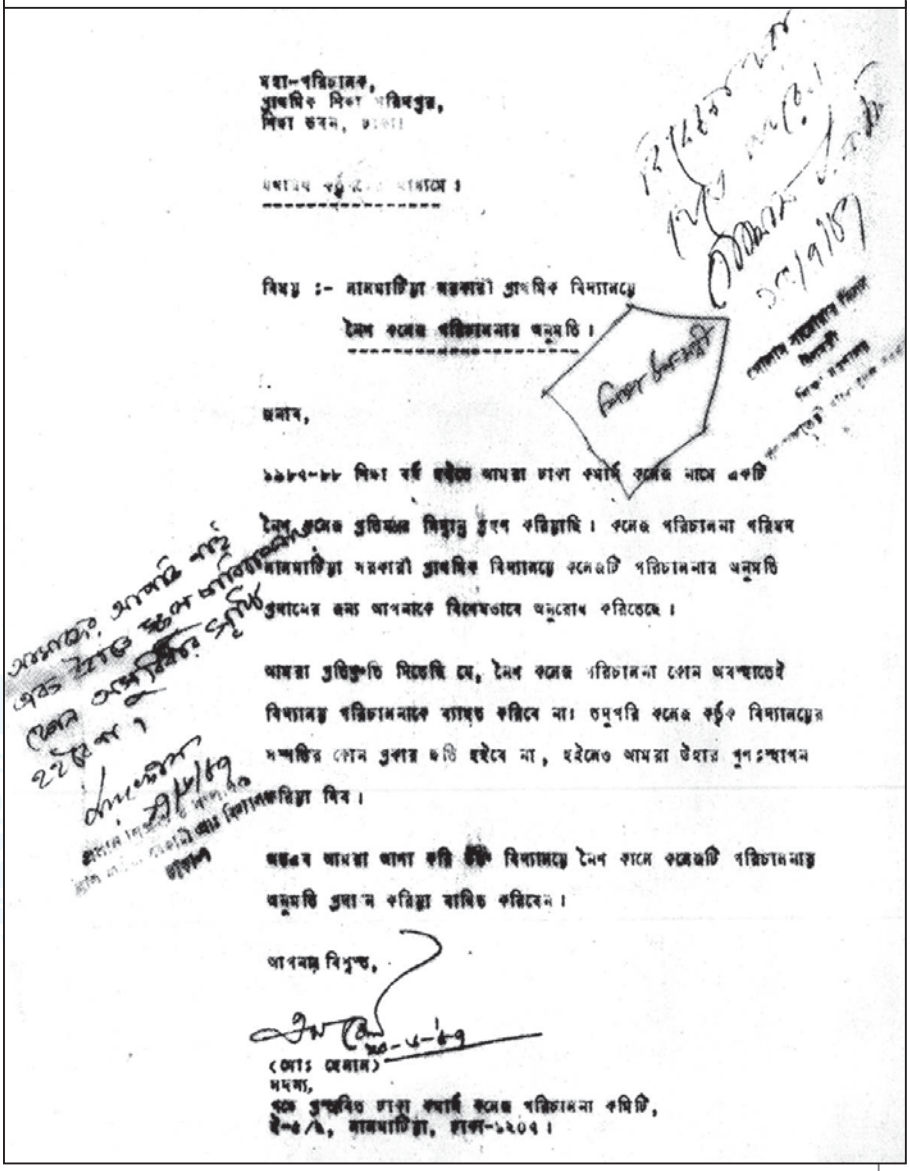

তারপর থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে চলল আলাপ-আলোচনা। এর মধ্যে কাজী ফারুকী স্যারের লালমাটিয়ার বাসায় ছোটখাটো অনানুষ্ঠানিক বৈঠকও হল বেশ কয়েকটি। এসব আলোচনা ও বৈঠকে সবাই যে উৎসাহিত হতেন তা নয়, নিরুৎসাহিতও হতেন অনেকে। সম্ভবতঃ এজন্যই ফারুকী স্যার ও আমি ছাড়া অন্যরা খুব একটা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন না। বাণিজ্য শিক্ষায় প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকীর বাসায়ও কয়েকটি উপানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের মধ্যে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের একটি বৈঠকের কথা আমার স্পষ্টই মনে পড়ছে। সে বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. এম হাবিবুলাহ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, খুলনা আজম খান কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ আবুল বাসার, অধ্যাপক কাজী ফারুকী, এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন, জনাব খ ম কামাল, আমি এবং আরো ২/৩ জন। এ বৈঠকে কাজী ফারুকী স্যার কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা করার পর উপস্থিতদের অধিকাংশই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, এটাতো কল্পকাহিনী! এর বাস্তবায়ন করতে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা লাগবে। এত টাকা আসবে কোত্থেকে? কাজী ফারুকী স্যার দৃঢ়চিত্তে বোঝানোর চেষ্টা করেও

ড. হাবিবুলাহ স্যারসহ অনেককেই বোঝাতে ব্যর্থ হলেন সে বৈঠকে।

এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। এর মধ্যে ফারুকী স্যারের বন্ধু অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং ছাত্র মাহফুজুল হক শাহীনের সাথে পরিচয় হল স্যারের মাধ্যমেই। পরবর্তীতে এ দু'জনও আমাদের উদ্যোগের সাথে একাত্ম হলেন। এরপর ১৯৮৭ সালে ঢাকা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর সাথে কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলাপ করার জন্য ফারুকী স্যার ও আমি তাঁর আজিমপুরস্থ বাসায় যাই। সেখানেও আমরা প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। তবে তিনি যতই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, ততই বজ্র কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে উঠছিলেন।

যাই হোক, অবশেষে অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরীর পরামর্শ ও আশ্বাস নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর ১৫ জুন ১৯৮৭ -এ কাজী ফারুকী স্যারের লালমাটিয়াস্থ বাসার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, ১৯৮৭-'৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে লালমাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের নৈশকালীন একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হবে। তদনুযায়ী ২০ জুন '৮৭ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশকলেজ পরিচালনার অনুমতি চেয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করি। এ বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষা-উপমন্ত্রী গোলাম সরওয়ার মিলনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করি এবং তাঁর সুপারিশসহ তা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেই। কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে অনুমতি পাওয়া গেল না। কলেজ শুরুর আরও কয়েকটি প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর ৬ অক্টোবর '৮৮ তারিখে অধ্যাপক কাজী ফারুকী'র সভাপতিত্বে তাঁরই লালমাটিয়াস্থ বাসায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিম্নরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়ঃ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী – আহ্বায়ক
অধ্যাপক আবুল কাশেম – যুগ্ম আহ্বায়ক
জনাব এম হেলাল – সদস্য
জনাব মাহফুজুল হক শাহীন– সদস্য সচিব

এ সভায় ১৯৮৯-'৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের কাজ শুরুর জোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রকল্পের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ঢাকাস্থ ই-৫/২ লালমাটিয়া, এ ঠিকানা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর উদ্দেশ্যে এ বৈঠকে উপস্থিত সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নোক্ত চাঁদা দিয়ে প্রাথমিক তহবিল

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভার রেজুলেশন (৬-১০-'৮৮)

রেজুলেশন বুক
প্রথম সভা

উপস্থিত সভ্যগণের নাম:
১। অধ্যাপক কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী
২। এ. বি. এম. আবুল কাশেম
৩। অধ্যাপক এস. আর. মজুমদার
৪। এম. হেলাল, সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস।
৫। মোহাম্মদ মাহফুজুল হক শাহিন

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:-

১। কলেজের নাম: ঢাকা কমার্স কলেজ।
ইংরেজীতে: DHAKA COMMERCE COLLEGE
সংক্ষেপে: Dcc.

২। অবস্থান: যেহেতু কলেজের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় একটি সুবিধাজনক স্থানে কলেজটি অবস্থিত হবে।

৩। প্রকল্প কার্যালয়: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় আপাতত: ই- ৫/২, লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭-এ স্থাপিত হলো।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি: ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে আরম্ভ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়:-
ক) কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী – আহ্বায়ক
খ) অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম - যুগ্ম আহ্বায়ক
গ) জনাব এম. হেলাল - সদস্য
ঘ) জনাব মো: মাহফুজুল হক শাহিন - সদস্য সচিব

৫। জনাব মাহফুজুল হক শাহিনকে অবৈতনিক সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৬। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচাদি নির্বাহের জন্যে নিম্নোক্ত সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখিত চাঁদা ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়:-
ক) কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী - ১,০০০/০০ টাকা
খ) এ. বি. এম. আবুল কাশেম - ৫০০/০০ টাকা
গ) এম. হেলাল - ২০০/০০ টাকা
ঘ) মো: মাহফুজুল হক শাহিন - ৫০/০০ টাকা
ঙ) জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী (অতিথি) - ১০০/০০ টাকা
চ) জনাব শফিকুল ইসলাম - ১০০/০০ টাকা

৭। কলেজের অফিসে ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি ফাইল কেবিনেট দানের কথা ঘোষণা করলে, তা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।

৮। ঢাকা কমার্স কলেজের নামে সিটি ব্যাংক লিমিটেড নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিসাবটি যৌথভাবে জনাব কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী এবং জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম পরিচালনা করবেন।

৯। কলেজ প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অফিস সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত মনোহারি দ্রব্য ক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
ক) কলেজের রেজুলেশন বহি — ১টি
খ) নোটিশ বহি — ১টি
গ) ক্যাশ বহি — ১টি
ঘ) ফাইল — ২টি
ঙ) দুইটি রাবার স্ট্যাম্প
১) আহ্বায়ক - ১টি
২) সদস্য সচিব - ১টি

১০। কলেজের প্যাড, খাম ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
অন্য পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গঠন করেন।

কাজী ফারুকী–	১,০০০	টাকা
এম হেলাল–	২০০	টাকা
আবুল কাশেম–	১০০	টাকা
মাহফুজুল হক–	১০০	টাকা
শফিকুল ইসলাম–	১০০	টাকা
নুরুল ইসলাম–	১০০	টাকা

এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি ব্যাংক লিঃ -এর নিউমার্কেট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা এবং কলেজের জন্য প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরির দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। আমার নিজের প্রেস 'ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ইউপিপি' থেকে বিনা খরচে আমি প্যাড ও স্ট্যাম্প তৈরি করে দেই। আর কাজী ফারুকী স্যার কলেজকে একটি স্টীলের ফাইল কেবিনেট দান করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ শুরুর জন্য সংশিষ্ট সবাই বাড়ি খুঁজতে থাকে। এরই মধ্যে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ বি এম শামসুদ্দিন -এর সাথে কথা বলে তারই ইনস্টিটিউটে বৈকালীন শিফ্‌টে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় এবং তদনুযায়ী উক্ত ইনস্টিটিউট (৪/৭ এ, বক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা) -এ ১ জুলাই '৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক মোনাজাত ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজের নামফলক উন্মোচন করা হয়।

এরপর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রচারপত্র বিলি করে ছাত্র ভর্তির আহ্বান জানানো হয় এবং ৬ আগস্ট '৮৯ তারিখে সর্বপ্রথম ভর্তির ফরম বিতরণ করা হয়। এভাবে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের।

অজস্র বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা কমার্স কলেজ' আজ কর্মমুখী বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রাত্যহিক শিক্ষাক্রম ছাড়াও ছাত্রদের নৈতিক ও গুণগত মান উন্নয়ন তথা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা, শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিত সভা, নিয়মিত বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, সেমিনার বা আলোচনা সভা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক দিবস, ছাত্রদের শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, মাসিক ভোজ, বার্ষিক ভোজ, ঈদ পুনর্মিলনী ইত্যাকার বিভিন্ন কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট দিন ও সময় অনুযায়ী নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে; যার কিছু কার্যক্রম কতিপয় ক্যাডেট কলেজ ছাড়া অন্যকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি ঢাকা কমার্স কলেজ শুরুর সেই সময়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার শুধু ক্যাডেট কলেজ কেন, যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায়ই ছিল অত্যাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত –যা অনেক শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের নিকট গৃহীত হয়েছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। আর ঢাকা কমার্স কলেজের এ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের যিনি রূপকার –তিনি হচ্ছেন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। তাঁর অদম্য সাহসী ব্যক্তিত্বের কথা স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই বলব– সরকারের কোন আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই শূন্য থেকে শুরু করে অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীতকরণ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক পদ্ধতিতে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ ফলাফল অর্জন, এক কথায় অতিবাহিত সময়ের তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে এই বিশাল সাফল্য কোন সহজ কাজ নয়।

৬ আগষ্ট '৮৯ ॥ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম ভর্তি ফরম বিতরণ করেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কাজী ফারুকী। মাঝে প্রকল্প কমিটির সদস্য এম হেলাল এবং বায়ে যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম আবুল কাশেম।

প্রকৃতপক্ষে কাজী ফারুকীর ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষরা জন্ম না নিলে গড়ে উঠত না সমাজের এসব অনুকরণীয় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান। মহাকবি ফেরদৌসি বলেছেন– 'যে গাছের ফল তিক্ত, সে গাছকে যদি তুমি বেহেশতেও রোপণ কর এবং যদি জল সেচনের সময় তুমি তার মূলে শরাবান তহুরা ঢাল, তবুও সে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিক্ত ফলই দান করবে।' অথচ আমাদের সমাজে এবং শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জন্য কোমলমতি ছাত্র-যুবকদের শুধু শুধুই দায়ী করা হয়। কিন্তু তারা যে শিক্ষাঙ্গনের ফসল, সে শিক্ষাঙ্গনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কখনো তলিয়ে দেখা হয় না। ভেবে দেখা হয় না যে, এসব ছাত্র-যুবকের সুযোগ্য (?) অভিভাবকত্বের যারা দাবিদার, তারা কি তাদের সন্তানদের মানুষ করার লক্ষ্যে তথা শিক্ষার মূল লক্ষ্য 'মানবীয় গুণাবলী অর্জন' -এর প্রয়াসে উপযুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়তে পেরেছেন?

এ বিষয়টি ভেবে দেখার সময় এসেছে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী সূচিত ঢাকা কমার্স কলেজসহ দেশের বিরল দু'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদাংক অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষক-অভিভাবক, সমাজপতি ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এখনই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

লেখকঃ
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক
ফোনঃ ৯৫৫০০৫৫, ৯৫৬০২২৫
web: www.helal.net.bd
e-mail: m7helal@yahoo.com

ঢাকা কমার্স কলেজ : দুদশকের ইতিবৃত্ত*

১৯৮০ সাল। আমি সবে মাত্র কলেজের একজন ছাত্র হিসেবে কয়েকজন শিক্ষকের খুব কাছাকাছি আসতে সক্ষম হই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। আমার জীবনের বেশকিছু স্মৃতি ফারুকী স্যারের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে আছে, যা কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। ঢাকা কলেজে বিভিন্ন সময়ে স্যারের সাথে পড়াশোনার কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন কাজকর্মে কেন যেন আমিও স্যারের কাছে এগিয়ে যেতাম, স্যারও আমাকে ডেকে নিতেন। ঐ সময়গুলোতে প্রায়ই বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ধ্যানধারণা মাঝে মাঝে স্যারের কথায় বেরিয়ে আসত। এভাবে তোমাদের নিয়েই আমি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাই- বলেই কি করতে চাই, কেন করতে চাই, সব বিষয় একে একে বলতে থাকতেন।

এভাবে সময়ের চাকা চলতে থাকে। একদিন স্যারের বাসায় গেলাম। বসলাম, কথাবার্তা হচ্ছে। একপর্যায়ে স্যার আমাকে বললেন, তোমাদের মতো ছেলেরা অর্থ উপার্জনের মতো অনেক কাজই করতে পারে। তুমিও কর না। আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে, কি করব- বলতেই স্যার অনেক পথনির্দেশনা দিয়ে ফেললেন। তখন স্যার বেশ কয়েকটি বই লিখে বাজারে ছেড়েছেন। ফারুকী স্যারের ইউনিক প্রেস পুরান ঢাকায় চলমান অবস্থায়। আমি আর বিলম্ব না করে আমার দেশের বাড়ী পাবনাতে গেলাম। আমার বাবার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঢাকায় এনে পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যবসায়ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করি। আমার জীবনের প্রথম কর্ম হিসাবে 'ইউনিক প্রেস'-এর সাপাইয়ের কাজের সাথে জড়িত হই। বছর ঘুরে দেখতে পেলাম বেশকিছু টাকা মুনাফা হয়েছে। তখন থেকে আমার নতুন কিছু একটা করার ইচ্ছা, প্রবণতা, মনের মধ্যে বাসা বাধতে থাকে। আমার যেন মনে হয় সবই সম্ভব, শুধু করলেই মনে হয় সম্ভব। এর মাঝেই বেশ কটা বছর পেরিয়ে গেছে। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত এর মধ্যে কমার্স কলেজ হবে; কলেজ নিয়ে কথা মাঝেমধ্যে কাজী ফারুকী স্যারের বাসায় গেলে আলাপ হয়, আসলে কলেজ কর্মকাণ্ড যা, তা শুধু ফারুকী স্যারের স্বপ্নে, মন থেকেই মাঝেমধ্যে উনার মুখে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কলেজ সম্পর্কিত বাস্তব কোন কর্মকাণ্ড তখনও শুরু হয়নি।

আমার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে স্যারের বাসায় ১৯৮৫ সালের মে মাসের ৪-৫ তারিখের দিকে স্যারের খুবই কাছের ছাত্র জনাব নজরুল ইসলাম খান ভাইয়ের ছোট ভাই ফিরোজ আহমেদ খান এসেছেন একটি হাউজিং কোম্পানি করা যায় কিনা সেজন্য। ফিরোজ সাহেব নাছোড়বান্দা। স্যারকে এই হাউজিংয়ে রাখবেই। ফিরোজ সাহেব মানুষটি বেশ চালাক প্রকৃতির বুঝেই ফারুকী স্যার ফিরোজ সাহেবকে বললেন, আমি ও চুন্নু তোমার হাউজিং কোম্পানিতে থাকব। শুরু হলো দ্বিতীয় কার্যক্রম আমার জন্য। ফিরোজ সাহেবের সাথে আরও বেশ যোগ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানোর সৌভাগ্য হলো আমার। হাউজিং কোম্পানির নামকরণ হলো আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ এবং এই কোম্পানির সাথে যুক্ত হলেন প্রায় বিশজন স্বনামধন্য মানুষ। তাদের কয়েকজনের মধ্যে জনাব সামসুল আলম, গোল্ড এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, বিসিআইসি প্রফেসর সাদেকুর রহমান ঢাকা কলেজ, সেই সাথে ফারুকী স্যারসহ আরও অনেকে।

কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখতে পারিনি আল-আমিন রিয়েল এস্টেট লিঃ। কারণ আমি সবেমাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েছি। আমাদের কোম্পানির এমডি ফিরোজ আহমেদ সাহেব শুধুই আমাকে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখাতেন এবং বলতেন, আপনি কত কোটি টাকা চান চুন্নু ভাই- শুধু আমি যা করি, আপনি দেখে যাবেন। বিষয়গুলো আমার তেমন ভাল লাগেনি। আমার মনে হয়েছে, ফিরোজ সাহেব যেন নিজেও বিপদে পড়বেন, আমাকেও বিপদে ফেলবেন। একদিন ফারুকী স্যারকে বললাম ঘটনা। স্যার তাৎক্ষণিকভাবেই আমাকে বললেন, ফিরোজকে মিটিং ডাকতে, কিন্তু ফিরোজ আর মিটিং না ডাকায় আমিই সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে যাব। আমার ও অন্যান্য কয়েকজনের শেয়ার মূল্য নিয়ে বের হয়ে এলাম। এটি শেষ হতে না হতেই আবার নতুন কিছু করার চিন্তা করলাম।

অবশ্য ফারুকী স্যার আমাকে এই নতুন চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্ররোচিত করেছে- বলতে হয়। কারণ ফারুকী স্যার উনার বৈঠকখানায় বিভিন্ন সময়ে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রগুলোকে খুবই অপছন্দ করতেন এবং বলতেন চাকরি করে বড় ধরনের কেরানি হওয়ার কোনই যুক্তি নেই। তোমরা পারলে সৃষ্টিধর্মী কিছু কর। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিমভাবে গ্রীন ভেজিটেবল ও অন্যান্য ফার্মিং কর্মকাণ্ড-এর কথা বলতেন এবং এটাও উলেখ করতেন, এগুলোই দেশের ও জাতির জন্য প্রত্যেকের করা উচিত ও ভাববার বিষয়। তখন সময়টা ছিল ১৯৮৬ সাল। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কথা স্যারের চিন্তায় কাজ করছে,

* **মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু** : প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কিন্তু বাস্তবে স্যার এই বিষয়টি ঐ সময়ের জন্য উপযোগী মনে করছেন না। কারণ আমার মনে পড়ে একদিন স্যার একবার বললেন, চুন্নু আস; কলেজটি শক্ত করে ধরি।

আমার কেন যেন এই প্রসঙ্গটি নরম করে দিল। সম্ভবত আরও কিছু দিক দিয়ে ফারুকী স্যার নিজেকে গোছানোর চিন্তাই করেছিলেন তখন।

আমারও কেন যেন চাকরির বিষয়ে একটি অনীহাভাব নিজের মধ্যে কাজ করছে। চাকরি করে তো নিজের জন্য কর্মসংস্থান হবে, অন্যদের জন্য তো আর কিছু করতে পারব না। এর মধ্যে আমার অনার্স ও মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হয়েছে। আমি অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস দশম পজিশন পেয়েছি এবং মাস্টার্সও বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি। আমার চাচাত ভাই এমএ জলিলসহ বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিসিএস পরীক্ষা দিতে বলেছে। এমনকি ফরম পূরণ করে পরীক্ষা না দিয়ে চলে এলাম স্যারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। নতুন কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ করা দরকার। ইতিমধ্যে আমার চাচাত ভাই এমএ জলিল পুলিশ ক্যাডারে টিকে গেছে এবং পুলিশে যোগদান করছে। মনটা কিছু হলেও দুর্বল হলো, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে শক্ত করতে সক্ষম হলাম। আমার মনের মধ্যে রেখে দেয়া সিদ্ধান্ত ফারুকী স্যারকে উনার বৈঠকখানায় আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলাম। স্যার আর কালবিলম্ব না করে আমাকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার ব্যাপারে ১০০ ভাগ স্বতস্ফূর্ত অভিমত দিলেন। এটাই তো আমি চাই এবং ভবিষ্যতে গাজীপুরের দিকে ফার্ম করব। তুমি পাবনাতে শুরু করে দাও- কথাগুলো বললেন।

শুরু হলো আমার তৃতীয় কর্মশালা সংগ্রাম। আমি বাড়িতে গেলাম, আবার বাবাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বললাম এবং ফারুকী স্যারের অভিপ্রায়ের কথাও বাবার কাছে উলেখ করলাম। আমার বাবা প্রথমত খুবই উদ্বুদ্ধ হলেন। আমি আমার বাবার কাছ থেকে মাল্টি কৃষি ফার্ম করার জন্য ৪০ বিঘা জমি আমার বাড়ি সংলগ্ন এরিয়া থেকে ফার্মের জন্য নিয়ে প্রচণ্ড উদ্যমে পল্ট্রি ফিশারিজ, হ্যাচারি ও নার্সারির সমন্বয়ে মাল্টি প্রোগ্রাম শুরু করলাম। আমার বিশাল ফার্ম তখন পুরো নর্থবেঙ্গলের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের সবচেয়ে একটি বড় কৃষি প্রকল্প। সেই এক বছরের মধ্যেই দূরদূরান্ত হতে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি লোকজন আমার প্রকল্পে ভিড় জমাতে শুরু করল। জেলা পর্যায়ের পদস্থরা ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে যখন আমার প্রজেক্ট দেখতে আসতেন, তখন আমার মনে হত আসলেই আমি ভুল করিনি। আমার সিদ্ধান্তই সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী। পাঠকবৃন্দ মনে কিছু নেবেন না, আসলে কলেজ ইতিহাস বলতে গিয়ে আমার নিজের অনেক কর্মের কথা নিজের অজান্তেই লিখতে হচ্ছে। কলেজের সাথে আমার কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ইতিমধ্যে ফারুকী স্যারের সাথে আমার যোগাযোগ একটু হলেও দূরে অবস্থান করার কারণে কমেছে। তবে উভয়েই উভয়ের সঙ্গে কুশলাদি সবসময়ই রাখি। ১৯৮৬ সালের দিকে বেশ কয়েকবার ফারুকী স্যার ঢাকায় একটি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশে কাজ করতে চাইলেও তা শুধু চিন্তা-চেতনার মধ্যে বিষয়টি রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। ১৯৮৭ সালের দিকে পুনরায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেও শুধু শক্তভাবে সবাই বিষয়টি গ্রহণ না করার ফলেই আবার উদ্যোগ কার্যক্রম পিছনের দিকে চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে স্যারের বাসায় ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার প্রয়োজনে গেলাম। কলেজ প্রসঙ্গে আলাপ তুলতেই স্যার বললেন, আসলে চুন্নু তুমি ঢাকায় থাকলে এ বছরই কলেজ শুরু করতাম। কথা বলতে বলতে জনাব শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে থাকার সদয় অনুমতি জ্ঞাপন করেছেন এবং সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার সম্পর্কে প্রায় না হলেও ৪৫ মিনিটের উপর বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত কথাবার্তা বললেন। ঐ দিনের মতো স্যারকে সার্বিক কলেজ কার্যক্রমে থাকব বলে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় প্রস্থান করলাম।

১৯৮৮ সালের শেষের দিকে স্যারের বাসায় আবার এলাম। আমার কুশলাদি স্যারকে পৌঁছালাম। ১৯৮৮ সালের বন্যায় আমার প্রকল্প বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুনে স্যার খুব বিষণ্ন হলেন, খুবই দুঃখ পেলেন। আমি স্যারকে বললাম, আমি আমার প্রকল্পকে পুনর্গঠন করব, পাশাপাশি একটি কলেজে অধ্যাপনায় জড়িত আছি। ফারুকী স্যার আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং আমাকে সাহস যোগালেন। সেই সাথে কলেজের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, সিদ্দিকী স্যারের থাকার কথা ছিল এবং তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, এখন তো মনে হচ্ছে আবার পিছিয়ে গেলেন। অতঃপর আরও বিভিন্ন বিষয়ে কথাশেষে আমি আমার বন্ধু দেলোয়ারসহ স্যারকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিছুদিন পর সম্ভবত ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাস। আমি আমার প্রজেক্টের ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ গেলাম। কাজ শেষে ভাবলাম, যখন ঢাকায় এলাম তখন ফারুকী স্যারের বাসা হয়ে যাই। স্যারের বাসায় এলাম। দেখা হতেই স্যার বললেন, ভালো হলো চুন্নু এই মাত্র তোমার কাশেম স্যারেরা চলে গেলেন। তখনও মাহফুজুল হক (শাহীন)

স্যারের বৈঠকখানায় বসে। শাহীন ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল এবং ঐ কলেজে নর্থ হোস্টেলে আমি ও শাহীন থেকে এসেছি। তখন থেকেই শাহীন আমাকে খুব সম্মান করত। অনেকদিন পরে দেখা, বেশ ভাল লাগল। কথা বলতে বলতেই স্যার বললেন, চুন্নু আর একটু আগে এলে তো মিটিংয়ে যোগদান করতে পারতে। থাক, তুমি তো এখন বেশ পয়সার মালিক।

আমি আবার স্যারকে বললাম, ব্যবসায়ে তো বেশ মার খেয়েছি। স্যার উলেখ করলেন যে, কিছুক্ষণ আগেই কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি করেছি। তোমাকেও কমিটির সদস্য হতে হবে। তুমি পকেটে হাত দাও, কলেজ বাস্তবায়নকল্পে ১০০ টাকা দিয়ে শরিক হও। তারপর বললেন, তুমি আর শাহীন যদি আমার সাথে থাক তাহলে কিভাবে কলেজ করতে হয় করতাম। তোমরা সেইভাবে থাকবে কিনা বল। শাহীন তো কথায় খুব মিশ্রি ছুড়তে পারে। ও তো যেভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কলেজ তখনই আমরা করে ফেললাম। যা হোক স্যার অনেক আশা, অনেক চিন্তা, অনেক স্বপ্নময় কথা বললেন, আমরাও শুনে গেলাম। আমি ও শাহীন ঐ দিনের মতো প্রস্থান করলাম স্যারের বাসা থেকে। এবারে আমার নিজের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। আমার প্রজেক্ট দ্বিতীয়বারের মতো আবার বন্যাকবলিত হয়েছে। প্রজেক্টের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়েছে। আমার মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে। ফার্মের পাশাপাশি সাতবাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা কাজে কিছুটা জড়িত হয়েছি। এই সময়ে অনেক কিছুই চিন্তা করছি। একবার ভাবছি, আমার মামাত ভাই সালামের সাথে স্কেল ব্যবসায় জড়িত হব। আবার ভাবছি, অন্য কোন ব্যবসা ঢাকাতেই করব কিনা। এসব চিন্তার মধ্যে সময় কাটছে।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমার ছোট ভাই রোকনুজ্জামান ওমর বাড়িতে এলো। ওমরের সাথে ফারুকী স্যারের আলাপ হয়েছে আমার সম্পর্কে। অনেক অনেক খোঁজ খবর স্যার নিয়েছেন। আমি কি ভাবছি, বা কি করছি অথবা নতুন করে কি করতে চাই, প্রজেক্ট ছেড়ে দিচ্ছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ফারুকী স্যার ওমরকে বলেছেন, চুন্নকে জরুরী ভিত্তিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

আমি স্যারের খবর পেয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সাল ঢাকায় এলাম এবং সরাসরি স্যারের বাসায় পৌঁছলাম। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমার জন্য স্মরণীয় দিন। কারণ ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য আমি মনে করি এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকাল পাঁচটা নাগাদ পাবনা, আমার দেশের বাড়ি থেকে ফারুকী স্যারের বাসায় এসে পৌঁছলাম। স্যার বাসায় ছিলেন। সন্ধ্যায় নামাজ সমাপ্ত করেই স্যারের বৈঠকখানায় স্যার আমাকে নিয়ে বসলেন এবং আমার কুশলাদি নিয়েই কলেজের কথা উলেখ করে বললেন, তুমি আর কোন কিছু চিন্তা করতে পারবে না। শুধু কলেজ নিয়ে আলাপ-আলোচনাই হয়েছে, তেমন কোন কাজের কাজ হয়নি, তেমন কোন অগ্রগতিও হয়নি। সব যেন আরও ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তুমি এখনই আমার টেবিলের সামনে আস এবং এখন থেকেই কলেজের বাস্তব কাজ শুরু হবে। স্যার অনেকটা শক্ত মনেই আমাকে বললেন, চুন্নু তুমি ও শাহীন থাকবে এবং আমি। অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা কলেজ থেকে চলে আসব। এর জন্য প্রয়োজনে চাকরি ছেড়েই চলে আসব। মাহফুজুল হক শাহীন তখন ফারুকী স্যারের বইয়ের প্রচ্ছদগুলো ডিজাইন করে দিত এবং যে কারণে বাংলাবাজারে স্যারের প্রকাশনাতেই বেশির ভাগ সময়ে সময় দিতে হত। তারপরও স্যার কলেজের প্রয়োজনে ডাকলেই শাহীন যথারীতি আমাদের সাথে যোগ দিত।

প্রথমত ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ দিবাগত রাতেই ফারুকী স্যারের বাসায় প্রসপেক্টাস লিখার কাজ শুরু করা হয়। স্যারের বাসায় কয়েকটা কলেজের প্রসপেক্টাস ছিল। আমরা দেখলাম। কিন্তু স্যার বললেন, এগুলো দিয়ে তেমন কাজ হবে না আমাদের। কারণ আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের প্রসপেক্টাস যেটা করব, অন্যান্য কলেজ থেকে সেটা হবে একেবারে ব্যতিক্রমী। আমি ও ফারুকী স্যার ঐ রাতেই ১২টা পর্যন্ত কাজ করলাম। রাতে আর ফিরা হলো না, স্যারের ওখানেই শুয়ে রইলাম। কিন্তু স্যার খাওয়া-দাওয়া শেষে আমাকে বললেন, চুন্নু ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে এবং প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যারের বাসায় যেতে হবে। জনাব রশীদ চৌধুরী স্যার তখন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। যে কথা সেই কাজ। ভোর হতেই ফজরের নামাজ আদায় করেই আমি ও স্যার তাড়াহুড়া করে বের হচ্ছি। এমন সময় একটা চমৎকার ঘটনা ঘটল, যা আজকে আমার মনে বেশ দোলা দিচ্ছে।

আমি যখন স্যারকে বললাম জনাব রশীদ চৌধুরী স্যার তো সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে যান, আপনি বলেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাড়াহুড়া করে প্যান্ট-শার্ট পরে খুব দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসতেই স্যারের স্ত্রী সকালে স্যারকে দুধের ছানা খাওয়ানোর জন্য পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেই স্যার বলে উঠলেন, রাখো তোমার ছানা মাখন, চুন্নু চলো তো তাড়াতাড়ি। তার সেদিনকার সেই উক্তিতে আমি এটাই বুঝতে পারছিলাম

যে, ফারুকী স্যার তখনই কলেজ করে ফেললেন। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রশীদ চৌধুরী স্যারের বাসায় প্রথমবারের মতো গিয়ে যেটা আমরা পেলাম তা হলো নিয়ম অনুযায়ী ৬ মাস পূর্বে কলেজ করার জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন তো দূরের কথা, চৌধুরী স্যার এমনভাবেই স্যারকে কথা দিলেন যে, শিক্ষা বোর্ডের কাজ মনে হলো তখনই হয়ে গেল। তার বাস্তব প্রমাণ প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী স্যার দেখিয়েছেন ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যারম্ভের অনুমতি দিয়ে। কলেজের অনুমোদন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে ও সেই সাথে আজকে ঢাকা কমার্স কলেজ ফলাফলের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে যে শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে; সে হলো আমাদের প্রথম ব্যাচে ভর্তিকৃত একমাত্র ছাত্রী মাসুদা খানম নিপা, যাকে ভিকারুন্নেছা নূন কলেজ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কলা বিভাগ হতে ঢাকা কমার্স কলেজে বাণিজ্য বিভাগে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন প্রফেসর রশীদ স্যার। তাই নিপার ফলাফলের মাধ্যমে কমার্স কলেজের প্রথমবারেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্য অবদান রশীদ স্যারের। এই মাসুদা খানম নিপাই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হতে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের মহাসড়কে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সকালটা খুবই সার্থক হলো মনে নিয়ে আমি ও ফারুকী স্যার আনন্দের সাথে আবার স্যারের বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ২য় দিনে আরও মনোবল ও সাহস বেড়ে গেল। এবারে স্যারের সাথে প্রসপেক্টাস লিখার কাজে মনোনিবেশ করলাম। তাছাড়া স্যার বললেন, এখন একটা মিটিংয়ের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি মিটিং করার জন্য ঐ দিন কাশেম স্যার, সাদেকুর রহমান স্যার, জিয়াউল হক, হেলাল ভাই, শাহীন স্যারের শ্বশুর এবং আরও কয়েকজনের সাথে স্যার ও আমি যোগাযোগ করলাম। মিটিং অনুষ্ঠিত হলো, অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে স্যার বললেন, কাগজপত্র যা লাগবে অর্থাৎ প্রিন্টিংয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র স্যারের প্রেস থেকে তৈরি করে দেবেন। একটা কাঠের আলমারি ও অন্যান্য জিনিসপত্র তাৎক্ষণিকভাবেই দেয়ার প্রস্তাব দিলেন স্যার। সেই সাথে কলেজ মনোগ্রাম তৈরির জন্য শাহীনকে দায়িত্ব দিলেন এবং আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি সেটা হলো কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া করার দায়িত্ব, সেটি দিলেন আমাকে। অন্যান্য দায়িত্ব কিছু কিছু অন্যদের মাঝে বণ্টন করে নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রত্যেকেই ঐ দিন প্রস্থান করলাম।

পরের দিন থেকে শুরু হলো বাড়ি ভাড়া করার সংগ্রাম। কারণ বাড়ি ভাড়া করতে না পারলে আমাদের কলেজ কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই তাগিদেই আমার জোর তৎপরতা। সারাদিন বাড়ি খুঁজে সন্ধ্যায় স্যারের বাসায় কলেজের অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন করা- এটাই হলো আমার রুটিন ওয়ার্ক। তবে মাঝেমধ্যে সন্ধ্যায় শাহীন ফারুকী স্যারের বাসায় আসে। কলেজ কাজকর্ম নিয়ে সমন্বয় সাধন করা হয়। এবারে প্রয়োজন হয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেটি হলো সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আরেকটি মিটিং আমরা ফারুকী স্যারের বাসায় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভাব করি। উক্ত মিটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কয়েকজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, তারা হলেন- ফারুকী স্যার, আমি স্বয়ং, শাহীন, জিয়াউল হক ভাই, সাদেকুর রহমান স্যার, কাশেম স্যার, জামিল স্যার, মতিন ভাই- আরও কয়েকজন। এই মিটিংয়ে গত মিটিংয়ের কাজের অগ্রগতি, কলেজের নামের বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার আলোকে নাম স্থির ও সাংগঠনিক কমিটির রূপরেখা তৈরি এবং সর্বোপরি ফারুকী স্যার চিটাগাং এলামনি এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি এ্যাসোসিয়েশন আছে, যেখানে স্যার নিজেও জড়িত এবং এর সাথে জড়িত আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ঐ দিনই ফারুকী স্যার আমাদের কলেজের সাথে এলামনি এ্যাসোসিয়েশনের সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ স্যার যেটি বলছিলেন, সেটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট যে, চিটাগাং কমার্স কলেজ এলামনি এ্যাসোসিয়েশন ঢাকাতে এ ধরনের কমার্স কলেজ হলে সেখানে তারা স্পন্সর শীর্ষে থাকতে চায়। তবে এ ক্ষেত্রে স্যারের ইচ্ছাটা যে ছিল, সেটা স্যারের কথায় সে দিন বুঝতে পারছিলাম। তবে উপস্থিত জিয়াউল হক ভাই (স্যারের প্রাক্তন ছাত্র) স্যারের এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ জিয়া ভাই যেটি বলতে চাচ্ছিলেন সেটি হলো আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ করতে পেরেছি বাকিটাও কষ্ট হলে আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

এ ক্ষেত্রে ফারুকী স্যার যুক্তি খণ্ডন করলেন যে, এলামনি সদস্যরা কলেজকে অর্থায়ন করতে চান। এটা হলে হয়ত কলেজটি দ্রুত সম্প্রসারণ করা যাবে। শুধুমাত্র এই সুবিধার বিষয় সামনে রেখেই চিটাগাং কমার্স কলেজ এলামনি এ্যাসোসিয়েশনকে স্পন্সরশিপে আনতে আমরা উপস্থিত সবাই একমত হলাম। ফারুকী স্যার বললেন, তাহলে আমি এলামনি এ্যাসোসিয়েশনের লোকদের সাথে কথা বলি। এদিকে কিন্তু আমি একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে চালাচ্ছি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। ঢাকা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বাড়ি খোঁজা। বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দু'একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা উলেখ না করলেই নয়। যার একটি-

বাড়িটি ছিল মিরপুর সড়কের পূর্বপাশে, অর্থাৎ শ্যামলী সিনেমা হলের উত্তর-পূর্ব কোণে। বাড়িটি ছিল তৎকালীন বাংলাদেশ রেডিও-এর পরিচালক জনাব ফকরুদ্দিন আহমেদ সাহেবের। মেইন রোডের সাথে সংযুক্ত। নতুন বিল্ডিং আমার খুবই পছন্দ হলো। ফারুকী স্যারকে এনে দেখালাম। ভদ্রলোকের সাথে আমাদের আলোচনা হলো খুবই সাফল্যজনকভাবে। আমরা পরবর্তীতে বিলম্ব করে ফেলায় অন্য একজন বাড়িটা ভাড়া করে ফেলে। অবশেষে আমাদের প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন গেলাম, তখন এটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিষয়টি আমার ও স্যারের মনে খুব ব্যথা দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত- আরেকটি বাড়ির মালিকদের ব্যবহারের কথা না বললেই নয়। এই বাড়িটি পঙ্গু হাসপাতালের বিপরীতে, মিরপুর রোডের পশ্চিম পাশে সুন্দর গোছালো বাড়ি।

বাড়িতে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম- কলেজের জন্য এটি হবে আরও সুন্দর। মনে মনে অনেক কল্পনা। কয়টা ক্লাস রুম, অধ্যক্ষের রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম। ভদ্রলোক অতীতে ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছিলেন। আমাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। সম্মান দিলেন। বাড়িটি আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে দিয়েও দিলেন। কিন্তু বাড়িটি কি করব জিজ্ঞাসা করলে কলেজ পরিচালনা করার কথা বলতেই শিহরিয়ে উঠলেন এবং বলা শুরু করলেন যে, এই বাড়িটা নিয়ে আমার ১১ নম্বর বাড়ি। আমি শিল্পকারখানা বাদ রেখে যে জন্য এই বাড়ি ভাড়া দেয়ার ব্যবসায়ে এসেছি আবার সেই ঝামেলা, না ভাই! আমাকে মাফ করবেন। তিনি আরও শুনালেন, আমি প্রথমত ভয় করি শ্রমিকদের, তারপর ভয় করি ছাত্রদের। আমার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে। আমাকে মাফ করবেন ইত্যাদি। আমি কিছুতেই সেদিন উক্ত ভদ্রলোককে বোঝাতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে হতাশ হয়ে ফারুকী স্যারের বাসায় ফিরে আসি। ঐ বাড়িটি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর মধ্যে প্রত্যেকদিনই গরু খোঁজ করার ন্যায় কলেজের বাড়ি খুঁজে যাচ্ছি। কিন্তু মিলাতে পারছি না।

হঠাৎ একদিন সকালে স্যার বললেন চুন্নু বাড়ি পাওয়া গেছে। চলো দেখে আসি। বাড়ি কোথায় বলতেই স্যার বললেন, ২৭ নম্বর ধানমন্ডি ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরির নিকটে। গেলাম আমি ও স্যার। স্যারের পাতানো নানি। নানির ছেলে নেই। শুধু দুই মেয়ে। তাও বাইরে থাকেন। এক মেয়ে জামাই থাকেন রাজশাহীতে। দেখে এটি বেশ পছন্দ হলো। অনেক পরিকল্পনা স্যার ও আমি ঐ বাড়িতে বসেই করে ফেললাম। নানির সাথে কথা অনুযায়ী স্যারের বাসায় এসে তড়িঘড়ি করে ৭০,০০০ টাকার একটি চেক ফারুকী স্যার ব্যক্তিগত তহবিল হতে আমাকে দিলেন। আমি নানিকে গিয়ে দিয়ে এলাম। স্যারের বাসায় বসে দু'জনে আলাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরের দিন সকালেই নানি চেকটি ফেরত দিয়েছেন। কারণ তার জামাই কলেজের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। কয়েকদিন পর স্যারের আরেক নানি প্রফেসর আফছারুন নেসা, তাঁর স্বামী ছিলেন জজ সাহেব। নানি দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। নানির ছিল তেজগাঁও থানার উল্টোদিকে মেইন রাস্তায় একটি বিশাল বাড়ি। ওটাতে নানি একটি ইংলিশ স্কুল করতে দিয়েছিলেন এক ইংরেজকে। দীর্ঘদিন ঐ স্কুলের শিক্ষকতায় ছিলেন এক শিক্ষয়িত্রী, যিনি ঐ ইংরেজকে বিয়েও করেছিলেন। নানির বাড়ি ঐ মহিলা কিছুতেই ছাড়ছিলেন না।

নানি ফারুকী স্যার ও আমাকে বললেন তোমরা ওদের তুলে দিয়ে ঐ বাড়িতেই কলেজ কর। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। সেই অনুযায়ী তেজগাঁও A.C. জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের সাথে নানা, নানি, ফারুকী স্যার ও আমি বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছি। পরিশেষে তার চেষ্টায় বাড়ি খালি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, নানির অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে এই নানিও ফারুকী স্যারকে না করে দিলেন। আমরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। তবুও চেষ্টা চলছে। দেখতে দেখতে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এবারে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে যেতে চাই সাংগঠনিক কমিটিতে। এর মধ্যে চিটাগাং কমার্স কলেজ এলামনি এ্যাসোসিয়েশনের সাথে কথার প্রেক্ষিতে এলামনি এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে মিশ্র মিটিংয়ের আয়োজন হলো। সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রইলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। উনি অবশ্য তখন বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। সে কারণেই প্রথম কি দ্বিতীয় সাংগঠনিক কমিটির মিটিং বিসিআইসি অফিস মতিঝিলে, চেয়ারম্যান জনাব তোহা সাহেবের মিটিং কক্ষেই অনুষ্ঠিত হলো। আজকে সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম একজন সদস্য মরহুম আবুল বাসার সাহেব, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনার কথা শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি। তিনি এমনই ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের কোন মিটিংয়ে কখনই অনুপস্থিত থাকেননি। সব মিটিংয়ে বলা যায় উপস্থিত থেকেছেন। জনাব মোহাম্মদ তোহা সাহেবের সভাপতিত্বে ঐ দিনে যে সভা প্রস্তাবিত কলেজকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই মিটিংয়ে দুই-একটি ঘটনা আমার মনে বিশেষভাবে

দাগ কেটেছিল। উক্ত মিটিংয়ে চিটাগাং সরকারী কমার্স কলেজ এলামনি এ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্যই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য হিসাবে ঐ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কয়েকজন ছিলেন জনাব মোঃ এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল, সামছুল হুদা, আহমেদ হোসেন, লোটাস কামাল সাহেব, মোজাফফর আহমেদ, আবুল বাসার, এ.বি.এম আবুল কাশেম প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, ঐ মিটিংয়ে উলেখযোগ্য দু' একটি ঘটনার কথা আমার মনে ভেসে উঠেছে। একটি হলো কলেজের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা- এই আলোচনায় জনাব লোটাস কামাল সাহেব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারকে মিটিংয়ে বলেছিলেন, ফারুকী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। একটি কলেজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার রয়েছে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে ফারুকী স্যার মিটিংয়ে বলেই উঠেছিলেন যে, টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা কিছু আছে তা সব বিক্রি করে দেব, তবু কলেজ আমরা করব। খুব সাহসিকতার সাথে উক্তিটি করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে। আরেকটি নামকরণের বিষয়। নামকরণের ক্ষেত্রে অনেকে অনেক নাম প্রস্তাব করছিলেন। কিন্তু কলেজের নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ' না হলে যেন স্যারসহ আমাদের কয়েকজনের ব্যক্তিগত অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছিল। বার বার অবুঝের মতো এই নামটিই টানাটানি করতে করতে পরিশেষে এটিই সিদ্ধান্ত হলো। সেই সাথে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে আবার বাড়ি ভাড়া বিষয়ে আমার নাম উচ্চারিত হলো- মিটিং শেষে আমরা যার যার মতো প্রস্থান করলাম।

তখন প্রকল্প কার্যালয় হিসাবে ফারুকী স্যারের ই-৫/২, লাল মাটিয়ার বৈঠকখানাটি ব্যবহার করে আসছি। ঐ অফিসের নিয়মিত কর্মী যেন ফারুকী স্যার ও আমি। অন্যান্য সব কাজগুলো আমরা ঠিক ঠিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। তবে মাহফুজুল হক শাহীন যে দিন কর্মী হিসাবে ঐ প্রকল্প কার্যালয়ে আসেন সেই দিন আমরা আরও একটু শক্তি ও আনন্দে নিজেদেরকে ভরে ফেলি। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি কলেজের জন্য বাড়িটা আমাদের খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি প্রতিটি রাস্তায় সম্ভাব্য বাড়িগুলোর জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এটা কলেজ কার্যক্রমে প্রধান বাধা হিসাবে দেখা দেয়ায় ফারুকী স্যার ও আমি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি। শেষে যখন ফারুকী স্যার বিকল্প হিসাবে একদিন বিকালে স্যারের বৈঠকখানায় বসে বললেন, চুন্নু, সাত মসজিদস্থলে লালমাটিয়ায় একটি রুমের বিষয়ে ইমাম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। এটা হলেই আপাতত আমরা কাজ শুরু করতে পারব। স্যার বললেন, তুমি, আমি, শাহীন ১০ জন ছাত্র হলেও এ বছর কাজ করে যাব। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি খুব সাহসের সাথে বললাম, স্যার ইনশাআলাহ আমরা করতে পারব।

১৯৮৯ সালের মে মাসের শেষ প্রায়। দু'দিন পর স্যারের বাসায় কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সামসুদ্দিন সাহেব এসেছেন অন্য একটি বিষয়ে ফারুকী স্যারের সাথে পরামর্শ করতে। পরামর্শ করা শেষে আমাদের কলেজের আলাপ হতেই উনি নিজের মতানুসারে কলেজের জায়গার বিষয়ে বিকল্প হিসাবে দুপুর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উনার ঐ স্কুলের জায়গা ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলেন। আমরা উক্ত প্রস্তাব অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম। তখন যেন আমরা আবার বাধা পেরিয়ে খুব অল্প সময়ে সব কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব মনে হচ্ছে। জনাব সামসুদ্দিন সাহেবের সাথে কলেজের একটা চুক্তিপত্র হলো। কলেজ সবকিছু ব্যবহার করবে, এমনকি স্কুলের অধ্যক্ষ-এর চেয়ারটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। জনাব ফারুকী স্যার বললেন, এবার আমাদের কলেজের সভা/মিটিং কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী মিটিং হলো এবং শুরু হলো আমাদের অফিস কার্যক্রম। আমার কার্যক্রমের চাপ কমানোর জন্য স্যারের সাথে পরামর্শক্রমে পাবনা থেকে জনাব মোঃ রোমজান আলীকে নিয়ে এলাম। আমার সাথে শাহীনের পাশাপাশি জনাব মোঃ রোমজানও বেশ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ল। এর পূর্বেই কিন্তু কলেজের সাইনবোর্ড ঐ স্কুলের সাইনবোর্ডের সাথে আমরা তুলে দিয়েছি।

সব কাজই যেন সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এলো। শিক্ষক হিসাবে প্রথমত নিয়োগপ্রাপ্ত হই আমি নিজে, মাহফুজুল হক, মোঃ রোমজান আলী এবং আবদুস ছাত্তার মজুমদার। এখন শুরু হলো চতুর্থমুখী অভিযান। চলছে দুর্বার গতিতে কলেজ কার্যক্রম। কলেজ এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনারারি অধ্যক্ষ হিসাবে জনাব মোঃ সামসুল হুদা স্যার দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়েছেন। জনাব হুদা স্যার মাঝে মধ্যে সকালের দিকে উনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে আমাদের কলেজে আসেন, বসেন এবং সময়ে সময়ে ভাল পরামর্শ দিয়ে যান। বাস্তবতা যেটা সেটা হলো, জনাব কাজী ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় সব কিছুই আমি, শাহীন, রোমজান ও ছাত্তার মজুমদার সাহেবদের নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পন্ন করে ফেলি।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাস। এ পর্যায়ে এসে দুটি সমস্যাকে সামনে রেখে মূলত কাজ করছি। ১টি হলো কলেজের প্রচারণা অন্যটি হলো ছাত্র ভর্তি। কলেজের প্রচারকার্য নিয়ে

অনেক কথা, তা বলে শেষ করা যাবে না। আবার ছাত্র ভর্তি করার জন্য যে আমাদের চারজন শিক্ষকের কার্যক্রম, সেটাও অল্প কথায় শেষ করা সম্ভব নয়। এর সাথে বিভিন্ন কথা জড়িয়ে আছে। হয়ত আমার অন্যান্য সহকর্মীর লেখায় আপনারা জানতে পারবেন।

ক্লাস শুরু করার পূর্বে আরও কয়েকজন শিক্ষক কলেজে নেয়া হল। তারা হলেন জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, বাহার উল্যা ভূঁইয়া, রওনাক আরা বেগম, কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মিসেস ফেরদৌসী খান, আবু তালেব। এর পরে নেয়া হলো জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও জনাব জাহিদ হোসেন সিকদারকে।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলো ১ জন মেয়েসহ ৯৮ জন। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম তথা ক্লাস কার্যক্রম শুরু হলো দুপুর ২টা থেকে। তার আগে আমরা এই স্কুলের ছাদে সম্পন্ন করলাম নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী।

ক্লাস কার্যক্রম চলছে। ১ মাস ১ মাস করে সময় যাচ্ছে সবকিছু জনাব ফারুকী স্যারের নির্দেশনায় আমি সকল শিক্ষককে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি তখনও। কিন্তু দিনে দিনে লালমাটিয়ায় স্কুলে কলেজ পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক যে অসুবিধা তা ফারুকী স্যার অনুমান করেই আমাকে বার বার অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমিও এ বিষয়ে চিন্তিত। সেই অনুযায়ী খুব প্রাণপণ চেষ্টা করছি কলেজের জন্য বাড়ি পাবার। হঠাৎ ধানমণ্ডির আবাহনী মাঠের কোণে এক বাড়িতে সামনাসামনি হলাম এক মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতীর, যিনি আমাদের ধানমন্ডিস্থ কলেজের বাড়িওয়ালা, আমাদের খালাম্মা হিসাবে পরিচিত। ঐ সময়েই আমি কথা বলে ধর্ম খালাম্মা পেতে ফারুকী স্যারের লালমাটিয়ার বাসায় নিয়ে আসি। স্যারও তাকে ধর্ম খালাম্মা সম্বোধন করেন। বাড়ির ব্যাপারে খালাম্মা তাৎক্ষণিকভাবে আমার ও স্যারকে অর্থাৎ খালাম্মার ধর্ম দুই বোনের ছেলেকে কলেজের জন্য বাড়ি মৌখিকভাবে দিয়ে দেন এবং খালার অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদেরকে জানিয়ে যান।

আমরা পরিশেষে খালাম্মার অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়ি ভাড়া অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে দূর করি। অবশ্য এই অগ্রিম প্রদানের টাকা ফারুকী স্যারকে যারা মেটাতে সাহায্য করলেন তারা হলেন জনাব আহমদ হোসেন ও জনাব মোঃ সামসুল হুদা। তারা ব্যক্তিগতভাবে তিন লক্ষ টাকা কলেজকে ধার দিয়েছিলেন। ওটা না হলে হয়তোবা খালাম্মার সমস্যাও আমরা মিটাতে পারতাম না।

যা হউক, এভাবেই আমাদের বাড়ির সমস্যা দূর হলো। কলেজ কার্যক্রমসহ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডিতে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। চলতে থাকল আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক কার্যক্রম।

ধানমন্ডি ১২/A রোডে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম খুব সুন্দর ভাবেই চলতে থাকলো ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য ধর্ম খালাম্মা ভাড়া চুক্তি করছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তো এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। তবে তখন কিভাবে কলেজের কার্যক্রম চলবে এ চিন্তা ফারুকী স্যার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমাকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে একটি সম্মানজনক পদবী দেয়ার জন্য ফারুকী স্যার নির্বাহী কমিটিতে আমাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আলোচ্য সূচীতে প্রস্তাব রাখলেন। সেই অনুযায়ী আমাকে প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে কলেজ প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার পথ প্রশস্ত করা হল।

১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট অধ্যক্ষ হিসাবে কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার প্রেষণে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিস ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজকর্মসহ কলেজের বাইরের যাবতীয় কাজই আমাকে করতে হত তখন। এর উপরে শুরু হলো ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব জমি কিভাবে অর্জন করা যায়। আর এই গুরু দায়িত্ব যা কেউ কখনও পালন না করলে কারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। সরকারি হাউজিং অফিস হতে জমি বরাদ্দ নেওয়া এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করা খুবই ঝামেলামুক্ত ব্যাপার। কলেজের ক্লাস, প্রশাসনিক কাজকর্ম সেরে সেগুন বাগিচায় হাউজিং অফিস প্রায় প্রতিনিয়ত গিয়ে বসে বসে ফাইলের অগ্রগতি ও সেই সাথে মিরপুরে হাউজিং অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করে দীর্ঘ ১৯৯০ হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর অবিরাম কার্যধারা পরিচালনা করে হাউজিং সেটেলমেন্ট অফিস হতে বরাদ্দ পাওয়া গেল আজকের মিরপুরস্থ ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ঠিকানা। ১৯৯৩ সালে কলেজের নামে বরাদ্দ পত্র যখন হাউজিং অফিস থেকে হাতে পেলাম, তখনকার আনন্দের যে অনুভূতি তা কোন ভাষা দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বরাদ্দপত্র নিয়ে ধানমন্ডি পৌঁছানোর পর ফারুকী স্যারের মনের অব্যক্ত প্রফুলতাকে শুধু অনুভব করা যাচ্ছিল। স্যার যেন হাতে পেল এক সোনার হরিণ। ফারুকী স্যার শুধুই বলতেন, চুন্নু তুমি শুধু জায়গাটা এনে দাও, তাহলেই দেখবে আমরা কি করতে পারি। জায়গা বরাদ্দের পর জমি দখল, এরপরই আরম্ভ হলো নির্মাণ কাজ। সুউচ্চ ভবন-১, ভবন-২, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক আবাসন, অডিটোরিয়াম সবই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল সময়ের আবর্তনে।

সেই সাথে কলেজের ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম, সুখ্যাতি ছড়াতে থাকে। অর্জিত ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য অনেক সুনামধন্য ব্যক্তিত্ব কলেজের সাথে জড়িয়ে যায়, তাদের দু-একজনের নাম উলেখ না করলে অকৃতজ্ঞ ও সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বুঝাবে না। তাদের একজন অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিয়া লুৎফার রহমান, যিনি আমাদের অগোছালো অফিস, ফাইলিং ব্যবস্থা ও অন্যান্য অফিসিয়াল নিয়মকানুন, বিধি বিধানকে করে গেছেন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং যুগোপযোগী। যার সুফল ভোগ করছে কলেজ ও উপকৃত হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ- আমরা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ। ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম ব্যক্তিদের অধিকারী আরেকজন হলেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

ঢাকা কমার্স কলেজের এক সংকটময় সময়ে শান্তির ছোয়া নিয়ে আগমন করেন এ দেশের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়ন তথা নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন শুরু করেন। শিক্ষকদের জন্য দেন আকর্ষণীয় বেতন স্কেল, গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, রিক্রেয়েশন ও অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধাসমূহ। তাছাড়া কলেজের জন্য বর্ধিত জমি বরাদ্দ নেন। বর্তমানেও কলেজের জমি বরাদ্দের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপনগতিতে। কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ ৬াবন ও তা প্রয়োগ করে ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের শীর্ষে ধরে রেখেছেন, যা সবার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের হৃদয়ে রয়ে যাবেন। ঢাকা কমার্স কলেজ এখন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এটি একটি পরিচিত নাম। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করি।

কলেজের সাথে সংশিষ্ট সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে কলেজের মূল উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের কাছে। সময়ের স্বল্পতায় আরও চমকপ্রদ ঘটনা কলেজকে ঘিরে যা সংক্ষেপে লিখনিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলাম। কমার্স কলেজের ইতিহাস যেন কোনদিন বিকৃত করে কেউ উপস্থাপিত না করেন, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেই ইতি টানছি। সবাইকে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

রজত জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে ঢাকা কমার্স কলেজ*

ঢাকা কমার্স কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা হয় ১লা জুলাই ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির যাবতীয় প্রক্রিয়া ১৯৮৯-৯০ সেশন থেকেই শুরু হয়। আমি দৈনিক ইত্তেফাকের তারিখের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ঢাকা কমার্স কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রভাষক পদে চাকুরীর জন্য আবেদন করি। মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ০১-১০-১৯৮৯ তারিখে ভূগোল বিভাগের প্রভাষক হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করি। শুরু হয় বিভিন্ন জনের সাথে কর্ম জীবনের পথ চলা আর পরস্পরকে জানার সৌভাগ্য। দৃশ্যমান (Visible) ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালের হলেও অদৃশ্যমান (Invisible) ঢাকা কমার্স কলেজ আরো পেছনের কথা। সে অদৃশ্যমান ঢাকা কমার্স কলেজ লুকিয়েছিল সেদিন (০৭/১২/১০) আমরা যাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম সে কালজয়ী ব্যক্তিত্ব পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর (কাজী ফারুকী স্যার) অন্তরে ।

দীর্ঘ দিনের বহু চড়াই উৎরাই, মিটিং, সিটিং, লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব পেরিয়ে কাজী ফারুকী স্যারের অন্তরের ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে (১৩৫০+২০০) টাকা= ১৫৫০ টাকা নিয়ে আত্ম প্রকাশ করে।ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বলে থাকেন। পূর্বের ইতিহাস আমরাও শুনেছি এবং চাকুরিতে যোগদানের পর থেকেও দেখেছি। কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত অনেকে বর্তমানেও সংশিষ্ট আছেন। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমানেও আছে এমন ব্যক্তিত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, ঢাকা কমার্স কলেজে পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল স্যারের ব্যাখ্যার পর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সকলের নিকট অবশ্যই পরিস্কার হয়েছে। সেদিন অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় ফারুকী স্যারের সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি ঢাকা কমার্স কলেজে ফারুকী স্যারের গৌরবময় অবদান এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করেন।

ব্যক্তি মালাকানাধীন বাড়ি ভাড়া নিয়ে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট নামক কিন্ডার গার্ডেন স্কুল গড়ে ওঠেছিল। লালমটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউট Sub-let নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। সম্ভবত ১১/১০ ১৯৮৯ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস শুরুর পূর্বে বিকেল বেলা পাশের বাড়ীর ছাদে ফুলের শুভেচ্ছা, মিষ্টিমুখ আর গুরু জনের আর্শীবাদ নিয়ে ৯৮ জন ছাত্রকে তিন সেকশনে বিভক্ত করে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করা হয়। দুপুরের পর গেইট ডিউটি দিয়ে পরের দিনের কর্মসূচী আর ক্লাস শুরু হয়। শিক্ষক হিসেবে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন (বর্তমানে নেই), জনাব মোঃ রোমজান আলী, জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার (বর্তমানে নেই), জনাব কামরুন নাহার ছিদ্দিকী (বর্তমানে নেই), আমি মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, জনাব ফেরদৌসী খান (বর্তমানে নেই), জনাব আব্দুল কাইয়ুম, জনাব রওনাক আরা বেগম এবং জনাব চন্দন কান্তি বৈদ্য (বর্তমানে নেই) সকলেই ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রেণী কার্যক্রম শুরুর আগে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে নিজ নাম, বিভাগের নাম ও কলেজের নাম সম্বলিত নেমপেট এবং সাদা এপ্রোম তৈরি করে আগেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছিলাম। ক্লাস শুরুর দিন শ্রদ্ধেয় ফারুকী স্যার হাতে চক্, ডাস্টার ও ছাত্র হাজিরা খাতা তুলে দেন। শুরু হলো শিক্ষকতা জীবন।

প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বর্তমানে যারা নেই তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছেঃ ১। জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন (ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজের সফল রূপকার, প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন) ২। জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার (ঢাকা কমার্স কলেজে কর্মরত অবস্থায় পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে পি.এস.সি এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি প্রফেসর পদে সরকারী কলেজে যোগদান করেন। বর্তমানে ড. মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার সরকারী বাংলা কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন) ৩। জনাব কামরুন নাহার ছিদ্দিকী (ভিকারুননেছা নূন স্কুল ও কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন) ৪। জনাব ফেরদৌসী খান (বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কলেজে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ড. ফেরদৌসী খান ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন) ৫। জনাব চন্দন কান্তি বৈদ্য (ঢাকা কমার্স কলেজে চাকুরিতে যোগদানের অল্প কিছু দিন পরেই বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী চাকুরিতে চলে যান)।

একটা কথা স্মরণীয় যে, শিক্ষা জগতের এক অস্থির সময় দৃশ্যমান ঢাকা কমার্স কলেজ আত্মপ্রকাশ করে। সে সময় নেতা হওয়ার প্রত্যাশায় অনেক দিন পাঠে বিরত থাকা একাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কিন্তু ÔTeat for tat'। আমাদের নিয়ম শৃংখলা, একতা, যথাযথ পরিচর্যা তাদে,কে

* **মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া :** প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে পাঠে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রত্যাশানুরূপ উত্তম ফলাফল করতে পেরেছে। নিয়মিত গেইট ডিউটি, শ্রেণী কার্যক্রম, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, টালি খাতায় নম্বর পোস্টিংসহ সবই নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে । যখনই কর্তৃপক্ষের আদেশ এসেছে তখনই বাস্তবায়ন হয়েছে। Who, Why, Whom, Where, When, What, How এরূপ শব্দ কখনোও উচ্চারিত হয়নি। কালিদাস পন্ডিতের আদর্শ লিপির-

গুরু বাক্য শিরোধার্য
একতা সুখের মূল
অলস জীবন ভাল নয়
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়
ঘষলে পাথরেও ধার হয়
কষ্ট করলে তেষ্টা মেলে

এমন আদর্শই আমাদের ছিল। একজন আদর্শ কান্ডারির নেতৃত্বকে সফল করার লক্ষে Loyal সৈনিক হিসাবে অবনত মস্তকে সব আদেশকে শিরোধার্য করে নিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে 'কষ্ট করলে তেষ্টা মেলে' এ প্রত্যাশয় রাত দিন খেটেছি।

কলেজ আরো একটু বৃহত্তর পরিবেশে ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার কিছুদিন পর আমাদের সাথে যোগ দিলেন জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার। আরও কিছুদিন পর আসলেন জনাব মোঃ নুর হোসেন ও জনাব মোঃ আবু তালেব। বেশ কিছুদিন বিরতির পর ১৯৯২ সালের অক্টোবরে যোগদান করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ ওয়ালি উলাহ্ এবং জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী। এর পর নভেম্বর থেকে ক্রমশ আরও শিক্ষক যোগদান করতে থাকেন।

সমুদ্রে ঢেউ যেমন কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় কুলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচিতি এবং সুনামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহকর্মী শিক্ষকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে আমাদের সাতজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকের স্ব স্ব বিভাগে প্রথম সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বৃদ্ধি পেতে থাকে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা। সেই সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে সহকারী অধ্যাপকের সংখ্যা। ২২ জন শিক্ষক নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ ধানমন্ডির ভাড়া বাড়ি থেকে বর্তমান আপন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ ধানমন্ডির ভাড়া বাড়ি থেকে মিরপুরস্থ আপন ঠিকানায় আসার পূর্বে জমি প্রাপ্তি তথা ক্রয় এবং ভবন নির্মাণ করতে হয়েছে। একদিকে ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে দু'বেলা শ্রেণী কার্যক্রম অন্যদিকে মিরপুরে নির্মাণ কাজ তদারকি ছিল সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। কোন প্রকার Shift Allowance ছাড়া দু'বেলা ক্লাশ করে সকলকে কম/বেশি মিরপুরের নির্মাণস্থলেও শ্রম এবং সময় দিতে হয়েছে। সে সময়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলের নিরলস পরিশ্রমের পুরস্কারই আজকের বহুমুখী প্রাপ্তি। কলেজের যাবতীয় কার্যক্রম মিরপুরে কেন্দ্রিভূত হওয়ার পরও যে সব সহকর্মী যোগদান করেছেন তাদেরকেও পরবর্তীকালে নির্মাণ কাজে সংশিষ্ট করা হয়েছে। তাদেরও অবদানকেও শ্রদ্ধারসাথে স্মরণ করতে হয়। এরপর কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। সে সাথে বৃদ্ধি পায় সহকর্মী শিক্ষকের সংখ্যা। কলেজ ক্রমশ বড় হতে থাকে। ১ জুলাই ২০০৩ সালে প্রথম ৮ জন শিক্ষক স্ব স্ব বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজে পদোন্নতির পরবর্তী ধাপ শুরু হয়। শিক্ষকতা জীবনের পদোন্নতির শেষ ধাপে ঢাকা কমার্স কলেজের কোন শিক্ষক এখনো পৌঁছতে পারেনি। যা সামনে থেকে গেল। বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে ঢাকা কমার্স কলেজে বর্তমানে সর্বাধিক শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছে।

চাকুরী জীবনে আমরা নামে মাত্র সম্মানী (বেতন) পেয়েছি। কিন্তু প্রচুর শ্রম ও সময় দিয়েছি। কলেজের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আমাদের আর্থিক ক্রমোন্নতিও হয়েছে। সে সাথে পরিবারিক জীবনেও ক্রমোন্নতি হয়েছে। ঝরহমষব ছিলাম, Couple হয়েছি। সন্তানের বাবা কিংবা মা হয়েছি। অনেকের সন্তান কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

আমরা চাকুরী শুরুর দীর্ঘদিন পর পূর্ণাঙ্গ বেতন ও ভাতা পেয়েছি। অন্যান্য সুবিধাদি ধীরে ধীরে পেয়েছি। ১৯৮৯ সালে চাকুরীতে যোগদান করলেও ১৯৯৪ সালের জুলাই থকে Contributary provident fund পেয়েছি। ১৯৯৪ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ উৎসব (ঈদ) বোনাস পেয়েছি। বর্তমানে আমরা সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। আমাদের অনেকের গাড়ি, বাড়ি বা ফ্লাট হয়েছে। সবকিছুই আলাহর দান, উছিলা কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজ এবং সর্বোপরি অধ্যক্ষ ফারুকী স্যার।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার এবং ঢাকা কমার্স কলেজ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, কিংবা পৃথক কোন অস্তিত্ব নয়। গত ৭/১২/১০ তারিখের ফারুকী স্যারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং BUBT এর মাননীয় উপাচার্য শ্রদ্ধেয় আবু সালেহ স্যার কলেজ বিনির্মাণে ফারুকী স্যারের অবদানের কথা ব্যাখ্যা করার সময় প্রথমতঃ কলেজের দুটো নাম বলেছেন। যার একটি ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এবং অপরটি কাজী ফারুকীর কমার্স কলেজ, দ্বিতীয়ত: বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টো নাম বলেছেন। যার একটি BUBT (Bangladesh University of Business and Technology) এবং অপরটি কাজী ফারুকীর বিশ্ববিদ্যালয় বলেই আখ্যায়িত করেছেন। একই সাথে ফারুকী স্যারকে ব্যক্তি নয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। পরম শ্রদ্ধেয় আবু সালেহ স্যারের কণ্ঠে শোনার পর এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের সাথে ফারুকী স্যার সম্পর্কে সকলেই বোঝতে পেরেছেন। তাঁর স্বপ্নের পতিষ্ঠানকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি সর্বোচ্চ শ্রম এবং সময় দিয়েছেন।

১৩৫০ টাকার মতান্তরে ১৫৫০ টাকার ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রদ্ধেয় ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে বর্তমানে অবস্থায় এসেছে। ১৮-১০-১০ তারিখে স্যার অবসরে গেছেন। কলেজের জন্য সবই রেখে গেছেন। কত টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে গেছেন তা জানি না। তবে কলেজ ক্যাম্পাসের ৮০ কাঠা জমি ছাড়াও অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য মিরপুরস্থ রূপনগরে (৫+৫)=১০ কাটা জমি ক্রয় করে রেখেছেন। কলেজের বর্তমানে ভৌত অবকাঠামো প্রায় ৩,৫০,০০০ বর্গফুট। কলেজের ২০০০ কেবিএ সাবস্টেশন, ৩০০ কেবিএ এবং ৫০ কেবিএ এর দু'টি জেনারেটর, টি এসি , পানির পাম্প প্রয়োজনীয় ৬টি লিফট সবই আছে। অধ্যক্ষের পদে ফারুকী না থাকলেও Honorary Professor পদে রয়েছে।

দীর্ঘদিন পর অনেকের মতো আমার মাঝেও যুক্ত হয়েছে শংকা আর আশংকা। ঢাকা কমার্স কলেজের চলার পথ কেবল সব সময় মসৃণই ছিল না। বিভিন্ন সময় বন্ধুর এবং পিচ্ছিল পথ আমরা Over come করেছি। মনে পড়ে এক সংকটময় মুহূর্তে সাবেক উপাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আবু আহমেদ আবদুলাহ স্যার শিক্ষক পরিষদের সভায় বার বার বলেছিল, "আপনারা উত্থান, দেখেছেন, পতন দেখেন নাই। সাবধান একতাবদ্ধ হয়ে কলেজের জন্য কাজ করুন।"

দীর্ঘদিন পর এখন আবদুলাহ স্যারের কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। শিক্ষকতা জীবনের ২২ বছর অতিক্রম করছি। টগবগে যৌবনের সোনালী সময় পার করে এখন জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছি। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। মাথা কালোচুল পেকে সাদা হয়েছে। প্রাপ্তির কোন শেষ নেই। অনেক প্রাপ্তির পরও এখন অতীতের সব স্মৃতি মনে পড়ে। কলেজ লালমাটিয়া ও ধানমন্ডিতে অবস্থানের দিনগুলোতে কম জনবল ছিল। বেতন ও ভাতাদি কম ছিল বা অনেক খাত মোটেও ছিল না। কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, একতা, কর্মস্পৃহা, আদেশ পালনের আগ্রহ ও সামর্থ, আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম করার মানসিকতা, অল্পতে তুষ্ট হওয়ার মানসিকতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা, শান্তি, আত্মতৃপ্তি, Job satisfaction মানসিক শান্তি ইত্যাদি সবই ছিল। ছিলনা প্রচুর টাকা কড়ি আর না পাওয়ার বেদনা।

কালিদাস পন্ডিতের আদর্শ লিপিতে ছোট বেলায় পড়েছি
আলস্য দারিদ্রের লক্ষণ
উগ্রভাব ভাল নয়
ঔদার্য অতি মহৎ গুণ
ঐশ্বর্য রক্ষা করা কঠিন
অনৈক্য সর্বনাশ করে
ঔষধী ফল পাকলে মরে, ইত্যাদি
এখন বার বার মনে পড়ে, নিজেকে দোলা দেয়।

বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের ৩,৫০,০০০ বর্গফুট ভৌত অবকাঠামো, নিজস্ব সাব-স্টেশন, জেনারেটর, পানির পাম্প, শত শত এসি লিফট সবই আছে। যথেষ্ট বনবল, ছাত্র/ ছাত্রী। বেতনাতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা, শিফট এলাউন্স, আবাসন ব্যবস্থা সবাই আছে কিন্তু কলেজ লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি থাকতে যেগুলো ছিল সেগুলো বর্তমানে কতটুকু আছে সেটাই আমার প্রশ্ন। লেখাটা আমার ব্যক্তিগত এবং সমস্যা হয়তো আমার নিজের।

একটা কথা সবাই বলেছেন যে, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে বাণিজ্য শিক্ষার দিকপাল হিসেবে খ্যাত এমন অনেকেই সংশিষ্ট ছিলেন এমনকি এখনও আছেন। কিন্তু মূল রূপকার এবং দীর্ঘদিনের কান্ডারী শ্রদ্ধেয় ফারুকী স্যার। সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে একটা বিষয়ে দেখেছি যে, অদৃশ্যমান কোন বিষয় স্যার যখন দেখেছেন বা বুঝেছেন সেটা আমরা দীর্ঘদিন পরে দেখেছি এবং বুঝেছি।

গত ৭/১২/১০ তারিখের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফারুকী স্যার দীর্ঘ সময় ধরে মঞ্চে বসেছিলেন। সহকর্মী শিক্ষকসহ পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যগণের বক্তব্য গুরত্বসহকারে শুনেছেন এবং উপভোগ করেছেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনানুষ্ঠানে তিনি

মাত্র ২/৩ মিনিট বক্তব্য রেখেছেন। সহকর্মীদের উদ্দেশ্য তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে, "কলেজ তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। যা কিছু অর্জন সবই তোমাদের। ব্যর্থতার যাবতীয় দায়ভার আমার।" স্যার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে কি বুঝিয়েছেন সেটা হয়তোবা আমরা অনেক অনেক পরে বুঝতে পারবো। গত ৯/১২/১০ তারিখে বিকেল বেলা কলেজের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে স্যারকে সংবর্ধনা দিচ্ছিল। সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আমি ছাড়াও আরও অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিল। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনার জবাবে তিনি বেশ দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন। সে সময় তিনি কলেজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেও সর্বশেষ বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজকে তোমাদের কাছে আমানত হিসেবে রেখে গেলাম। আমার এ আমানত তোমরা দেখে রেখো।" এ সময় স্যার আবেগ আপুত হয়ে কেঁদে ফেলেন। এ দৃশ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অশ্রুকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি।

স্যারের এ আবেগ আর অশ্রুর মর্যাদা অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে। একই সাথে তাঁর রেখে যাওয়া আমানতকে স্বযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। ঢাকা কমার্স কলেজ কাজী ফারুকী স্যারের এক মহা-পরিকল্পনা। যার আংশিক বাস্তবায়িত হলেও বহুকিছু অবশিষ্ট রয়েছে। অনারারি প্রফেসর হলেও তিনি আমাদের সাথেই আছেন। ফলে মহাপরিকল্পনার অবশিষ্টাংশ বাস্তবায়নের সুযোগও রয়েছে।

সব কিছুর পরও বলতে হয় কলেজ যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরবর্তীতে যাঁরা যুক্ত হয়ে হাল ধরেছেন তাঁরা কলেজের জন্য এবং কলেজে কর্মরত সকলের জন্য আন্তরিতকতা দিয়ে মূল্যাবান যে সময় ব্যয় করেছেন তার সুফল অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে।তাঁরা আমাদের মূল এবং প্রধান অভিভাবক। তাঁদের সুদক্ষ দিক নির্দেশনা উত্তোরোত্তর কলেজের উন্নতিও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিল এমন অনেকেই এখন নেই। তাঁরা পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছে। কলেজের দু'দশক পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের সকলের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এখনও যাঁরা বেঁচে আছেন এবং আরও যাঁরা যুক্ত হয়ে আমাদের জন্য সর্বপরি আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য মূল্যবান সময় এবং শ্রম দিয়ে দিন দিন উন্নতি সাধন করছেন তাঁদের নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাফল্যের নেপথ্যে*

'ঢাকা কমার্স কলেজ'- এক অনবদ্য স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের নাম- ১৯৮৯ সালে যার জন্ম। এর জন্মের ইতিহাস চমকপ্রদ। বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম এভাবে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন অংকুরিত হয় ১৯৭০ এর দশকে। যাঁর হৃদয় জুড়ে এর রূপরেখা ছিল তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের কিংবদন্তির নায়ক প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করেই তিনি অনুভব করেন ঢাকাতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। তখন থেকে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যান কিভাবে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। '৭০এর দশকের শেষের দিকে আরো জোরালোভাবে এটি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন তিনি। অবশেষে অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে সফল হন ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই যেদিন মাত্র ১৫৫০ টাকার পুঁজিকে সম্বল করে লালমাটিয়ার, কিং খালেদ ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গনে সাবলেট হিসাবে এ কলেজের নামফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত হয়।

যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। এর প্রথম ব্যাচের একাদশ শ্রেণীর ৯৭ জন ছাত্রকে '৮৯ সালের ১১ অক্টোবর রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। কলেজের ছাত্র আইডেনটিটি কার্ড, কলেজের মনোগ্রাম অংকিত স্কাই বু সার্ট, নেভি বু প্যান্ট, কালো বেল্ট, কালো জুতায় সুসজ্জিত ছাত্রদেরকে নিয়ে অজানা ভবিষ্যতে পাড়ি দিই আমরা। সেদিন ফুলের পাশাপাশি সুন্দর ফাইলে একাডেমিক ক্যালেন্ডার এবং কলেজের মনোগ্রাম অংকিত বলপেন তাদেরকে উপহার দেয়া হয় যে, ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান।

কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সকালে শিশুদের কিন্ডারগার্টেন স্কুল আর বিকেলে ৩টা থেকে শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস। শিশুদের জন্য তৈরি ছোট ছোট নিচু চেয়ার টেবিলে বসে ছেলেরা কাস করলো চার মাস । এরপর, ধানমন্ডি ১২/এ তে অন্য একটি দোতলা ভাড়া বাড়িতে আমরা চলে আসি।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অনুমোদনের পাশাপাশি ঐ বছরই কলেজ স্নাতক শ্রেণীরও অনুমোদন লাভ করে। প্রথম বছরই বোর্ড পরীক্ষারও অনুমোদন লাভ করে। প্রথম বছরই বোর্ড পরীক্ষার মেধা তালিকায় ২য় এবং ১৫তম স্থান দখলসহ ১০০% পাশের (৬১জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। বাকীরা এ কলেজের কঠোর অনুশাসন মেনে নিতে পারেনি বলে বাধ্য হয়েছিলো চলে যেতে) গৌরব অর্জন করে ঢাকা কমার্স কলেজ। এ অভূতপূর্ব সাফল্য এবং কাজী ফারুকী স্যারের নামযশ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা। স্থান সংকুলান না হওয়াতে উক্ত ভবনের বারান্দা ঘেরা দিয়ে ক্লাস রুম তৈরি হয়। এছাড়া পাশের আরেকটি ভবনের নিচতলা ভাড়া নিয়ে তার সামনের আঙ্গিনাটিকেও টিনশেড দিয়ে ঘিরে ফেলে ক্লাস কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এরপর জোর প্রচেষ্টা চলে নিজস্ব জমি লাভের এবং ১৯৯৩ সালে মিরপুরে বর্তমান কলেজ চত্বর আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়। যৎসামান্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে আমরা ১৯৯৫ এর জানুয়ারিতে এখানে স্থানান্তরিত হই। কলেজ ভবনের বর্তমান অবয়ব দেখে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে ২৪ ফুট পানির নিচে থাকা স্থানটি আজ ঢাকা কমার্স কলেজের ১১ তলা ভবন, ২০ তলা ভবন, ১১ তলা-বিশিষ্ট শিক্ষকদের দুটি আবাসিক ভবন এবং অডিটোরিয়ামকে ধারণ করে আছে। আজকের ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান ও অস্তিত্ব প্রচার করছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী, অনার্স, মাস্টার্স শ্রেণীতে অসামান্য ঈর্ষনীয় ফলাফল, প্রভূত পরিমাণ একাডেমিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং তরুণ মেধাবী শিক্ষকের সমাবেশ ও সুযোগ্য প্রশাসন ও পরিচালনা পরিষদের নিরপেক্ষ দিকনির্দেশনার বিজয়গাঁথা।

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন যখন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাজনৈতিক দলাদলি ও হানাহানির হতাশা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঢাকা কমার্স কলেজ তখন আবির্ভূত হয় এদেশের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ব্যতীক্রমধর্মী নীতি, এক নূতন ও প্রত্যাশার স্বপ্নের আলোকবর্তিকা হাতে- 'স্বঅর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। এর সফলতা ও আদর্শকে পুঁজি করে এখন বর্তমানে দেশে গড়ে উঠেছে আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার পথিকৃৎ ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের স্বীকৃতি কিছুদিন পরই আমরা পাই ১৯৯৩ সালে এর রূপকার, স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী ফারুকীকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রথমবার এবং ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করে এ কলেজ। আমাদের প্রিয় ফারুকী স্যারকে ২০১০ সালে আবারো জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করে 'ধরিত্রী বাংলাদেশ'। আমরা গর্বিত তাঁকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে।

* **রওনাক আরা বেগম :** প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজের সফলভাবে পথ পরিক্রমার পিছনে আছে অসামান্য অভূতপূর্ব পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি। পড়াশুনার পাশাপাশি একটি সুন্দর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবেশ একটি ছাত্রকে শুধু তার ছাত্রজীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও সুযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এর প্রমাণ দেশে এবং বিদেশে সফলভাবে জীবন লাভ করা এ কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থী।

প্রথম থেকেই শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এ কলেজ অনুসরণ করছে একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্সপান যার অনুকরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এর প্রবর্তন করেন। একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স পান শুধু ছাত্রকেই না, শিক্ষককেও পরিচালিত করে সুশৃঙ্খলভাবে। স্বল্পায়তনের ছোট ছোট শ্রেণীকক্ষে সীমিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করা হয় যাতে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখতে পারেন- কোন শিক্ষার্থীর অমনোযোগী হবার কোন সুযোগ সেখানে নেই। শিক্ষার মান যাতে সর্বোচ্চ হয় সেজন্যে এখানে শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রেও সবিশেষ নীতিমালা গৃহীত হয়। লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠিতে এখানে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ লাভের সুযোগ পান। এবং তাঁদের মেধা ও প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ অতি সাধারণ মানের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে অসাধারণ। শিক্ষার্থীদের কল্যাণার্থে তাদের সাথে ও তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য আছেন সিনিয়র শিক্ষকগণ যারা শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। উত্তম ফলাফল অর্জনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রত্যয়ী মনোভাবে এ কলেজকে লক্ষ্য অর্জনে পৌঁছে দেয়। এছাড়া শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ কলেজে আছে নিয়মিত ট্রেনিং ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় তাঁদের উচ্চ শিক্ষা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশনাকে যা শিক্ষকদেরকে বাধ্য করে নিজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য।

নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী, দূরীভূত করে পরীক্ষা ভীতি। প্রতি সপ্তাহের পড়া তারা দেয় সাপ্তাহিক পরীক্ষাতে, মাসের তিনটি সপ্তাহে তিনটি সাপ্তাহিক পরীক্ষা তাদেরকে ৪র্থ সপ্তাহে তৈরি করে দেয় সাফল্যের সাথে মাসিক পরীক্ষা দেবার জন্য। এভাবে দুমাসের মাসিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরবর্তী মাসের পাঠ থেকে তারা দেয় পর্ব পরীক্ষা। সপ্তাহের প্রস্তুতি নিয়ে যায় মাসিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এবং মাসিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে যায় পর্ব পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন গড়ে ওঠে তাদের দ্রুত লেখায় অভ্যাস, তেমনি প্রতিটি পাঠ তাদের আত্মার হয়ে যায় যা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় তাদের সাফল্য এনে দেয়। এ কলেজের প্রতিটি শিক্ষক বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন থাকেন যা তাঁদেরকে উত্তরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক আরো দক্ষ করে তোলে শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করতে। কলেজের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষকদের জন্য আছে নির্ধারিত কক্ষ যেখানে শিক্ষার্থীরা, ক্লাস রুমের বাইরেও তাদেঁর থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে। কলেজের সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং প্রতিটি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি তাদের জন্য খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। প্রতিটি বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষকদের সুযোগ্য পরিচর্যায় অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা লাভ করে ফলাফল উৎকর্ষতা। প্রতিটি পরীক্ষার প্রতিটি উত্তরপত্র এবং পর্ব পরীক্ষার পর পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড শিক্ষার্থীদের বাসায় অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ের সাপ্তাহিক, মাসিক, পর্ব পরীক্ষার নম্বর, শ্রেণীতে উপস্থিতি, পড়াশুনার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ থাকে যা থেকে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানের পড়াশুনা সম্পর্কে অবহিত হন। প্রয়োজনে অভিভাবকদেরকে নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গনে অভিভাবক-সভার আয়োজন করা হয় যা শিক্ষক অভিভাবকের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস শুরু করে সাধারণ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। দেশবিদেশের সংবাদসহ চলমান বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী তাদের জ্ঞানকে করে সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগি। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা সম্পূরক আয়োজন যেমন আবৃত্তি পরিষদ, বিতর্ক পরিষদ, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি কাব, রিডার্স এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশনের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে এখানে হয় আলোচনা সভা এবং প্রকাশিত হয় দেয়াল পত্রিকা। প্রতি বছরের প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' ১ম বছর থেকে এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এছাড়া আছে শিক্ষা সফর ও শিল্প কারখানা পরিদর্শনের প্রোগ্রাম। প্রতি বছর লঞ্চে করে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ইলিশ ভ্রমণ ও সুন্দরবন ভ্রমণে যেখানে তারা শিক্ষার পাশাপাশি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এছাড়া আছে বার্ষিক আউটডোর গেইম, ইনডোর গেইমের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক

প্রতিযোগিতা। মানবিক সাহায্য, বন্যায় ত্রাণ প্রদান, শীতকালে শীতবস্ত্র প্রদান, টীকাদান, রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যা তাদেরকে অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে শিক্ষা দেয়।

শুরু থেকে অনুসৃত কলেজের নিয়মশৃঙ্খলা এবং অনুশাসন কলেজকে এত দ্রুত সফলতা প্রদান ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সকাল ৭-৫৫ মিনিটের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কলেজের ইউনিফর্ম পরে পরিপাটি হয়ে কলেজে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করতে হয়। গেইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। ইউনিফর্ম কিংবা সাজসজ্জার ব্যত্যয় ঘটলে তাদেরকে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়। ফাইনাল বেল পড়ার পূর্বেই প্রতিটি শিক্ষার্থী ক্লাসরুমে নির্দিষ্ট করে দেয়া আসনে উপবিষ্ট হয়। শিক্ষক আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকে কাসের দুজন ব্যাজপরিহিত ক্যাপ্টেনের উপর। শিক্ষার্থীদের মত শিক্ষকগণও তাঁদের জন্য নির্ধারিত পোশাক (এপ্রোন) পরে ক্লাসরুমে ক্লাস নেন। কাস কার্যক্রমের মাঝামাঝি সময়ে বিরতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের অভ্যন্তরে ক্যান্টিনে তৈরি নাস্তা গ্রহণ করে এবং করিডোরে গল্পগুজব করে, যেখানে তাদের শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকেন শিক্ষকবৃন্দ। ক্লাস কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থী গেইটের বাইরে যেতে পারে না। এছাড়া শুধুমাত্র ক্লাসরুমে, করিডোরে কিংবা কলেজের মধ্যেই নয়, শিক্ষাসফর, বনভোজন, ইলিশভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণ, শিল্প কারখানা পরিদর্শন প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দ গ্রহণের পাশাপাশি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে হয় যা পরবর্তী জীবনে তাদেরকে সুশৃঙ্খল করে তোলে। এ কলেজে প্রথম প্রবেশের দিন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যে শপথ গ্রহণ করে, তা তাদের পরবর্তী ব্যক্তি জীবনে কার্যকর করতে তারা সক্ষম হয়। এ কলেজ থেকে সাফল্যের সাথে তাদের বহির্গমন তাদেরকে এ কলেজের প্রতি, এর শিক্ষকদের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তোলে।

মানুষ জীবনে দুবার জন্ম নেয়। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করে তাকে প্রথম জন্ম দেয় পিতা মাতা। তার দ্বিতীয় জন্ম হয় যখন সে আলোকিত হয় শিক্ষার আলোকে। সেই শিক্ষা যদি হয় সুশিক্ষা তবে তা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে এক অনন্য উচ্চতায়, সাফল্যের এক উজ্জ্বল শিখরে। আজকের ক্রমউন্নয়নশীল নতুন বাংলাদেশের তরুণ সফল প্রজন্ম বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে- দেশ বিদেশে এদেশের সম্মান সমুন্নত করবে, আর এই সফল নতুন প্রজন্মের এক উলেখযোগ্য অংশ ঢাকা কমার্স কলেজের পতাকা বহন করবে। ধন্য ঢাকা কমার্স কলেজ- প্রত্যয়ী শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে; ধন্য সকল শিক্ষার্থীগণ- ঢাকা কমার্স কলেজের পরশপাথরের ছোঁয়ায়; ধন্য আমরা সবাই- ইতিহাসের অংশ হয়ে।

ঢাকা কমার্স কলেজ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত*

ঢাকা কমার্স কলেজ দু'দশক আগে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি কলেজে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি ১৯৯০ সালের মে মাসের ৫ তারিখে। এটিই আমার জীবনের প্রথম চাকুরী। অদ্যাবধি প্রায় ২১ বছর এটিই আমার জীবনের ঠিকানা, আমার গর্ব, আমার ভালবাসা, আবেগ ও আনন্দের উৎস। অনেক সময় চিন্তা করতে যেয়ে নিজেই অবাক ও বিস্মিত হই। মনে হয় এই সেদিন চাকুরি জীবন শুরু করলাম। এরই মধ্যে প্রায় ২১ বছর অতিক্রান্ত হলো কিভাবে? সৃষ্টির নেশায় পাগল একজন মানুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য হয়ত সেটি বুঝার ক্ষেত্রে বাঁধ সেধেছে। সে মানুষটি আর কেউ নন- তিনি হচ্ছেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল ঢাকায় একটি বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। তাঁর প্রায় এক যুগের সাধনা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল এই ঢাকা কমার্স কলেজ। ফারুকী স্যারের এ মহতী উদ্যোগে যাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য হলেন প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যার, প্রফেসর মোঃ আলী আজম স্যার, ড. মোঃ হাবিবউলাহ স্যার, শামছুল হুদা স্যার, সরওয়ার কামাল স্যার, বাদল স্যার, আবুল কাশেম স্যার, মোজাহার জামিল স্যার এবং আরও অনেকে। পরবর্তী পর্যায়ে ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার ও প্রফেসর আবু সালেহ স্যারের সম্পৃক্ততা কলেজের সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে আরও বেগবান করেছে।

যখন সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাস, রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে ঘূরপাঁক খাচ্ছে, পড়ালেখার উপযুক্ত কোন পরিবেশ নেই দলাদলি, মারামারি, হানাহানি যখন নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখন ১৯৮৯ সালে স্ব-অর্থায়ন, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত স্লোগান নিয়ে লালমাটিয়ায় একটি কিন্ডারগার্টেনে ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয়। প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ কলেজটি দেশের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাকর একটি আসন তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কলেজটি ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়। আর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ফারুকী স্যার ১৯৯৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কারে ভূষিত হন। আমার জানামতে দেশের অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কোন স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে প্রফেসর কাজী ফারুকীর দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং একদল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকের আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টার কারণে। ফারুকী স্যার প্রায়ই বলতেন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- কাজ, কাজ আর কাজ। তিনি এ মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এবং কিছু মানুষকে তাঁর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলেই আজ ঢাকা কমার্স কলেজ বিশাল মহীরূহ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়েছে। আর এ কারণেই ধীরে ধীরে কাজী ফারুকী ব্যক্তি থেকে ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সৎ, যোগ্য ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ সাফল্যের স্বর্ণ চূড়ায় আরোহণ করতে পারতনা এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ঢাকা কমার্স কলেজ মাত্র দু'দশকের মধ্যেই শিক্ষাঙ্গনের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ কলেজটা শিক্ষাঙ্গনে যে দ্যুতি ছড়াচ্ছে তাতে উপকৃত হচ্ছে সমগ্র দেশ ও জাতি। আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের বাণিজ্য শিক্ষার জনপ্রিয়তা, প্রসার ও বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে ব্যাপক অবদান। ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যুদয় দেশের বাণিজ্য শিক্ষাকে কমপক্ষে একযুগ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কঠোর অনুশীলন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার কারণে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

এ কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে অনেকেই এখন দেশে-বিদেশে অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করছে। সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষার প্রবর্তন এখানেই প্রথম হয়। যা বর্তমানে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করছে। এত সমৃদ্ধ পাঠাগার ও সেমিনার লাইব্রেরি অন্য কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে বলে মনে হয় না। কলেজের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও অতুলনীয়। কলেজের সকল শ্রেণী কক্ষ এবং বিভাগ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। খুব মনোরম পরিবেশে এখানকার শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। দুটি বিশাল একাডেমিক ভবন, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম এসব কিছুই এ কলেজটির বিশালতার পরিচয় বহন করে।

* **মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার** : সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ

পরম শ্রদ্ধেয় ফারুকী স্যার যে স্বপ্ন সাধনা নিয়ে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন সে স্বপ্ন আজ সত্যিকার অর্থেই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তাঁর এ বিশাল কর্মযজ্ঞের একজন সামান্য কর্মী হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি। তিনি কেবল ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এ্যান্ড টেকনোলজির (BUBT) প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার। এ প্রতিষ্ঠানটিও বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নিজের অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

নিঃসন্দেহে মাত্র ২০টি বছর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনে বেশি কিছু নয়। তারপরও এ অল্প সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জন অনেক বিশাল। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি খুব সাধারণ মানের শিক্ষার্থী ভর্তি করে অসাধারণ ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কলেজ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছরই এ কলেজের শিক্ষার্থীরা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে মেধা তালিকায় স্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পথ চলার ক্ষেত্রে অনেক সময় কলেজকে অনেক বন্ধুর পথও পাড়ি দিতে হয়েছে। তবে কলেজের চলার পথ সবসময় মসৃণ ছিল তা বলা যাবে না। বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট প্রতিকূলতা ফারুকী স্যার অত্যন্ত ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে সফলভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তা না হলে হয়ত এ বিশাল কর্মযজ্ঞের জয় রথ হয়ত থেমে যেত। ঢাকা কমার্স কলেজ এবং BUBT কে কেন্দ্র করে যে ৩/৪শত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে তা হয়ত একটি নির্জীব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতো। কলেজটি হয়ত দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা হতে বিচ্যুত হতো। আলাহর অশেষ রহমতে ফারুকী স্যারের দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ধারা বহমান রাখা সম্ভব হয়েছে। আজ দু'দশক পূর্তিতে তাই খুব বেশি করে মনে হচ্ছে ফারুকী স্যারকে। যাঁর অমিত ত্যাগ আমাদের এতগুলো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে- সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে, সে মহান মানুষটি অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে এ বছরের শুরুর দিকেই দু'দশক পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আজ ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দিনটি জমকাঁলোভাবে উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে। ফারুকী স্যার গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কলেজের পরিচালনা পরিষদ তাঁকেই দু'দশক পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। অনুষ্ঠান আয়োজনে শরীক হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি এই শুভক্ষনে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ফারুকী স্যারের প্রতি, কলেজের পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে ও পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি। আমি আশা করি সংশিষ্ট সকলের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগ কলেজকে আরও অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। আলাহ যেন আমাদেরকে সৎ, পক্ষপাতিত্বহীন ও নিবেদিত হয়ে কলেজের জন্য কাজ করার তৌফিক দেন। আমরা যেন কলেজের সুনাম, ভাবমূর্তি ও মর্যাদা ধরে রাখতে এবং আরও সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হই।

ফিরে তাকিয়ে দেখি*

ঢাকা কমার্স কলেজের দুইদশক পূর্তি উপলক্ষ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। এতে লেখা জমা দেয়ার তাগিদ অনুভব করছি তীব্রভাবে। লিখিয়ে না হওয়ার কারণে প্রতিদিনই লিখতে বসি কিন্তু কলমে লিখা আসে না। দেখতে দেখতে ২১টি বছর স্বপ্নের মধ্যেই পার হয়ে গেল। তাই লিখার মতো প্রসঙ্গের বা বিষয়ের কোন অভাব নেই। অভাব লিখার অভ্যাসের, অভাব ভাষার, অভাব নেই মনের ভাবের, অভাব নেই মনের ভাব প্রকাশের জড়তার.....। কিন্তু আমাকে লিখতেই হবে। লিখা যত অগোছালো বা যত অসংবদ্ধই হউক না কেন। লিখা আজকের রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনোই খুব একটা ভাবতাম না, এখনও ভাবি না। তাই 'মা' আমার স্বভাব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তা করতেন। মাস্টার্সে পড়ার সময়ে বন্ধু-বান্ধব যখন বিভিন্ন চাকরী-বাকরী কিংবা বিভিন্ন পেশা নিয়ে গল্প করতো আমি সাধারণত: অংশ গ্রহণ করতাম না। তাই পড়ালেখা শেষে আমি কি পেশায় নিয়োজিত হব তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোন চিন্তা ছিল না। তবে কিছু বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত ছিল যেমন একদিনের জন্যও বেকার থাকবো না, সরকারী চাকুরী করবো না, ঢাকায় থাকবো, চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে চিন্তা করবো তবে যোগদান করলে সহজে বদল করবো না ইত্যাদি।

ঢাকা কমার্স কলেজে পরিসংখ্যান বিষয়ে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, দেখলাম। বিজ্ঞপ্তির দুটি বিষয় আমাকে আকর্ষণ করলো-

* পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই
* রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত কলেজ

দরখাস্ত করলাম। যথাসময়ে ইন্টারভিউর কার্ড পেলাম। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ হবে। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন বিধায় সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল অনেক। আর আমার বিষয়ের সাক্ষাৎ সকলের শেষে। তাই অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার বিষয়ের প্রার্থী সংখ্যা সম্ভবত ৭/৮ জন ছিলেন। অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় প্রার্থীদের মুখে নিয়োগ সম্পর্কিত বিবিধ গল্প- গুজব শুনছিলাম। স্বভাব অনুসারে আমি ছিলাম শুধু শ্রোতা। একসময় মনে হল আমার চাকুরী হবে না। আবার মনে হল চাকুরী হলেও বেশি দিন করা যাবে না। তাই মনে হল ভাইভা না দিয়ে চলে যাই। এরূপ মনের অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ ভাইভার জন্য আমাকে ডাকা হলো। ভাইভা বোর্ডে গিয়ে তো আমি রীতিমতো ভয় পেলাম। ভাইভা বোর্ডে এত সদস্য থাকে তা আমি জানতাম না। সাইন্সের ছাত্র হওয়ায় এবং পড়ালেখা চট্টগ্রামে করার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের কমার্সে শিক্ষকদের কাউকেই চিন্তামনা বা নাম ও জানতাম না। পড়ে জেনেছিলাম সম্পূর্ণ বোর্ডই গঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের কমার্স ফ্যাকাল্টির মহারথিদের দ্বারা। এতবড় বোর্ড দেখে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। বোর্ডে সাহসের সাথে উত্তর প্রদান করলেও মন-বলছিল আমার হবে না। কিন্তু ভাইভা শেষে আমাকে ও জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রার্থীকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। আমার নাম ঘোষণা করাতে আমি কিছুটা অবাকই হয়েছিলাম। আমাদেরকে কাজী ফারুকী স্যারের ৪ নং ধানমন্ডির নির্মাণাধীন ফ্ল্যাটে পরের দিন দেখা করার জন্য বলা হলো। পরের দিন যথারীতি সকাল ৭:৩০ মিনিট উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমরা দুজন (পরিসংখ্যান) এবং মার্কেটিং এর দুজন (সম্ভবত) প্রার্থী উপস্থিত হলাম। এখানে আমাদের আবার ইন্টারভিউ হলো। প্রথম মার্কেটিং বিষয়ের প্রার্থীদের এবং পরে পরিসংখ্যান বিষয়ের প্রার্থীদের। আমি ছিলাম সর্বশেষ প্রার্থী। আমি লিফট কক্ষে ঢুকে দেখতে পেলাম মোজাইক কাটা শেষ হয়নি। তাই ফ্লোর অপরিস্কার। একটি খাটের উপর ৪/৫ ব্যক্তি বসা, অর্ধশোয় বিভিন্ন ভঙ্গিময় রয়েছে। তাদের কাউকেই চিনি না এমনকি নামও জানি না। পরবর্তীতে তাদের নাম জেনেছিলাম। এ মূহুর্তে যাদের নাম পড়ছে তাদের মধ্যে কাজী ফারুকী স্যার, জামিল স্যার, সাদেকুর রহমান স্যার, মহিউদ্দিন স্যার প্রধান।

কক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে ফারুকী স্যার আমাকে বলেন দরজাটা বন্ধ করে ওখানেই দাড়াও। আমি দাড়ালাম। তারপর বলেন তুমি আমাদেরকে পরিসংখ্যান পড়াও। এজন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তাই পরিসংখ্যানের কি পড়াব বুঝতে পাড়ছিলাম না। উনারা বলেন তোমার পছন্দ মতো কোন টপিকস পড়াও। বাংলাতে কিংবা ইংরেজিতে কিংবা বাংলা ইংরেজিতে মিশ্রণ করেও লেকচার দিতে পার। আমি বাংলা ও ইংরেজিতে মিশিয়ে লেকচার দিয়েছিলাম। কারণ পরিসংখ্যানের বিভিন্ন টার্মের বাংলা আমার তখন জমা ছিল না।

লেকচার শেষে কক্ষ থেকে বের হয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। অপেক্ষায় থাকলাম। অপর প্রার্থীকে আবার ডাকা হল এবং তিনি সাক্ষাৎ শেষে বের হওয়ার পর আমাকে আবার ডাকা হল। তখন উনারা বলেন যে, নতুন কলেজ বেতন দেয়া যাবে না, উপরোন্ত ডোনেশন দিতে হবে।

* **মোহাম্মদ ইলিয়াছ :** সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

আমি বলাম বেতন না দিলেও হবে তবে ডোনেশন আমি দিতে পারবো না। তখন উনারা বলেন আমাকে ডোনেশন দিতে হবে না কিন্তু কোথাও থেকে ডোনেশন সংগ্রহ করতে পাঠালে আনতে পারবে কিনা। তখন আমি বলাম তা পারা যাবে। এরূপে ১৯৯০ সালে ৫ মে সকাল আনুমানিক ৮:০০ ধানমন্ডিতে ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান করি।

ঐ দিন ঐ সময়ে মার্কেটিং এর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদারও যোগদান করতে যান। উভয়েই একসাথে যোগদান করি। যোগদান করার এক মাস পড় বেতন প্রাপ্তির কালে জানতে পাড়লাম যে সম্মানি ১৫০০/= টাকা এবং ডোনেশন দিতে হবে ৫০০/= অর্থাৎ নীট সম্মানি ১,০০০/= এভাবেই আমি ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়লাম। ঢাকা কমার্স কলেজের গর্ভকালিন সময়ের ইতিহাস পরবর্তীতে জানতে পারি। মাত্র ১৩৫০/= টাকা যার মূলধন কলেজে যোগদান করলে অফিসাল অধ্যক্ষ বলেন শ্রদ্ধেয় শামসুল হুদা স্যার আর অন্তরালের অধ্যক্ষ বা মূল সংগঠক কাজী ফারুকী স্যার। কলেজের মূল চিন্তক কাজী ফারুকী স্যার। মূল উদ্দিপক কাজী ফারুকী স্যার। কিছু দিন যেতে না যেতেই অনুভব করলাম তাঁর অসম্ভব সম্মোহনী শক্তি এবং সকলকে কাজে যুক্ত করার ক্ষমতা। আমার ও জাহিদ সাহেবের যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষক সংখ্যা হলো ৯ জন। পরবর্তীতে মোঃ নুর হোসেন সাহেব এবং মোঃ আবু তালেব সাহেব যোগদানের মাধ্যমে হলাম ১১ জন। আমরা দুষ্টামী করে বলতাম আমরা হলাম ওরা ১১ জন। এ ১১জন কাজী ফারুকী থেকে কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আমাদের ভবিষ্যতের গল্প মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। শুনার সময়ে পূর্ণ বিশ্বাস করতাম। তারপরে সন্দেহ করতাম এ সকল চিন্তা কি বাস্তবায়ন হবে? এও কি সম্ভব হবে? আজ ২১ বছর পরে পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই তিনি যা বলেছেন তা হয়েছে। যা অসম্ভব বলে মনে হতো কিংবা গল্প মনে হতো বা চাকুরীতে ধরে রাখার জন্য লোভনীয় গল্প বলে মনে হতো। তাই ২১ বছরের মধ্যে বাস্তব হয়েছে। এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। নিজস্ব আয় থেকে এত বড় সৃষ্টি বাংলাদেশে ১ম নজির স্থাপিত হয়েছে। ২য়-টি কবে হবে, কার মাধ্যমে হবে, আদোও হবে কিনা কাল পরিক্রমায় দেখা যাবে। কলেজ নিয়ে যখন ভাবী, তখন আমি আনন্দ লাভ করি, সুখ লাভ করি, এক ধরনের গৌরব অনুভব করি। কারণ মহান আলাহ তায়ালা আমাকে এ বিশাল কার্যক্রমের সাথে ১ম থেকে যুক্ত করেছেন। আলাহর রহমত আলাহ আকাশ থেকে সরাসরি প্রেরণ করেন না। তিনি নির্বাচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা বস্তুর মাধ্যমে মানুষের নিকট তার রহমত বিতরণ করে থাকেন। ২১ বছর পর পিছন ফেরে তাকালে দেখি যে, ফারুকী স্যার অবশ্যই এ কাজের জন্য মহান আলহ্র সিলেকশন পেয়েছিলেন। নয়তো মানুষ তার নিজস্ব যোগ্যতা বলে এরূপ বিস্ময়কর কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারতো না। তাইতো তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি যোগ্য বন্ধুবান্ধবের দ্বারা গঠিত উদ্যোক্তা টিমও মঞ্জুর করেছেন। সকল নামাজেই আমাদেরকে সুরা ফাতেহা পড়তে হয়। এ সুরার মাধ্যমে আলাহর নিকট আমরা আবেদন করি । ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াত বলা হয়েছে-" আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।" ২১ বছর পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অবশ্যই মহান আলাহ তায়ালা তার অশেষ অনুগ্রহে আমাদের দোয়া কবুল কচ্ছেন। কারণ আমাদেরকে তাঁদের সাথেই রেখেছেন যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেছেন।

-----০----

স্বপ্ন না সত্যি*

মনে হয় এতক্ষণ স্বপ্নে বিভোর ছিলাম হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি এ যেন স্বপ্নের বাস্তব রূপ। ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ বৎসরপূর্তি উপলক্ষে লিখতে বসে প্রথমেই বলতে হয় এ যেন স্বপ্নের বাস্তবতা।

আর এ স্বপ্নের বাস্তব রূপকার আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার। ফারুকী স্যার এবং ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কলেজের কথা লিখতে গেলে স্যারের কথা চলে আসে। আমি ১৯৯২ সালে এ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পর টিচার্স ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে স্যারের কথাগুলো আমার কানে যেন ভাসছে। এছাড়াও স্যার প্রায় মিটিং এ বলতেন, তোমরা দোয়া কর কলেজের জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ পেলে আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ আধুনিক ভবনসহ একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। এ কলেজের শিক্ষকদের এক সময় গাড়ী এবং ঢাকা শহরে বাড়ী হবে সাথে সাথে দেয়া হবে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা। ১৯৯৩ সালে কলেজের জন্য মিরপুরের এ জায়গা বরাদ্দ হল। একাডেমিক ভবনের কাজ পুরোদমে চলতে লাগলো। পাশাপাশি স্যার শিক্ষকদের পরিশ্রমের ফল শিক্ষক কোয়ার্টারস-১ এর কাজ শুরু করলেন এবং দ্রুত সম্পন্ন করে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ দিলেন। আমি প্রায় ১৩ বৎসর যাবত এ কোয়ার্টারস-এ অবস্থান করছি। বিগত ২০ বৎসরে স্যারের সাফল্য গাঁথা ঢাকা কমার্স কলেজের কথা হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও শেষ হবে না। ব্যক্তিগত আমি ফারুকী স্যারের সাথে কাজ করে যা শিখেছি তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। স্যার প্রতি বৎসর কাজগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি তৈরী করতেন। প্রতি বৎসর কমিটিগুলো পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে দক্ষ করে তুলতেন। ২০ বৎসরপূর্তি উপলক্ষ্যে কাজী ফারুকী স্যারের সাফল্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আজি আলোকিত। সাথে সাথে আলোকিত হয়েছে দেশের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী।

২০ বৎসর পূর্তি ঢাকা কমার্স কলেজের গৌরব গাঁথা শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো আমার দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত ২০টি ধাপে আলোকপাত করছি:

১. ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার সরকার কর্তৃক ঘোষিত একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। স্যার একজন সফল উদ্যোক্তা, দক্ষ ব্যবস্থাপক, দূরদর্শী, সৎ, ন্যায় পরায়ন, ধার্মিক, একজন অভিভাবক, একজন দেশপ্রেমিক, একজন সেবক।

২. ঢাকা কমার্স কলেজ পর পর দু'বার সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ কলেজ ঘোষিত হয়েছে।

৩. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ফলাফলের বিবেচনায় এটি ঢাকা বোর্ডের একটি শ্রেষ্ঠ কলেজ।

৪. অনার্স এবং মাস্টার্স এর ফলাফলের বিবেচনায় এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ।

৫. ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কোন প্রকার সরকারি অনুদান ছাড়াই সবচেয়ে উন্নতি হয়েছে।

৬. ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কলেজ।

৭. সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট ইউনিফরম পরিধান ও সুশৃঙ্খল নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়।

৮. ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষকের নির্দিষ্ট ইউনিফরম পরিধান এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়।

৯. ঢাকা কমার্স কলেজে নির্দিষ্ট সময়ে সকল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষককে কলেজে প্রবেশ করতে হয়।

১০. ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নিজস্ব ভবনের কলেজ।

১১. ঢাকা কমার্স কলেজে ১২ তলা শিক্ষক কোয়ার্টারস রয়েছে। যাতে প্রায় সকল শিক্ষকের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

১২. গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৩. ঢাকা কমার্স কলেজের সকল ক্লাসরুম, বিভাগ, সেমিনার এবং লাইব্রেরি সম্পূর্ণ এয়ারকন্ডিশন।

১৪. ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বি ইউ বি টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫. ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা গভর্নিং বডি।

১৬. ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পৃথক স্কেলসহ সর্বোচ্চ বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

১৭. ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বৎসর বার্ষিক ভোজ, স্পোর্টস, ইলিশ ভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণসহ দেশে বিদেশে শিক্ষা সফর করা হয়।

১৮. ঢাকা কমার্স কলেজে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ব্যবসায় শিক্ষায় অধ্যয়নরত।

১৯. ঢাকা কমার্স কলেজে বেসরকারি কলেজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শিক্ষক রয়েছে। অর্থাৎ ৩৯ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৩১ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৫০ জন প্রভাষক রয়েছে।

২০. ঢাকা কমার্স কলেজে তুলনামূলক কম জি. পি. এ. নিয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল করিয়ে দেয়া হয়।

২০ বৎসরপূর্তিতে আমার মনে হয় ১৯৯২ সালে যে স্বপ্ন কাজী ফারুকী স্যার দেখিয়েছেন আজ ভেঙ্গে দেখি তা যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আজ যখন আমি লিফটের ১০-এ উঠি বা ১১ তলায় কনফারেন্স রুমের পাশে রুফ টপ গার্ডেন বা পানির ঝর্ণা দেখি তখন মনে পড়ে এ কলেজের জন্য বরাদ্দকৃত সেই গভীর পুকুরটির কথা, যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্নের মত এ ১১ তলা ভবনটি। মাঝে মাঝে নিজের কাছে প্রশ্ন জাগে একি! স্বপ্ন দেখছি না সত্যি।

* **মো: ইউনুছ হাওলাদার** : সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

গৌরবের দুদশক*

বাংলাদেশের শিক্ষার আকাশে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহকোণে আজ ঢাকা কমার্স কলেজের যশ-খ্যাতি উচ্চারিত হচ্ছে। বিশাল আকাশের শুকতারার মতই আলো ছড়াচ্ছে শিক্ষার আকাশে। শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে কলেজটির আজ অনেক অর্জন। অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকেও বোধ করি ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা। এর রয়েছে সুরম্য অট্টালিকা এবং স্থাপত্য শৈলী। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আবাসিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে ২টি ১২ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে ৬১ জন শিক্ষক ও ৫ জন কর্মকর্তার আবাসিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে নেয়া হয়েছে একাধিক জমি। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১টি অডিটোরিয়াম নির্মাণের শেষ প্রান্তে।

নব্বইয়ের দশকে যখন শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, ছাত্রদের হাতে বই-কলমের পরিবর্তে অস্ত্র, তরুণ সমাজ যখন নেশার বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত,জাতি যখন দুর্ভাগ্য আর নিরাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আর ঠিক তখনই রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত শিক্ষাঙ্গণ প্রতিষ্ঠার স্লোগান বুকে ধারণ করে নতুন আলোকবর্তিকা হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা। কলেজটির আরো একটি বিশেষত্ব হচ্ছে স্বঅর্থায়নে পরিচালনা। শুরু থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ সরকারের কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে নি। এখানকার শিক্ষকগণ এমপিও ভূক্ত নন। দেশের স্বনামখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটি আজ সমগ্র বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান করি ১ জুলাই, ১৯৯৫ সালে। আর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। কলেজটি সৃষ্টির ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যক্তিত্ব এবং উদ্যোগী মানুষের নেতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী তাঁর অন্তরে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' নামক প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্নের বীজ বোপন করেন। তাঁর আন্তরিক স্পর্শে ১৯৮৯ সালে এ বীজটির অঙ্কুরোদগম ঘটে। লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট-এ শুরু হয় সদ্যোজাত চারা গাছটির নার্সিং। শুরুতেই এ চারা গাছটির নার্সিং এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন উদ্যোক্তা পরিবারের নিবেদিত সদস্য প্রফেসর শামছুল হুদা এফ. সি. এ.। যিনি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তাঁকে প্রাণান্ত সহযোগিতা এবং ফারুকী স্যারের স্বপ্নের বাস্তবায়নে মোঃ সফিকুল ইসলাম চুন্নু, মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন, মোঃ রোমজান আলী, মোঃ আবদুস ছাত্তার মজুমদার, মোঃ আবদুল কাইয়ুম, কামরুন নাহার, ফেরদোসী খান, চন্দন কান্তি বৈদ্য, রওনাক আরা বেগম, মোঃ বাহার উল্যা ভূইয়া, মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ কয়েকজন আনকোরা শিক্ষক দীপ্ত প্রত্যয়ে নিজেদেরকে নিবেদন করেন। কিছুদিন পরেই কলেজটি স্থানান্তরিত হয় ধানমন্ডির আবাহনী মাঠের পাশে একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই তার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সালে কলেজটি তার নিজস্ব ভবনে মিরপুরে স্থানান্তরিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে। শিক্ষার ত্রি-স্তরেই ঢাকা কমার্স কলেজ অভাবনীয় সাফল্যের অধিকারী। প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমরাই সেরা।

১৯৯১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচে ৬১ জন শিক্ষার্থী বোর্ড ফাইনালে অংশ নেয়। প্রথম বছরেই অবিশ্বাস্য ফলাফল হতবাক করে দেয় সবাইকে। দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয় সুধী সমাজের। মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান করে নেয় দু'জন শিক্ষার্থী এবং শতভাগ পাশ। তখন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতি বছর ফলাফলে অবিস্মরণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

ভাল ফলাফল একজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা দেয় বটে, কিন্তু আলোকিত ও বিকশিত মানুষ সৃষ্টিতে চাই আরো কিছু। শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাকে বিকশিত করে, আলোকিত মানুষ হতে সাহায্য করে। বর্তমানে শিক্ষা কেবল নম্বর প্রাপ্তিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। প্রাণান্ত প্রতিযোগিতা চলছে অধিক নম্বর প্রাপ্তির। এতে সার্টিফিকেট সর্বস্ব মানুষই তৈরী হচ্ছে, মান আর হুশ সম্পন্ন মানুষ তৈরী হচ্ছে না। মানুষতো সেই; যে সাদাকে সাদা বলবে আর কালোকে কালো বলবে, সত্যকে সত্য বলবে আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলবে। আর সত্যিকারের মানুষ তৈরী হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়ে। তাই শুরু থেকেই শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি কলেজটিতে পালিত হচ্ছে সহশিক্ষা কার্যক্রম। সহশিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলেজটির রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা বলতে যা বোঝায় তা এখানে অব্যাহত রয়েছে। সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এখানে রয়েছে আবৃত্তি ক্লাব, সঙ্গীত ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, নৃত্য ক্লাব, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, বি. এন. সি. সি.

* **সৈয়দ আবদুর রব** : সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কার্যক্রম। ক্লাবগুলো সারাবছর ধরে সেগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও একাদশ, দ্বাদশ, অনার্স এবং মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতি বছরই একাধিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রতি বছর সুন্দরবন ভ্রমণ, বাৎসরিক বনভোজন এবং ইলিশ ভ্রমণের মত আনন্দদায়ক প্রোগ্রাম। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে ফলাফল। ঢাকা কমার্স কলেজ এদিক থেকে অন্য কাউকে তার প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করে না। সে নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বি। যেখানে অনেক নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে জিপিএ সাধারণ ৫ প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের ভর্তি তো করেই না। বরং সেখানে বিভিন্ন অজুহাতে গোল্ডেন ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও বাদ দেয়া হয়। আর ঢাকা কমার্স কলেজ সেখানে জিপিএ ৪+ প্রাপ্ত সাধারণ মানের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠ হয়। গল্প নয় সত্যি। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত বিভিন্ন বছরের ফলাফলের দিকে তাকালেই আমরা তার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবো।

সারা পৃথিবীর শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৩ সাল হতে সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং সিস্টেমে ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ নতুন পদ্ধতিতেও ঢাকা কমার্স কলেজ তার মর্যাদার লড়াইয়ে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলও প্রমাণ করে স্নাতক পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজই সেরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলও প্রমাণ করে স্নাতক পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজই সেরা।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি শৃঙ্খলানির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের উত্তম ফলাফলের মূলমন্ত্রই হচ্ছে শৃঙ্খলা। এখানে প্রতিদিন ৭ টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স এবং মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। 'মে আই কাম ইন স্যার' কালচার এখানে নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ উপস্থিতি এখানে নিশ্চিত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা দেখার জন্য ৭ জন সিনিয়র শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া আছে। অনার্স এবং মাস্টার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাগুলো বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ দেখে থাকেন। ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতিও ভিন্নতর। এখানে রয়েছে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব পরীক্ষা পদ্ধতি। তিনটি পরীক্ষার সমন্বয়ে সামগ্রিক ফলাফর প্রস্তুত করা হয়। বাংলার আকাশে ধুমকেতুর মতই আবির্ভূত এ কলেজটি স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আজ অনন্তের পথে ছুটছে।

আমার কিছু অভিজ্ঞতা*

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ দু দু-বার শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে। আপন মহিমায় ঢাকা কমার্স কলেজ সময় অতিবাহিত করেছে। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে যা যা করণীয় ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাই করেছে। এখানে নিয়মিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট, পরীক্ষা পদ্ধতি স্বতন্ত্র। রয়েছে সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, পর্ব পরীক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে প্রতি পর্ব পরীক্ষার পরে সেকশন পরিবর্তন হয়। অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে পর্ব পরীক্ষার পরে সেকশন পরিবর্তন হয় না; কিন্তু মেধা তালিকা তৈরী হয়। মেধা তালিকা প্রণয়নের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়। ফলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ঈর্ষণীয় ফলাফল করতে সক্ষম হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর ফলাফল অত্যন্ত ভাল। কলেজে নিয়মিত শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক আভ্যন্তরীণ ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যা ছাত্র-ছাত্রীরদের পড়ালেখায় অনুপ্রাণিত করে থাকে। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে নৌ-ভ্রমন (ইলিশ ভ্রমন), সুন্দরবন ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া কলেজের যাবতীয় কার্যক্রম নিদিষ্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতি বছর পরিচালিত হয়ে থাকে। ঢাকা কমার্স কলেজের এ বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকার এবং ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রথম ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরু করে। অদ্যাবধি ঢাকা কমার্স কলেজ তার আদর্শ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ঢাকা কমার্স কলেজ যখন যাত্রা শুরু করে তখন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক ছিল না। কলেজ কর্তৃপক্ষের ধ্যান-ধারনা ছিল কাঁচা মাটিকে যেমন যে কোন আকার দেয়া যায় তেমনি ভাবে নতুন শিক্ষক কে কলেজের উপযোগী করে তোলা সহজ। সেই আলোকে ঢাকা কমার্স কলেজ আজ আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। এক সময়ের এক ঝাঁক তরুন শিক্ষক আজ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এখন সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত অনেক শিক্ষক পদোন্নতি পেয়েছে। ভবিষ্যতে কমার্স কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকেই হয়তোবা অধ্যক্ষ হবে। এখন নবীন, প্রবীণ মিলে কলেজে প্রায় ১২০ জন শিক্ষক আছে। প্রথমে যাত্রা শুরু করে মাত্র ৬/৭ জন শিক্ষক নিয়ে।

কলেজে আমার যাত্রা শুরু ১৯৯৫ সালের ১লা নভেম্বর থেকে। অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে অনেক তিক্ত-মধুর স্মৃতি জমা হয়েছে। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রিলিমিনারী কোর্স চালু করা হয়। শুরু থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ঈর্ষণীয় ফলাফল করে আসছে। কলেজের নিয়মানুবর্তিতা ছাত্র-ছাত্রীদের এ ফলাফল অর্জন করতে সহায়তা করেছে। কলেজের এক ঝাঁক তরুন ও মেধাবী শিক্ষক নিরলস ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন। ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ সার্ক ট্যুর আয়োজন করেছে দু'বার এবং প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সফর আয়োজন করে আসছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য প্রতি বছর অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও পর্যটক স্পটগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগ তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এ ট্যুরের আয়োজন করে থাকে, দেশের বাহিরেও সার্ক ট্যুরের আয়োজন করে থাকে। এতে ঐতিহাসিক স্থান যেমন পরিদর্শনের সুযোগ থাকে তেমনি ভাবে তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাহিরে ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দিলি, আগ্রা, শিমলা, পোকরা, দার্জিলিং ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর ফলাফল ঈর্ষণীয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের কৃতি ছাত্রী ফারহানা সুলতানা (তিন্নি) । ঢাকা কমার্স কলেজে এ রকম অনেক সাফল্যের ইতিহাস আছে এবং থাকবে আশা করি। ঢাকা কমার্স কলেজের অনেক শিক্ষার্থী দেশে ও দেশের বাহিরে অনেক নামী দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাছাড়া দেশে ও দেশের বাহিরে এ কলেজে পড়াশুনা করা ছাত্র-ছাত্রী দেশের নামী দামী বড় বড় ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত আছে।

এছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছে তাঁরা দেশ ও জাতির কল্যাণে এক মহান কর্মযজ্ঞ সাধন করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাছাড়া এ কলেজের শিক্ষকগণ নিরলস ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মান সম্মত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন যাতে ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বুকে অবদান রেখে যেতে পারেন।

* **মোহাম্মদ আক্তার হোসেন :** সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ - আমার অনুভবে*

আজ থেকে মাত্র ২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকের স্বনামধন্য 'ঢাকা কমার্স কলেজ' নামে এক জ্ঞানগৃহ। দিনটি ছিল ১ জুলাই, ১৯৮৯ সাল। অবকাঠামোগত পরিকল্পনার প্রেক্ষিত বিবেচনায় বাংলাদেশে সর্বোচ্চ এবং সর্ববৃহৎ ভবনে চলমান ঢাকা কমার্স কলেজের শুরুটা আড়ম্বরপূর্ণভাবে হয়নি, এমনকি নিজস্ব কোন ভবনও ছিলনা । প্রথমে এ কলেজের কার্যক্রম লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউট নাম একটি কিন্ডারগার্টেনে সূচনা হয়। পরবর্তীতে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে ১৯৯০ এর ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কমার্স কলেজ চলে আসে ধানমন্ডির একটি ভাড়া বাসায়। ২ জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে মিরপুরে কলেজের নিজস্ব জমিতে ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২২ জানুয়ারি, ১৯৯৫ থেকে নিজস্ব ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। এথেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কতো দ্রুত সময়ে এই কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মাত্র দু'দশকে ঢাকা কমার্স কলেজের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির মাধ্যমে যাঁর শিক্ষার প্রতি রয়েছে অসীম ভালবাসা ও গভীর অনুরাগ। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার। তাঁর সাথে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পর্ষদ, স্যারের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাংখী, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং তরুণ কিছু শিক্ষক। আর তাঁদের সাহসী ভূমিকার জন্যই সম্পূর্ণ "রাজনীতি ও ধুমপানমুক্ত" স্লোগান নিয়ে শুরু হয়েছে আজকের স্বনামধন্য ঢাকা কমার্স কলেজ। আজ থেকে ১৪ বছর ৬ মাস আগে ২৫ জুন, ১৯৯৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে আমি মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পর প্রতিটি মুহূর্তেই অবাক হয়েছি যে, এ কলেজটি মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই উন্নতির দিকে কিভাবে এগিয়ে চলছে। নিজেই উপলব্ধি করলাম ঢাকা কমার্স কলেজের দু'দশকে এতো প্রাপ্তির মূলে কোন অলৌকিক ঘটনা নেই বরং রয়েছে কাজ! কাজ! আর কাজ! এবং রয়েছে সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের। ফলে ঢাকা কমার্স কলেজ কখনো আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে স্থবির হয়ে যায়নি, বরং স্বঅর্থায়নে পরিচালিত এ কলেজটি অবিরামভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সুন্দরভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে দুটি বহুতল বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এবং দুটি টিচার্স কোয়ার্টার এবং একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া কলেজে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পৃথক পৃথক বিভাগ এবং শ্রেণীকক্ষ। দু'দশকে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রাপ্তি এবং অর্জনও কম নয়। এ কলেজটি কেবল সুধীমহলে প্রশংসিত হয়েছে শুধু তাই নয় বরং জাতীয় পর্যায়েও দু'দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। মুলত এ কলেজটি খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাঙ্গনে পরিণত হয়েছে । এর মূলে রয়েছে বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চুড়ান্ত পরীক্ষায় অসামান্য ফলাফল এবং এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম যার মধ্যে উলেখযোগ্য হলো- সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদ্‌যাপন, বি.এন.সি.সি, শিক্ষাসফর, ইলিশ ভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণ ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষকদের পারিবারিক পিকনিক, ঈদ পুণর্মিলনী, ইফতার পার্টি, ফলাহার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। আবার নতুন শিক্ষক যোগদানের পর পরই 'টিচার্স ট্রেনিং ও ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম' অনুষ্ঠিত হয় । এতে নতুন শিক্ষকরা শিক্ষাদান ও শিক্ষা সম্পূরক কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরাতন শিক্ষকরা আরও পেশাগত কাজে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এভাবেই এ কলেজটি বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষায়িত এবং অনুকরণীয় মডেল হিসেবে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে ও আমার প্রতিটি অনুভবে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজের প্রতি যেমন রয়েছে আমার গভীর মমত্ববোধ, তেমনি এ কলেজের প্রতিটি নিয়ম কানুনের প্রতি রয়েছে পরম আনুগত্য। তাইতো ঢাকা কমার্স কলেজের যে কোন সাফল্য আমাকে শিহরিত ও উলসিত করে। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য ও গৌরাবান্বিত মনে করছি । কলেজের দু'দশক পূর্তির এ শুভক্ষণে তাই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার কাজী ফারুকী স্যারসহ সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ।

* **দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন :** সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ

প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*

সদ্যভূমিষ্ঠ ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৯ সালেই। তখন আমি ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। থাকি লালমাটিয়ায় কিং খালেদ ইনস্টিটিউট নামক কিন্ডারগার্টেন তথা ঢাকা কমার্স কলেজের পাশে বড় ভাইয়ের বাসায়। কমার্স কলেজের সাথে পরিচয় কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের পেছনের জানালা দিয়ে। আমি যখন কলেজ থেকে ক্লাস শেষ করে বাসায় আসতাম, তখন কমার্স কলেজের ক্লাস শুরু হতো। উলেখ্য, সাবলেট হওয়ায় কমার্স কলেজের ক্লাস দুপুরের পরে এবং কিন্ডারগার্টেনের ক্লাস সকালে হতো। জানালা দিয়ে কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষকের আনাগোনা লক্ষ করতাম। আর মাঝে মাঝে হাততালির শব্দ পেতাম। আবার কখনও কখনও সন্ধ্যা কিংবা রাতে কিন্ডারগার্টেনের ছাদে সামিয়ানা টানিয়ে এবং লাইটিং করে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতে দেখতাম। কিন্ডারগার্টেনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতাম, কিন্ডারগার্টেনের বিশাল সাইনবোর্ডের পাশে ছোট্ট একটি সাইনবোর্ড 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। আনন্দ-বিনোদনমূলক এসব অনুষ্ঠান দেখে মাঝে মাঝে মনে হতো যদি এ কলেজের ছাত্র হতে পারতাম! কিন্তু তা সম্ভব ছিলনা। কারণ কমার্স কলেজের বয়স থেকে আমার মাধ্যমিক পাশের বয়স এক বছর বেশি। যদি কমার্স কলেজের জন্ম বছর এবং আমার মাধ্যমিক পাশের বছর কিংবা কম হতো তবে হয়ত আমি ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রত্ব গ্রহণ করার সুযোগ পেতাম।

ধানমন্ডিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর কলেজের সাথে তেমন দেখা সাক্ষাৎ হতো না। কিন্তু কলেজের পোস্টার, ব্যানার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন অলিতে-গলিতে লক্ষ করতাম। কিছুদিনের মধ্যেই ঈর্ষণীয় ফলাফল ও নিয়মশৃঙ্খলার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গণমাধ্যমে কমার্স কলেজকে নিয়ে বেশকিছু প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিক ঐ সময়েই আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা কমার্স কলেজ এবং উক্ত কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার ও অধ্যক্ষ, বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করার। উলেখ্য, উক্ত সময়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণীতে পড়ছি এবং একই সাথে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করছি। সরাসরি ছাত্র হওয়ায় (ঢাকা কলেজে আমি স্যারের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলাম) স্যারের ইন্টারভিউ নেয়াটা আমার জন্য কিছুটা সহজ ছিল। কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে, গাড়িতে এবং স্যারের বাসায় বসে আমি স্যারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। স্যার সমগ্র দেশের শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা, ছাত্র রাজনীতির কুফল, সন্ত্রাস এবং ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতা ও সম্ভাবনার গল্প প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সাক্ষাৎকারের মূল বক্তব্য ছিল- শিক্ষার্থীরা হবে রাজনীতি সচেতন কিন্তু পড়াশুনাকালীন তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হবে না। সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর স্যার আমার রিপোর্টিং সম্পর্কে বেশ প্রশংসা করেছিলেন এবং পত্রিকার আরো কিছু কপি স্যারকে দিতে বলেছিলেন। উক্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশে আমি ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজে অনেকবার যাই এবং কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করি। তখন কলেজটি ছিল খুবই স্বল্প পরিসরে। শ্রেণীকক্ষগুলো ছিল খুবই ছোট ছোট। খালি জায়গা তেমন ছিল না। বস্তুত সেটি ছিল একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ি। কলেজের অবকাঠামো তেমন দৃষ্টিনন্দন না হলেও তখন ফলাফল ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তখনকার একটি ঘটনা উলেখ করছি। প্রতিবেদনের প্রয়োজনে স্যারের কাছে ছবি চাওয়ার পর স্যার আমাকে অফিসে যেতে বললেন। অফিসে ছবি চাওয়ার পর আমাকে পরের দিন যেতে বলা হয়েছে। তখন অফিসের সবাই ছিল খুবই কর্মব্যস্ত। পরবর্তী দিন সন্ধ্যার কিছু আগে অফিসে গেলাম। তখনও দেখলাম সবাই কাজকর্ম নিয়ে বেশ ব্যস্ত। তখন একজন আমাকে স্যারের পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি দিলেন এবং বললেন,"আপনাদের সাংবাদিকদের জ্বালায় কাজকর্ম করাই কঠিন।" পরে জানতে পারলাম তিনি ছিলেন বর্তমানে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং তৎকালীন প্রভাষক জনাব মোঃ আবু তালেব। তিনি তখন কলেজে পাঠদানের পাশাপাশি অফিসের কাজকর্মও তদারকি করতেন। তখন ঢাকা কমার্স কলেজে সবাইকে এতবেশি ব্যস্ত দেখেছি, কারো সাথে কথা বলার খুব একটা ফুরসত পাইনি। এভাবে আমি প্রথমে লালমাটিয়া এবং পরে ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর পরিবেশ কিছুটা প্রত্যক্ষ করি।

২১ ডিসেম্বর ১৯৯৬। জিয়া হলে রুমমেটদের সাথে গল্প করছি একই সাথে পত্রিকা পড়ছি। দৈনিক ইত্তেফাকের ভিতরের পাতায় ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখলাম।

উলেখ্য, উক্ত সময়ে আমি মাস্টার্সের পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছি। পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোর প্রতি লক্ষ রাখছি এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে আবেদনও করছি। কমার্স কলেজের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বেশ কয়েকবার পড়লাম। সুবিধার পাশাপাশি শর্তেরও উলেখ ছিল। যেমন: আবেদনপত্র স্বহস্তে লিখিত হতে হবে এবং ধূমপায়ীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। যেহেতু ধূমপান করি না এবং অন্যান্য যোগ্যতা মিলে গেল সেহেতু আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যথারীতি অন্যান্য কাগজপত্রসহ স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্রটি ডাকযোগে কিংবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমা না দিয়ে নিজেই নিয়ে আসলাম মিরপুরস্থ ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ঠিকানায়। দেখলাম আলিশান বিল্ডিংয়ের সাত তলার (এক নম্বর অ্যাকাডেমিক ভবন) নির্মাণ কাজ চলছে। কিছুটা অবাক হলাম। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ!

* **কাজী ফয়েজ আহাম্মদ :** সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাসের ফলাফলের ভিত্তিতে অবশেষে সুযোগ আসল ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের। কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম যোগদানের ব্যাপারে। কারণ ঠিক ঐ সময়ে কমার্স কলেজের চেয়ে অধিক বেতনে একটি ব্যাংক এবং অন্য একটি প্রাইভেট ফার্মে যোগদানের অফার ছিল। যদিও শিক্ষক পিতার সন্তান হিসেবে ছোটবেলা থেকে শিক্ষকতা পেশার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করতাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শিক্ষকতা পেশায়ই নিজের ক্যারিয়ার গড়ব। কিন্তু বেতনের বিষয়টি আমাকে কিছুটা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। অবশেষে 'বাই চয়েস' পেশা শিক্ষকতাকেই বেছে নিলাম এবং ২৮ জুলাই ১৯৯৭ তারিখে কলেজের আট বছরের শিশুবয়সেই যোগদানের মধ্যদিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের একজন হিসেবে প্রায় চৌদ্দ বছর যাবত নিজেকে জড়িয়ে রাখলাম। অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তাও করিনি কিংবা এখনও করছিনা। যদিও অনেকগুলো সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কোনো ডাকেই সাড়া দেইনি। কী এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম এতগুলো বছর!

নব্বইয়ের দশকে শিক্ষকতা পেশা ছিল যথেষ্ঠ কঠিন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দলীয় লেজুড়বৃত্তি ছাত্র-রাজনীতি, দলাদলি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে করেছিল কলুষিত। আমি যখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি স্কুলে পড়তাম তখন ছাত্র রাজনীতির কী নৈরাজ্য দেখেছি তা মনে হলে এখনও গা শিহরে ওঠে। শিক্ষকদের পাশ দিয়ে মিছিল নিয়ে যাচ্ছে ছাত্ররা। শিক্ষকগণ মাথা নিচু করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকছেন কিংবা হেঁটে যাচ্ছেন, ছাত্র নামধারি ক্যাডারদের সম্মুখ গোলাগুলি, হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লাশের রাজনীতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাকে শংকিত করেছিল। ঠিক সে সময়েই 'বাতিঘর' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের। বয়সে শিশু হলেও কর্মদক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতায় ছিল প্রবীণ। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান আমার পেশাগত সকল শংকাকে দূর করেছে। আমার চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করেছে। কী চমৎকার পরিবেশ! কী মানবীয়! কী অবকাঠামোগত! কী ফলাফলে! কী এক্সট্রা কারিক্যুলার একটিভিটিজে! কী আর্তমানবতার কল্যাণে! কমার্স কলেজের সফলতা আকাশচুম্বী। এর সফলতা দেখে মাঝে মাঝে আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই। এমনই এক পরিবারের সদস্য হওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের, সম্মানের। 'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত' স্লোগান বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলা ঢাকা কমার্স কলেজকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে অনেক প্রতিষ্ঠানই এবং সফলতাও পেয়েছে।

মাঝে মাঝে নিজের অবচেতন মনে প্রশ্ন জাগে- ঢাকা কমার্স কলেজকে কী দিলাম এবং বিনিময়ে কীইবা পেলাম! প্রিয় পাঠক এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর কখনো খোঁজার চেষ্টা করিনি। আজ এ লেখার মধ্যদিয়ে তা খোঁজার চেষ্টা করছি:

এ বাতিঘরের জনক বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। ১৯৭৯ সালেই যিনি স্বপ্ন দেখেন ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করার। স্বল্প পরিসরে হলেও এ বর্ণিল যাত্রা শুরু হলো ১৯৮৯ সালে 'সৃষ্টি সুখের উলাসে'। পরিবারের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা, ভালোবাসা ছিল যাঁর নিত্য সঙ্গী। বিশেষ করে স্যারের সহধর্মিনী অধ্যাপক কাজী শামসুন নাহার ফারুকী'র অবদান ছিল অসামান্য। শিক্ষাকে বাণিজ্য নয় বরং মহান ব্রত হিসেবে নিয়ে তাঁর সহযাত্রী হলেন একদল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। যাঁদের শ্রম-ঘামে ঢাকা কমার্স কলেজ আজ পরিণত হয়েছে ব্যবসায় শিক্ষার তীর্থস্থানে। কাজী ফারুকী স্যারের প্রতিষ্ঠাকালীন সহযাত্রীগণ হলেন প্রফেসর শাফায়াত আহমেদ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. মোঃ হাবিবুলাহ, জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল, জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ, জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম, অধ্যাপক মোঃ আবুল বাশার, জনাব এম. হেলাল, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জনাব মোঃ মাহফুজুল হক, জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ এলামনি এসোসিয়েশন এবং জনাব এ. বি. এম. শামছুদ্দিন। কলেজের উন্নয়ন সহযাত্রী হিসেবে পরবর্তীতে যোগ দিলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা, প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. শহিদ উদ্দিন আহ্‌মেদ, দাতা হিসেবে জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল, আলহাজ্ব মোঃ আসাদুলাহ, পরিচালনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রফেসর মোঃ আলী আজম, প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ, জনাব আহমেদ হোসেন, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, মেজর জেনারেল ডাঃ এ কে এম জাফরুল্লাহ সিদ্দিক, প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান, প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুলাাহ্, প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল স্যারসহ আরো অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। প্রতিষ্ঠাকালীন সহযাত্রী শিক্ষকগণ হলেন সর্বজনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ মাহফুজুল হক, মোঃ রোমজান আলী, মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, কামরুন নাহার সিদ্দিকী, মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, মোঃ আবদুল কাইয়ুম, ফেরদৌসী খান এবং রওনাক আরা বেগম। প্রতিষ্ঠাতা অফিস স্টাফ হলেন জনাব আলী আহাম্মদ। একইসাথে রয়েছেন একঝাঁক তরুণ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী। আজ যিনি যোগদান করলেন তিনিও স্যারের সহযাত্রী। কেননা সকলেরই লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন -আলোকিত মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে অন্ধকার মুক্ত করে আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ঢাকা কমার্স কলেজ আজ বাইশ বছরের টগবগে যুবক। যৌবনদীপ্ত পদচারণা সৃষ্টিশীল সকল কাজেই। কলেজকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সম্মুখে কিংবা নেপথ্যে থেকে যাঁরা অবদান রেখেছেন কিংবা রেখে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি জানাই স্বশ্রদ্ধ সালাম, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। বিশ্ব স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা- কলেজের জীবনচক্রের এ যৌবনকাল চিরদিন অটুট থাকুক। প্রৌঢ়ত্ব যেন কলেজকে কখনও গ্রাস করতে না পারে।

প্রাপ্তিসমূহ	মূল্য
* ব্যালেন্স বি/ডি (খুব সাধারণ আমি)	***
* শিক্ষাদানের সুষ্ঠু মানবীয় পরিবেশ ও উন্নত অবকাঠামোগত (শ্রেণীকক্ষ, সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও বিভাগীয় সেমিনার, এসি, ইন্টারকম, হোয়াইটবোর্ড, প্রজেক্টর, লিফ্ট, জেনারেটর, নিজস্ব ডীপ টিউবয়েল প্রভৃতি) সুবিধা	***
* ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনকারী প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ	***
* ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনকারী শিক্ষাঙ্গনে কাজ করার সুযোগ	***
* 'স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার গৌরব ও সম্মান	***
* শিক্ষার্থী ভর্তি বা শিক্ষক নিয়োগ কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ে 'সুপারিশমুক্ত' পরিবেশ	***
* পরিবার কনসেপ্টে কাজ করার সুযোগ	***
* শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা অনুধাবন ও অনুশীলন	***
* 'স্তরানুক্রমিক কর্তৃত্বের নীতি' অনুসরণ	***
* উচ্চ বেতন কাঠামো, উৎসাহ বোনাস ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা এবং ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা	***
* প্রতি বছর টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাগত দিকের উন্নয়নের সুযোগ	***
* প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে সঠিক পদ্ধতি আত্মস্থকরণ	***
* উচ্চ শিক্ষার (এম.ফিল, পিএইচ.ডি) অনুপ্রেরণা, অনুমতি ও আন্তরিক সহযোগিতা	***
* উচ্চ শিক্ষা (এম.ফিল) অর্জনের প্রেক্ষিতে আর্থিক ও পেশাগত সুবিধা	***
* বই ও জার্নালে লেখার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা (প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের সাথে দু'টিসহ মোট পাঁচটি বই রচনার সাথে যুক্ত থাকার সুযোগ)	***
* উচ্চমাত্রার সামাজিক স্বীকৃতি	***
* দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের সুযোগ	***
* কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে (ইলিশ ভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ, পারিবারিক পিকনিক, ফলাহার, কলেজ নাইট প্রভৃতি) অংশগ্রহণের সুযোগ	***
* কো-অপারেটিভের সদস্য হওয়ার সুযোগ	***
* বসবাসের জন্য উন্নতমানের কোয়ার্টার্স	***
* অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশনায় ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব শামীম আহ্সানের সহযোগিতায় কলেজে বি.এন.সি.সি কার্যক্রম শুরু করণ ও প্রথম পি.ইউ.ও হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং কমান্ডিং অফিসার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সামরিক কলাকৌশল ও অস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ফায়ার ফাইটিং, সেইলিং পুলিং অ্যান্ড সীম্যানশীপ ট্রেনিং ও বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ। ভারতের জাতীয় দিবসে পর পর তিন বছর বাংলাদেশের একমাত্র ক্যাডেট হিসেবে তিনজন ক্যাডেটকে ভারত পাঠানোর গৌরব অর্জন। রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামের নিরাপত্তার দায়িত্বে ক্যাডেট পাঠানোর সম্মান লাভ	***
* কলেজের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা হিসেবে প্রদত্ত ডরমেটরির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সম্মান	***
* কলেজের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী এবং সমাজের দুস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার শিক্ষা	***
* দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শিক্ষক হওয়ার গৌরব ও সম্মান অর্জন	***
* বিবিধ সুবিধা	***
	=====

প্রদানসমূহ	মূল্য
* সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শনপূর্বক সকল দায়িত্ব পালন	***
*** ব্যালেন্স সি/ডি (আজকের আমি)**	***
	***

ঢাকা কমার্স কলেজ- আমার গর্ব*

হাটি হাটি পা পা করে ঢাকা কমার্স কলেজ দুই যুগ (বিশ বৎসর) পার করে দিয়েছে। এই দীর্ঘ পথ চলার একটা উলেখযোগ্য সময় (প্রায়-১৪ বৎসর) সাক্ষী হিসাবে দু এক কলম লিখার অভিপ্রায়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ১৯৮৯ সনে লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইন্সটিটিউটে ভাড়া অবস্থায় ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা। বর্তমানে মিরপুরে এর স্থায়ী নিবাস। ঢাকা কমার্স কলেজ তার যাত্রাপথে কখনও থমকে যায়নি। এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ফলাফল, শিক্ষা সহয়াক কার্যক্রম সকলক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাফল্য ও উন্নয়ন ঘটেছে। হয়েছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হয়েছে সেরা ফলাফলের আসনে আসীন। কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফলাফল উন্নয়ন। অর্থাৎ এস এস সি' তে একজন শিক্ষার্থী যে ফলাফল নিয়ে ভর্তি হয়ে থাকে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় তার উন্নয়ন ঘটে। আর এসব কিছুর রূপকার কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

কলেজটির সৌভাগ্য তার পরিচালনা পরিষদ। এত যোগ্য, নিঃস্বার্থ, আন্তরিক পরিচালনা পরিষদ বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে আছে কিনা আমার জানা নেই। শুরু থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদ। বিশেষ করে ১৯৯৮ সনে বিশেষ এক মুহূর্তে বর্তমান সভাপতি প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজ এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এক সভায় বলেছেন এ পর্যন্ত কলেজের কোন কর্মচারী নিয়োগে পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্য আমাকে অনুরোধ করেনি। এধরনের ঘটনা বাংলাদেশে বিরল।

পরিচালনা পরিষদ কলেজটির সার্বিক উন্নয়নে সদা তৎপর। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় সর্বজনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ, প্রফেসর মো. আলী আজম, শামসুল হুদা, এফসি, প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম আহমদ হোসেন সহ সম্মানিত সকল সদস্যদেরকে। যারা সুদীর্ঘ সময় ধরে এ প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরে রেখেছেন। ঢাকা কমার্স কলেজের আর একটি সৌভাগ্য হল পরিচালনা পরিষদ ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের চিন্তাধারা, কাজ লক্ষ্য এর সমন্বয়। এই যৌথ প্রচেষ্টায় সৈনিক হিসাবে কাজ করেছেন এবং করছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষক মণ্ডলী। এই কলেজের শিক্ষক মণ্ডলীকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা পাড়ি দিতে হয়েছে। যার ফলশ্রুতি আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ।

বিশ বৎসরে কলেজটি জাতীকে উপহার দিয়েছে ২০,০০০ এর ও বেশি সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত নাগরিক, যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতির সেবায় নিয়োজিত। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য বহুমুখী। দারিদ্র শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফ্রি পড়াশুনা করানো। শীতার্ত মানুষের সেবায় শীতবস্ত্র বিতরণ বন্যার্ত মানুষের ত্রাণ বিতরণ, অসুস্থ রোগীর সেবা, বৃক্ষরোপণ, টীকা দান, জাতীয় দুর্যোগে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দানসহ নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এই কলেজ। কলেজের শিক্ষকদের সর্বমুখী প্রতিভার অধিকারী করেছেন ফারুকী স্যার। ইটবালু পাহাড়া দেয়া শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড লেখা, সুন্দরবন এ লক্ষ্যে পিকনিক করা, দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে পাঠদান করা সহ সকল শিখিয়েছেন। যার ধারাবাহিকতায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এ, বি, এম আবুল কাশেম স্যার হাল ধরেছেন যথার্থভাবে। আবুল কাশেম স্যার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বর্তমান দায়িত্বে যোগদান পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আমার নিকট শিক্ষকদের একটি বিষয় বেশ মনোযোগ কেড়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সজাগ। যখনই কোন দায়িত্ব শিক্ষদের দেয়া হয় শিক্ষক সেটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পালনের চেষ্টা করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্বদাই শিক্ষকদের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। উচ্চ বেতন কাঠামো, পদোন্নতি প্রায় সকল শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টার, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, উচ্চ ডিগ্রি ধারীদের বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি সবকিছুই কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করেছেন।

কলেজটির প্রাথমিক স্তরে যারা যোগদান করেছিলেন তাদের ত্যাগ অপরিসীম। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ বহু প্রতিভার অধিকারী।

উক্ত কলেজের শিক্ষকবৃন্দ যুক্তরাজ্য, জাপান হতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কাজ করছেন, দেশে এম ফিল, করেছেন অনেকেই, দু-একজনের পি,এইচ.ডি, সমাপ্তির

* **এ. এম সওকত ওসমান :** সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পথে। বিশ পঁচিশজন এম,বি, এ করছেন, কয়েকজন করেছেন। অনেক শিক্ষকের আন্তর্জাতিক জার্নালে আর্টিকেল, দেশের স্বনামধন্য জার্নালে লেখা টেক্সট বই প্রকাশ সহ নানাবিধ ক্যারিয়ার উন্নয়নে সচেষ্ট। ঢাকা কমার্স কলেজের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের অবদান অনস্বীকার্য। পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, লাইব্রেরি, প্রকৌশল, হিসাব শাখা, নিরাপত্তা বিভাগ, কো-অপারেটিভসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী অক্লান্ত প্রিশ্রম করে যাচ্ছে কলেজের উন্নয়নে।

বিশ বৎসরের পরিক্রমায় ঢাকা কমার্স কলেজ এখন অনেক বড় হয়েছে। বেড়েছে শিক্ষাথীর সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, বেড়েছে ক্লাশ রুমের সংখ্যা, উন্নত হয়েছে অবকাঠামো গত সুযোগ। কলেজের প্রায় সকল কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ২০১০ সনে চালু করা হয়েছে। দুটি বৃহৎ জেনারেটর এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিজস্ব ডিপ মেশিন দ্বারা সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে। উপরিউক্ত সকল আয়োজনসুবিধা, নির্মাণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ ধীরে ধীরে পরিচালনা পরিষদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করেছেন। এত পরিপূর্ণতার মাঝে ও আমাদের কিছু অপরিপূর্ণতা রয়েছে। যেমন- আমাদের একটি খেলার মাঠ প্রয়োজন, আমাদের খোলা জায়গা প্রয়োজন, আমাদের সার্বক্ষনিক চিকিৎসক প্রয়োজন। শিক্ষার্থী তার শারীরিক কসরৎ ও চলাফেরা এবং স্বাস্থ্য সমস্যায় সার্বক্ষণিক ভাবে অভাব অনুভব করে। কলেজ পরিচালনা পরিষদ দীর্ঘদিন থেকে এসব সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট রয়েছেন।

বর্তমানে কলেজ একটি পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমি গর্ব বোধ করি উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করার কারণে। কারণ আমি সুযোগ পেয়েছি সেরাদের শিক্ষক হওয়ার। মনে পড়ে ২০০০ সনের কথা 'A' সেকশনে ২৮ জন শিক্ষার্থী ছিল ষ্ট্যান্ড ধায়ী। সত্যিই তাদের শিক্ষক হওয়ার অনুভূতি ব্যাপক। আগামী দিনে হয়তবা আরও মেধাবীরা আসবে। জ্ঞান অর্জন করে বেরিয়ে পড়বে সমাজ উন্নয়নে। ঢাকা কমার্স কলেজ সত্যিই আজ পরিপূর্ণ। বিশ বৎসরে এত অর্জন। আগামী বৎসর গুলোতে সাফল্য অর্জন আরো অনেক বেশি হবে এই- প্রত্যাশায় সমাপ্তি টানছি।

আমার প্রিয় ১৪টি বছর*

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখ আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটি দিন। কারণ এ দিনে "ঢাকা কমার্স কলেজে" আমি প্রথম কর্মজীবন শুরু। ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সাল ও ২০০২ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে পর পর দুইবার শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক বিজয়ী শিক্ষকটি হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী। এরকম একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদের অধীনে দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজে শিক্ষকতা করার বাসনা নিয়ে শুরু হয় আমার কর্মজীবন। এটাই আমার জীবনের প্রথম কর্মস্থল এবং আলাহ্পাক চাইলে হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ কর্মস্থল।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব-এজতেমায় অংশগ্রহণ করি। তখন ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করার প্রবল ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে আমি তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে ৬ মাসের জন্য "বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তান" সফরে চলে যাই। এ দীর্ঘ সফর শেষ করে ১৯৯৭ সালের জুন মাসের ১০ তারিখে দেশে ফিরে এসে দেখি ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগে পূণরায় শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ভাই, হলমেট এবং তাবলীগের গুরু জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের পরামর্শে প্রভাষক পদে আবেদন করলাম এবং নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করলাম। এদিন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশমেট জনাব মো: কাজী আশরাফুল আলম ও আমি দু'জনে একসঙ্গে বিভাগে যোগ দেই। আমি হয়ে গেলাম শ্রদ্ধেয় বড়ভাই জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের সহকর্মী। সহকর্মী হিসেবে আরও পেলাম শ্রদ্ধেয় বড়ভাই জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন, জনাব সৈয়দা তপা হাশেমী ম্যাডাম এবং চেয়ারম্যান জনাব মো: নুর হোসেন স্যারকে। কয়েকদিন পর কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা প্রবাসী হলেন সৈয়দা তপা হাশেমী ম্যাডাম। আমরা ক্লাশ নিতাম শুধুমাত্র অনার্স ও মাস্টার্সে। কেননা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তখনও আমাদের কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। বিভাগে ১৯৯৮ সালে আমরা শিক্ষক ছিলাম মোট ৫জন। বিভাগে একমাত্র কর্মচারী ছিল কাজল। সে চলে গেলে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখে বিভাগের এম.এল.এস.এস পদে যোগদান করে হারুন-অর-রশীদ। অদ্যাবধি সে বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সেবা করে আসছে। তাছাড়া বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা কর্মচারী হিসেবে কলেজে তার বেশ সুনাম আছে। সর্বপ্রথম কলেজের একাডেমিক ভবনের-১ এর ৫ম তলায় ছিল ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ। একাডেমিক ভবন-২ এর ফাউন্ডেশনের কাজ তখন চলছে। কলেজের শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। কিছুদিন পর আমাদের বিভাগ স্থানান্তরিত হল একাডেমিক ভবনের ৭ম তলায়। কলেজ ভবন-১ এর ৪র্থ তলায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থাকা সত্ত্বেও ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের একটি নিজশ্ব সমৃদ্ধ সেমিনার আছে, পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় বই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান পিপাশা মেটানোর পাশাপাশি তাদের সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বর্তমানে এ সেমিনারে দেশী-বিদেশী এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মোট (২৮৫০+২০০)= ৩০৫০ টি বই রয়েছে। বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্ময়কর ফলাফল অর্জনে এই সেমিনারের ভূমিকা বিশাল। ২০০৫ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখ থেকে বিভাগের সেমিনার সহকারীর দায়িত্ব নিয়ে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করে আসছে নাহিদ সুলতানা।

কলেজে যোগদান করে অধ্যক্ষ হিসেবে পেলাম কাজী ফারুকী স্যারকে। ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ফারুকী স্যারের নাম আমি আগেই শুনেছি। পরিচয় হয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও প্রথম শিক্ষক জনাব মো: শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার (সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বর্তমান শিক্ষার্থী উপদেষ্টা-উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী) এবং প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও দ্বিতীয় শিক্ষক জনাব মো: রোমজান আলী স্যার (সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, বর্তমান শিক্ষার্থী উপদেষ্টা-উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী)-এর সাথে। পরিচয় হয় বাংলা বিভাগের বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: হাসানুর রশীদ, জনাব মো: সাইদুর রহমান মিঞা, ইংরেজী বিভাগের বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম, প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মো: শাহাদাত হোসেন, জনাব মো: মোহসিন আলী, বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: শামীম আহ্সান স্যারদের সাথে। ধীরে ধীরে পরিচয় হয়েছে অন্যান্য বিভাগের স্যারদের সাথে। তাদের সকলের সহযোগিতা ও স্নেহ-ভালোবাসায় আমার শিক্ষক জীবন ধন্য হয়েছে।

১৯৯৮ সালে কয়েক মাসের জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজের এক কঠিন সময়ে কলেজের হাল ধরেছিলেন মো: শামসুল হুদা (এফ. সি. এ)। তিনি হলেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তখন উপাধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর আবু আহমেদ আবদুলাহ স্যার।

* **মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল** : সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১৯৯৮ সালের শেষদিকে কলেজের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ পেল বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জামাতা ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারকে (অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) হিসেবে আমরা পেলাম প্রফেসর মিঞা লুৎফর রহমান স্যারকে। প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান স্যার কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ঢেলে সাজালেন। উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) হয়ে এলেন প্রফেসর মো: মুতিয়ুর রহমান স্যার। তাদের দক্ষ পরিচালনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক সকল কর্মকান্ড বেগবান হল। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীতে উত্তম ফলাফলের নতুন রেকর্ড তৈরী হতে থাকলো। ২০০১ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৩ দিনব্যাপী "একযুগ পূর্তি উৎসব" উদ্‌যাপন করে। বিজ্ঞ কতৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষকমন্ডলী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে মাসব্যাপী প্রস্তুতি শেষে একযুগ পূর্তির সকল অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

১৯৯৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজেই সর্বপ্রথম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করে এবং ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকেই প্রতি বছরই অনার্স ও মাস্টার্স চুড়ান্ত পরীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ উত্তীর্ণ হওয়াসহ সর্বোচ্চ সংখ্যক ১ম শ্রেণী লাভ ও মেধাস্থান অধিকার করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীর সকল চুড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে প্রায় শতকরা ৯০% ভাগ ১ম শ্রেণী অর্জন করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অনার্স চুড়ান্ত পরীক্ষায় ৩৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট ১০৯ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান থেকে শুরু করে ১৮ তম স্থান আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকার করেছে। এছাড়া ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মাস্টার্স চুড়ান্ত পরীক্ষায় ১৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৭৯ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান থেকে শুরু করে ২৩ তম স্থান অধিকার করেছে আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় সাফল্য। সর্বপ্রথম ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো: নুর হোসেন স্যার। তার নেতৃত্বে ও শিক্ষকমন্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ উত্তম ফলাফল অর্জন, শিক্ষাসফর ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক কাজে ক্রমাগতভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। বিভাগের সিনিওর শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন দীর্ঘ কয়েক বছর বিভাগের ক্লাশ-রুটিন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ও মোস্তাফিজ ভাই আমাদের নবাগত শিক্ষকদের হাতে ধরে প্রতিটি কাজ শিখিয়েছেন। কখনও কাজে ভুল হলে তারা তা শুধরে দিয়েছেন। কাজের ফাঁকে প্রায়ই বিভাগে আমরা বিভিন্নভাবে আনন্দ করতাম। বিভাগে কখনও খাবার-দাবারের আয়োজন হলে সবাই আমার দিকে একটু বিশেষ নজর দিতেন। কেন দিতেন তা আজও আমার বোধগম্য নয়। একবার কোত্থেকে যেন পেঁপে আনা হয়েছিল। পেঁপে কেটে আমরা সবাই খাওয়া শুরু করলাম, আর নুরভাই গেলেন হাত ধুতে। দুমিনিট পর হাত ধুয়ে এসে দেখেন যে পেঁপের পেট খালি হয়ে গেছে। ২০০১ সালে জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন স্যার সহকারী অধ্যাপক হবার পর বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন। ২০০২ সালে অতিথি পাখির মত জনাব মো: হাফিজ স্যার প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে ৪ মাস পর আবার ঢাকা ব্যাংকে চলে গেলেন। ২০০২ সালের জুলাই মাসে প্রভাষক পদে যোগ দিলেন জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও জনাব মো: মেহেদী হাসান স্যার। ২০০৩ সালে সাইফুল স্যার এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে ডিসেম্বর মাসে সে জায়গায় তারই আরেক ক্লাশমেট জনাব মো: মাজহারুল হাসান প্রভাষক পদে যোগ দেন। তারা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র এবং বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক। সেসময়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আজও তাদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। আর আমরা তার সহকর্মীরা আজও তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হই। এ কয়েকটা বছর কলেজে আমাদের কিযে আনন্দে কেটেছে তা বলে বোঝানো অসম্ভব। কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে হয়নি। কারণ আমি, আশরাফ, মোস্তাফিজ ভাই, সাইফুল, মেহেদী খুবই রসিক ছিলাম। মেহেদী খুবই জমিয়ে রাখত আমাদের। মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে মার্কেটিং এর সহকর্মী বন্ধুবর দিদার মাহমুদ, ইংরেজীর শামীম ভাই, বাংলার সৈকত, মার্কেটিং-এর মারুফ রেজা বায়রন, জহিরুদ্দীন আরিফ, মুজাক্কিরুল হুদা, লাইব্রেরীয়ান গোলাম কবীর ভাই, অর্থনীতির আবুল কালাম আযাদ বিভাগে অথবা ক্যান্টিনে চায়ের টেবিলে আড্ডা দিতাম। ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১ তারিখে আমি প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করি। ২০০৩ সালে জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান স্যার বিভাগীয় চেয়ারম্যান হলেন। তিনি প্রায় দেড় বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলেন। এরপর আমার দোস্ত কাজী আশরাফুল আলম সহকারী অধ্যাপক হওয়ার কিছুদিন পর ইউনিসা নামক আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে তারা দুজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। মাজাহার স্যার মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চলে গেলে

বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদেন সন্দ্বীপের সন্তান জনাব মো: মাহ্‌ফুজুর রহমান স্যার। প্রায় ৩/৪ বছর চাকুরি করে তিনিও চলে গেলেন ওয়ান ব্যাংকে, রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি। আজও মাহফুজ ভাই ফোন করে আমাদের খোঁজ-খবর নেন। এ কলেজে যোগদান করে কিছুদিন কাজ করার পর বুঝতে পারলাম ঢাকা কমার্স কলেজে কাশে পাঠদান ও পরীক্ষার ডিউটির পাশাপাশি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড রয়েছে। যেমন- বছরে টানা ২মাস গেইট ডিউটি, বছরব্যাপী কেন্টিন ডিউটি ও ফোর ডিউটি, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা, ইলিশ ভ্রমণ, সুন্দরবন ভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ, শিক্ষকদের বনভোজন, টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, চুড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সময়মত কোরআন খানী ও দোওয়ার মাহফিল, বন্যা-দূর্গতদের জন্য ত্রাণ বিতরণ, শীতকালে দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, আন্ত:কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। কলেজের ডিউটি নিয়ে শিক্ষকদের আন্দরিকতা ছিল তুঙ্গে। মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম -এই কোন ক্লাস মিস্ হয়ে যাচ্ছে, অথবা এই পরীক্ষার ডিউটিতে দেরি হয়ে গেল– ইত্যাদি। দীর্ঘ ৭/ ৮ বছর আমি উক্ত মিলাদ কমিটির সদস্য বা আহ্বায়ক ছিলাম। গত ৪/৫ বছর যাবৎ কলেজের ভ্রমন কমিটি, অনার্স ভর্তি কমিটি, ক্রীড়া কমিটি, বার্ষিক ভোজ কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করার বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। জনাব মো: মিরাজ আলী স্যারের ভ্রমন কমিটিতে কাজ করতে গিয়ে বিশেষত ২০০৮ সালের কুয়াকাটা-সুন্দরবন ভ্রমণে প্রথমে "বিশিষ্ট চাঁদাবাজ" এবং ভ্রমণ শেষে গাছ থেকে লাফ দিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে "টারজান" উপাধি লাভ করলাম। এখনও সুযোগ পেলেই বন্ধুবর শরীরচর্চা শিক্ষক জনাব ফয়েজ আহমেদ সুন্দরবন ভ্রমনের মৌসুম এলেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমাকে টারজান নামে পরিচয় করিয়ে দেন। ২০০৮ সালে কলেজ কোয়ার্টারের ১২তলায় বাসা পেয়ে গেলাম। কলেজের সাথেই টিচার্স কোয়ার্টারের ব্যবস্থা ঢাকা শহরে একটা বিরাট ব্যাপার। কলেজ কতৃপক্ষ আমাদের আকর্ষনীয় বেতন-বোনাস-প্রোমশন দেয়ার বিষয়ে সর্বদা তৎপর। বাংলাদেশের যে কোন কলেজের তুলনায় আমরা বেশ ভালো মানের জীবন যাপন করছি। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আমাদের বিশেষভাবে সম্মান করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের অনেক সময় তাদের বাবা-মার চেয়েও বেশী মানে যা আমাকে এ শিক্ষকতা পেশায় খুবই অনুপ্রাণিত করে। পাশ করে যাবার পরেও অনেকেই যোগাযোগ রাখে।

২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সাল আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ২০০৮ সালে প্রথম বারের মত বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলাম। দুটো বছর খুব টেনশনে কাটিয়েছি। কিভাবে এই গুরু দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করব সেটাই ছিল একমাত্র মাথাব্যথা। ২০০৮ সালে ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারকে দ্বিতীয় বারের মত ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের সম্মানীত সভাপতি হিসেবে পেয়ে ধন্য হলাম। তাঁর বিচক্ষণ পরিচালনায় কলেজের সফলতার ভান্ডার ক্রমেই আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

কালক্রমে প্রায় ১৪ টি বছর কেটে গেল। কিন্ত মনে হয় এই সেদিন বুঝি যোগদান করেছি। আমাদের একাডেমিক ভবন সর্বশেষ স্থানান্তরিত হয়েছে একাডেমিক ভবন-২ এর ১১ তলায়। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এর মধ্যে কত সহকর্মী আসলেন চলে গেলেন। কত ছাত্র-ছাত্রী পার করলাম। কারও ভালো-মন্দ মানুষ দেখলাম, চিনলাম। ২০১০ সাল থেকে জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন স্যার বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এখন নিজেদের বিভাগ থেকে পাশ করে বের হওয়া ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আমাদের সহকর্মী হয়েছেন, যা আমাদের বিভাগের আরেকটি প্রাপ্তি বলে আমি মনে করি। এদের মধ্যে জনাব ফারহানা সাত্তার ও জনাব শারমীন সুলতানা সহকারী অধ্যাপক হয়ে গেছেন। প্রভাষক হিসেবে আছেন জনাব মো: মাহবুবুল আলম, জনাব ফাহমিদা ইশরাত জাহান ও জনাব মো: হাসান আলী। এরা প্রত্যেকে তাদের ব্যাচের সেরা ছাত্র-ছাত্রী ছিল। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বিজ্ঞ পরিচালনা পরিষদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ কলেজকে সফলতার চুড়ায় আসিন করেছে। আজ বাণিজ্য শিক্ষার দিকপাল হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজকে সারাদেশে একনামে সবাই চেনে। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সারাদেশে এমনকি সারাবিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে। আর তাই কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর উন্নত মানের শিক্ষাদান ও লেখাপড়ার চমৎকার পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের এ কলেজে পড়তে দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করেন। যাদের আত্মত্যাগ আজ ঢাকা কমার্স কলেজকে ২২ বছরের পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত করেছে কলেজের ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ এ সুনাম ধরে রাখার পালা। আসুন আমরা সবাই মিলে "ঢাকা কমার্স কলেজ" নামক বাগানটিকে আরও বড় প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। আলাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমিন!!!

দ্বৈত সত্তার স্ফূরণ*

শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য, রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরূপ পরিবেশে শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। সৌভাগ্যবশত আমি এই কলেজের প্রথম ছাত্র। ধন্যবাদ সৃষ্টিকর্তাকে, ধন্যবাদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারকে।

লালমাটিয়ায় "কিং খালেদ ইনস্টিটিউট" কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে আমার ক্লাশ শুরু হয়। স্কুল কার্যক্রম চলত সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এবং ২টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলত কলেজের কার্যক্রম। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি যোগ্যতা ছিল ন্যূনতম ২য় বিভাগ। পাঠ বিরতি, ধূমপান ও রাজনীতিকে ভর্তির অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। প্রথম অবস্থায় ভর্তির ফি ছিল ১৪০০ টাকা, মাসিক বেতন ১০০ টাকা। দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক বেতন ছিল ১৫০ টাকা। সর্বমোট ৯৯ জন শিক্ষার্থী প্রথম ব্যাচে ভর্তি হলাম।

কলেজের সকল শিক্ষার্থীকে তিনটি শাখায় বসানো হয় এ, বি এবং সি। যে শ্রেণী কক্ষে আমরা বসতাম এটি কেজি ওয়ান-টুর বাচ্চাদের। লো বেঞ্চিতে বসলে হাই বেঞ্চির উপরে আমাদের হাটু উঠে যেত।

প্রথম ব্যাচে যারা ভর্তি হলাম তাদের প্রায় সকলের মতামত ছিল, নতুন কলেজ আসব যাব, আড্ডা মারব আর কী? কিন্তু কলেজের সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা এবং টার্ম পরীক্ষা দিতে দিতে দিশেহারা হয়ে উঠতাম আমরা। তখন মনে হয়েছে এটি জেলখানা, ঢাকা কমার্স কলেজ মানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। কঠোর নিয়ম-কানুন মানতে না পারার কারণে ভর্তিকৃত ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় এবং সবাই পাশ করে।

দেশের নামকরা শিক্ষকদের এক্সপার্ট হিসেবে এনে আমাদের বেশি নম্বর পাবার জন্য বিভিন্ন কৌশল শেখানো হতো, আবার ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মতো পড়ার টেবিলে বসেছি কিনা বা সন্ধ্যার পর কয়টা পর্যন্ত বাইরে থাকে তা দেখার জন্য বাসায় হানা দিতেন শিক্ষকগণ।

এতো কড়াকড়ির মাঝেও শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, শিক্ষাসফর, বনভোজন, নৌবিহার (ইলিশ ভ্রমণ) ও সুন্দরবন ভ্রমণ ছিল মনে রাখার মতো।

আমার প্রিয় শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার অত্যন্ত মোটা একটি বেত এবং ডায়েরী নিয়ে আসতেন। কারবারের পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখাতেন এবং সকলকে লিখতে বলতেন। এরপর মুখস্থ করার জন্য বেত প্রয়োগ। এক পর্যায়ে উত্তরের অনেকগুলো পয়েন্ট সকলের আয়ত্তে চলে আসে।

কাইয়ুম স্যার ক্লাসে আসলে মনে মনে বলতাম, আলাহ আমাকে যেন পড়া জিজ্ঞেস না করে বা পড়া না ধরে। পড়া না পারলেই সেরেছে, মাইর দিয়ে বাবার নাম ভুলিয়ে দিতেন। এখন বুঝতে পেরেছি, মাইরের ফলাফল ইংরেজিতে পাস করা।

জনাব রোমজান আলী স্যার বাংলা পড়াতেন। ক্লাসে ঢুকে সকলের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। কে অনুপস্থিত, কারণ কী, কেন আসে না ইত্যাদি। পরবর্তীতে অভিভাবক ডাকতেন। দরখাস্ত নিয়ে স্যারের কাছে জমা দিতে হবে। বলে দিতেন এই শেষ সুযোগ, পরবর্তীতে টিসি। নামকরণের সার্থকতা পড়াতেন এভাবে "মুখ মানুষের মনের আয়না।" নির্দেশ দিতেন গল্পটি ভাল করে পড়বে, তাহলে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। বাংলা রচনা মুখস্ত না করে বানিয়ে লেখার পরামর্শ দিতেন।

হিসাবজ্ঞানের জনাব আবদুছ ছাত্তার মজুমদার স্যার ছিলেন কলেজের অত্যাধুনিক কম্পিউটার। স্যারের ক্লাসে কোনো দিক থেকে সামান্য শব্দ হলে বলে দিতেন নাম, রোল নং, বাবা কে, ভাই-বোন কত জন, বাসা কোথায় ইত্যাদি।

আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয় ছিল অর্থনীতি। রওনাক আপা ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে দিতেন না অর্থনীতির কাঠিন্য। কঠিন প্রশ্ন হলে চিত্র দিয়ে বিষয়টি সহজ করে বোঝানো ছিল ম্যাডামের কাজ।

বাহার স্যার এর বাণিজ্যিক ভূগোল ক্লাস সকল ছাত্র-ছাত্রী শুনতো মনোযোগ দিয়ে। ক্লাসে মনে হতো বিশ্বের সকল ভৌগোলিক স্থান, মানচিত্র, ডাটা প্রভৃতি মামুলি ব্যাপার। ক্লাসে যা পড়াতেন তা ছিল হাতে লেখা নোট। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী দৈনিক ৩টি ম্যাপ এঁকে আনত স্যারকে দেখানোর জন্য।

শর্টহ্যান্ড টাইপ বিষয় এর শিক্ষক ছিলেন জনাব রফিক স্যার। তিনি এই নতুন ভাষার বিষয়টি অনেক যত্ন করে পড়াতেন। শর্ট হ্যান্ডের একটি শব্দ ছিল Able Able আমাদের সাথে একজন ছাত্র ছিল নাম আবুল, রোল নং ৬৪। আমরা মজা করে ঐ শব্দ Able কে আবুল আবুল বলে ব্যক্ত করতাম। স্যারের ক্লাস সকলের কাছে উপভোগ্য ছিল। আমাদের দ্বিতীয় বর্ষে শর্টহ্যান্ড বিষয়ের হাল ধরলেন আবু তালেব স্যার। স্যারের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ কঠিন বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে রপ্ত করে।

জনাব মাহফুজুল হক শাহীন স্যার অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ইংরেজি পড়াতেন। ছাত্রদের সাথে স্যারের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। যে কোন বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য তিনি এগিয়ে আসতেন।

হিসাববিজ্ঞানের অত্যন্ত তুখোড় একজন শিক্ষক ছিলেন জনাব চন্দন কান্তি বৈদ্য স্যার। পড়ানোর সময় ক্লাসে কোন শব্দ ছিল না, বারবারই মনে হতো স্যারকে কম সময় দেয়া হয় পড়ানোর জন্য। আসলে তা নয়, কীভাবে সময় যেত বুঝতে পারতাম না।

ব্যবস্থাপনার ম্যাডাম ছিলেন কামরুন নাহার সিদ্দিকী। নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে করতেন। নোট করে নিয়ে আসলে অত্যন্ত যত্নের সাথে বেশি সময় নিয়ে দেখে দিতেন।

বাংলা বিভাগের ম্যাডাম ছিলেন ফেরদৌসি খান। পড়ানোর সাথে সাথে গল্প বলতেন। যে কোন সময় দেখা হলেই হাসি দিয়ে বলতেন এখন কি করছ?

আমার পরম সৌভাগ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে ১৬ মে ১৯৯৯ সালে প্রভাষক পদে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করে আমার প্রিয় শিক্ষকদের সহকর্মী হতে পেরেছি। আবার আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও এখন আমার সহকর্মী হয়েছে এ এক অন্যরকম অনুভূতির ছোঁয়া। একটি সুখী পরিবারের মতো আমরা সবাই প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজে অবস্থান করছি।

* **মোঃ মোশারেফ হোসেন :** সহকারী অধ্যপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঢাকা কমার্স কলেজ এলামনি এসোসিয়েশন।

প্রবাহমান*

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি স্মরণিকায় আমার লেখার নাম ছিল, 'বনস্পতির ছায়া'। সেই লেখাটিসহ চিঠি পেলাম বিশ বছর পূর্তির স্মরণিকায় লেখা দেবার জন্য। লেখা চেয়ে এমন চিঠি পেয়ে গৌরব ও সম্মানিত বোধ করলাম। সচরাচর এমন সম্মান মেলে না। ধন্যবাদ জানাই স্মরণিকা কমিটিকে ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে।

'বনস্পতির ছায়া' এর লেখার জের টানতে হচ্ছে আমার বর্তমান লেখাটিতে। এই কলেজে আমার বাবা কবি আতাউর রহমান বাংলা বিভাগে ডিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ক্লাস নিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এই কলেজে আসি। বনস্পতির ছায়ায় লিখেছিলাম, "তার মৃত্যুর চার মাস পর আমি কমার্স কলেজে কাজের সুযোগ পাই। ঠিক যেন রিলেরেসের মতো তিনি তার হাতের কাঠিটা আমাকে দিয়ে গেলেন। তার যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু করতে হলো।"

অর্থনীতি বিভাগে সমাজবিজ্ঞান পড়াতে এলাম। নতুন বিষয় বলে তেমন বইপত্র কলেজে ছিল না। বাবা যখন বাংলা পড়াতেন প্রথমে বাংলা অনার্স বলে বইপত্রের সমস্যা থাকায় বাবা নিজের সংগ্রহ থেকে বই আনতেন। বাবাকে দেখতাম লেকচার তৈরি করতে, ফটোকপি করতে, বই খুঁজতে। অজান্তে এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম, একই কাজগুলো আমাকে করতে হলো।

আমার সমাজবিজ্ঞানের বই দিয়েই ছাত্রছাত্রীদের যাত্রা শুরু হলো। বনস্পতির ছায়ায় "লিখেছিলাম" তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করলেও যোগ্যতা এখনও অর্জন করিনি। তার নামটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি উত্তরাধিকারী হিসেবে যে স্বপ্ন দেখি। বড় এই মানুষটি অনুসরণ করি মাত্র।" তাকে অনুসরণ করার অর্থ একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ শিক্ষককে অনুসরণ করা। একজন শিক্ষকের জীবনের সঙ্গে মিশে গেলাম। সকালে ওঠা, সময়মতো ক্লাসে যাওয়া, শিক্ষার্থীদের পাঠে অনুপ্রাণিত করা এসব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম।

লেখালেখি ভালোবাসতাম, বাড়িতে লেখার পরিবেশ ছিল, সেই সুবাদে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম, নব্বইয়ের দশকে। সুনাম পেয়েছিলাম সাংবাদিক হিসেবে চাকরিও পেয়েছিলাম। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে পেশার সঙ্গতি হয়নি বলে ছেড়ে দিলাম। ছেলের দেখাশোনা, পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে পারি এ ধরনের পেশার কথা বিকল্প হিসেবে ভাবলাম। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে অবসর তাই সে সময়কে কাজে লাগাতে স্কুল কলেজে চাকরি পেলাম। একটি কলেজের কাজ সময়ের অসঙ্গতির কারণে ছেড়ে দিলাম কারণ পরিবারকে সময় দিতে পারছিলাম না। এরপর একটি স্কুলে কাজ নিলাম ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আমার স্কুলে যেতাম। ছুটি হলে ছেলেকে নিয়ে বাসায় যেতাম। এমন সময় কমার্স কলেজে পার্টটাম শিক্ষকতার কাজ পেলাম। মন্দ লাগলো না। ক্লাস নিয়ে চলে আসবো ছেলেকে সময় দিতে পারবো। রাজি হয়ে গেলাম। রাজি হওয়ার আর একটি বড় কারণ ছিল বাবা এখানে আমার জন্য একটি ছায়া তৈরি করেছিলেন, যে ছায়ায় দাঁড়ানোর ইচ্ছা আমি সংবরণ করতে পারলাম না। সেই বনস্পতির ছায়ায় দাঁড়ালাম।

নিজের ছেলের বেড়ে ওঠা আমি দেখেছি। একটি মানুষ কিভাবে বেড়ে ওঠে তার প্রতিটি মুহূর্ত দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাকে সময় দিয়েছি আমি সে সময়টা 'মিস' করতে চাইনি। একজন গৃহিণী মায়ের মতো সন্তানকে বড় করেছি। অনেক দেরিতে এসেছি পেশায়, যখন দেখেছি নিজের জন্য কিছু করতে পারি। গৃহবধু হিসেবে হারিয়ে যাইনি। নিজের নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ঢাকা কমার্স কলেজের হাজারো শিক্ষার্থীর মাঝে বেঁচে আছি। ওদের বেড়ে ওঠা দেখছি। ওদের মানুষ করছি। একজন শিক্ষার্থীর পূর্ণ জীবন দেখছি। পড়া শেষ করছে, চাকরি পাচ্ছে, পারিবারিক জীবন শুরু করছে। ভালো ফলাফল করছে, ভালো চাকরি পাচ্ছে তারা জানাচ্ছে। আমার ছোট্ট পরিবার থেকে বাইরে পা ফেলে আমি একটি বড় পরিবারের সদস্য হলাম। হাজারো শিক্ষার্থীর ভালোবাসা আর সম্মান পেলাম।

উৎসবে আনন্দে তারা খোঁজ নেয়, অসুস্থ হলে, ক্লান্ত হলে, বিষণ্ন হলে ওরা বোঝে সবার আগে। তখন মনে হয় বৃথা সময় ব্যয় করিনি। আমার সন্তান আর কলেজের সন্তানদের মাঝেই আমার বেঁচে থাকা।

মহাকালের জীবনস্রোতে যুক্ত হয় স্রোতস্বিনীর নানা প্রবাহ। নিরন্তর বয়ে চলে সে প্রবাহ। একজন দার্শনিক বলেছিলেন, "কেউ কখনো একই নদীতে দুবার পা ফেলতে পারে না।" কেননা প্রতিনিয়ত বয়ে চলে নতুন স্রোত। আপত স্থির অথচ প্রতিনিয়ত নতুন স্রোতধারার সঙ্গে বয়ে চলেছি আমরা।

* **শবনম নাহিদ স্বাতী :** সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

গৌরবময় ২০ বছর*

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি মডেল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। মাঝারি মানের একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী যে প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে সর্বোচ্চ ফলাফলে সচেষ্ট হতে পারে তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। চরম অনিয়মের দেশে যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ম কানুনে অকাট্য এবং অনুকরণীয় তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ বছর পুর্তি উপলক্ষে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। আলাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় ছাত্র এবং শিক্ষক উভয় অবস্থায় ঢাকা কমার্স কলেজকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। কলেজের নিয়ম কানুন এবং পাঠদান পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে আমার অবিভাবক আমাকে এখানে ভর্তি করান। ভর্তির পর দেখেছি একজন সুযোগ্য প্রিন্সিপালের তত্বাবধানে কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠান খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করে। এখানকার নিয়ম শৃংখলা এবং পাঠদান পদ্ধতি এমনই ব্যতিক্রম যে এখান থেকে খারাপ ফলাফল করাই যেন কঠিন।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক হিসেবেও এর প্রশাসনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি এবং করছি তা যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয়। যে নিয়ম শৃংখলার বেড়াজালে কলেজকে এর পরিচালকরা আবিষ্ট করে রেখেছেন তাতে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশিষ্ট থাকার লোভ কাররই সামাল দিতে পারার কথা নয়। আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস কলেজের প্রতিটি শিক্ষক নিজেকে এ কলেজের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে পেরে সম্মান বোধ করেন।
প্রতিটি সৃষ্টিরই কিছু উত্থান পতন থাকে। এদিক থেকেও ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যতিক্রম। সৃষ্টি লগ্ন হতে ২০ বছর পর্যন্ত কলেজটি কখনও তার সুনাম ক্ষুন্ন করেছে একথা কেউ বলতে পারবে না।

পরিশেষে যার নিরলস চেষ্টায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজকের এই অবস্থানে পৌছাতে পেরেছে, যিনি নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে গেছেন সর্বজনাব অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারসহ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত সহকর্মীদের প্রতি গভির শ্রদ্ধা রেখে শেষ করছি।

* **ফারহানা সাত্তার :** সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার কার্যক্রম*

বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কলেজ সৃষ্টি করেছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাঙ্গণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রদানই এর উদ্দেশ্য নয়; বরং জাতিকে কর্মদক্ষ প্রজন্ম উপহার দেয়াও এ প্রতিষ্ঠানের ব্রত।

চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে শিক্ষার সাথে সুশৃঙ্খল সাধনা প্রয়োজন। এইচ.এস.সি. সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণীতে এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ঈর্ষণীয় সাফল্য কলেজের সুশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতির ফলাফল। ঢাকা কমার্স কলেজের দক্ষ প্রশাসনসহ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলের আন্তরিক শ্রম কলেজকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।

১১ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণী কার্যক্রম লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে শুরু হয়। একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা তখন থেকেই। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে লালমাটিয়া থেকে ধানমন্ডিতে ভাড়া বাড়িতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। এ সময় লাইব্রেরির জন্য প্রথমবারের মতো ১টি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং দানকৃত দুই শতাধিক বই নিয়ে শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরি কার্যক্রম। বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মো: রোমজান আলীকে লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১ জানুয়ারি ১৯৯৫ মিরপুরে নিজস্ব ভবনে কলেজ স্থানান্তর করা হয়। প্রথমে কলেজ ভবনের দুই তলায় ১০২ নং কক্ষে ও টিচার্স কনফারেন্স কক্ষে অস্থায়ীভাবে লাইব্রেরির কাজ শুরু হয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বে ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মোহাম্মদ ইলিয়াছ, লাইব্রেরিতে বই ছিল আনুমানিক ১ হাজার। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে মো: ফারুক আহমেদ প্রথম লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছয় মাস লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর এইচ.এম.গোলাম কবীর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং ফৌজিয়া নাহিদ ২০০১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১০ই এপ্রিল ২০০৩ সালে আমি লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সকল উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগারে। এ সকল গ্রন্থাগার সুবিধা একজন পাঠক দু ভাবে পেতে পারেন। তিনি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগার সেবা নিতে পারেন অথবা তিনি বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রন্থাগার বিন্যাসঃ কলেজের একাডেমিক ভবনের চতুর্থ থলায় সুপরিসরে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আরও ৭টি সেমিনার গ্রন্থাগার রয়েছে যা সংশিষ্ট বিভাগের সাথে যুক্ত। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগারসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পৃথক পাঠকক্ষ । এছাড়াও বিশাল স্টক এরিয়া, সার্কুলেশন বিভাগ, একুইজিশন ও প্রসেসিং বিভাগ ও রেফারেন্স বিভাগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মি ঃ ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগারসমূহের সার্বিক কার্যক্রম একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক/ উপ গ্রন্থাগারিক/ গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় । এছাড়াও একজন সিনিয়র ক্যাটালগার, দুইজন গ্রন্থাগার সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন ক্লিনার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত আছেন।

প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্বপ্রাপ্ত এছাড়াও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন গ্রন্থাগার সহকারী।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ ঃ যদিও এটি একটি একাডেমিক গ্রন্থাগার তথাপিও একাডেমিক বই ও প্রকাশনার পাশাপাশি এর রয়েছে বৈচিত্রময় সংগ্রহ, যা যে কোন পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এখানে রয়েছে রেফারেন্স বইয়ের একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ, বিনোদন মূলক বইয়ের সমৃদ্ধ সংগ্রহ, জার্নল-ম্যাগাজিন ছাড়াও এখানে দৈনিক পত্রিকা সমূহ সংগ্রহ করা হয়। এখানে নিয়মিত সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের বইয়ের সংগ্রহ প্রায় ৩১,০০০(একত্রিশ হাজার)। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ১৬৯৮৪। ৮০ শিরোনামের জার্নাল, ৫০ শিরোনামের ম্যাগাজিন ও চারটি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়।

গ্রন্থাগার শ্রেণীকরণ ও ক্যাটালগ ঃ গ্রন্থাগারে বই শ্রেণীকরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিডিসি স্কিম ও সিয়ার্স লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংস অনুসরণ করা হয়।

* **মুহাম্মদ আশরাফুল করিম** : সহকারি গ্রন্থাগারিক

এখানে কার্ড ক্যাটালগ ও সেফ লিস্ট ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বুক ম্যানেজার নামে একটি কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহের একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগ ব্যবহার করা হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ঃ ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। তবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য প্রত্যেককে গ্রন্থাগার কার্ড ব্যবহার করতে হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় ঃ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগার সমূহ কলেজ কতৃকনির্ধারিত ছুটি ও শুক্রবার ব্যাতীত প্রতিদিন সকাল ০৮ টা থেকে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার সেবাসমূহ ঃ বই লেনদেন ছাড়াও ঢাকা কমার্স কলেজ গ্রন্থাগার রিডার্স এডভাইজারি সার্ভিস, রেফারেন্স সার্ভিস, কারেন্ট এওয়্যারনেস সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এছাড়াও শিক্ষকদের জন্য সীমিত পর্যায়ে এস.ডি.আই সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এছাড়াও গ্রন্থাগার ফটোকপি সুবিধা দিয়ে থাকে।

লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন ঃ প্রতিবছর কলেজের নতুন শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত ও উৎসাহিত করতে লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন করা হয়। এছাড়াও সময় সময় গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা হয়।

লাইব্রেরি অটোমেশন ঃ ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সেমিনার গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহের কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ রয়েছে। এছাড়াও বুক ম্যানেজার নামে গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব সফটওয়্যার রয়েছে। গ্রন্থাগারের আরো আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উন্নততর সুবিধাদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে : কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগিং, ডিজিটাল ইনডেক্সিং ও কি ওয়ার্ড সার্চিং, বারকোড রিডেবল ও রাইটেবল চার্জি-ডিসচার্জিং সুবিধা, ইউজার ইনফরমেশন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ ও বিবলিওগ্রাফি।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কলেজ গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির নাম যে সর্বাগ্রে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধ্যক্ষ মহোদয় ও কলেজ প্রশাসনের আগ্রহ ও সুদৃষ্টির কারণে এবং লাইব্রেরির কর্মকর্তা - কর্মচারীদের স্বত:স্ফূর্ত সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ লাইব্রেরি উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলাদেশের একটি অনুকরণীয় আধুনিক কলেজ লাইব্রেরি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই আমাদের প্রচেষ্টা।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় ঢাকা কমার্স কলেজ*

বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়। আর শিক্ষাগত যোগ্যতার ফল পেতে চাই পরীক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান পরিমাপের একমাত্র হাতিয়ার হল পরীক্ষা। যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা পরিমাপ করা হয় সেই কথা চিন্তা করে ঢাকা কমার্স কলেজ পরীক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যাতে করে কোন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভীতি না থাকে সেজন্য প্রত্যেক সপ্তাহে নেওয়া হয় সাপ্তাহিক পরীক্ষা, প্রত্যেক মাসে নেয়া হয় মাসিক পরীক্ষা ও প্রত্যেক ৩ মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পর্ব পরীক্ষা। প্রতি তিন মাসের সবগুলো পরীক্ষার ফলাফলের উপর মেধা তালিকার ভিত্তিতে সেকসন করা হয়। যারা ভাল ফলাফল করে থাকে তারা প্রথম দিকের সেকশনে, যারা খারাপ করে তারা ক্রমান্বয়ে শেষের দিকের সেকশনগুলোতে থাকে। কিন্তু যারা এক বা একাধিক বিষয় ফেল করে তাদের ভর্তি বাতিল পূর্বক কলেজ থেকে TC দিয়ে দিয়ে থাকে। এখানে শুধু পরীক্ষা নেওয়াই হয় না প্রত্যেকটি পরীক্ষা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা উপরে লেখা পড়ে কারও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। এ শাখা একাদশ হতে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত সকল (মাসিক ও পর্ব) পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। প্রত্যেক পরীক্ষা শেষে রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে সেকশন তৈরী করা এই দপ্তারেরই কাজ। এই দপ্তারের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং তাকে সহযোগীতা করার জন্য রয়েছে একজন উপ-সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, দুইজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন গার্ড। আর এই টিমকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে একটি পরীক্ষা কমিটি {একজন আহবায়ক (শিক্ষক)+ এক বা একাধিক সদস্য (শিক্ষক) যারা ১ বৎসরের জন্য দায়িত্ব পান এবং বৎসর শেষে কমিটি পরিবর্তন হয়।

পরীক্ষা দফতরের কাজ

১. পূর্বেই প্রকাশিত ক্যালেন্ডারের পরীক্ষার তারিখ অনুযায়ী কোন পরীক্ষার সময় হলে একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা।

২. বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করা এবং তাদের সহযোগিতায় প্রশ্ন মডারেশন ও Proof দেখার কাজ সম্পন্ন করা।

৩. হল ডিউটির রোস্টার করা এবং শিক্ষকদের ডিউটি তদারকি করা কমিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৪. পরীক্ষার শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে মার্কসিট সংগ্রহ কর।

৫. রেজাল্ট প্রস্তুত হওয়ার পর একাডেমিক কাউন্সিল উপস্থাপন করা ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

৬. পরীক্ষার সময়সূচি তৈরি এবং নোটিশের মাধ্যমে তা ছাত্র-ছাত্রী ও সকল বিভাগকে অবগত করা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের প্রথম দায়িত্ব।

৭. পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য কক্ষসমূহ নির্ধারণ করতে হয়।

৮. সুনির্দিষ্টভাবে আসন বিন্যাস করে তার একটি তালিকা নোটিশ বোর্ডে উপস্থাপন করতে হয়।

৯. উপস্থিতিপত্র, রোস্টার প্রণয়নসহ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়।

১০. প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত কয়েকদিন পূর্বে সংগ্রহ করে কম্পোজ ও ফটোকপি করার পর অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করতে হয়।

১১. যথাসময়ে উত্তরপত্র তৈরি করা এবং কক্ষের আসন অনুযায়ী উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র বন্টন করা।

১২. পরীক্ষা শুরুর পূর্বে হল পরিদর্শককে উত্তরপত্র, প্রশ্নপত্র, টপশীট, উপস্থিতিপত্র ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

১৩. পরীক্ষা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা।

১৪. পরীক্ষা শেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের নিকট থেকে উত্তরপত্র, টপশীট ও সরবরাহকৃত অন্যান্য কাগজ বুঝে নেয়া।

১৫. উত্তরপত্র সংশিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা এবং নির্ধারিত তারিখে মার্কশীট সংগ্রহ করা।

১৬. নির্দিষ্ট তারিখে ফলাফল প্রদান করা।

১৭. ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের দ্বারা মূল্যায়ন পত্রের মাধ্যমে ফলাফল অভিভাবকদের কাছে পৌঁছানো।

১৮. ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেকশন করা।

১৯. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সকল মার্কশীট একত্র করে ফলাফল তৈরি করেন। এবং কমিটির আহবায়কের সহযোগিতায় তা একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত করেন। এ সভার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ অনুযায়ী চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেন। সর্বোপরি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গোপনীয়তা রক্ষা তাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরীক্ষা কমিটি বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর সফলতার সাথে উক্ত কাজগুলো করতে পারেন যদি সেখানে হল

* **সাযযাদ উলাহ মোঃ ফয়সাল :** সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

পরিদর্শকদের সার্বিক সহযোগিতা পান। ঢাকা কমার্স কলেজের সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী হল পরিদর্শন দায়িত্বের প্রতি যথেষ্ট সজাগ। যে কারণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে কখনই বড় ধরনের কোন সমস্যায় পড়তে হয় নি।

পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের জন্য বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। এই পরিদর্শনের কাজ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন ভিজিল্যান্স টিম যারা সংশিষ্ট পরীক্ষা কক্ষসমূহ মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। উলেখ্য, ভিজিল্যান্সগণ কোন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করলে তা পরীক্ষা কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন।

পরীক্ষাসংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

পরীক্ষাসংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবর রক্ষণশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে কখনই কোন রকম ছাড় দেয়ার প্রশ্নই উঠেনি। পরীক্ষাসংক্রান্ত যে কোন অপরাধে কর্তৃপক্ষ কঠোরতার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে যা করা হয় তা হলো হল, পরিদর্শক উপযুক্ত প্রমাণসহ তাৎক্ষণিকভাবে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে লিখিতভাবে জানান। কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত রিপোর্ট ও প্রমাণের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে যে কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে পারেন। অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিবেচনা করে সংশিষ্ট পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে মুচলেকা নিয়ে তাকে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগও দিতে পারেন।

উলেখ্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহকে পরীক্ষাসংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করে।

উত্তরপত্রে কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক, অবাস্তব ও অশালীন কিছু লেখা বা অশালীন কোন চিত্র আঁকা।

পরীক্ষা কক্ষে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ বা কথাবার্তা বলা, আকার-ঈঙ্গিত প্রদান করা বা উত্তরপত্র দেখানো ইত্যাদি।

হল পরিদর্শকের আদেশ অমান্য করা বা উত্তরপত্র তাকে দেখতে না দেয়া।

দূষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা ও নকল করা।

যে কোন কিছুতে উত্তর লিখে আনা।

অন্যের সাথে উত্তর বিনিময় না করা।

অন্যদের পরীক্ষাদানে বাধা দেয়া বা না দেয়ার জন্য প্ররোচিত করা।

কোন কটুক্তি করা বা অশালীন আচরণ করা।

মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে পরীক্ষা দেয়া ইত্যাদি পরীক্ষাসংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলাকে অনেকটা হার্ড ব্রেকের সাথে তুলনা করা যায়। সামাজিক অবক্ষয় আর দুর্নীতির যে চিত্র পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় আজ চোখে পড়ে তা থেকে সমাজকে তথা জাতিকে বাঁচানোর জন্য এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে সকলের কাছে।

২০ বছরের স্মৃতি কথা*

দেখতে দেখতে কেটে গেল ঢাকা কমার্স কলেজের ২০টি বছর। মনে হচ্ছে এইতো সেইদিন যেন এর শুভ সূচনা দেখলাম। যদিও মহাকালের গর্ভে দুদশক সময় তেমন কিছু নয়। অথচ এ দুদশক সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজে তার শুভ সূচনা থেকে শুরু করে পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছে। আসলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এ এক বিরল ঘটনা।

১৯৮৯ সালের পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত হলো কিং খালেদ ইন্সটিটিউটের নার্সারির বাচ্চাদের বেঞ্চ। আবার নৈশ কলেজ না হলেও ক্লাস শুরু হতো বাচ্চাদের ছুটির পর ২.৩০ মিনিট হতে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত। যারা ঢাকা কমার্স কলেজের শুভ সূচনা দেখেননি তাদেরকে তো আর বুঝানো যাবে না এর শুরুর দিকটা। যার শুরুটা হয়েছে মূলধন ১৫৫০ টাকা দিয়ে। আমি ১ জন কর্মচারীসহ মোট ৯ জন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯৮+১=৯৯। ছোট ছোট ৪টি কক্ষের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ABC ৩টি সেকশন আর ১টি কক্ষে বসতেন ও অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারী তথা পরিচালিত হত সমগ্র অফিস কার্যক্রম। যারা এ কলেজের সূচনা দেখেনি তারা ২০ বছর পূর্বের কিঞ্চিৎ বিবরণীর সাথে ২০ বছর পর বর্তমান অবস্থা তুলনা করলেই এর প্রবৃদ্ধির ক্রমহার লক্ষ্য করতে পারবেন।

প্রাথমিক কার্যক্রম : অফিস কার্যক্রমের মধ্যে ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ছিল বিকেল থেকে রাত্র পর্যন্ত। অধ্যক্ষ স্যার আমাকে বলতেন যত রাত্রই হোক ভর্তি ফরম নিতে এসে কেউ যেন ফেরত না যায়। প্রথম কয়েক বছরই রাজধানী জুড়ে কলেজের পোস্টার লাগাতো হতো। বেশির ভাগ রাত্রেই আমরা পোস্টার লাগাতাম। তবে এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্ব রাত্রে ঢাকা বোর্ডের আশেপাশে প্রচুর পোস্টার লাগাতাম। আর সুযোগ পেলেই অফিসের অন্যান্য কাজও সেরে নিতাম।

নবীন বরণ : ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম নবীন বরণ অনুষ্ঠানটি একটি বড় রুমের অভাবে অবশেষে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের ছাদে অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন কলেজের ইউনিফর্ম পরিহিত শিক্ষার্থীকে রজনীগন্ধার স্টিক, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার, কলেজের নতুন ফাইল, কলম আর নেমপেট সহকারে যে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের ধারা শুরু হয়েছে তা এখন চালু আছে। তবে স্মরণীয় এই যে, ২০ বছর আগে এ কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে যে সব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকেই আজ পরলোকে যেমন জনাব শাফায়েত আহমদ সিদ্দিকী স্যার ও ড. হাবিবুলাহ স্যার।

শ্রেণীকার্যক্রম : শ্রেণীকার্যক্রমেও এ কলেজের ধারাবাহিকতা আছে। শুরু থেকেই সাপ্তাহিক মাসিক ও টার্ম পরীক্ষার পদ্ধতি চালু হয়েছে। আর প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার পরই মেধার ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন দ্বারা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সর্বদা লেখাপড়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাখার প্রক্রিয়া এখনও আছে। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ ও টিফিন আর নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি এসবই এ কলেজের ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাকার্যক্রম।

প্রশাসনিক কড়াকড়ি : যার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজে দুদশকে জাতীয় পর্যায়ে দুইবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার অর্জনসহ সর্বদা ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে আসছে। তার মূল চাবিকাঠি হলো প্রশাসনিক কড়াকড়ির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী সবার জন্যই। ক্ষেত্র বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য শোকজ পাওয়া ছিল স্বাভাবিক বিষয়। যার ফলে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে থাকত সদাসতর্ক ও সজাগ। প্রথম শিক্ষক জনাব মো: শফিকুল ইসলাম (চুন্নু) স্যার ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনিই বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজ ও শিক্ষকদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করতেন। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে তখন চুন্নু স্যার ও রমজান স্যার একই বাসায় থাকতেন। একই সময় বাসা থেকে কলেজের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন, পথে কোন কারণে রমজান স্যারের অফিসে পৌঁছতে কিছুক্ষণ বিলম্ব হলে চুন্নু স্যার তাকে Absent করে দিলেন। এতে রমজান স্যার শুধু বললেন আমি Absent হয়ে গেলাম। এতে দেখা গেল কলেজের স্বার্থে প্রশাসন যে কোন নিয়মনীতি প্রয়োগে যেমন দ্বিধা করতেন না, তেমনই এ নিয়ম নীতি সহজে মেনে নিতেও কেউ আপত্তি করতেন না। কারো শোকজ পেয়ে মন খারাপ হলে হাসি মুখে মাহফুজুল হক শাহীন স্যার (যিনি বর্তমানে ইমপিরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ) বলতেন, আর শোকজ পেয়েছতো কি হয়েছে এটা কোন ব্যাপার না। এ কলেজে প্রথম শোকজ আমি পেয়েছি। সুতরাং একদিকে শোকজের জবাব দিবা আর অন্যদিকে শুধু কাজ করে যাবা। শাহীন স্যারের সে সব কথা এখনও মনে পড়ে। আমার বিশ্বাস যতদিন এ কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে ততদিন কলেজের অগ্রগতিও অক্ষুণ্ন থাকবে। ১ম ব্যাচের ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র ৬১ জন। বাকি ৩৮ জনই প্রশাসনিক কড়াকড়ির কারণে টি সি নিয়ে বা ভর্তি বাতিল করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

*আলী আহাম্মদ : অফিস সহকারী ও কলেজের প্রথম কর্মচারী

স্বপ্নের কলেজ : এ কলেজের স্বপ্নস্রষ্টা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারকে আমার কাছে মনে হয় আসলেই উনি একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি। কারণ ভবিষ্যতের যে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একঝাঁক তরুণ শিক্ষক-কর্মচারী পেয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই তিনি তার সহযোগী হিসেবেই পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমিসহ আশা করি সবাই ভাবতেন যে, নতুন কলেজকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কখনো চিন্তা করেননি যে, আমি তো অন্যের কলেজে বা অন্যজনের চাকরি করি। প্রত্যেকেই মনে করেছেন যে, আমি একটি নতুন কলেজ দিয়েছি। আর এ কলেজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাকেই স্ব-উদ্যোগে যে কোন কাজ করে যেতে হবে।

সর্বোপরি মহান আলাহপাকের মেহেরবাণী কলেজের এতবড় নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য কাজ বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া কলেজ পরিচালনা পরিষদ সার্বিকভাবে অধ্যক্ষ স্যারকে সহযোগিতা করেছেন। এ জন্যই বলি অধ্যক্ষ স্যার ভাগ্যবান ব্যক্তি।

ছাত্রী-ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক : ঢাকা কমার্স করেজের প্রথম ছাত্র মোঃ মোশারেফ হোসেন এবং প্রথম ছাত্রী মাসুদা খানম দিপা দুজনই বর্তমানে এ কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তবে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশি। এদের অনেকের নাম এবং রোলসহ এখনো মনে আছে। এরপরও ২/৩ ব্যাচ পর্যন্ত সবার সাথে মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় ছিল। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও আমাদের সাথে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

শিক্ষা সম্পূরক বিষয় : ১৯৯০ সালে এ কলেজের প্রথম বনভোজন হয়েছে গাজীপুর ন্যাশনাল পার্কে। সে বনভোজন ছিল আমার জীবনের প্রথম বনভোজন। এতে দেখেছি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব কিভাবে ফুঠে উঠে। তখন চুন্ন স্যারসহ প্রায় সকলেই ছিলেন অবিবাহিত। তাই যাওয়ার পথে ছাত্ররা মজা করে স্লোগান ধরেছে, ভাবি কেন নেই সাথে? চুন্নু স্যারের ফাঁসি চাই। সে বনভোজনে এতটাই আনন্দ হয়েছে যে, তা সারাজীবন স্মরণে থাকবে। আর প্রথম শিল্প কারখানা পরিদর্শন ছিল মিরপুর BISF কারখনায় সেটাও ছিল আমার প্রথম কারখানা পরিদর্শন। প্রতিটি শাখায় কিভাবে পণ্য কাঁচামাল থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ রূপ নেয় তা হাতে কলমে সেখান দেখিয়েছেন। আসলে এগুলো সকলের জন্য বাস্তবিক শিক্ষা।

এরূপে প্রথমে সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছি ১০ দিনের সফরে একেবারে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। তাছাড়া ১ দিনের জন্য ইলিশ ভ্রমণসহ শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলো কলেজের প্রথম থেকে শুরু হয়ে নিয়মিত হিসাবে এখনও অব্যাহত আছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ প্রতি বছরই হয়ে আসছে।

প্রথম বিদায় অনুষ্ঠান : ১৯৯১ সালের এইচ এস সি পরীক্ষার বিদায় অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই আনন্দঘন পরিবেশে। পরীক্ষার্থীরা দুই বছর ধরে সাপ্তাহিক, মাসিক ও টার্ম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিতে নিতে চূড়ান্ত পরীক্ষা ভীতি সম্পূর্ণ কেটে যায়। পরীক্ষা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। যার ফলে বিদায়ী অনুষ্ঠানের বক্তৃতামালায় আবেগের পরিবর্তে ছিল উৎসবের আমেজ।

প্রথম ফলাফল : এ কলেজের ১৯৯১ সালে এইচ এস সি পরীক্ষার প্রথম ফলাফল প্রকাশে মেধা তালিকায় সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেন মাসুদা খানম নিপা ও ১৫তম স্ট্যান্ড করেন মাহমুদ ফয়সাল খান। এ খবর ক্লাসে পৌঁছামাত্র এ কলেজের নীরব পরিবেশ হঠাৎ মিষ্টি চাই, মিষ্টি চাই শোগানে ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ফলাফলের সে ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান আছে।

জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল : এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার ১৯৯৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা পেয়েছেন। আর কলেজ শুরুর ৭ বছরেই ১৯৯৬ সালে প্রথম বার এবং ১৩ বছরের মাথায় ২০০২ সালে দ্বিতীয় বার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। যা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শত বছরেও সম্ভব হয় না।

পরিবর্তনের কথা*

২০০৫ সালে এইচ.এস.সি পাশ করে মফস্বল থেকে ঢাকা আসলাম। ভর্তি হলাম ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগে। নতুন করে ঢাকা আসা, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করা, স্নাতক পর্যায়ের পড়াশুনা শুরু, নতুন বন্ধুরা সব মিলিয়ে নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতা।

ভেবেছিলাম ভার্সিটি লাইফটা হবে অন্যরকম পড়াশুনার সাথে কিছুটা উশৃঙ্খলতা থাকবে। নিয়ম কানুনের ধরা বাধা থাকবে না। কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়ে সে আশায় গুঁড়েবালি। প্রাইমারি, হাইস্কুল, কলেজে যে নিয়ম শৃঙ্খলা পেয়েছি তার চেয়ে শতগুণ বেশি নিয়ম শৃঙ্খলা এখানে মেনে চলতে হল। যদি ও চার বছর কলেজের সব নিয়ম কানুন মেনে কোন রকম লাল কার্ড খাওয়া ছাড়াই অনার্স শেষ করলাম তবুও মনে মনে খুব অসহ্য লাগতো। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এই শৃঙ্খলা না থাকলে হয়তো আমি আজ এই অবস্থানে থাকতাম না। এই কলেজের নিয়ম কানুনই আমাকে আমার অবস্থান উন্নয়নে বাধ্য করেছে। আমি যদিও একটি বোকা টাইপের মানুষ তবে প্রাইমারি থেকে ইন্টার মিডিয়েট পর্যন্ত এই বোকামির পরিমাণটা ছিল বেশি। আমি পড়াশুনার সাথে কখনও কোন ও সাংস্কৃতিক/সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলাম না। ছাত্র হিসেবেও যে খুব ভালো ছিলাম তাও না। স্কুল, কলেজে আমার যারা খুব ভালো বন্ধু ছিল তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশ নিত। তাদেরকে সবাই চিনত, এলাকায় ভালো পরিচিতি ছিল। কিন্তু আমার যেন কোন যোগ্যতাই ছিল না। তাদের পীড়া পীড়িতে আমি কখনও কোন কাজে অংশ নিতে পারি নি। কোন কিছুই সম্পর্কে ভালো জানতাম না।

অনার্স পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ভাবলাম, না এবার নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তনটা কীভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছিলাম না। ঢাকা আসার পর সুযোগ পেলেই একা একা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চলে যেতাম। নতুন যা দেখতাম, তাতেই আগ্রহ দেখাতাম, জানার চেষ্টা করতাম, সেখান থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করতাম। ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার তিন মাস পর দেখলাম কলেজে বার্ষিক ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। ভর্তি হওয়ার পর পরই দেখলাম ঐ অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হতে যাওয়া কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রগতির জন্য লেখা চাওয়া হচ্ছে। আমার অন্তত একটা ভালো গুণ ছিল, বই পড়ার অভ্যাস এবং লেখালেখির অভ্যাস। একটা লেখা দিয়ে দিলাম। প্রায় চার হাজার ছাত্র -ছাত্রীর কাছে লেখা আহবান করা হচ্ছে। আমার লেখা ছাপা হবে এরকম আশা খুব জোরালো ছিল না। কিন্তু 'প্রগতি' হাতে পাওয়ার পর দেখলাম ছাপা হয়েছে। প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার একটি ম্যাগাজিন পুরোটা পড়ার আগ্রহ আমার সহপাঠি বন্ধুদের মধ্যে খুব কমই দেখেছি। কিন্তু আমি 'প্রগতি' বাসায় আনার পর পুরো ম্যাগাজিনের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ভালো করে পড়লাম। ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল কার্যক্রম এবং তার ধারাবাহিকতা দেখা কিছুটা অবাক হলাম। ঐ ম্যাগাজিনে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক এস.এম. আলী আজম স্যারের রোটার‍্যাক্ট ক্লাব নিয়ে একটা লেখা দেখলাম। এর আগে রোটারী/রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের নাম জীবনে কোনদিন শুনিনি। স্যারের লেখাটা পড়ে ভালো লাগলো, দুই দিন পর এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য স্যারের সাথে দেখা করলাম। সংক্ষেপে জানতে পারলাম এটি একটি আন্তর্জাতিক ভলান্টিয়ার অর্গেনাইজেশন।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ তার একটা অংশ। শিক্ষিত তরুণরা এতে অংশ নিয়ে নিজের সার্বিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। এরপর স্যার একটা বই ধরিয়ে দিলেন। বাসায় এসে বইটা ভালো করে পড়ে আরও কিছু জানতে পারলাম। পরদিন স্যারের কাছে গিয়ে বললাম স্যার ক্লাবের সদস্য হতে চাই। ক্লাব সদস্যবৃন্দ আমার সম্পর্কে ভালো করে জানলো তারপর আনুষ্ঠানিকতা মেনে ছয় সপ্তাহ পর ক্লাবের সদস্য করলেন। প্রথম প্রথম ক্লাবে আসতে ভালো লাগতো না। কারণ আমি এ সম্পর্কে ভালো করে জানতেই পারিনি। স্যার এবং ক্লাবের অন্য সদস্যরা আমাকে নিয়ে ভালো করে ভাবতে শুরু করেননি। হয়তো ভেবেছেন বোকা বোকা টাইপ একটা ছেলে একে দিয়ে কিছু হবে না। তবে আমার বিশ্বাস ছিল এখানে থেকে আমাকে দিয়ে কিছু হবে। ভালো করে জানতে শুরু করলাম। ক্লাব কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ গ্রহণ শুরু করলাম।

বিগত ১২ বছর পড়াশুনা অবস্থায় যা করতে পারিনি। রোটার‍্যাক্ট ক্লাবে এসে তার সবই করলাম এক বছরের মাথায়। সামাজিক/সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, অনুষ্ঠান পরিচালনা, নেতৃত্ব দান, প্রভৃতি সবই করলাম। রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের সদস্যদেরকে বলা হয়, একজন আদর্শ রোটার‍্যাক্ট যে কোন কাজ করতে পারে। না পারলেও সে শুরু করবে তবে না বলবে না। আজ পাঁচ বছর এই ক্লাবের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে এডিটর, জয়েন্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে। পরিচিতি পেয়েছি সারা

* **ফরহাদ হোসেন বিপু :** ব্যবস্থাপনা সম্মান, চতুর্থবর্ষ পরীক্ষার্থী ২০১০, রোল : এম ৫৭১

বাংলাদেশের ছয় সহস্রাধিক রোটার‍্যাক্টদের মধ্যে। পেয়েছি অগণিত স্বীকৃতি। ব্যক্তি বা উন্নয়নে এখান থেকে যা শিখেছি তা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এখান থেকে যা শিখেছি তা দিইে আজ অনেক গুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করছি। নিজ হাতে দুটো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি।

সামাজিক/সাংস্কৃতিক সংগঠন যে কোন মানুষকে খারাপ পথ থেকে দূরে রেখে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আদর্শ মানুষে রূপান্তর করে। অগণিত সংগঠনের মাঝে আমি মনে করি রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অনন্য। ঢাকা কমার্স কলেজ এবং রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের একটি মিল হল দুটোতেই কড়া নিয়ম কানুন এবং নিয়ম কানুন মেনে চলার ধারাবাহিক প্রবণতা রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই আমাকে বেশী আকর্ষণ করেছে। সর্বোপরি আমার জীবন পরিবর্তনে, জীবনের উন্নয়নে ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব এবং ঢাকা কমার্স কলেজকে।

৪ বছর আগে যে কলেজ বার্ষিকী প্রগতিতে একটি লেখা লেখা প্রকাশের স্বপ্ন দেখেছিলাম ২০০৯ সালে সেই প্রগতির সম্পাদক হয়ে আমার জীবনে পূর্ণতা এলো। এরই ধারাবাহিকতায় আমি জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করেছি। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকাশনা ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হোক এই প্রত্যাশা করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথম দিন*

ঢাকা কমার্স কলেজে আমার প্রথম দিন। কখনো চিন্তাও করিনি কলেজের প্রথম দিন নিয়ে লিখব। জানি না কি লিখছি? শুধু মনের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে যাচ্ছি। ১২ জুলাই তারিখে ছিলো আমাদের Orientation। যাকে বলে পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠান। আমি সেদিনকে কলেজের প্রথম দিন বলবো না। যেদিন আমি কলেজে প্রথম ক্লাস করি, সেদিন ছিলো কলেজে আমাদের প্রথম দিন।

আমাদের কলেজে ক্লাস শুরু হয় দুপুরে। কলেজের Dress টা পরে আমার একদিকে ভয় অন্যদিকে আনন্দ লাগছিলো। আমি আর আমার খালাতো বোন একসাথে কলেজের উদ্দেশে রওনা হলাম নির্দিষ্ট সময়ে। কলেজের সামনে এসে সারিবদ্ধ হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আমাদের কলেজের মেধা অনুযায়ী সেকশন পযধহমব করার পদ্ধতিটা আমার খুবই ভাল লেগেছিলো। আমি ছিলাম তখন ঊ২ তে। আমার বোনকে অ২ তে রেখে আমার ক্লাস খুঁজতে শুরু করলাম আমি। ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি seat plane এর কিছুই বুঝছিলাম না। এতোটা ভয় লাগছিলো যে সামান্য জিনিস বুঝতে পারিনি। এখনো চিন্তা করলে হাসি আসে। তখন প্রথম সারিতে বসা একটি মেয়েকে হাত ধরে এনে বললাম- আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও? সে হয়তো একটু বিরক্ত হয়ে বলল "আমার পাশে।" এই কলেজ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি অগোছালো এবং বিশৃঙ্খল একটা মেয়ে ছিলাম। কিন্তু একজন মালী যেমন তার বাগানকে যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। তেমনি এই কলেজ আমাকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে শৃংখলার বন্ধনে। আমাদের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন সাচিবিক বিদ্যার অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম। স্যার এতই আন্তরিক ছিলেন যে আমি ভয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের ২য় ক্লাস নিয়েছিলেন বাংলার ইসরাত মেরিন ম্যাডাম। আমি তাকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ করে ফেলেছিলাম। যাকে বলে "Have at first sight". মোশারেফ স্যার এতই মজার মানুষ যে বলে শেষ করা যাবে না। যার কথা না বললেই নয়। শ্রদ্ধেয় শামা আহমাদ। সবাই বলে উনি নাকি অনেক কড়া। কিন্তু আমি বলি ম্যাডাম অনেক বেশি ভাল। এ জন্যই আমাদের এতো বকা দিতেন। এরপর Section change হলো। মনটা একটু খারাপই হলো। তবে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। শুধু কলেজের সব Teacher-ই খুবই ভালো। তাই আমি চাই আমাদের বেশি বেশি করে section change হোক। যাতে আমি সব Teacher-দের সাথে মিশতে পারি। এখন আমি ঈও-এ class করি। একটা কথা তো বলাই হইনি যে মেয়ের সাথে আমার ক্লাসে প্রথম দেখা তার নাম তমা। সে এখন আমার ক্লাসেই পড়ে এবং আমার অনেক ভাল বন্ধু। আমার আরও দুইজন ভালো বন্ধু আছে তারা হলো প্রিয়াম এবং পিংকি। ওরা আমাকে পড়াশুনার ক্ষেত্রে অনেক উৎসাহ দান করে। আমি যেহেতু Science থেকে এসেছিলাম, মনে অনেক ভয় ছিলো পারবো তো? প্রথমত আমাদের কলেজের Teacher-রা এতোটাই আন্তরিক যে আমার কোন সমস্যাই হয়নি। দ্বিতীয়ত আমার বন্ধুরা অনেক ভালো। আমার কলেজ এতো ভালো যে আমি লিখে শেষ করতে পারবো না। আর কলেজের প্রথম দিন চাইলেও ভুলতে পারবো না।

* সাথী : শ্রেণী: দ্বাদশ, রোল: ১৮৫১৯

২০ বছর*

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অন্য সব প্রাণীর যে ক্ষমতা নেই আমাদের তা আছে। আমরা ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে বিবেচিত করতে পারি। অন্য সব প্রাণীরা যে কোন একটি বিষয়কে সহজে আয়ত্ত করতে পারে না, আমরা তা সহজে পারি এবং সহজে যে কোন বিষয় প্রতিরোধ করতে পারি। কারণ আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ ও কিছু কিছু মহান ব্যক্তি আছেন যারা আমাদের শিক্ষার সু-ব্যবস্থা করে দেন। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব। সত্যি বলতে তারাই দেশ এবং জাতির কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা হয়ত একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন, কিন্তু তাদের হাতে গড়া এই বিদ্যাপিঠ ও মহৎ কর্ম থেকে যাবে আজীবন। এখান থেকে শত শত ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে একসময় তারা জাতির জন্য অবদান রাখবেন এই সকল প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সমাজের মহান ব্যক্তিরা মহান কিছু করার উদ্যোগ দেন। তাদেরি একজন হলেন 'ঢাকা কমার্স কলেজের' অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। তার জীবনে হয়তো স্বপ্ন ছিল দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য কিছু করে যাবে। সত্যি বলতে মানুষ স্বপ্ন দেখে, আর সকল স্বপ্ন হয় না। কিছু স্বপ্ন বাস্তবেও পরিণত হয়। আমাদের কলেজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী তিনিও তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি শুধু বাস্তবায়ন করে শান্ত হননি, তার মান উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তার এই মহৎ কার্যক্রমে আমাদের সত্যিই অবাক করে দেয়। আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই আমাদের শিক্ষার জন্য মানসম্মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য।

মানুষ জন্মের পর থেকে কোন না কোনভাবে শিক্ষা লাভ করে। মানুষ অপার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার অধিকারী। জন্মের পর থেকে যখন একটি শিশুর মুখে প্রথম বুলি ফোটে মা-বাবা দিয়ে। তারপর মা-বাবা তাকে অ, আ, এবং ক, খ শব্দগুলো শুনাতে থাকে। একসময় দেখা যাবে সে এসব আয়ত্ত করে ফেলেছে। যেমনটি হয়তো আমরা করে এখানে এসেছি।

'ঢাকা কমার্স কলেজ' একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। মাধ্যমিক পরীক্ষা ফল প্রকাশের পর ভর্তি নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম, কারণ ভাল কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হতে পারলে ভাল শিক্ষা ও ভাল ফলাফল করা যাবে না। পরবর্তীতে মা-বাবা ও শিক্ষকের উৎসাহে ফরম নিয়ে ভর্তি হলাম। ঢাকা কমার্স কলেজে। তখন কলেজ সম্পর্কে ধারণাটা আমার শূন্যের কাছাকাছি। প্রথম যেদিন কলেজে পা রাখলাম তখনি মনটা আমার অন্যরকম হয়ে গেল। কারণ আমি ভাল একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পেরেছি। তখন মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা করলাম এই কলেজ থেকে ভাল একটা ফলাফল করে শিক্ষকের মন উজ্জ্বল এবং দেশের মানুষের কাছে আমার কলেজকে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে পরিচিত করব।

'নবীন-বরণ' প্রথমে আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হল। তারপর আমাদেরকে একটি হল রুমে নিয়ে বসানো হল এবং কিছুক্ষণ পর অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপাধ্যক্ষ (অ্যকাডেমিক) আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানালাম। তারপর শিক্ষকদের পক্ষ থেকে একজন বক্তব্য দিলেন। তিনি লেখাপড়া ও ভাল ফলাফল করার সম্পর্কে প্রশাসনও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের বললেন। তিনি আমাদেরকে কলেজে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিলেন। নিজেকে প্রষ্ঠিত করতে হলে এই সকল উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তারপর উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) তার মূল বক্তব্য রাখলেন। তিনি একাডেমি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা দিলেন। তার কথাগুলোর মধ্যেও আমরা অনেক বাস্তবতা খুঁজে পাই। তিনি যে পদ্ধতিতে কলেজ পরিচালনার কথা বললেন তা শুনে কলেজে পড়ার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আসলে এভাবে ছাত্রদের পড়ালেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়।

তারপর সেই মহান ব্যক্তি যিনি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। তিনি ক্রমান্বয়ে কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তার জীবনের কিছু অংশ তুলে ধরেন। তার কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে, জীবনে বড় হতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তিনি আজ অনেক কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে এই অবস্থানে পৌঁছেছেন। তিনি বললেন, প্রত্যেক বছর যখন কলেজের ফলাফল বের হয় এবং সেরা কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয় তার আনন্দের সীমা থাকে না। কারণ এটি তার সারা জীবনের কর্মের ফল। আমরা ভাল ফলাফল করি এটি তার প্রত্যাশা। তিনি আমাদেরকে কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটাতে এবং স্বনির্ভর হতে বলেন। তিনি তার প্রত্যেকটা কথার সাথে এক-একটা যুক্তি দিয়ে গেছেন। যা আমাদের এ সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেভাবে আমাদের আবেগকে তুলে ধরলেন এবং

*মোঃ বিলাল হোসেন : দ্বাদশ শ্রেণী, রোল : ১৯৮৯৭

ঠিক-বেঠিক প্রশ্ন তুললেন। তখনি বুঝতে পারলাম কথাগুলো মিথ্যে নয়। আমরা এখনও কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে আছি, আমাদের সচেতন হতে হবে। তিনি সর্বোপরি আমাদের সুস্বাস্থ্য লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন।

তারপর আমাদের সামনে একটি স্কিনের সাহায্যে কলেজের কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

প্রত্যেক বিভাগের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আমরা পরিচিত হলাম। তারপর কলেজকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখলাম। প্রামাণ্য চিত্রে দেখতে পেলাম কলেজ সৃষ্টি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কিভাবে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই চিত্র দেখে আরও অবাক হলাম রীতিমতো। তাছাড়া কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রতিভাগুলো সবার সামনে তুলে ধরে। শিক্ষার পাশাপাশি তারা খেলাধুলাসহ বিভিন্ন কাজ যেমন লেখালেখির সুযোগ পায়। কলেজের আরেকটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক বছর কলেজ থেকে 'সুন্দর বন' যাওয়া হয়। আমার জানা নেই কমার্স কলেজ ব্যতীত আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এমন ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা। আমাদেরকে প্রকৃতি ও জগৎ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিচ্ছেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমরা এত দূর যেতে পারছি। তাছাড়া 'ইলিশ ভ্রমণ' এরকম আরও অন্য বনভোজনের সুযোগ করে দেয়া হয়। তাতে করে ছাত্ররা লেখাপড়ার প্রতি বেশি করে আগ্রহী হয় এবং এর মাধ্যমে নিজেদেরকে জানতে পারে।

তারপর আমি আমার কলেজের সম্মানিত শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তাদের আচরণ, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ প্রদান দেখে আমি প্রতিনিয়ত অবাক হচ্ছি। পাস করে জীবনে সার্টিফিকেট পাব, কিন্তু এই জগৎসংসার সম্পর্কে জানতে পারব না। কেউতো আগে কখনো এমন উৎসাহ উদ্দীপনা দেয়নি। যা আগে পায়নি তা পেলাম আমি এই কলেজে এসে। আসলে শিক্ষক যে মানুষ গড়ার কারিগর এখন আমি বুঝতে পারি। কলেজে ভর্তি হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি যেন প্রতিদিন তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হচ্ছি। তাদের আদর যত্ন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শুধু আমাকে না সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মুগ্ধ করে। আসলে ভাল ফলাফল করার পিছনে তাদের অবদান কতটুকু তা বাহির থেকে অনুভাব করা যায় না। আজ প্রত্যক্ষ পাঠদানের মাধ্যমে বুঝতে পারছি তাদের অবদান কতটুকু। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই আজ কলেজটি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই আজ তাকে এক নামে চিনে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' নামে। শিক্ষকবৃন্দ সর্বত্রই আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। মূলত তারাই দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষক হচ্ছে সবার ঊর্ধ্বে। তাই আমি তাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করছি।

১৯৮৯ সালের জুলাই-এ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সাইন বোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও ঢাকা কমার্স কলেজ আজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধানমন্ডির একটি ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম শুরু করলেও ১৯৯৩ সালে জমি বরাদ্দ পেয়ে বিল্ডিং নির্মিত হয়। ১৯৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুরে নিজস্ব ১১ ও ১২ তলা বিশিষ্ট দুইটি ভবনে একাডেমি কার্যক্রম শুরু করে। তাছাড়া ১২ তলা বিশিষ্ট শিক্ষকদের ২য় আবাসিক ভবন। ৮ তলা প্রশাসনিক ভবন। ২,০০০ আসন বিশিষ্ট ১টি অডিটোরিয়াম এবং ৮ তলা ছাত্রী নিবাস। উচ্চ মাধ্যমিক ও বি. কম কোর্সে নিয়ে শুরু করলেও ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করে। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ হতে চার বছর মেয়াদি বি. বি. এ কোর্স চালু করে। ১৯৯৮ সালে ৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ প্রায় ছাত্র সংখ্যা ৬,০০০ জন। ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ এবং ২০০২ এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে সনদ লাভ করে।

সর্বোপরি আমি বলতে চাই যে, কলেজের ফলাফল, কার্যকলাপ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, বার্ষিক ক্রীড়া, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ। সত্যিই আমি এই কলেজে পড়তে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে মা-বাবারা এরকম একটি প্রতিষ্ঠান বাছাই করে তাদের সন্তানদের ভর্তি করাবেন এবং লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ দিবেন। 'ঢাকা কমার্স কলেজ' চিরদিন দেশের উন্নয়নে ও শিক্ষার সু-ব্যবস্থা করে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। 'ঢাকা কমার্স কলেজ' 'তোমার সফলতাই জাতির উন্নয়ন' মনে রাখবে।

যে দিন আর আসিবে না*

আমার নাম আসমা-উল-হুসনা সেঁজুতি। মিরপুরের স্বনামধন্য মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সালে এস. সি. সি পরীক্ষা পাশ করেছি। এতদিনের পরিচিত স্কুলটি ছাড়তে খুব কষ্ট হলেও সাথে সাথে নতুন কলেজের নতুন জীবনে পদার্পণ কারর আনন্দটা সেই কষ্টকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভাবতে লাগলাম কোন কলেজে ভর্তি হওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি কলেজের অভাবনীয় সাফল্যপূর্ণ রেজাল্ট, নিয়মকানুন, বাবা-মার ইচ্ছা এবং সর্বোপরি আমার ইচ্ছায় ভর্তি হই এ কলেজে। কলেজটির নাম? মিরপুরের তথা ঢাকার সর্বোৎকৃষ্ট কলেজগুলোর মধ্যে একটি, ঢাকা কমার্স কলেজ। মাত্র কয়েকদিনেই এই কলেজটি এত আপন হয়ে গেছে যা বলার বাহিরে। আমার দেয়া শিরোনামটি দেখে হয়তো আপনারা ভাবছেন যে শিরোনামের সাথে এই কথাগুলোর কোন মিল নেই! তাইনা? কিন্তু একটু পরেই শিরোনামটির মর্ম আপনারা উদ্ধার করতে পারবেন। তো, ভর্তি হওয়ার পর থেকেই অধীর আগ্রহে আমাদের ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি বা নবীন বরণ অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর কলেজে গিয়ে ক্লাস করার জন্য তো ধৈর্য্য প্রায় বাঁধ ভাঙ্গতে বসেছিলো। কিছুদিন অপেক্ষার পালা শেষ করে এলো সেই কাঙ্খিত দিন। ১২ জুলাই ২০০৯ হলো আমাদের নবীন বরণ ও ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান। উত্তেজনা আর আগ্রহের সাথে রওনা দিলাম কলেজে অভিমুখে, কিন্তু সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আরো অনেক অনেক বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ঘটনা। সত্যি বলতে কি, আনন্দ আর উত্তেজনার সাথে কিছুটা উৎকণ্ঠাও ছিলো। কারণ, নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আপন করতে পারবো তো? কিন্তু গিয়ে দেখি আমার স্কুলের আমার বন্ধুরাসহ আরো অনেক পরিচিত শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হয়েছে। আরো অবাক হলাম আমার জন্য স্কুলের বন্ধুরাও এখানেই ভর্তি হয়েছে। ওদের কারো কারো তো আমার সাথে প্রায় দুই, আড়াই বা আরো বেশি বছর পর দেখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি আমার সবচেয়ে পিচ্ছিবেলার বন্ধু, যে কিনা শুধু ক্লাস ফ্লোরে আমার সাথে একসাথে পড়েছিলো তার সাথে দেখা করে, হঠাৎ করেই এই নতুন জায়গাটাকে খুব পরিচিত আর আপন মনে হচ্ছিলো। তো বাইরে থেকেই আমার সেকশন জেনে নিলাম। ঠিক নয়টায় গেট খোলা হলো। ভেতরে গিয়ে কলেজের হলরুম থেকে আমার আইডি কার্ড, একাডেমিক ক্যালেন্ডার, কোর্স পান, একটি ফাইল ও একটি কলম নিলাম যা কলেজ থেকে দেয়া হয়েছিল। এবার আমাদের কলেজের ভিতর দিয়ে নির্মিতব্য-অডিটোরিয়ামের দিকে পা বাড়ালাম। গিয়ে দেখি ওখানে আসল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রবেশ করতেই ওখানে আমাদের সিনিয়র ভাইয়া এবং আপুরা আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিলো। আমি নিচে স্টেজের কাছে একদম প্রায় প্রথম সারিতে বসলাম যেখান থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এর কিছুক্ষণ পরই আমাদের কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ সাহেবের আগমন ঘটল। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান জানালাম। এরপর অতিথিদেরকে সিনিয়র ভাইয়া-আপুরা অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোসহ কলেজ সঙ্গীত, কুরআন তিলাওয়াত এবং আমাদের বরণ করে বক্তব্য পেশ করলেন। এরপর আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ এ. বি. এম. আবুল কাশেম স্যার আমাদের শপথ পাঠ করান। আরো তিনজন শ্রদ্ধেয় স্যার এর বক্তব্যের পর আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যার তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করলেন। মাঝখানে প্রজেক্টরের সাহায্যে একটি বড় পর্দায় আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজের জন্ম এবং শিক্ষক পরিচিতি দেখানো হলো। যেখানে পেলাম একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী স্যারের গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর, যেখানে আমারও গ্রামের বাড়ি। খুবই আনন্দ পেলাম। অধ্যক্ষ স্যার সবার শেষে বক্তব্য প্রদান করেন এবং এর সাথেই আমাদের অনুষ্ঠানও শেষ হয়। এরপর আমরা সারি বেঁধে বের হওয়ার জন্য গেটের দিকে রওয়ানা দিলে আমাদের একটি করে খাবারের প্যাকেট দেয়া হয়। এভাবেই আনন্দের সাথে শেষ হয় আমাদের নবীন বরণ ও ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি অনুষ্ঠান।

এরপরের দিনের অভিজ্ঞতাটা আরো অনেক মজার। এরপর দিন ১৩ জুলাই ২০০৯ ছিলো আমার কলেজ জীবনের প্রথম ক্লাস। যেহেতু আমাদের কলেজের গেট নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই বন্ধ হয়ে যায় আর প্রথমদিনের একটা উত্তেজনা ছিলো তাই দেরী করতে চাচ্ছিলাম না। আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ঠিক তিনটায়। তিনটা বাজার ২০ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম। আমার ক্লাস সাত তলায় ৬০৯ নম্বর কক্ষে। হেঁটে হেঁটেই সাত তলায় উঠলাম। ক্লাসে গিয়ে নিজের সিট খুঁজে নিয়ে বসতেই আবিষ্কার করলাম আমার সেকশন K-1 এ আমরা মাত্র ৭ জন মেয়ে বাকী সবাই ছেলে! একটু অবাক হলাম। যাইহোক, একটু ভয় ও উৎকণ্ঠা কাজ করছিলো আমার মাঝে শিক্ষকদের নিয়ে। প্রথম দিন তো, তাই। আমাদের প্রথম ক্লাশ ছিলো ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট। আমাদের ক্লাশ নিতে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় জনৈক শিক্ষিকা। তিনি অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার এবং পড়ানোর ধরণ আমাকে মুগ্ধ করে এবং হঠাৎই আমি টের পাই আমার আগের সেই ভয়টি কেটে গেছে। ম্যাডাম আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দেন। এরপর কম্পিউটার এবং সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ক্লাস নেন বিজ্ঞ স্যারেরা। বিম্যাডাম এবং স্যারদের ব্যবহার এবং পড়া বুঝিয়ে দেবার স্বকীয়তা আমাকে আরো আকৃষ্ট করে। প্রথম দিন বলে ম্যাডামরা এবং স্যার বেশ কিছু গল্পও করেন। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি এই ঢাকা কমার্স কলেজ ছাড়া আর কোন জায়গা আমার জন্য এতটা আপন ও যথোপযুক্ত হতে পারত না।

পরিশেষে বলতে চাই, যে দিন একবার চলে যায় তা ফিরে আসার নয়। আমার জীবনে ১২ ও ১৩ জুলাই ২০০৯ আর কখনোই ফিরে আসবে না, কিন্তু এর স্মৃতি চির উজ্জ্বলে ভাস্বর হয়ে থাকবে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়। হয়তো কলেজের বার্ষিক বা স্মরনিকায় .।

* **আসমা-উল-হুসনা সেঁজুতি** : দ্বাদশ শ্রেণী

কলেজের সাধারণ জ্ঞান ক্লাস*

ছেলেটির মিথ্যা নাম 'রকিব'। মিথ্যা এই জন্য যে, সত্য বললে তাতে কারও কারও মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। আর সাংকেতিক চিহ্ন দাওয়ার পরিবর্তে মিথ্যা নামের অর্থ হলো এতে কারও কোন বোঝার সমস্যা সমাধান হিসেবে কাজ করবে।

যদিও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা কথার প্রচলন আছে যে, 'নগদ বিক্রি পেটে ভাত, বাকি বিক্রি মাথায় হাত।' আমি ব্যবসায়ী নই। তবুও রকিবের ব্যক্তিগত কথাগুলো বাকি রাখতে ইচ্ছুক। কারণ তার ব্যক্তিগত তথ্য বলতে বাকি রাখার কারণে কারও কারও এখনই মাথায় হাত পরতে পারে।

আমি ছিলাম তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুদের মধ্যে একজন। অন্যদের মুখে বন্ধু মানলেও বাস্তবে মানতো কিনা জানি না। তবে আমাকে সে তার সকল সমস্যার কথা বলতো। আমি তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে না পারলে সময় নিতাম। তার দুঃখ কিংবা সমস্যার কথা সবাই না জানলেও তার পরিবারের দূরাবস্থার কথা জানতো। তাই কেউ তাকে বাড়তি দুঃখ দেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতো না।

যাহোক, কলেজের নিয়ম ছিলো প্রতিদিন পাঁচটি সংবাদ শিরোনাম এবং পাঁচটি করে তথ্য বিচিত্রা লিখে নিয়ে যেতে হবে। এটাকে অভিভাবকসহ সকল শিক্ষার্থীর সম্মতি ছিলো। কিন্তু শিক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে অসম্মতি ও এরকম হোম ওয়ার্ক করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো। তাদের দলের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে আমি কিন্তু একটুও রাগ করবো না।

কলেজে পড়াশুনা করে ভেবে অনেকে নিজেকে বড় প্রকৃতির মানুষ মনে করে। কলেজের বাহিরে বড় প্রকৃতির মানুষ বিবেচনা করে মনে মনে দাবি করলেও কলেজের ব্যাপারে যে কোন রকম কাজে কিংবা আদেশে শিক্ষার্থীরা ভিজা বিড়াল। আমিও তাদের মধ্যে একজন। তাই কলেজের হোম ওয়ার্ক করতে সকলে বাধ্য।

ডাক নাম 'এ্যাপেক্স'। কিন্তু রকিব আমাকে বেশির ভাগ সময় 'জুতা' বলে ডাকতো। আমি এতে কোন রাগ করতাম না। তার অন্য বন্ধু ছিলো আদনান, মোতাহার, শিশির, জোবাইর যাদের নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকা হতো আদা, মোতা, শিশি, জোবা। কলেজে যাওয়ার সময় একটু আগে-পরে সকলের সাথে দেখা হতো। তবে রকিব আমাদের থেকে আলাদা বলে তার সংবাদ শিরোনাম সংগ্রহ ছিলো আমাদের থেকে ব্যতিক্রম।

ঘুম থেকে উঠেই রাস্তার পাশে ব্রাশ করার সময় মাঝে মাঝে শুনতে পেতো, এক ছোট পত্রিকাওয়ালা পত্রিকা হাতে নিয়ে উত্তেজনামূলক একটা শিরোনাম জোরে জোরে পাঠ করতে করতে যাচ্ছে যাতে ক্রেতারা ক্রয়ে বেশি আগ্রহী হয়। রকিব তার কথা শুনে তা স্মরণ রাখতো এবং একটু পরেই সরে গিয়ে তা খাতায় লিখতো।

রকিব আমাকে বাসায় ডাকতে আসতো। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসতো, "আচ্ছা বলতো আজ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিন অথবা ইত্যাদি। আমি উত্তরে বলতাম, "কেন তুই জানিস না, আজ মীর মোশাররফ হোসেনের জন্মদিন অথবা কারও মৃত্যুদিন অথবা ইত্যাদি। সে বলতো, "তুই পারবি কিনা এটা যাচাই করলাম।" তাছাড়া কোন কোন দিন আমি উত্তর দেয়ার পর কোনো কথা বলতো না। যদিও সে এটাতে লজ্জাবোধ করতো, কিন্তু এতে তার সংবাদ শিরোনাম কিংবা সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পেতো। আমার এবং আদনানের বাড়ি একই রোডে। একটু আগে আর পরে। রকিব প্রথমে আমাকে ডাকতো আসতো। তারপর দু'জন গল্প করতে করতে আদনানের বাড়ির দিকে যেতাম তাকে ডাক দেয়ার উদ্দেশে। কখনও কখনও 'আদা' অর্থাৎ আদনান পত্রিকার আশ্চর্য কোন ঘটনা সম্পর্কে বলতো। তার এটা বলার প্রধান কারণ ছিলো আমরা সেই লেখাটা পড়েছি কিনা। এবার রকিবের সংবাদ শিরোনামের পরিমাণ দাঁড়ালো তিনটি। কখনো বা তার চেয়ে কম।

মোতাহার বাসা থেকে আগেই রওনা দিতো। আর আমরা যে রোড দিয়ে কলেজে যাই সে রোডে অপেক্ষা করতো। তাকে দেখেই বলতাম "ইয়ারকি বাদ দে। আজ বাংলাদেশের সাথে শ্রীলংকার খেলা। কি যে হয়?"

রকিব আমাদের সাথে যাওয়ার সময় তেমন একটা কথা বলতো না। কিন্তু কলেজ থেকে আসার সময় পরিমাণ মতো নানারকমের গল্প করতো। কারণ কলেজে যাওয়ার সময় সে সাধারণজ্ঞান আয়ত্ত করতো। কিন্তু আমরা তা বুঝতেই পারতাম না।

একটু সামনেই থাকে 'শিশির' আর 'জোবাইর'। তারা কলেজের পাশে একটি হোস্টেলে থাকে। আমরা যেতেই তারা গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। মাঝে প্রশ্ন করতো, "কেমন আছিস", অথবা "কি খবর"। আরও অনেক কিছু। তবে প্রতিদিন একটি কথা বারবার বলা হতো না। শিশিরের কাছে ইলেকট্রোনিক সামগ্রীর দামের খবর বেশি থাকতো।

* মোঃ এফতে নাফিউল আলম এ্যাপেক্স : দ্বাদশ শ্রেণী, রোল : ১৯৬০১

কোন মোবাইলের দাম কমেছে, কোন ক্যামেরার দাম কমেছে কিংবা পেনড্রাইভের দাম কত? ইত্যাদি। শিশির একদিন বলেছিলো, "মামা! স্যামসাং ডিজিটাল ক্যামেরার দাম মাত্র ৯ হাজার টাকা। আর সেদিন লক্ষ্য করেছি, রকিব তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আমি শিশিরকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো এটা প্রথমআলো পত্রিকা থেকে পেয়েছে। আর এভাবেই রকিবের সংবাদ শিরোনাম ও সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতো।

ও! জোবা'র কথা তো বাদই পরে রইলো। বেশির ভাগ সময় সকালে সে মন খারাপ করে থাকতো। আর মন খারাপের প্রধান কারণ ছিলো সংবাদ শিরোনাম ও সাধারণজ্ঞান না লেখা। যেদিন মন খারাপ থাকতো না সেদিন বোঝা যেতো 'জোবা' সংবাদ শিরোনাম ও সাধারণজ্ঞান লিখে এনেছে। আর যেদিন লিখে আনতো না, সেদিন তাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়া হতো। পরবর্তীতে ক্লাসে তো স্যারের কড়া কথা শুনতেই হতো। দুইদিকের কড়া কথার চাপে 'জোবা' পরে প্রতিদিন সংবাদ শিরোনাম ও সাধারণজ্ঞান লিখে আনতো।

কলেজে এই ধরনের হোমওয়ার্ক দেয়া থাকলেও এটি লেখার প্রধান সুবিধা ছিলো আজকের পত্রিকার শিরোনাম আগামীকালের জন্য লেখা। আর এতে সকলের সুবিধা তো হতোই, রকিবের সুবিধাটা অন্যদের চেয়ে কম ছিলো না। তবে যেদিন সম্পূর্ণ সাধারণজ্ঞান কিংবা সংবাদ শিরোনাম লেখা না হতো সেদিন রকিব ছুটির পরে কলেজের নিচ তলায় এসে পত্রিকা থেকে সেগুলো সংগ্রহ করতো।

কিছুদিন আগে বাড়ি পরিবর্তন ও পর্ব পরীক্ষার পর সেকশন পরিবর্তনের কারণে সকলের সাথে আমার দেখা হয় না। আর সেই দিনগুলোর মত কারও সাথেই আমার গল্প, আড্ডা ও কিংবা ফান করা হয় না। কোথায় যেন একটু শূন্যতা যা আমাকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিচ্ছে। কোথায় যেন একটু ফাঁকা অনুভব করছি যা আমার কাছে আজীবন স্মরণীয়। কিন্তু প্রকাশকের দৃষ্টিতে তা কোন স্মরণীকাতে প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কিনা তা আমার অজানা। তবে সে যাই হোক নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধারণ জ্ঞান ক্লাসের কারণে দৈনন্দিন সংবাদ না জানলে এখন অসুস্থ হয়ে যাই। নাস্তা খাবার মতোই সংবাদপত্র পড়াটাও আমার অনেক শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক আবশ্যিক কাজে রূপ নিয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে কিছু পাওয়া*

১৩ জুলাই ২০০৯। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের একজন ছাত্র। গতকাল ১২ জুলাই ছাত্র শিক্ষক পরিচিতির প্রত্যেকটি কথা মাথায় রেখে এবং কমার্স কলেজের আদর্শ শপথ বাক্য পাঠ করে আজ আমি এই কলেজে এসেছি। এস. সি. সি-তে ভাল ফলাফল না হওয়ায় তেমন ভাল একটা সেকশনে আমার জায়গা হয়নি। সেকশনটি ছিল N-I এবং ৬ষ্ঠ তলা। একটি ছোট্ট ক্লাস এবং ছিল মাত্র ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী। আর তারই একজন ছাত্র আমি। প্রথম থেকে তেমন করে নিজেকে গোছাতে পারিনি। কিন্তু ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকে আমি স্বাভাবিক হয়ে আসছিলাম। আমার জীবনটা ছিল ছোটকাল থেকেই শৃঙ্খলার সাথে বন্দি তাই কমার্স কলেজের সব নিয়মের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তেমন একটা কষ্ট হয়নি। এখানকার শিক্ষকরা খুবই বন্ধুসুলভ এবং এখানকার শিক্ষকদের একটা ভাল গুণ হল তারা সব সেকশনে একইমানের পড়িয়ে থাকেন। আমার ক্লাসগুলো ভাল লাগত, কিন্তু আমি সবসময় স্বপ্ন দেখতাম A1 সেকশনের কথা। কখনো যেতে পারব কিনা। অথবা কেমন করে যেতে হবে, কিন্তু শিক্ষকেরা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করত ভাল করে লেখাপড়া করতে। আর তারা প্রতিদিন যে কাজ দিত তা আমি সাথে সাথে করতাম এবং আমার সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার নাম্বার ছিল NI সেকশনের সবার থেকে বেশি। তারপর আমাদের পর্ব পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৬/১০/০৯। শিক্ষকরা বলতে লাগলেন তোমরা যারা ভাল করে ক্লাসনোট পড়বে এবং নিয়মিত পড়বে তারা ভাল সেকশনে যেতে পারবে। আর আমার সেইদিন থেকে অদম্য পরিশ্রম শুরু হয়। আর আমাদের পর্ব পরীক্ষায় আমি ভালই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। অদম্য ইচ্ছা ছিল ভালো সেকশনে যাব। তারপর একদিন ফলাফল প্রকাশ হল আমি পেলাম G.P.A-4 আর নিয়েই আমাদের N-I সেকশনের বন্ধুরা খুবই খুশী। যে স্যার আমাদের সেকশনে আসে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে সবচেয়ে ভাল ফলাফল করেছে তখন আমি দাঁড়াতাম। আর তখন যে কি একটা আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। একজন স্যার বলেন, যে এটাই আমাদের সাফল্য যে আমরা যখন দেখি পিছনের কোন সেকশন থেকে কোন ছাত্র এত ভাল রেজাল্ট করেছে। আমি এস. এস. সি-তে G.P.A-5 না পাওয়ার যে বেদনা এখন সেকশন A2 গিয়ে আমি অনেক আনন্দ পাচ্ছি। আর আমি মনে করি যে একমাত্র কমার্স কলেজেই খাতার পূর্ণ মূল্যায়ন করে থাকে যা হয়ত বোর্ডের অনেক শিক্ষকরাও পারে না। আর এই সাফল্যের পিছনে আছে আমাদের কমার্স কলেজের সব পরিশ্রমী ও তাদী। আর এটাই হল আমার জীবনে কমার্স কলেজ থেকে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

*মোঃ সাখাওয়াত হোসেন : দ্বাদশ শ্রেণী, রোল: ১৯২৩৩

একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজই*

জীবন সাগরের দু'একটি সোপান পাড়ি দিয়েই এমন একপর্যায়ে আমি এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে আমার আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। ছোটবেলা থেকেই আমি ডানপিটে। লেখাপড়ায় একফোটা মন ছিল না। সারাক্ষণ খেলার মাঠে মন পড়ে থাকত, আমার জীবনের লক্ষ ছিল ক্রিকেটার হব, ব্যবসায়ী হব, জু হব, লেখক হব আরো কত কী? এত আশা নিয়েও লেখাপড়ায় আমার মন বসতো কম। কল্পনার রাজ্যে ভাবতাম কেমনে লেখাপড়া করা যায়। আর সেই আমি এখন নিজেকে চিনতেই পারি না। এখন ভাবি আমি আজ যেই পথের পথিক সেই পথ যদি অনন্তকাল ধরে এমনি চলত... সেই পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন...। আর আমার হারিয়ে যাওয়া এসব স্বপ্নের পুনর্জীবিত হওয়ার মূলমন্ত্র হল ঢাকা কমার্স কলেজ। তিন ভাই, একবোনের মধ্যে আমি তৃতীয়। আমার আগে আছে এক ভাই ও বোন। পরে আছে ছোট ভাই সিয়াম। অথচ আমার মায়ের সবচেয়ে বড় Tension ছিল কেন জানি আমাকে নিয়ে। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষার সাদামাটা ফলাফলের পরও উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্যের আশাই বুক বাঁধতে হয় আমাকে। আর এ জন্যই সুদূর চট্টগ্রাম হতে আমার ঢাকা কমার্স কলেজে আসা। বন্ধুমহলের পরিচিত অন্যতম নাম ছিল আমার। তারা সকলেই অবাক হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজে আমার ভর্তি হওয়া শুনে। কারণ আমি কম জানলেও তারা জানত ঢাকা কমার্স কলেজ কত বিখ্যাত এক পরিবারের নাম। ভর্তির পর আমিও উপলব্ধি করতে থাকি এখন আমি কেমন সম্ভাবনার পথিক! এখন আমি সত্যিই অনুভব করি যে আমিও পেয়েছি ঝিনুকের সন্ধানে এসে মুক্ত। আর এসব কিছুর একমাত্র উৎস হল আমাদের ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার।

কমার্স কলেজে এসে আমার জীবন খুঁজে পেয়েছে তার হারানো তরী। আমি খুঁজে পেতে শুরু করেছি নিজেকে। বাঁধতে শুরু করেছি ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্ন, বাস্তবিক করতে সাহস পাচ্ছি মায়ের স্বপ্নকে। এখানে আমার ভালো লাগার শেষ নেই... জীবনেও কল্পনা করিনি এত পরিশ্রমী ও অসাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার শিষ্য হব আমি। কলেজের শিক্ষকদের অক্লান্ত শ্রম সাধনার পাশাপাশি উপযুক্ত নির্দেশনা, নিজস্ব চেষ্টার ফলে আজ কলেজ জীবনটাকে আমি ব্যাপকভাবে উপভোগ করছি। পড়াশুনাকে এখন একটা শিল্পে পরিণত করেছি। আর এও কি আমার দ্বারা সম্ভব! হবেই না কেন- যে কলেজ শুধু G.P.A-5 প্রাপ্তদের বিবেচনায় না এনে কোনমতে A প্রাপ্তদেরও সুযোগ দিয়েছে নতুন স্বপ্ন বাধার, G.P.A-5 পাওয়ার, তাতো একমাত্র এ কলেজে। আমার দেখায় বাংলাদেশের একমাত্র কলেজ এটিই যেটি বিভিন্ন মানের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অধিকহারে স্বপ্নের জালকে বাস্তবে বুনে। আমার জ্ঞানে বলে এটিই হল 'বাংলাদেশের অন্যতম সুশৃঙ্খল কলেজ যেখানে সকলেই সমান, সকলেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে উপস্থিত থাকে। আর যে ভয়টি ছিল আমার অগ্রগতির পথে বাধা 'পরীক্ষা' সেটিও একমাত্র বন্ধু হয়ে গেছে একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজে এসে। আমার জীবনের সর্বোচ্চসংখ্যক পরীক্ষাও দিয়েছি এ কলেজে। এখন আমার স্কুল জীবনের ক্লাস আর কলেজ জীবনের পরীক্ষা এক। তাই আমিও আজ খোলা আকাশের দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলি–

"ঢাকা কমার্স কলেজ, আমার নতুন পরিবার
তুমি আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি তোমায় ছাড়ব না

ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। আমার ভবিষ্যত জীবন হয়তবা কোন কুয়াশায় ঢাকা স্নিগ্ধ ভোরে, হয়তবা কোন লাল রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলে ঢাকা গ্রীষ্মকালে। কিন্তু তবুও আমি বলব– ঢাকা কমার্স কলেজ আমার অহংকার, আমার গর্ব। ঢাকা কমার্স কলেজ আমার কাছে মায়ের কোলের শিশু। বৃদ্ধ দাদুর চশমা। গায়ের বধূর নকশী কাঁথা। ঢাকা কমার্স কলেজ আমার ঘুম, আমার স্বপ্ন, ভোরের শিশির। তাই আমিও আজ বলতে পারি–

"Impossible is a word which can be found in a fool dictionary".

আর যা কিছু সম্ভব হয়েছে একমাত্র ঢাকা কমার্স কলেজের মাধ্যমে।

* **মোঃ হাবিবুল আলম শিমুল :** দ্বাদশ শ্রেণী, রোল : ২০৫৫৪

Praising of the Teachers of Dhaka Commerce College*

"Dhaka Commerce College" the name of an educational institituion which is enlighten by its own light. It got the popularity, the name, fame by its own hard working. The workers who relentlessly work for the institution is its teachers and students. Though the measurement is belongs the result of the student, but its all credit goes to its teacher. I am a student of the college for season 2009-2011.

Students who admit in this college has their own creativety, they have potential intelegency but they couldn't realise it. They couldn't make the best use of their brain. But the teacher helps them to realise that he/she is the best. He/She has the merit to do a good result or to be a good person.

The teachers of Dhaka Commerce College ar the best. They are very much concerned with their duties. They can't neglect their responsibilities. They are friendly to the students. They have the maturity to handle the undesciplined students and make them desciplined and hard working, also make the best use of their brain.

"Dhaka Commerce College" has more than 100 teachers and they all are highly qualifited and very much professional. They are very friendly with the student inside the college as well as outside. They always want to remain in touch with the student. They wants to share the happiness of the students and also the sufferings of them. They also console us in our bad time. The students are very happy to see that the teachers treats them like a son or daughter. There is a say that, "Good teachers are the future maker of a nation." and I assure if all the teachers of the universe became as friendly as the teachers of "Dhaka Commerce College" the whole world will turn into a heaven. I am proud of our teachers. On this 20th years celebration of the Dhaka Commerc College we the students must committed that we will always salute our honorable teachers, our 2nd parents. May Allah bless this devoted pure and sincere teachers.

* Syed Tanvirul Hasan Niloy : Roll : 20463

কারিগরদের কারিগর*

প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী (কাজী ফারুকী) ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই মহান ও অদৃশ্য স্বপ্নকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় রূপ দিতে দীর্ঘ প্রায় ২২ (বাইশ) বছর ধরে যাঁরা তাঁর বিরতিহীন রথের সাথী হয়ে আছেন তাঁদের বিস্ময়কর কর্মযোগ বলতে গেলে সম্মোহনীর মতো আমরা যারা এখানে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে দিনান্ত কাজ করে যাচ্ছি তাদেরকে আকর্ষণ করেছে। এদিক থেকে কাজী ফারুকীকে ভাগ্যবান হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করা যায়। অবশ্য তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসম্ভব সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা, অদম্য মনোবল, সর্বোপরি সার্বিক স্বচ্ছতা ও সততা সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রশ্নাতীতভাবে উৎসাহিত করেছে। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রশ্ন হচ্ছে এঁরা কারা? এঁদেরকে পরিচয় করে দেয়ার কিছু নেই। এঁরা নিজেরাই তাঁদের পরিচয়। এ সকল মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কিছু লেখা যদিও অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও দুরূহ একটা ব্যাপার তবু তাঁদের সাহচর্যে থেকে তাঁদের কর্মযোগে সিক্ত হয়ে তাঁদেরই সরাসরি নির্দেশনায় কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বিধায় তাঁদের সম্পর্কে মনের অত্যন্ত গভীরে রক্ষিত বেরিয়ে আসা কথাগুলিকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তাঁদের কাছে আমার ঋণের বোঁঝাটা খুব সামান্য হলেও একটু হালকা করার সুযোগটা আমি হারাতে চাই না।

ঢাকা কমার্স কলেজ বিনির্মাণে ফেলে আসা বিগত প্রায় ২২ (বাইশ)টি বছরের সুদীর্ঘ বিরামহীন পথপরিক্রমায় এখন আমরা যেখানে এসেছি সেখান থেকে একটু পেছনে তাকালে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়- কী করে শ্রদ্ধেয় হুদা স্যার, সরওয়ার কামাল স্যার, বাদল স্যার, কাশেম স্যার, আলী আজম স্যার, শাফায়াৎ আহমেদ সিদ্দিকী স্যার, হাবিব উল্লাহ স্যার, তোহা স্যার, লোটাস কামাল স্যার প্রমুখ মহান ও সমমনা ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে একই মন্ত্রে দিক্ষীত হলেন! আমরা তাঁদের সুকঠিন মানসিক দৃঢ়তা দেখেছি। দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিত। সিদ্ধান্তে বজ্রকঠিন অনমনীয় মনোভাব ও সকলের একাত্ম অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আজকে আমি উপভোগ করি ঠিক তখন পাওয়া ভয়ের মতো।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মো: শামছুল হুদা (এফসিএ) স্যার ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। ফারুকী স্যার তখন (১৯৮৯) ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি পেছন থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু হুদা স্যার সদ্য প্রসূত একটি কলেজের বহুবিধ সমস্যা-একজন আনকোরা মানুষ যিনি কখনোই শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন না, কীভাবে ট্যাকল করলেন আমাদেরকে একটুও বুঝতে না দিয়ে- সত্যিই মিরাকল। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনও মাঝে-মধ্যে হুদা স্যার ও বাদল স্যার তাঁদের নিজেদের টাকায় ব্যবস্থা করতেন। আমাদের কখনোই অপ্রাপ্তির প্রকটতা বুঝতে দিতেন না। বরং প্রায়ই ফারুকী স্যারসহ অন্য স্যারেরা বিভিন্ন মিটিং করে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাতেন, উৎসাহিত করতেন। এমন কি আমরা যারা একটু অভাবী ছিলাম- বাড়িতে সাহায্য করতে হতো তাদেরকে টিউশনি ঠিক করে দিতেন। বলতে দ্বিধা নেই- ফারুকী স্যার ও হুদা স্যার আমাকে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন কিন্তু সেই সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় আমাকে বেশি টাকা দিতেন। শুধু তাই নয় বোর্ডের পরীক্ষক বানানো থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা যাতে কিছু অতিরিক্ত পয়সা উপার্জন করতে পারি তার ব্যবস্থা তারা করতেন ও ভাবতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রফেসর মো: শামছুল হুদা ঢাকা কমার্স কলেজে ২ (দুই) বার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ফারুকী স্যার প্রেষণে অধ্যক্ষ হিসেবে ০১/০৮/১৯৯০ তারিখ যোগদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক বার এবং প্রেষণের মেয়াদান্তে ১২/০৪/১৯৯৮ তারিখের পর ২য় বার। ২য় বার যখন হুদা স্যার অধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ ১ম বারের মতো ছোট আকারে হলেও এক ক্রান্তিকাল পার হতে হয়। ক্যাম্পাসে ফারুকী স্যারের অনুপস্থিতি, শিক্ষকদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, ছাত্র বেতন বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে ছাত্র অসন্তোষ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, পরিচালনা পরিষদের চেয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ-এর মেয়াদ শেষ প্রভৃতি কারণে ঢাকা কমার্স কলেজকে একটা সেট ব্যাকের সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যক্ষ করেছি কাজী ফারুকীবিহীন ঢাকা কমার্স কলেজ। অধ্যক্ষ শামছুল হুদার মতো অত্যন্ত সুন্দর ও সাদা মনের মানুষটাকে প্রথম বারের মতো দেখলাম চিন্তিত যেভাবে আমি তাকে কখনো দেখিনি। উপাধ্যক্ষ স্যার প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ স্যারকে দেখলাম নির্ভীক এক কঠিন আত্মার মানুষ

*মো: আব্দুল কাইয়ুম : সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

হিসেবে। ভেতরে ভেতরে কাজ চলছে যোগ্য নেতৃত্ব সন্ধানের ও কাজী ফারুকীকে আবারো প্রেষণে অধ্যক্ষ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজে আনার আর অন্যদিকে প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে কলেজের ফলাফল ঠিক রাখার। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল নিম্নগামী হলো। অবশেষে পাওয়া গেলো যোগ্য নেতৃত্ব। ফলশ্রুতিতে ফারুকী স্যারও অধ্যক্ষ হিসেবে ফিরে আসলেন। ঢাকা কমার্স কলেজে ফিরে এলেন অনেক বেশী গতিময়তায় সিক্ত হয়ে। যাঁর আবির্ভাব ও আগমনে ঢাকা কমার্স কলেজ ফিরে পেলো তার দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি সেই ঋত্বিক মানুষটির কথা প্রসঙ্গ কথায় শেষ করবো না কারণ এধরনের মানুষের শুধু শুরুই হয় শেষ হয় না। প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক! তোমাকে সালাম!!

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আলী আজম স্যার ফারুকী স্যারের সরাসরি শিক্ষক এনসিটিবি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান। পণ্ডিত বলতে যা বোঝায় তিনি তাই-ই। তাঁর জীবনাচার বা লাইফস্টাইলটা সকলের জন্য, আমি মনে করি, একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার হতে পারে। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের প্রায় সকলের শিক্ষকও তিনি। স্যারের সব ধরনের কথা-বার্তাই যেনো প্রশিক্ষণের এক একটা অধ্যায়। তাঁর স্বল্প কথায় কঠিন বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনের ক্ষমতা, বিষয়বস্তু বা আলোচনায় শামিল করার অলৌকিক সম্মোহনী শক্তি, সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি, বিনম্র ব্যবহার, সদালাপ, আন্তরিক মেশামেলা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনা সর্বোপরি প্রশিক্ষণের অভিনব কৌশল তাঁকে, বলতে পারি, আমার মাঝে চির জাগরূক রাখবে। তিনিই ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রথম ক্লাস নেন। সময়টা মনে নেই তবে ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসের পুরো বিকেলটা। ফারুকী স্যার শেষ করেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রশিক্ষণের হাতে খড়ি আমাদের আলী আজম স্যারের হাতেই হয়েছে। আমার কাছে তিনি গুরুর চেয়েও অধিক।

শিক্ষকদের উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষ করে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে ফারুকী স্যার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন। যেমন বোর্ড পরীক্ষার পর বোর্ডের বিষয়ওয়ারি উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাসের পর বিকেলে স্বল্প পরিসরে হলেও দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএসহ বিভিন্ন বিভাগের নামকরা জনপ্রিয় শিক্ষকদেরকে দিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ছোট আকারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা, প্রত্যেক দিন ক্লাস শেষে সকল শিক্ষককে নিয়ে মিটিং করে মত বিনিময় করা, এমনকি ব্যক্তিগত বিভিন্ন ব্যাপারেও খোঁজ-খবর নেয়া, কলেজের সকল কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন কমিটি করে শিক্ষকদের দায়িত্ব বন্টন করে শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ত রাখা ইত্যাদি। যাহোক বলছিলাম প্রশিক্ষণের কথা। ফারুকী স্যারের অমোঘ বাণী 'ভালো শিক্ষক হতে হলে প্রশিক্ষণ ও পাবলিকেসন্স এর কোনো বিকল্প নেই।" জীবনে যেন এটা কখনোই বিস্তৃত না হই।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে নামটি প্রায় প্রবাদসম হয়ে গেছে এবং যে মানুষটি আমাদের মাঝে না আসলে হয়তো বা ব্যক্তি ফারুকী সম্পর্কে খুঁটি-নাটি অনেক কিছু জানা সম্ভব হতো না এবং যাঁর মাধ্যমে জানতে ও শিখতে পারা যে, শিক্ষকতা নিছকই একটি উপভোগ্য বিষয়, তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক ড. প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ। তাঁর বাচনভঙ্গি, শেখানোর কৌশল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, মুভমেন্ট, অভিনয়, ইন্টার অ্যাকশন, ফিডব্যাক, সেন্স অব হিউমার, পাঠ পরিবর্তন করে অন্য আলোচনায় যেয়ে এক ঘেয়েমি কাটিয়ে আবার পাঠে ফিরে আসার কৌশল, বয়সটাকে প্রশিক্ষণার্থীদের স্তরে নামিয়ে এনে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া, মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি তাঁর মতো এত সুন্দর ও সাবলিলভাবে অন্য কারো কাছ থেকে শিখতে পারিনি। সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজিত যেকোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে হাবিব উল্লাহ স্যারের উপস্থিতি ছিলো অনিবার্য। সময়টা যে কীভাবে চলে যেতো বুঝতেই পারতাম না। আমি তাঁর ক্লাসে শিক্ষকতা সম্পর্কে যত শিখেছি অন্য সকল কিছুকে একত্র করলেও তার ধারে কাছে আসবে না। আমার শিক্ষকতা জীবনের এই ২২ (বাইশ) বছরেও হাবিব উল্লাহ স্যারের দেওয়া প্রশিক্ষণের অনেক কিছু এখনো পর্যন্ত আয়ত্ব করতে পারিনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফারুকী স্যারের কল্যাণে হাবিব স্যারের মতো এক জ্ঞানতাপসের সাথে শিক্ষতা জীবনের প্রারম্ভেই দেখা হয়ে গেলো। আর এই দেখা হয়ে যাওয়াটা যে কত বেশি প্রয়োজন ছিলো তা এখন অনুভব করি যখন অন্যের আমিকে অন্যের সাথে মিলাতে যাই। তিনি ফারুকী স্যারকে বলতেন ঘাড় ত্যাড়া ফারুকী। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এক সভায় বলেছিলে, "সংগঠক হিসেবে ফারুকীর কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। আপনাদের সৌভাগ্য বলতে হয় যে, এরকম একজন শক্ত সংগঠকের নেতৃত্বের পাল্লায় পড়েছেন

শিক্ষকতা জীবনের প্রথমেই।" তাঁর এই মন্তব্যের জন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে কী মাত্রায় উন্নীত হলো তা ভাষায় প্রকাশের নয়। প্রফেসর হাবিব উল্লাহ খাতা-কলমে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের কেউ নন কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে যাঁরা সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত তাঁদের সকলের গুরু। তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আমরা যারা প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক তাদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি আর নেই কিন্তু তিনি আমাতে মৃত্যুহীন। তাঁর জন্য আমি আমৃত্যু দোয়া করে যাবো।

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রদ্ধেয় এ এফ এম সরওয়ার কামাল তখন ডেপুটি সচিব যখন আমরা তাঁকে পেয়েছি। স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির এ মানুষটিকে প্রথম প্রথম একটু ভয় পেতাম। সরকারি কাজ কর্মের বিশাল স্তূপে চাপা পড়া এই দায়িত্বশীল কর্মযোগী সরকারি কর্মকর্তা শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সকল অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের উৎসাহিত করেছেন আমাদের নিয়মিত খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কলেজের প্রতি তিনি কত যে একাত্ম ছিলেন তার পরিচয় মেলে যখন আমরা দেখেছি, সুদূর জাপানে ইকোনোমিক মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করার ফাঁকে টেলিফোনে ফারুকী স্যারের থেকে কলেজ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করতে। তিনি অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতেন কিন্তু কলেজের প্রয়োজনে তিনি যত কষ্ট হোক না কেন যথা সময়ে উপস্থিত হতেন। তাঁর মতো এত বড় এক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার একটা অখ্যাত কলেজের জন্য এরকম কষ্ট স্বীকার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অনুভব করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কষ্ট ভুলেছি।

কর্মযোগী এই মানুষটির কর্মের প্রতি যে অকুণ্ঠ আনুগত্য তার ফলাফলও আমরা দেখেছি। উন্নতির প্রতিটি স্তরে কলেজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও মমত্ববোধ সত্যিই বিস্ময়কর। কলেজটিকে মনে হয়েছে তাঁর সন্তানের মতো। তিনি যখন প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষ পদে অর্থাৎ তিনি সচিব পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন তখনো দেখেছি তিনি সরকারের বিভিন্ন বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা এমনকি মাননীয় সাংসদ ও মন্ত্রী মহোদয়কে রীতিমত দাওয়াত দিয়ে কলেজে এনে কলেজের কাজকর্ম ও বিভিন্ন পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফলের শ্রেষ্ঠত্ব ব্রিফ করেছেন। কোনো আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি এটা করেননি। শুধু এই মেসেজটাকে তাঁদের মতো কর্তা ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে চরম অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতাও মাথা নত করতে বাধ্য হয়। বোঝাতে চেয়েছেন সততা, নিষ্ঠা ও কর্মযোগ যদি একই ধারায় বহমান থাকে তবে ঢাকা কমার্স কলেজের মতো অজস্র প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়া সম্ভব এবং এই কাজে তাঁদের মতো জনপ্রতিনিধিত্বশীল মহামান্যদের সামিল হওয়া প্রয়োজন। আর এটি হলেই বাংলাদেশকে আর খুব বেশি পথ হাটতে হবে না। তখন খারাপ লাগতো স্যারেরা আমাদের সার্বক্ষণিক কর্মব্যস্ত রাখতেন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আজ অনুভবে আসে তখন যদি স্যারেরা এইসব কর্মসূচি হাতে না নিতেন তবে ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচিতি এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো না। আর আমরাও আপামর সর্বসাধারণের কাছে এত শিগগির পৌঁছাতে পারতাম না। এভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে যে যার মতো সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কীভাবে কলেজটাকে একটি আকর্ষণীয় ব্যতিক্রমী ও জনকল্যাণমুখি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায় এবং এই চিন্তা-মননে অন্যদেরকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ ও একীভূত করা যায়। সরওয়ার কামাল স্যার এদিক দিয়ে আমি মনে করি অন্যদের থেকে নিজেকে একটু অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং একই সাথে কলেজকে দিয়েছেন বিশাল পরিচিতি ও সমৃদ্ধি। নিজেকে রেখেছেন সব সময় অন্তরালে।

ভাবতে অবাক লাগে এই মানুষটি যখন দুই মেয়াদে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান হিসেবে কলেজটির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখনো তিনি আগের সেই সরওয়ার কামালই রয়ে গেলেন। একটুও পরিবর্তন দেখা গেলো না। আগের তুলনায় তাঁকে আরো সহজ ও কাছের মনে হতে লাগলো। আমার নিজের ভয়টাও যেনো কোথাও পালিয়ে গেলো। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে পুরো একটি বছর তাঁর সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তিনি যে কোনো আলোচনায় শিক্ষকদের পালসটা জানতে চাইতেন। বেশি জানতে চাইতেন কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই আমরা সব সময়ই ফলাফলমুখি। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলে স্যারের মেয়াদেই কলেজ তার শ্রেষ্ঠ রেজাল্ট উপহার দিয়েছে এবং আমার জানা মতে বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে প্রথম বারের মতো শিক্ষকদের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক বোনাস ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তা কার্যকরও করা হয়। যুগান্তকারী এই ঘটনাটি ঘটে ২০০৮ সালে যেবার ৫১৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়।

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আপোষহীনতাও সরওয়ার কামাল স্যারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গুণগত বৈশিষ্ট্য। কলেজের সার্থে প্রয়োজনে তাঁর আপোষহীন ভূমিকাও বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত

নেয়ার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা কলেজকে অনেক উটকো ঝামেলা থেকে নিরাপদ রেখেছে যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে হয়ে গেছে এক অনুকরণীয় অবিচল দৃষ্টান্ত। নিরসন হয়েছে দীর্ঘদিনের লালিত ভুল বোঝাবোঝি। অনেক ক্ষেত্রে কমেছে পারস্পারিক দূরত্ব। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-হীনতার অভিশাপে কলেজকে সিক্ত হতে হয়নি কখনো। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক বিরল উদাহরণ হয়ে থাকলেন ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন সচিব এবং পর পর দুই মেয়াদে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল। কলেজের প্রয়োজনে এমন নিবেদিত প্রাণ, নির্লিপ্ত মহাত্মার উদয় হয় একবার, রেখে যান সৃষ্টিশীলতার অম্লান স্বাক্ষর যেখানে ত্যাগই শ্রেষ্ঠত্বের ঝান্ডাবাহী অনাগত পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত অবিস্মরণীয় অগ্রদূত যাকে ধারণ করতে হয় অন্তরে যা প্রকাশিত হয় কর্মে ও নিঃশেষ হয় সৃষ্টিতে। বর্ণনায় যার প্রকাশ একেবারেই অসম্ভব।

ঢাকা কমার্স কলেজ সৃষ্টির সাথে একাত্ম আর এক মহান পুরুষ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)। কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যতগুলো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যতদূর মনে পড়ে কাশেম স্যার কখনোই কোনো সভায় অনুপস্থিত থাকেন নি। স্যারের সময়জ্ঞান ঈর্ষণীয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে থেকেও তিনি নিরলস ও অবিচলভাবে কলেজকে সেবা দিয়ে গেছেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাষী সহজ-সরল ও কাজ পাগল এই মানুষটিকে আমরা সব সময় দেখেছি কলেজের আর্থিক বিষয়াদি দেকভাল করতে। স্যারের যে বিষয়টি আমাকে বেশি উৎসাহিত করেছে তা হচ্ছে যেখানে যাকে যে কথা বলা প্রয়োজন একটুও দেরি না করে তিনি তাকে তখনই সেই কথাটি সামনা-সামনি নির্দিধায় বলে দিয়েছেন। কাউকে পেছনে সমালোচনা করতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।

কলেজের প্রয়োজনে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এই কৃপণ মানুষটি যেকোনো কাজে আমাদের সাথে সব সময়ই থেকেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভাবীকেও ছাড় দেন নি। স্যারের অসম্ভব কৃপণ স্বভাব কিন্তু আমাদেরকে মিতব্যয়ী হতে শিখিয়েছে। কাশেম স্যারের মিটিংগুলি প্রায়ই আপ্যায়নহীনভাবে শেষ হতো। অবশ্য স্যার সময় বিবেচনা করে সভা ডাকতেন যখন কেউ খেতে চায় না। এটা নিছক একটা ফান ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তাঁর মতো মানুষ যদি সেই সময় আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ না করতেন তাহলে আজকের এই ঢাকা কমার্স কলেজের মহীরুহ রূপ হয়তো বা আমরা এভাবে নাও পেতে পারতাম। কলেজের একটি পয়সাও তিনি যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকেও দিতেন না। কাশেম স্যার উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজে যোগদান করেন .....। কাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও উন্মাদনা আমাদের উৎসাহিত করেছে। প্রতিদিন কলেজে আসার পর থেকে বিকেল/ সন্ধ্যায় চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনোই দেখেনি স্যার দু'এক মিনিটের জন্য কারো সাথে গল্প করছেন। গল্প করলেও সেটা কাজের গল্প। সার্বক্ষণিক তাঁকে কাজের ভেতরে ডুবে থাকতে দেখেছি।

কলেজে সৃষ্ট টুকিটাকি জটিলতার বেশির ভাগই স্যারকেই হ্যান্ডেল করতে দেখেছি। বিশেষ করে ভর্তির সময় ভর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন লেভেল থেকে যে অপরিসীম চাপ আসে বিশেষভাবে রাজনৈতিক চাপ, স্থানীয় চাপ, আঞ্চলিক চাপ, আত্মীয়-স্বজনদের চাপ, সামাজিক চাপ ইত্যাদি অধ্যক্ষ স্যার, উপাধ্যক্ষ স্যার প্রয়োজনে পরিচালনা পরিষদের পরামর্শক্রমে অত্যন্ত সুকৌশলে ম্যানেজ করতেন। শিক্ষকদের পর্যন্ত এই সমস্ত জটিলতা কখনো পৌঁছাতো না। আমাদেরকে শিখিয়েছেন কীভাবে এগুলো মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু সম্পৃক্ত করেন নি।

বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেইল করা শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ও পরীক্ষায় নকলকারী শিক্ষার্থীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ভর্তি বাতিলপূর্বক কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিস্কৃত এ সকল শিক্ষার্থীর চাপ সামলানো আরো দুর্বিসহ। এখানে মানবিক ব্যাপারটা মাঝে মধ্যে এত প্রকট হয়ে দেখা দেয় যে সেটা অনেক সময় কলেজের প্রচলিত রীতিনীতিরও বাইরে চলে যায় এবং যেটা অনেকটা সামাজিক সমস্যায়ও রূপ পরিগ্রহ করে। সেখানেও দেখেছি কাশেম স্যার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (এ্যাকাডেমিক), শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়ক, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীকে একত্র করে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এসব জটিল ও দুরূহ সমস্যাকে মুন্সিয়ানার সাথে ট্যাকল করেছেন। স্যার উপাধ্যক্ষ হিসেবে কলেজে আসার পর অধ্যক্ষ ফারুকী স্যারের কাজের চাপ বহুলাংশে লাঘব হয়।

জনাব আহমেদ হোসেন বাদল স্যার বলে আমাদের পরিচিত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার আর এক মহানায়ক। স্যারের শারীরিক গঠন, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিনম্র ব্যবহার, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, অসম্ভব মিতাচার ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী আমাদের সকলের প্রিয় ও

অত্যন্ত কাজের মানুষ বাদল স্যার ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমতো বটেই আমাদের কাছেও অন্যদের থেকে একটু আলাদা। স্যার অসম্ভব জনপ্রিয়। প্রিয়ভাষী এই মানুষটি জনপ্রিয়তায় অতুলনীয়। অথচ আমরা যারা সাধারণ শিক্ষক তাদের সাথে স্যারের মেলামেশা একেবারেই অত্যন্ত। এমনকি আমরা অনেকেই তাঁকে চিনি না। কিন্তু নামে তিনি বহুল পরিচিত। শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি ও জিবিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে আমি তিন টার্ম কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বিধায় স্যারের সাথে মাঝে মধ্যে দু'একটা বিষয়ে শেয়ার করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মানুষ যে কত ভদ্র হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাদল স্যার। আমার শিক্ষকতা জীবনের ২২ (বাইশ) বছরে আমি কখনোই তাঁকে কারোর মনে কষ্ট লাগার মতো কোনো কথা বলতে শুনিনি। শুধু তাই নয় কোনো বিষয়েই তিনি নেতিবাচক ছিলেন না।

ব্যক্তি জীবনে বাদল স্যার একজন ব্যবসায়ী। এখানেও তিনি সফল। জনশ্রুতি আছে তাঁর প্রতিষ্ঠানেও তিনি আমাদের মত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজে তিনি কোনো প্রশাসনিক কাজে জড়িত ছিলেন না বলেই তিনি অন্যদের মাঝে বেশি জনপ্রিয়- একথা ধোপে টিকবে না। তিনি বাদল স্যার- সর্বত্রই তিনি একই- কোথাও তিনি অন্যরকম নয়। আমরা আসলে ভাগ্যবান কারণ জীবনের শুরুতে বাদল স্যারের মতো এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আমাদেরকেও ভালো হওয়ার অনুশীলনে নিয়মিত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে। জানিনা কিছু নিতে পেরেছি কী না।

যেকোনো আলোচনায় শিক্ষকদের বিষয়টা যখন উঠে আসতো তখন দেখেছি তিনি শতভাগ ইতিবাচক কথা বলতেন। যাকে বলে হোল হার্টেড সাপোর্ট। দু'একজনের পক্ষ থেকে যুক্তিসংগত কিছু আপত্তি যে উঠতো না এমনটি নয়। কিন্তু বাদল স্যার সবকিছুকে শ্রদ্ধার সাথে নিয়ে শিক্ষকদের ব্যাপারে অনড় থেকেছেন। ফারুকী স্যার শিক্ষকদের প্রাপ্তির পথ খুঁজে সেটাকে জিবিতে বিল আকারে উপস্থাপন করতেন এবং সেটাকে বাস্ত-বায়নের জন্য জিবির সম্মানিত সকল সদস্য সব সময়ই ইতিবাচক ছিলেন এবং আছেন কিন্তু বাদল স্যারের উপলব্ধিটা কেনো জানি না আমাকে একটু অন্যভাবে নাড়া দিয়েছে। হতে পারে তাঁর অসম্ভব ভদ্র আচরণ ও অসাধারণ সহমর্মিতা।

দরিদ্র তথা দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতায় তিনি আরো একটু আলাদা। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বছর প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীকে অর্ধ ও বিনাবেতনে পড়াশুনোর সুযোগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা বিনাখরচে কলেজ ডরমেটরিতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজে তারা বিনা বেতনে লেখা-পড়া করছে ঠিকই কিন্তু ডরমিটরিতে থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয় অন্যভাবে। ফারুকী স্যার এই দরিদ্র-মেধাবী সহায়-সম্বলহীন শিক্ষার্থীদেরকে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের স্ব-স্ব স্কুলে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে এনে ঢাকা কমার্স কলেজে সম্পূর্ণ বিনা খরচে (থাকা-খাওয়া, লেখা-পড়া, লেখা-পড়ার সামগ্রী ও কাপড়-চোপড় সম্পূর্ণ ফ্রি) লেখাপড়ার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য "দারিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থী কল্যাণ নামে একটি যাকাত ফান্ড" সোশাল ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছেন। এই ফান্ডে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে যার মত কন্ট্রিবিউট করছেন। জিবির মাননীয় সভাপতিসহ সম্মানিত অন্যান্য সদস্যও নিয়মিতভাবে এই ফান্ডে কম-বেশী যাকাত দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের ভেতর এমন একজন আছেন যিনি নিরলসভাবে সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে এই ফান্ডের আওতায় শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতায় উদারহস্তে অকৃপণভাবে অর্থ যোগিয়ে যাচ্ছেন এবং এদের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখছেন তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় ও পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব ওই বাদল স্যার। তবে এ ব্যাপারে সবার অবদানকে আচ্ছাদিত করে আমাদের সকলের অভিভাবক ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী যাঁর অবদান লিখতে গেলে কয়েক বিশ্বকোষেও শেষ হবে না।

ফান্ডে যে একেবারে টাকা নেই তা নয়। আমি ফারুকী স্যারকে বললঅম "স্যার ফান্ডের টাকাতো প্রায় শেষের দিকে। টাকা যোগাড় দেওয়াতো প্রয়োজন।" স্যার বললেন, "চিন্তা করো না। এ ফান্ডের টাকা কখনো শেষ হবে না যতদিন সততার সাথে এটাকে হ্যান্ডল করবে। এটা কেমনে চলবে তুমি টের পাবে না।" যাহোক স্যার আমাকে একটি সেলফোন নাম্বার দিয়ে বললেন, "তুমি বাদলকে ফোন করে বললেই হবে।" আমি এবং আমার এক সম্মানিত সহকর্মী জনাব মো: বাহার উল্যাহ ভূঁইয়া বাদল সারের সাথে যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সন্ধ্যার পর স্যারের বাসায় গেলাম তখন স্যার বাসায় ফেরেননি। আমাদের যাওয়ার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে ফ্ল্যাটে গাড়ি

নিয়ে ঢুকলেন। গাড়ি পার্কিং এর সময় আমরা তাঁর নজরে এলাম।

আমরা কেনো বাইরে অপেক্ষা করছি এর জন্য তিনি ভীষণ মন খারাপ করলেন এবং আমাদের নিয়ে সরাসরি বাসায় চলে গেলেন। চেঞ্জ না করে আমাদের সঙ্গে ড্রইং রুমে বসে পড়লেন। সারাদিন অফিস করার পর বাসায় এসে চেঞ্জতো করলেনই না উপরন্তু কলেজ সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজ-খবর নিলেন বিশেষ করে ডরমেটরিতে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা-২০১১ নাগাদ কী পরিমাণ টাকা লাগতে পারে তা জানতে চাইলেন। তারপর মোটা অংকের এক বান্ডেল টাকা দিয়ে বললেন, "যত টাকা লাগে আমরা দেবো আপনারা দেখবেন ওদের যেনো কোনো অসুবিধা না হয়। টাকার যোগাড় দেওয়া কোনো সমস্যা নয়। এ জাতীয় কাজে কোনো সমস্যা হয় না।" এক জনের কথার সাথে আর একজনের কথায় কী অদ্ভুত মিল! ফারুকী স্যারের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি আমরা বাদল স্যারের কথায় প্রত্যক্ষভাবে শুনলাম। কী করে এমনটি হয়। কথায়, চালচলনে, আচার বিচারে, কৃষ্টি-কালচারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে একাগ্র একাত্মতায় তাঁরা (ফারুকী স্যার, বাদল স্যার, হুদা স্যার, কালেম স্যার, সরওয়ার কামাল স্যার- সকলেই বন্ধু) বিস্ময়করভাবে সত্য এক ও একক। বাদল স্যারের মতো মানুষ আমাদের এতটা সময় দিয়ে এন্টারটেইন করবেন কখনোও ভাবিনি। স্যার যে এত বড় মনের মানুষ সত্যি বলতে কী কখনো ঠাহর পাইনি। যাহোক আমাদের বিদায় দিয়ে দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা দৃষ্টির বাইরে গেলেই দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকলেন।

একবার একটা ঘটনা ঘটলো। তখন আমরা ধানমন্ডির বাড়িতে। টাকা নেই। শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। হুদা স্যার ও বাদল স্যার ব্যাংক থেকে দুই লক্ষ টাকা (তাঁদের নিজেদের টাকা) উঠিয়ে গাড়িতে করে কলেজের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। পথিমধ্যে কাঁচপুর ব্রিজের কাছে পুরো টাকাটাই ছিনতাই হয়ে গেলো। কিন্তু তারপরও যথা সময়ে আমরা বেতন পেয়ে গেলাম। ফারুকী স্যার, হুদা স্যার ও বাদল স্যার পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে ম্যানেজ করলেন যে আমরা ঘুনাক্ষরেও কিছু জানতে পারলাম না। এরপর কলেজের অবস্থা যখন ভালো হলো অর্থাৎ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলো তখনোও বাদল স্যার ও হুদা স্যার টাকাটা ফেরৎ নিলেন না।

এঁরাই ঢাকা কমার্স কলেজের পেছনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো তখনো যেমন ছিলেন এখনও ঠিক তেমনই আছেন। আমরা তখন মাত্র এক হাজার টাকা বেতন পেতাম। কাজ করতাম প্রায় ১৬-১৮ ঘন্টা। খাটনির প্রাপ্তির কথা ভুলে যেতাম যখন দেখতাম শীতের রাতে ফারুকী স্যারের মত মানুষ নিজের সংসার পরিজনের কথা ভুলে গভীর রাত পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে নির্মাণ কাজের খুঁটিনাটি বিষয় তদারকি করতেন ও আমাদেরকে শেখাতেন।

ফারুকী স্যার তার এই সোনার টুকরো বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ নামের যে তাহমহল বাংলাদেশের বুকে রেখে গেলেন তার ইতিহাস আগামী পৃথিবীর অনাগত প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া আজকে যাঁরা আমরা ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছি তাঁদের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। তা না হলে আমাদের এই উর্বর বাংলাদেশতো বন্ধাত্বে নিপতিত হবে। জন্ম হবে না আর কোনো ফারুকী, সরওয়ার কামাল, বাদল, হুদা কিংবা কাশেমের। ফারুকীকে কান্ডারী করে হুদা, বাদল, কাশেম ও সরওয়ার যে মৃত্যুহীন ইতিহাস ঢাকা কমার্স কলেজের গোড়াপত্তন করে গেলো তার পূর্ণতা রূপায়নে পরবর্তীতে যে সকল মহাত্মা এগিয়ে এসে তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে সৃষ্টি সুখের অদম্য উল্লাসে মেতেছেন এবং যাঁরা এগিয়ে না আসলে ঢাকা কমার্স কলেজ হয়তো বা এই অবয়াবে প্রকাশিত হতো না তাঁরা হলেন আমি মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু একান্ত কাছের মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর মো: আবু সালেহ। ঢাকা কমার্স কলেজে তাঁদের অবদান আমাদের সকলের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট সত্য।

প্রফেসর মো: আবু সালেহ (বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি- বিইউবিটি-এর মাননীয় উপাচার্য) প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজের একজন সম্মানিত ছাত্র অভিভাবক ছিলেন। তাঁর ছেলে আমাদের ছাত্র ছিলো। আমরা তখনো তাঁকে চিনতাম না। আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৯৮ সালে ফারুকী স্যারকে ২য় বার প্রেষণে অধ্যক্ষা হিসেবে আনা নিয়ে যে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং বলা যায় একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশের দিকে কলেজের চাকায় গতি পাচ্ছিলো ঠিক সেই সময় ত্রাতার বেশে ড. প্রফেসর শফিক আহমেদের সাথে বলতে গেলে ধূমকেতুর বেশে আবির্ভূত হন প্রফেসর মো: আবু সালেহ।

শফিক স্যারকে যখন ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়

প্রাথমিকভাবে তখন তিনি রাজি হননি। হুদা স্যার, বাদল স্যার, কাশেম স্যারসহ আরো অনেকের পিড়াপিড়িতে, যেমনটি শুনেছি সাধারণ সভার আলোচনা থেকে, প্রথমে কলেজ দেখতে চাইলেন এবং দেখে পছন্দ হলে তবেই তিনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শফিক স্যার আসলেন, কলেজ দেখলেন এবং পছন্দও হলো। তবে সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে তিনি একটি শর্ত দিলেন ফারুকী স্যারকে এবং সেটা হলো- তিনি সভাপতি হিসেবে আনতে রাজি আছেন যদি ফারুকী স্যার অধ্যক্ষা হিসেবে কলেজে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে আনার দায়িত্ব তাঁর (শফিক স্যারের)। ঢাকা কমার্স কলেজ ফিরে এলো নতুন রূপে স্বমহিমায়। জিবির নতুন সদস্য হিসেবে শফিক স্যারের সাথে এলেন প্রফেসর মো: আবু সালেহ। শুরু হলো নতুন যুগের নতুন অধ্যায়।

শফিক স্যার এসেই যেটা করলেন সেটা হচ্ছে সাধারণ সভা ডেকে সকল শিক্ষকের সাথে খোলামেলা কথা বললেন। সকলের কথা শুনলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে। সকলকে ফারুকী স্যারের ফিরে আমার ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন এবং ফারুকী ফিরে আসলে কলেজের রেজাল্ট আবার ভালো হবে এবং সবকিছু আগের মতো চলবে। এবং খুব গুরুত্বের সাথে সকলকে বোঝাতে চাইলেন যে, ঢাকা কমার্স কলেজকে মানুষ ফারুকী সাহেবের কলেজ হিসেবে জানে। সুতরাং এই কলেজের উন্নতির জন্য এই মুহূর্তে ফারুকী সাহেবের বিকল্প কিছু নেই। স্যার আরো বললেন, "গত দু'বছর কলেজের ফলাফল ভালো হয়নি। ইংরেজি ফলাফল ভালো না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ফেইল করেছে। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলা প্রয়োজন। কারণ এর পর কলেজের ফলাফল আর খারাপ হতে দেয়া যাবে না।"

প্রফেসর মো: আবু সালেহ শফিক স্যারের সামগ্রিক বক্তব্যকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে বললেন, "আপনারা এখানকার স্থায়ী লোক। আপনাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হলে আপনাদের সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে কলেজের ফলাফল ভালো করার কোনো বিকল্প নেই। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান প্রশাসন আপনাদের যথাযথ মূল্যায়ন করবে।" চেয়ারম্যান স্যার সকলকে নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। বললেন, "ভালো শিক্ষক হতে হলে লেখালেখির উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং একই সাথে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেউ এমফিল, পিএইচডি করতে চাইলে প্রশাসন তাকে সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।"

শফিক স্যার চেয়ারম্যান হিসেবে কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার পর কলেজকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে ও জিবির সার্বিক সহযোগিতায় অনেক শিক্ষক ইতিমধ্যে এমফিল করেছেন, অনেকে শেষ করার পথে। দুই জন শিক্ষকের কথা না বললে নয়- একজন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মো: আবদুছ ছাত্তার মজুমদার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইডি করে সরাসরি প্রফেসর হয়ে বর্তমানে সরকারি বাংলা কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আর একজন শিক্ষক হলো বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সহকারি শিক্ষক জনাব ফজলুল হক সৈকত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ কাজী ফয়েজ ইতোমধ্যে তাঁর থিসিস সাবমিট করেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই মহান কাজটি করছেন। এমবিএ করেছেন এবং করছেন অসংখ্য শিক্ষক। ছোট্ট করে বলতে গেলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষকদের কোনো বিনোদন ছুটি না থাকলেও শফিক স্যার এসে অন্তত শিক্ষা ছুটি ও অর্জিত ছুটি নিশ্চিত করেছিলেন। শিক্ষাছুটি প্রাথমিক পর্যায়ে উইদ পে ছিলো। বর্তমানে সেটা নেই। আর একারণেই পিএইচডি'র মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রোগ্রামে শিক্ষকদের আগ্রহ কমেছে অনেক। সান্ধ্যকালীন এমবিএ করছেন অনেকে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। উইদাউট পে'তে উচ্চ শিক্ষায় যাওয়া আসলেই কঠিন।

শফিক স্যার প্রায়ই বলতেন, "গুণগত উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষকদের বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে।" স্যারের উদ্যোগেই সর্ব প্রথম 'ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল প্রকাশিত হলো। এটি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার জন্য সর্বদা তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু প্রকাশনার ক্ষেত্রটি যেনো আগের গতিতে এখন নেই। ফারুকী স্যার কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'তে লেখা এক সময় সকল শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন। যে বাধ্যবাধকতা এখন আত্ম নেই। কারণ প্রকাশনা কমিটির কনভেনার লেখার জন্য বার বার নোটিশ দিয়ে তেমন একটা বলতে গেলে তেমন ধরনের লেখা পান না, আর যা পান তাও যথা সময়ে পাওয়া যায় না। এর পর শফিক স্যার ও সালেহ

সার যখন আমাদের অভিভাবক হয়ে আসলেন তখন ফারুকী স্যার, শফিক স্যার ও সালেহ স্যার শিক্ষকদের প্রমোশনের জন্য প্রকাশনা বাধ্যতামূলক করে দিয়ে তা সার্ভিস রুলে সংজোন করে দিলেন। এইভাবে স্যারদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা দু'এক কথা লিখতে শিখলাম। তাঁরা এখনো আছেন ঠিকই কিন্তু আমরা বোধ করি সেই গতিতে নেই।

একটি কলেজের সার্বিক সফলতা নির্ভর করে সুদক্ষ দিক নির্দেশনায়। আর এই সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত সার্ভিস রুল বা চাকরিবিধি। সেটাও বোধকরি বর্তমানে পূর্ণতা পেয়েছে। শিক্ষকদের নির্বিঘ্ন ও স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দুটি শিক্ষক ভবন, উন্মুক্ত লেখাপড়ার জন্য একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ বিভাগীয় সেমিনার, শারীরিক উৎকর্ষের জন্য আছে একটি জিম যদিও তার ব্যবহার নেই, অ্যাকাডেমিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য আছে দুইটি সুউচ্চ এ্যাকেডেমিক ভবন, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রায় ২৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম (নির্মাণাধীন) কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ক্রীত জমি, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক শেষে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আছে বিইউবিটি নামের স্বনামধন্য একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য সর্বোচ্চ বেতন স্কেলসহ বহুবিধ আর্থিক সুযোগসুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের নি:স্বার্থ কলেজ পরিচালনা ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর দক্ষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এজন্য শফিক স্যার গর্বিত হতেই পারেন তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব ও উদার মনোভাবের কারণে।

ফারুকী স্যার বলতেন, "আমরা (অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ) ভাড়াটিয়া তোমরা স্থায়ী। তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। কীভাবে থাকবে সেটা তোমাদের ক্রিয়াকর্ম নিশ্চিত করবে।" কত সত্য কথাই না তিনি বলেছিলেন। তখন বুঝিনি। আজ যখন বুঝলাম তখন সূর্য অনেকখানি পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। এত বিশাল কর্মপরিকল্পনা যাঁর মাথায় থাকে তাঁকে কি এত সহজে চেনা যায়! শফিক স্যার এক সময় বলেছিলেন, "আমরা পরিচালনা পরিষদের কেউ তোমাদের মতো কলেজ থেকে বেতন নেই না। তোমরা একটি ভালো কলেজ বানিয়েছো। এটাকে আরো কীভাবে সুন্দর করে তোমাদের ভবিষ্যত নিশ্চিৎ করা যায় তার জন্য আমরা কাজ করতে এসেছি। আমরা এক সময় চলে যাবো। তোমাদেরকে বেশি সময় থাকতে হবে। আর এজন্যই প্রশাসনকে তোমাদের সার্বিক সহযোগিতা দিতে হবে।" স্যার ঠিকই বলেছেন। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্ব, নি:স্বার্থ সেবা ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে আজ এই উচ্চতায় নিয়ে এসেছে।

শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বিষয়ে যাতে ভালো ফলাফল করতে পারে তার জন্য চেয়ারম্যান স্যার প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে ইংরেজিতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় স্যার আমাকে জিবি মিটিং এ ডেকে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের একটি পাঠপরিকল্পনা করতে বলেন এবং পরবর্তী সময়ে যাতে একজন ছাত্রও ইংরেজিতে ফেল না করে তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। যাহোক এর পর থেকে আর কোনো শিক্ষার্থী আর ইংরেজিতে খারাপ করেনি। এর ফলশ্রুতিতে তিনি ২০০২ সাল থেকে তিনি ইংরেজি মাধ্যমে লেখা-পড়ার জন্য ইংরেজি সেকশন চালু করে দেন। অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ইংরেজি ভার্সানে ভর্তি হলেও তাদের রেজাল্ট বাংলা ভার্সনের শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রতিবারই অনেক ভালো।

শফিক স্যার কলেজের প্রতিটি বিষয়ে সব সময় খোঁজ-খবর রাখতেন। এখনো রাখেন। সহশিক্ষা ক্রিয়াকর্মের প্রতিও তিনি বিশেষভাবে নজর রাখতেন। খেলাধুলা, সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিষয় যেমন- বিতর্ক, গান-বাজনা, আবৃত্তি, নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে আভ্যন্তরীণ ও আন্ত:কলেজ প্রতিযোগিতায় তাদের পারফরম্যান্স নিয়ে এমন কি জিবিতেও আলোচনা করে থাকেন।

শফিক স্যার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষকদের সাথে সাধারণ সভা করে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটি তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রমাণও করেছেন। শিক্ষকদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধার বোধ করি তিনি আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু বাকী আছে বলে আমি মনে করি না। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকরা আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। মান-সম্মান, সম্পদ-সম্পত্তি, প্রতিপত্তি যেকোনো দিক থেকে এখানকার শিক্ষকরা সমাজে আজ বিশেষভাবে পরিচিত। এ ব্যাপারে তিনি গর্ব করতেই পারেন । পারেন অহংকারী।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ ফারুকী স্যার অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষ করেছেন। ফারুকী স্যার ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রষ্টা। ঢাকা

কমার্স কলেজ থেকে তাঁর বিদায় হতে পারে না। তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার অনারারি প্রফেসর হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদে তাঁর আজীবন সদস্যপদ নিশ্চিত করেছেন। শুধু তাই নয় গত ৭ ডিসেম্বর ২০১০ তাঁর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে এক জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ফারুকী স্যারের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। 'কীর্তিমান কাজী ফারুকী' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে তিনি ফারুকী স্যারের অবসর গ্রহণকে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন। মহত্বের বিচারে নিজেকে নিয়ে গেলেন এমন এক উচ্চতায় যেখানে সাধারণ কেউ পৌঁছাতে পারে না। সত্যিই তিনি মহান, উদার ও সম্মানিত। ফারুকী স্যার এই মহাত্মাকে চিনতে ভুল করেননি। তিনি এসেছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের এক ক্রান্তিলগ্নে। সবকিছুকে উৎরিয়ে তিনি ঢাকা কমার্স কলেজকে আজ যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ সেই উচ্চতা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখা। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় এটিকে আমাদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া উচিত। এর বিকল্প কিছু নেই। ধন্যবাদ শফিক স্যার। তোমার কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। আমরা তোমার কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখুন ঠিক আজকের এই শফিক স্যারের মতো।

ফারুকী স্যার ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার ও স্রষ্টা কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর বন্ধু হুদা স্যার, সরওয়ার কামাল স্যার, কাশেম স্যার ও বাদল স্যার, তাঁর শিক্ষক প্রফেসর আলী আজম স্যার, প্রফেসর শাফায়াৎ আহমেদ সিদ্দিকী স্যার প্রমুখ এই সব মহারথীরা যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিতেন, এগিয়ে না আসতেন, সহযোগিতার হাত না বাড়াতেন তাহলে আজকের এই ঢাকা কমার্স কলেজ কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো?

পরবর্তীতে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রয়াত প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী তৎকালীন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ (ফারুকী স্যারের বন্ধু), প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, প্রাক্তন সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়? এই বিশাল ব্যক্তিত্বরা যদি ফারুকী স্যারের মহা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন না দিতেন তাহলে কি ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠতো? হতো এই স্মরণিকা প্রকাশের আয়োজন? লেখক হিসেবে আমরাই বা থাকতাম কোথায়?

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল যার পুরোধায় ছিলেন প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী। এর সাথে জড়িত অন্যদের ভূমিকা ও অবদানকেও ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেকেই যে যার জায়গা থেকে কাজ করে গেছেন অসম্ভব আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে। বিশ্বাস করা কঠিন- এতগুলো সৎ, সমমনা ও কর্মযোগী মানুষ কীভাবে একত্রিত হতে পারে শুধু একটি ব্রতকে ধারণ করে! এদিক থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ আরব্য রজনীর এক একটি গল্পকেও ছাড়িয়ে গেছে।

প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী কখনোই বিস্মৃত হওয়ার নয়। তাঁকে নিয়ে গল্প হতেই থাকবে। কিন্তু তাঁকে যাঁরা কাজী ফারুকী বানিয়েছেন- ওই যে হুদা স্যার, বাদল স্যার, সরওয়ার কামাল স্যার, কাশেম স্যার, প্রফেসর আলী আজম স্যার (প্রত্যেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এএফএম সরওয়ার কামাল (প্রত্যেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান) প্রমুখরা স্মৃতিতে খুব একটা ভাস্বর থাকে না, হয় না লেখনীর উপজীব্য থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালেও প্রচার বিমুখিতার অভ্রভেদী দেওয়ালের পশ্চাতে অথচ আমাদের অস্তিত্ব তাঁদের অকৃপান ত্যাগের ফসল। তাঁদের কাছে আমার যে অশেষ ঋণ তার সামান্য কিছু শোধ দেওয়ার প্রয়াসে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা- এই ছোট্ট লেখাটা। জানি এটা কিছুই হয়নি তবু এটা আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কয়েকটি শুভ্র অনুভূতির একত্রযোগ ও বহি:প্রকাশনা মাত্র। স্রষ্টা তোমাদের দীর্ঘায়ু দান করুন, ভূষিত করুন সেই সম্মানে যেমনটি করেছেন অন্যদেরও।

DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত
১৯৮৯ • ১৩৯৬

কবিতা

হৃদয়ে আমার ঢাকা কমার্স কলেজ

(বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের লেখা)

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা :	মোঃ তৌহিকুল ইসলাম
ঢাকা কমার্স কলেজ :	মোঃ আতিক হাসান
আমার কলেজ :	কাজী মোস্তফা হাসান সজীব
হে আমার প্রিয় কলেজ :	আহসান হাবীব তুহিন
আমার অহংকার :	আহমেদ আবদুল্লাহ
আমার গর্ব :	মোঃ ফেরদৌস কাউছার
আমার প্রিয় কলেজ :	মোঃ দিদারুল আলম
পাকা মানুষ গড়তে :	মোঃ নুরুল আমিন পারভেজ
সব কলেজের সেরা :	শফি উদ্দিন ডনি
হৃদয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ :	এ. এস. এম ছালেহ আকবর
প্রিয় শিক্ষালয় :	মোঃ শাহ্ আলম অপু
আমাদের গর্ব :	রিয়াজুল ইসলাম
আমরা কলেজের, কলেজ আমাদের :	সানজীদা রহমান শ্রাবনী
স্পন্দন :	মামুনুর রশিদ
একটি উজ্জ্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :	নাঈমুর রহমান মিয়া
ঢাকা কমার্স কলেজ :	এস. এম. শামীম আল হুসাইনী
ঢাকা কমার্স কলেজের গৌরব :	পার্থ সাহা
প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজ :	মোঃ জায়েদুর রহমান
বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :	ইমতিয়াজ আহম্মদ চৌধুরী
সেরা কলেজ :	সাখাওয়াত হোসেন শান্ত

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা

মোঃ তৌহিকুল ইসলাম
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ১৯২৩৭

ঢাকা কমার্স কলেজ আমায় শিক্ষা দিলো
সত্য কথা বলতে,
ঢাকা কমার্স কলেজ আমায় শিক্ষা দিলো
ন্যায়ের পথে চলতে।

ঢাকা কমার্স কলেজ আমায় শিক্ষা দিলো
মিথ্যা বলা বাদ,
শিক্ষা দিলো কারো কাছে
না পাততে হাত।

ঢাকা কমার্স কলেজ আমায় শিক্ষা দিলো
ভালো করে পড়াশুনা করতে,
সেই আলোতে সবার সেরা
মানব জীবন গড়তে।

ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ আতিক হাসান
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ২০০৩৪

ঢাকা কমার্স কলেজ
লেখাপড়া করলে বাড়ে নলেজ।
ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ
শিক্ষকদের সামনে
ছাত্র-ছাত্রী গড়ে ওঠে বেশ।
কারণ ছাড়া কলেজে
অনুপস্থিত থাকা যাবে না।
অনুপস্থিত থাকে যদি
কলেজ তাকে রাখবে না।
প্রতি বিষয়ে থাকতে হবে এ প্লাস
তা না হলে ডাকবে অভিভাবককে।
প্রতি ক্লাস করতে হবে
মনোযোগের সাথে
ক্লাস শেষ হলে তবে
চলে যাবে ভদ্রতার সাথে।
ডেলির কাজ ডেলি করবে
থাকবে না কোন ভয়
কলেজ তোমার পাশে থাকবে
হবে একদিন জয়।

আমার কলেজ

কাজী মোস্তফা হাসান সজীব
বিবিএস সম্মান, রোল : এ-৭৩৬

হরেক রকম জ্ঞান দিয়ে
ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা,
জ্ঞান ছাড়া এ কলেজে
যায় কি বলো থাকা ?

শ্রেণী কক্ষে যন্ত্রমানব
করছে আনাগোনা,
ঢাকা কমার্স কলেজ ঢেকে রাখে
জ্ঞানের কালো ধোঁয়া আবর্জনা।

ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা কলেজ
জ্ঞান দিয়ে ঢাকা,
শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের দাপটে
যায় না বসে থাকা।

হে আমার প্রিয় কলেজ

আহসান হাবীব তুহিন
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ২০১২৪

হে আমার প্রিয় কলেজ
তোমার স্নেহছায়ায় একটু সোহাগ পাব বলে
সুদূর কুড়িগ্রাম থেকে এসেছি এখানে।

তোমার কোলে মাথা রেখে
বিদ্যার্জন করব বলে
মাথা নুয়েছি তোমার পদতলে।

তুমি আমার প্রিয় কলেজ
আমার নয়নমণি
২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে
তুমি মোর হৃদয় রানী
তোমায় আমার শুভেচ্ছার বাণী।

আমার অহংকার

আহমেদ আবদুল্লাহ
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ১৯২১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ
একটি সুন্দর নাম,
পরীক্ষা আর পড়া
সাপ্তাহিক-মাসিক-টার্ম।
সবার কাছে তার একটি চাওয়া
এ প্লাস পাওরে ভাই,
তা না হলে ভাল কোথাও
ভর্তির উপায় নাই।
চুলগুলো রাখলে বড়,
মেয়েরা মাখলে রঙ,
পড়ালেখা হবে না যে
করলে এত ঢঙ।
সময় মত কলেজে আসা
সময় মত যাওয়া,
শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে
আর থাকলে খাওয়া।
সাফল্য এবার ঠেকায় কে ?
বল না রে ভাই বল,
চলরে তবে কলেজে যাই
বেঁধে সবাই দল।

আমার গর্ব

মোঃ ফেরদৌস কাউছার
উচ্চ মাধ্যমিক, রোল: ৩২০

ঢাকা কমার্স কলেজ
এই খানেতে পড়ি
ভবিষ্যতের জীবনটাকে,
এই খানেতে গড়ি।
ভর্তি হতে হাজার ছেলে,
এখানে দেয় হানা;
কমার্স কলেজ ভাল কলেজ
কার না আছে জানা?
মুখের কথা নয়তো তাহা,
পরীক্ষারই ফলে;
প্রশংসার এই কথাগুলি,
সংবাদেই বলে।
দর্প মোদের গর্ব মোদের
খর্ব হবার নয়;
গর্ব মোদের রবে দেশে
রবে বিশ্বময়।

আমার প্রিয় কলেজ

মোঃ দিদারুল আলম
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ১২৯৬৭

কমার্স কলেজে পড়েছি মোরা
এই মোদের গর্ব
লেখাপড়া শিখে মোরা
সঠিক জীবন গড়ব।

স্যার সকলে বলেন মোদের
বেশি করে পড়তে
সাথে সাথে রোজা নামাজ
কোরআন শিক্ষা করতে।

তাইতো শুধু বলেন সবে
কমার্স কলেজে পড়তে
সুন্দর একটা রেজাল্ট করে
ধন্য জীবন গড়তে।

পাকা মানুষ গড়তে

মোঃ নুরুল আমিন পারভেজ
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ১৩৮০৭

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ,
নিয়ম এর বড়ই কঠিন জানে সারা দেশ।
কলেজে যদি আসে কেউ ইউনিফর্ম ছাড়া,
দারোয়ান তাকে গেটের সামনে রাখতে খাড়া
হয় যদি দেরি একটি মিনিট,
ঢুকতে দেবে না বলি ঠিক।

কলেজে আসতে হবে প্রতিদিন,
মিস যেতে পারবে না একটি দিন।
মিস গেলে আর উপায় নাই,
পরদিন অভিভাবক আনা চাই।

বেয়াদবি করলে রক্ষা নাই,
টিসি দেবে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই।
এত নিয়মের মধ্যে ভাই,
সুনাগরিক হওয়ার আস্থা পাই।
বলে রাখি ভাই একটি কথা,
নিয়মই মানুষকে করে পাকা।

সব কলেজের সেরা

শফি উদ্দিন ডনি
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ১২২০২

কলেজ কলেজ কলেজ
ঢাকা কমার্স কলেজ
সব কলেজের সেরা,
এ কলেজে আছে অনেক
নিয়মনীতির বেড়া।
এ কলেজের সুনাম রাখে
শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী
কলেজের শিক্ষকরা দায়িত্ববান ব্যক্তি।
বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে
কমার্স কলেজ সবার সেরা।
কমার্স কলেজের পাসের হার
সবার চেয়ে সেরা।
তাইতো দেখে অবাক হয়
দেশের জনগণ,
কমার্স কলেজের শপথ হল
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালাবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার।

হৃদয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ

এ. এস. এম ছালেহ আকবর
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ৯০৬৩

কমার্স কলেজেরই আলো বাতাস
এই খানেরই পানি
দুইটি বছর থাকবো মোরা
সেই কথাটাই জানি।
প্রত্যয়ে তাই দৃপ্ত হয়ে
নতুন শপথ নেই,
কমার্স কলেজেই সফল হবে
থাকবে দৃঢ় যেই।
শৃঙ্খলা আর নিয়ম মেনে
চলবো সবাই মোরা
কমার্স কলেজেরই নাম ফোটাবো
আমরা বিশ্ব জোড়া।

প্রিয় শিক্ষালয়

মোঃ শাহ্ আলম অপু
বি.কম (সম্মান), রোল: এমকেটি-৩৪০

আর কিছুতো চাইনা আমরা
শিক্ষার একটি পরিবেশ চাই,
কমার্স কলেজেতে গেলে আমরা
শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ পাই।
সরকারি কলেজগুলোতে ভাই
শিক্ষার তেমন পরিবেশ নাই,
রাজনীতি আর সন্ত্রাসে ভরা
শিক্ষক আছেন, ছাত্র নাই
ফারুকী স্যারের স্বপ্ন ধারা
বাস্তবে পড়িলে ধরা।
কমার্স কলেজ হইলো খাড়া
চারিদিকে সুনামে ভরা।
এই কলেজের ব্যবস্থাপনায়
নাইরে কোন ত্রুটি যে নাই
ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত
নকল করার সুযোগও নাই।
স্যার ম্যাডামদের ভালোবাসার
নাইরে কোন তুলনা নাই
সুন্দর জীবনের অনুসন্ধান
আমরা তাদের কাছ থেকে পাই।
শ্রেষ্ঠ কলেজ দুইবার হয়েছে
এই কথাটি মিথ্যে যে নয়।

আমাদের গর্ব

রিয়াজুল ইসলাম
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ৯১০৬

ঢাকা কমার্স কলেজে পড়েছি আমরা
এই আমাদের গর্ব,
ভবিষ্যতের জীবন তাই
এখান থেকেই গড়বো।
ভাইয়ের মত ছাত্র
পিতৃতুল্য স্যার,
প্রাণে দরদ, মুখে শাসন
পড়ান চমৎকার।

আমরা কলেজের, কলেজ আমাদের

সানজীদা রহমান শ্রাবনী
উচ্চমাধ্যমিক, রোল: ৮২৯০

এসো এসো, দেখে যাও,
ঢাকা কমার্স কলেজ।
যেখানে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী
ও শিক্ষকের অঢেল সমাবেশ।
এতো কমার্স পরিবার,
কি যে ব্যাপক বিস্তার,
কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ঘুরে দেশে দেশে,
স্যারেরা এ কথা বলেন হেসে হেসে।
কলেজ নিয়ে করি বড়াই
নাই যে কোন সংকোচ নাই।
কলেজ আমার সর্বসেরা
জানে এতো সকল পাড়া।
আমরা কলেজের, কলেজ আমাদের
সকলেই জানে তা
তাইতো লিখলাম এই কবিতা।

স্পন্দন

মামুনুর রশিদ
মার্কেটিং সম্মান, রোল : এমকেটি-২৯১

বিশ বছর মানে দুদশক
বিশাল সময় বিস্মৃত অঙ্গ
একটি ভ্রূণ যার জন্ম আজ থেকে
বিশ বছর আগে
ক্ষুদ্র পরিসরে স্বচ্ছ চেতনায়
আদব শৃংখলা নিয়মানুবর্তিতা
সহনশীলতাও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতায়
আজ এই পরিপূর্ণ মানব এক,
শৈশবেই যুবতেজ
রোগহীন নিটল দেহ
খাঁজহীন প্রতিটি ধারা
গর্বিত অহংকারী ঝর্ণা
প্রতিটি অংগ একেকটি অলংকার।
এগিয়ে যাও কারো জয়
ভেঙ্গে ফেলো সমস্ত অনিয়ম
বিশৃংখল অবনত মস্তিষ্ক,
জ্বলে ওঠো হয়ে পুর্বাকাশে জ্বলজ্বলে জোতিষ্ক।
হে ঢাকা কমার্স কলেজ।

একটি উজ্জ্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নাঈমুর রহমান মিয়া
বি. কম (সম্মান), রোল: এফ ৩৮৭

সমগ্র দেশ জুড়ে সুনাম যার
কোন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?
নামটি তাহার ঢাকা কমার্স কলেজ,
সবুজ তাজা প্রাণ।
শৃংখলা আর নিয়ম-নীতির,
তুলনা যে তার নাই।
আচরণে আদর্শতে,
ফুলের সুবাস পাই।
বুকের পাজরের গভীর কোণে,
একটি ছবি আকাঁ।
ঢাকা কমার্স কলেজ
গর্বভরা নামটি তাহার লেখা।
সকল ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত,
শিক্ষা অর্জন করে।
সবুজ কচি বৃক্ষের মতো,
উঠছে তারা বেড়ে।
প্রতিষ্ঠানটির কর্ম শিক্ষা
দরদ ভরা প্রাণ
অনন্য এই প্রতিষ্ঠানটি,
রাখছে দেশের মান।

ঢাকা কমার্স কলেজ

এস. এম. শামীম আল হুসাইনী
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ৪৫১৮

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সাজানো বাগান,
শপথ করি সবাই মিলে রাখব এর মান।
এই কলেজের ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকগণ,
আদর্শের এক সূতোয় গাঁথা একই তাদের মন।
ধন্য মোরা এই কলেজের ছাত্র হতে পেরে,
মনে বড় ব্যথা পাব যখন যাব ছেড়ে।
কমার্স কলেজ দেশের সেরা কলেজ হয়েছে,
এই দেশেরই সেরা শিক্ষক এথায় রয়েছে।
এই কলেজের লেখা-পড়া খুবই উচু মান,
দেশ জুড়ে আজ একই কথা একই ঐকতান।
ছোট্ট একটা বাড়ির মাঝে যাত্রা শুরু যার,
আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা এখন দেখ তার।
দু'চার জন যোদ্ধা নিয়ে সেনানী এক জন,
নেমেছিলেন দিগ্‌বিজয়ে বুকে ছিল পণ।

ঢাকা কমার্স কলেজের গৌরব

পার্থ সাহা
উচ্চ মাধ্যমিক, রোল: ২৭১২

নাঈমা ফারুকী, আনোয়ার, হুমায়রা মতিন
ঢাকা কমার্স কলেজের গৌরব সত্যিই এই তিন।
দেওয়ান মাহমুদ, নিপা, ইমতিয়াজ
কলেজের পরিচিতি তোমরাই আজ।
মাহমুদ ফয়সাল খান, আমিরুল ইসলাম
সালাম মিয়া, তোমাদের হাজার সালাম।
রাজীব, মঞ্জুর মোরশেদ, সমীরুদ্দিন ভাই
তোমাদের উপমা বল কোথা পাই!
আরিফুর রহমান, নাজমুন নাহার
আছেন যেথা সেথা অভাব কাহার?
মুশফিকুর রহমান, স্নিগ্ধা খন্দকার
তোমরাই দূর করলে কলেজের অন্ধকার।
মৌটুসী তানহা, আবু আশরাফ
আছেন যেথায় সেথা সবাই আশরাফ।
কাতেবুর, হাবিবুর কত রহমান
নিয়ে এল কলেজের গৌরব ফরমান।
তোমরাই কলেজের প্রকৃত গৌরব
দেশবাসী লাভ করুক তোমাদের সৌরভ।

প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ জায়েদুর রহমান
বি.কম. (সম্মান), রোল-এ ৭১

ঢাকা কমার্স কলেজ
তুমি আজ বেশ।
দেশে বিদেশে তোমার সুনাম
বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘুচাবে তুমি দুর্নাম।
তোমার আছে আদর্শ শিক্ষক।
এরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক দর্শক।
তুমি গড়ে তোল আদর্শ শিক্ষার্থী
এদের কাছে দেশ আশা করে অনেক খানি।
শিক্ষাঙ্গনে নেই কোন সন্ত্রাস
এখানে রহে চির শান্তির বাতাস।
ঢাকা কমার্স কলেজ ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত কলেজ
শিক্ষার্থীরা তাই সংস্কৃতি চর্চা ও পাঠে দেয় মনোনিবেশ।

বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ইমতিয়াজ আহম্মদ চৌধুরী
বি.কম (সম্মান), রোল: এ-৮০

ঢাকা কমার্স কলেজ, এক উন্নয়ন ধারার নাম
সারা দেশে তার আছে যে সুনাম।
ভর্তি হয়ে প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম,
ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বুঝি এসে গেলাম;
পরে দেখি এই দেশের একমাত্র কলেজ
যেখানেতে আছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।
প্রথম প্রথম মনে হলো ড্রেস পরে আসা
একদম ছেলে মানুষী অভ্যাস,
পরে বুঝলাম এটাই প্রকৃত শৃংখলার বিন্যাস।
এই খানেতে ছাত্রদের নেই কোন রাজনৈতিক সংঘাত
আছে শুধু সাম্য, ঐক্য আর প্রগতির বিকাশ ।
ছাত্র-ছাত্রী এখানে ভাই বোনের মত
একের প্রতি অন্যের নেই কোন হিংসা, বিদ্বেষ, কটাক্ষ।
এখানে শিক্ষকরা কাজ করে নিষ্ঠার সাথে
তাইতো ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের নেই সহযোগিতার শেষ
তাইতো ছাত্র শিক্ষকের এতো মধুর পরিবেশ
এখানে নেই শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা
সাথে সাথে আছে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সু-ব্যবস্থা।

সেরা কলেজ

সাখাওয়াত হোসেন শান্ত
উচ্চমাধ্যমিক, রোল : ১৭০৩

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র আমি,
ঢাকায় আমার বাস।
এখন আমার পড়তে পড়তে,
উঠছে নাভিশ্বাস।
বড় এক গোছা চুল নিয়ে ঢুকেছি সখ করে।
কলেজের যত দুষ্টামি আছে নেব আমি লুট করে।
কিন্তু সব ভেস্তে গেল নিয়ম কানুন দেখে,
সেলুনে বড় চুলগুলো সব আসতে হলো রেখে।
সিগারেট এক জ্বালিয়ে যখন দিয়েছি মাত্র মুখে।
কোথা থেকে স্যার এক এসে ফেলল আমায় দেখে।
এক ঝটকায় ছাড়াল আমার সিগারেটের ভূত,
শপথ নিলাম সিগারেট আর ছোব না, ব্যাপারটা অদ্ভুত।
এখন আমি হয়ে গেছি এমন ভাল ছেলে,
সবাই এখন বলে আমার ধন্য তুমি হলে।
তাই তো বলি কমার্স কলেজ সবার চেয়ে সেরা,
খারাপ কাজে বিবেক আমার দেয় যে এখন নাড়া।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : গুণীজন সম্মাননা
পরিশিষ্ট-২ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী
পরিশিষ্ট-৩ : প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র
পরিশিষ্ট-৪ : শিক্ষা বোর্ডে অনুমোদনের জন্য আবেদন
পরিশিষ্ট-৫ : সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা
পরিশিষ্ট-৬ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম
পরিশিষ্ট-৭ : কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি
পরিশিষ্ট-৮ : সাংগঠনিক কমিটি
পরিশিষ্ট-৯ : ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন যাঁরা করেন
পরিশিষ্ট-১০ : প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি
পরিশিষ্ট-১১ : নির্বাহী কমিটি
পরিশিষ্ট - ১২ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক)
পরিশিষ্ট - ১৩ : প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত)
পরিশিষ্ট - ১৪ : দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৫ : তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৬ : চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৭ : পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৮ : ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ১৯ : সপ্তম পরিচালনা পরিষদ
পরিশিষ্ট - ২০ : যাঁদের আর্থিক আনুকুল্যে ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনা
পরিশিষ্ট - ২১ : ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ
পরিশিষ্ট - ২২ : ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ
পরিশিষ্ট - ২৩ : দুদশক পূর্তি উদযাপন কমিটি

পরিশিষ্ট-১
গুণীজন সম্মাননা

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। যেসব ত্যাগী, নির্লোভ, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরশকাঠির ছোঁয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নিরলস শ্রম, প্রচেষ্টা ও নিবিড় তদারকির ফলে কলেজটি আজ পরিণত হয়েছে অনুকরণীয় মডেলে, ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান কর্তৃপক্ষ দেশ ও জাতির সেসব প্রথিতযশা মহান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাদের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি-২০০১ উপলক্ষে দেশের বাণিজ্য শিক্ষার পথিকৃৎ প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউলাহ এবং কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে প্রফেসর শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, ড. মোঃ হাবিব উলাহ ও প্রফেসর মোঃ আলী আজমকে 'ঢাকা কমার্স কলেজ, গুণীজন সম্মাননা-২০০১' প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কলেজের দুদশক পূর্তি উপলক্ষে কলেজ পরিচালনা পরিষদ ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুণীজন সম্মাননা-২০১০ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ গুণীজন সম্মাননা ২০১০ প্রাপ্ত কৃতি ব্যক্তিবর্গ হলেন- জনাব আ হ ম মুস্তাফা কামাল, প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ তোহা, প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর ড.সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, প্রফেসর আবু সালেহ ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। এসব পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কিংবা উন্নয়নে প্রাণ খুলে আর্থিক সহযোগিতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম দান করেছেন। ঢাকা কমার্স কলেজের অকৃত্রিম বন্ধু এবং আপন পরিচয়ে যারা দেশজুড়ে খ্যাত, যাদের পরিচয় স্মরণিকার ক্ষুদ্র কলেবরে ব্যক্ত করা অসম্ভব, সে সব গুণীজন সম্মাননা-২০১০ প্রাপ্ত ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন ও পরিচয় এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

১. আ হ ম মুস্তাফা কামাল (লোটাস কামাল) এফ.সি.এ, এম.পি

১। **বর্তমান ঠিকানা :** লোটাস কামাল টাওয়ার ওয়ান
৫৭ জোয়ার সাহারা বা/এ, নিকুঞ্জ-২, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা- ১২২৯।

২। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** বি. কম (অনার্স), এম. কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
চার্টার্ড একাউনটেন্ট, ১৯৭০।

৩। **কর্মজীবন :** সদস্য, পাবলিক একাউন্টস কমিটি।
সভাপতি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন।
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, আই. সি. সি।
সভাপতি, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল।

৪। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড:** প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য, ঢাকা কমার্স কলেজ।
সংসদ সদস্য, জাতীয় সংসদ।
স্বনামধন্য ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালক, আবাহনী লিমিটেড।
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পদ্যোক্তা।

৫। **রাজনৈতিক জীবন :**

* জনাব কামাল বর্তমানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
* জনাব কামাল জাতীয় সংসদ অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে নিয়োজিত আছেন।
* জনাব কামাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
* জনাব কামাল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
* জনাব কামাল আই.সি.সি.-এর অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
* এছাড়াও তিনি বর্তমানে কুমিলা জেলা আওয়ামী লীগ (দ:)-এর আহ্বায়ক। তার নেতৃত্বে এবারের নির্বাচনে (২০০৮) এই জেলায় সব কয়টি আসনেই (৬টি আসন) আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করেছে।

২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী

১। **পিতা** : মৃত আসোরোজ জামান
২। **মাতা** : মৃত মোমেনা খাতুন
৩। **জন্ম তারিখ** : ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৪
৪। **গ্রামের বাড়ি** : গ্রাম: আমিরাবাদ, পো: আমিরাবাদ, থানা: লোহাগারা, চট্টগ্রাম।
৫। **বর্তমান ঠিকানা** : ১৩৫/১, আজিমপুর রোড (৩য় তলা) (চিনা বিল্ডিং এর নিকটে), ঢাকা
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা** : বি. এ (সম্মান) অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫
এম. এ (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬, এম. এস টেক্সাস, আমেরিকা-১৯৬৪
এম. এ (শিক্ষা পরিকল্পনা) ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমরিকা, ১৯৭০।
৭। **কর্মজীবন** : প্রভাষক (অর্থনীতি), সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম, ১৯৫৭-১৯৬২।
অধ্যাপক (অর্থনীতি), চিটাগাং কলেজ, চিটাগাং, ১৯৬২-১৯৬৬।
সিনিয়র অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, এম. এস.সি কলেজ, সিলেট, ১৯৬৬-১৯৬৮।
পাবলিক ইন্ট্রাকশনের সহকারী পরিচালক, ১৯৬৮-১৯৭২।
পরিকল্পনা কমিশনের উপ-প্রধান, ১৯৭২-১৯৭৬।
উপ-সচিব (শিক্ষা), ১৯৭৬-১৯৭৯।
পরিকল্পনা সেলের প্রধান (শিক্ষা মন্ত্রণালয়), ১৯৮১-১৯৮২।
সচিব (ইউনেস্কোর জন্য বাংলাদেশ জাতীয় কমিশন), ১৯৭৭-১৯৮৬।
চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ড, ১৯৮৬-১৯৯০।
মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৯-১৯৯১।
৮। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড** : কারিকুলাম উন্নয়নের জন্য ভ্রমণ করেছেন নেপাল, মালেশিয়া এবং থাইল্যান্ড।
সপ্তম কমনওয়েলথ শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যান ঘানায়।
বাংলাদেশের সাক্ষরতা কমিটির প্রধান হিসেবে ইরান, আফগানিস্তান এবং ভারত সফর করেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির প্রধান হিসেবে ইউনেসকোর আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদান করেন কলম্বোতে।
ইউনেসকোর সাধারণ সম্মিলনের বিশতম অধিবেশনে বাংলাদেশর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।
উপ-আঞ্চলিক কর্মশালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ফিলিপিন এ অংশগ্রহণ করেন।

৩. মোহাম্মদ তোহা এফ.সি.এ

১। **পিতা** : এম. ভি. আই আলিউলাহ মিয়া, ২। **মাতা** : মোসা. মার্জিনার নেসা
৩। **জন্ম তারিখ** : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬, ৪। গ্রামের বাড়ি : নোয়াখালী, বাংলাদেশ।
৫। **বর্তমান ঠিকানা** : বাড়ি-৪, সড়ক-৫/এ, সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা** : এম. কম. ১৯৫৯, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়।
এল. এল. বি, ১৯৬১, এস. এম. ল কলেজ, করাচি।
৭। **প্রশিক্ষণ** : ন্যাশনাল ইকোনোমিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ১৯৮৩।
বাংলাদেশ এ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ কলেজ এবং ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।
নির্বাহি সংগঠক, ১৯৭৯, লন্ডন, বিজনেস স্কুল।
৮। **কর্মজীবন** : চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি, ১৯৮৮-১৯৮৮ এবং ১৯৮৯-১৯৯১।
ডিরেক্টর, ফিন্যান্স, বি. এস. এফ আই.সি ১৯৮১-১৯৮৮।
সদস্য (ফিন্যান্স) বি. এ. ডি. সি. ১৯৮৮-১৯৮৯।
৯। **পুরস্কার** : শিল্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯০ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত হন।
১০। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড** : নির্বাচিত সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউটেন্ট অব বাংলাদেশ, ১৯৮৫।
সচিব, বাংলাদেশ লায়ন্স ফাউন্ডেশন।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা কমার্স কলেজ।

৪. প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহেমদ

১। **পিতা** : মৃত আলহজ্ব সালেহ আহমেদ
২। **মাতা** : মোছা: নূর জাহান বেগম
৩। **জন্ম তারিখ** : ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৭
৪। **গ্রামের বাড়ি** : ফেনী, বাংলাদেশ।
৫। **বর্তমান ঠিকানা** : ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা** : পি এইচ ডি, ব্যবস্থাপনা, ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন, যুক্তরাজ্য-১৯৮১
এম. বি. এ- ১৯৭৮, এম. কম (ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
বি. কম (সম্মান), ব্যবস্থাপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮। **কর্মজীবন** : সাবেক সভাপতি, ব্যুরো অফ বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১৯৯৬।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৫-১৯৯৯।
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯১-১৯৯৫।
প্রভোস্ট, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০-১৯৯১।
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩-১৯৮৬।
পরিচালক, এম, বি, এ (সন্ধ্যাকালীন প্রোগ্রাম), ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগ, ঢা. বি. ২০০৬-০৭
হাউজ টিউটর এবং সহকারী হাউজ টিউটর, সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০-১৯৭৮
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুক সোসাইটি, ১৯৮৪-১৯৯০
কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, ১৯৮৯-১৯৯০
সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিষয়ক জার্নাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড** : সরকারি ও বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি জড়িত ছিলেন। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সদস্যসহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যবস্থাপনা গবেষণা ব্যুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সভাপতি ছিলেন। সদস্য হিসেবে কাজ করেন বাংলা একাডেমী ট্রাস্টি বোর্ড, রিসার্চ বোর্ড, ইত্যাদি।

৫. প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

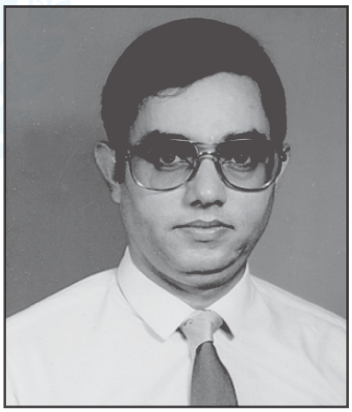

১। **পিতা** : মরহুম আলহাজ্ব আবু সিদ্দিক
২। **মাতা** : সামসুন নাহার
৩। **জন্ম তারিখ** : ২৭ আগস্ট, ১৯৫০
৪। **স্থায়ী ঠিকানা** : বাড়ি # ১৩, রোড # ০৭, গুলশান, ঢাকা।
৫। **বর্তমান ঠিকানা** : বাড়ী # ১, রোড # ১২৭, ফ্ল্যাট # বি/৩, গুলশান-১, ঢাকা।
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা** : বি. কম (সম্মান), এম. কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
এম. এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদানটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।
পি. এইচ ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট), ১৯৮৫ ব্রুনেল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।
৮। **কর্মজীবন** : প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-১৯৭৬।
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-১৯৮৮।
সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-১৯৯১।
অধ্যাপক, হিসাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ থেকে অদ্যাবধি।
৯। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড** : চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ।
চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট
জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমী।
১০। **পুরস্কার** : ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ থেকে ডীনস্ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

৬. এ এফ এম সরওয়ার কামাল

১। **পিতা :** মরহুম এম. এ. ওয়াহাব
২। **মাতা :** মরহুম আছিয়া খাতুন
৩। **জন্ম তারিখ :** ৬ জানুয়ারি, ১৯৪৮
৪। **গ্রামের বাড়ি :** ডেপুটি বাড়ি, গ্রাম-কাচুয়া, পো-আবুতোরাব, থানা-মিরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম।
৫। **বর্তমান ঠিকানা :** রোড নং-৪, হাউজ নং-৮ (৬ষ্ঠ তলা), গুলশান-১, ঢাকা।
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** বি. কম (সম্মান), এম. কম (১৯৬৭-১৯৬৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিপোমা ইন ফ্রেঞ্চ, অলিয়াজ ফ্রঁসেস দ্য ঢাকা।
এইচ. এস. সি, সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম।
মেট্রিক, বরিশাল জিলা স্কুল।
৭। **প্রশিক্ষণ :** ওভারসিস কোর্স অন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং এন্ড ডেভলপমেন্ট, পোস্টাল ম্যানেজমেন্ট কলেজ রাগবি, যুক্তরাজ্য, ১৯৭৬।
অ্যাডভান্সড কোর্স অন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, ঢাকা-১৯৭৯-১৯৮০।
৮। **কর্মজীবন :** জুনিয়র কোভেন্যানটেড অফিসার, ডানকান ব্রাদার্স, ব্রিটিশ কোম্পানি, ১৯৬৯-১৯৭০,
পিপিএস, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট।
ডেপুটি সেক্রেটারি, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২-১৯৮৬।
ডেপুটি সেক্রেটারি, কেবিনেট ডিভিশন, ১৯৮৬-১৯৯২।
জয়েন্ট সেক্রেটারি, কেবিনেট ডিভিশন, ১৯৯২-১৯৯৩।
জয়েন্ট সেক্রেটারি, ই. আর. ডি ১৯৯৩-১৯৯৪।
ইকোনমিক মিনিস্টার অ্যাট, বাংলাদেশ অ্যামবেসি, টোকিও, ১৯৯৪-২০০১।
অতিরিক্ত সচিব, ই. আর. ডি, ফেব্রুয়ারি ২০০১-আগস্ট ২০০১।
সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, ২০০১-২০০২।
সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ২০০২-২০০৩।
সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩-২০০৫।
৯। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড :** প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আছিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (BUBT)
সভাপতি : পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ, ২০০২-২০০৯
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ঢাকা কমার্স কলেজ, ১৯৮৯
১০। **আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড :** জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (APO) এর নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ২০০৩-২০০৪।

৭. প্রফেসর আবু সালেহ

১। **পিতা :** শামছউদ্দীন আহমেদ
২। **মাতা :** আম্বিয়া খাতুন
৩। **জন্ম তারিখ :** ২৯ জুলাই, ১৯৫০
৪। **গ্রামের বাড়ি :** চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলায়।
৫। **বর্তমান ঠিকানা :** হাসীনুর গ্রীন কটেজ, অ্যাপার্টমেন্ট # সি-৫, ৬/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
৬। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন।
৭। **প্রকাশনা :** তাঁর গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।
৮। **কর্মজীবন :** প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
পরিচালক, ব্যুরো অফ বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সদস্য, বোর্ড অফ ট্রাস্টি ইনভেস্টারস প্রটেকশন ফান্ড, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ।
৯। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড :** তিনি আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

৮. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

১। **পিতা :** মরহুম কাজী নুর মোহাম্মদ
২। **মাতা :** মরহুম জয়নাব বানু
৩। **পদবী :** অনারারী প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ
৪। **জন্ম তারিখ :** ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫
৫। **গ্রামের বাড়ি :** রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
৬। **বর্তমান ঠিকানা :** বাড়ি # ৭৬/এ, রোড # ৭/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
৭। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** বি. কম (অনার্স), এম. কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। **প্রশিক্ষণ :** নায়েম কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ।

৯। **কর্মজীবন :** টি.এন্ড.টি কলেজ, লালমাটিয়া কলেজ, জগন্নাথ কলেজে ৫ বছর, ঢাকা কলেজে ১৮ বছর এবং নাগরপুর সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কিছুদিন ও ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে ০১/০৮/৯০ থেকে ১২/০৪/৯৮ এবং ২৭/১২/৯৮ থেকে ১৮/০৯/২০১০ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।
১০। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড :**
ক) সরকারি বেসরকারি কলেজে ৪২ বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা।
খ) ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
গ) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এর অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সিন্ডিকেট সদস্য।
ঘ) ঢাকা মহিলা কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
ঙ) লালমাটিয়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
চ) চর মোহনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।
ছ) উপদেষ্টা, লক্ষ্মীপুর বার্তা।
জ) বাংলাদেশ বাণিজ্য শিক্ষা সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা, কোষাধ্যক্ষ ও আজীবন সদস্য।
ঝ) ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা, সংগঠক, আজীবন সদস্য ও নির্বাহী কমিটির সদস্য।
ঞ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির সদস্য হিসেবে ৭ বছরের কর্ম অভিজ্ঞতা।
ট) সদস্য, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি, এনসিটিবি।
১১। **প্রকাশনা :** বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রায় ৪০টির মতো প্রবন্ধ ও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ২০টি পাঠ্য বইয়ের লেখক।
১২। **রাষ্ট্রীয় পুরস্কার :** ১৯৯৩ সালে ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ধরিত্রি বাংলাদেশ কর্তৃক সম্মাননা।

পরিশিষ্ট-২

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা পূর্ব একটি সভার কার্য বিবরণী

০৮-৯-৮৬ ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবের বাসভবনে (৮/ই, মনেশ্বর রোড, ঝিকাতলা, ঢাকা-৯) এক ঘরোয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী,
২। অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী,
৩। জনাব মোঃ হেলাল,
৪। " মোঃ গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী,
৫। " মোঃ নুরুজ্জামান,

উপস্থিত সকলেই আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন:

* বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ইত্যাদির নিরীখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং দেশে ও বিদেশে কর্ম সংস্থান করার উদ্দেশ্যে বাড়তি জন সংখ্যাকে দক্ষ জন শক্তিতে পরিনত করার জাতীয় প্রচেষ্টায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে কালক্রমে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার অভিপ্রায়সহ ঢাকায় এখন সূচনা পর্বে একটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় এবং প্রয়োগিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলেই একমত হন।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিস্তারিত আলোচনা ও এতদুদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সক্ষম বিদ্যোৎসাহী সমাজ দরদী ব্যক্তিবর্গ সহ আলাপ আলোচনার জন্য পুনরায় একটি বর্দ্ধিত সভা আহ্বানের জন্য অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করা হয়।

তারিখ :- ১৬-৯-৮৬ ইং।

(শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী)
১৬-৯-৮৬

ধারাবিবরনীতে বর্নিত বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে আহুত বর্দ্ধিত সভায় যোগদানের জন্য
-- অনুরোধ করা হইল।

বর্দ্ধিত সভার :-

তারিখ :- ২৬-৯-৮৬ ইং (শুক্রবার)
সময় :- বৈকাল ৪ ঘটিকা।
স্থান :- ৮/ই, মনেশ্বর রোড, (দোতালায়)
ঝিকাতলা, ঢাকা-৯।

১৬-৯-৮৬

পরিশিষ্ট-৩

প্রাইমারি স্কুলে কলেজ পরিচালনার আবেদনপত্র

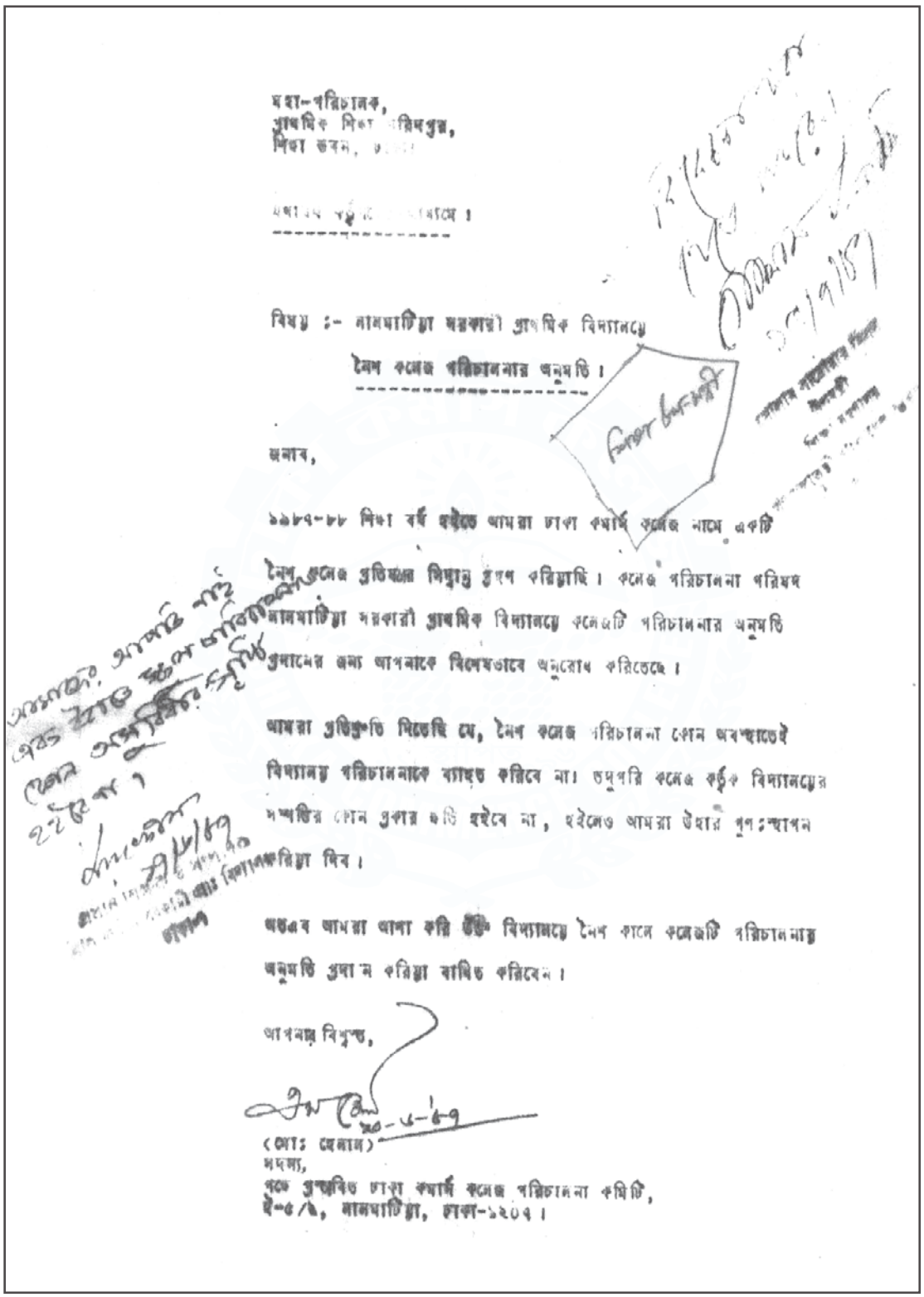

মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

বিষয় :- লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ কলেজ পরিচালনার অনুমতি।

জনাব,

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষ হইতে আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ নামে একটি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। কলেজ পরিচালনা পরিষদ লালমাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, নৈশ কলেজ পরিচালনা কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয় পরিচালনাকে ব্যাহত করিবে না। তদুপরি কলেজ কর্তৃক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমরা উহার পুনঃস্থাপন করিয়া দিব।

অতএব আমরা আশা করি উক্ত বিদ্যালয়ে নৈশ কালে কলেজটি পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

২০-৬-'৮৭
(মোঃ মোকাম)
সদস্য,
পক্ষে প্রস্তাবিত ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটি,
ই-৫/৯, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

পরিশিষ্ট-৪

শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য আবেদন

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া,
ঢাকা-১২০৭

সূত্র : ঢাকক/প-৬'৮৯

তারিখ ১৬.১০.৮৯

মাননীয়
চেয়ারম্যান,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

বিষয়: ঢাকা কমার্স কলেজের অনুমতি প্রসঙ্গ।

জনাব,
উপরোক্ত বিষয়ে ইতপূর্বে আপনার দপ্তরে অত্র কলেজের একখানা দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ২০.০৯.৮৯ তারিখের মধ্যে ভর্তিকৃত ছাত্রদের দুই কপি তালিকা বিগত ২৭.০৯.৮৯ তারিখে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কলেজ পরিদর্শন বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজও আমরা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পন্ন করিয়াছি এবং বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কলেজে নিয়মিত ক্লাস শুরু হইয়াছে।

একাদশ শ্রেণীতে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পড়ানোর ব্যবস্থা করিয়াছি :

আবশ্যিক বিষয় সমূহ	চতুর্থ বিষয় সমূহ
ক) বাঙলা খ) ইংরেজী গ) বানিজ্যনীতি ঘ) হিসাব রক্ষন ও হিসাব বিজ্ঞান ঙ) অর্থনীতি ও বানিজ্যিক ভূগোল	ক) শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং খ) পারসংখ্যান

পৃষ্ঠা – ২

ফোন :

ঢাকা কমার্স কলেজ

(স্থাপিত-১৯৮৯)

প্রকল্প কার্যালয় : ৫/৭, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া,
ঢাকা-১২০৭

সূত্র :

তারিখ ১৬.১০.৮৯

উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং বোর্ডের নির্ধারিত ছকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের একটি বিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে পেশ করা হইল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যেই কলেজের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অত্রসঙ্গে বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক প্রদত্ত সংরক্ষিত তহবিল ও সাধারণ তহবিলের সার্টিফিকেট এবং একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি ফি বাবদ বোর্ডের সচিবের অনুকূলে ২০০০/= (দুই হাজার) টাকার একটি পে-অর্ডার সংযুক্ত করা হইলো।

অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কমার্স কলেজকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

সংযুক্তি :
১ Bank Certificate
২ Pay order no. . . dated
৩ Teachers & staff list

আপনার বিশ্বস্ত
(শামসুল হুদা)
অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ
ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৫

সরকারি অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকারনামা

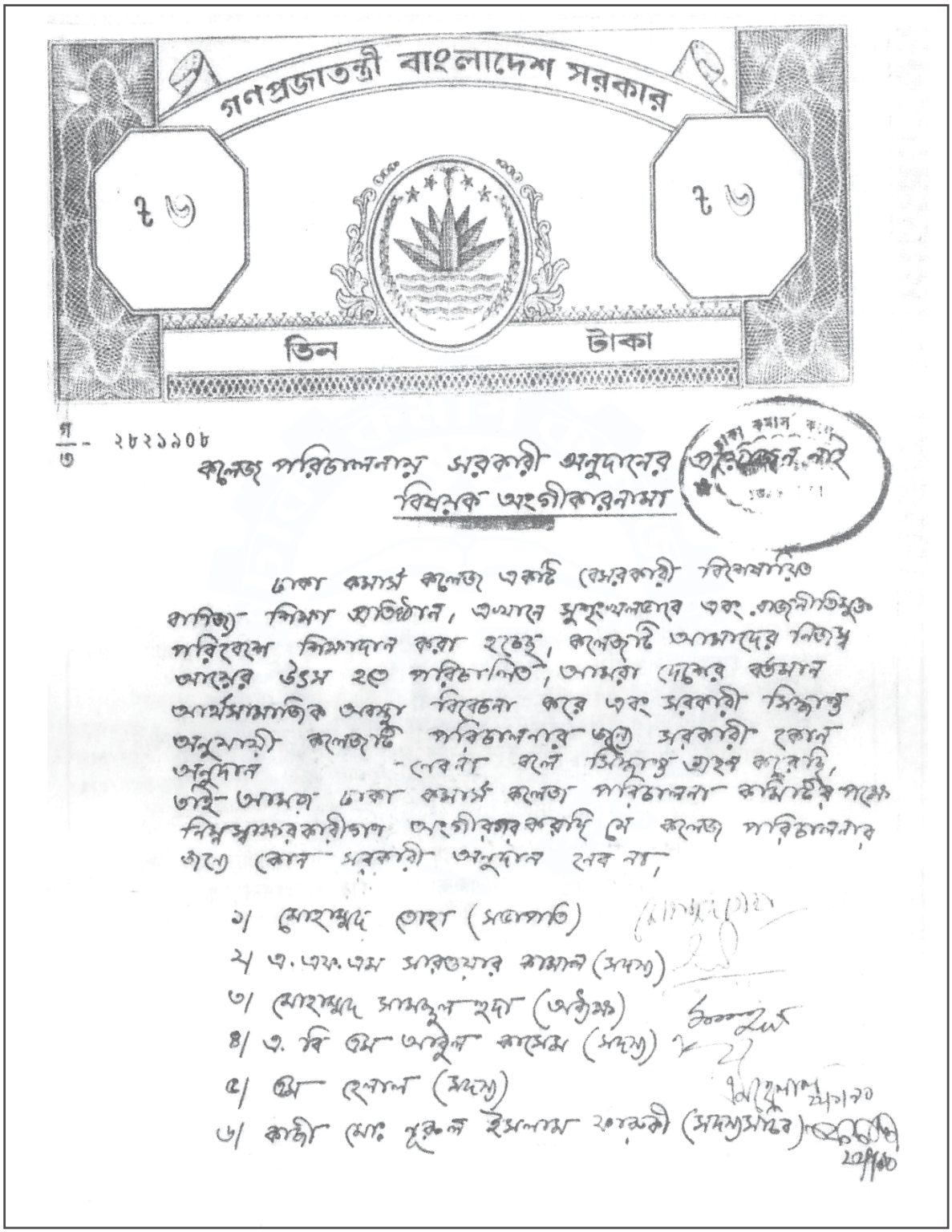

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তিন টাকা

গ/ড - ২৮২১১৭০৮

কলেজ পরিচালনায় সরকারী অনুদানের প্রয়োজন নাই বিষয়ক অংগীকারনামা

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বেসরকারী বিশেষায়িত বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে সুশৃংখলভাবে এবং রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছে, কলেজটি আমাদের নিজস্ব আয়ের উৎস হতে পরিচালিত, আমরা দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজটি পরিচালনার জন্য সরকারী কোন অনুদান নেব না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তাই আমরা ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা কমিটির পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ অংগীকার করছি যে কলেজ পরিচালনার জন্যে কোন সরকারী অনুদান নেব না,

১/ মোহাম্মদ তাহা (সভাপতি)
২/ এ.এফ.এম সারওয়ার কামাল (সদস্য)
৩/ মোহাম্মদ সামছুল হুদা (অধ্যক্ষ)
৪/ এ. বি এম আবুল কাসেম (সদস্য)
৫/ এম হেলাল (সদস্য)
৬/ কাজী মো: নূরুল ইসলাম ফারুকী (সদস্যসচিব)

অনুমোদনের শর্ত হিসেবে সরকারি অনুদান না নেয়ার এ অঙ্গীকারই আমাদের স্বাবলম্বী হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে।

পরিশিষ্ট-৬

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম (১ আগষ্ট ১৯৮৯)

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম
২। ড. মোঃ হাবিব উলাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩। জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ
৪। জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ
৫। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্
৬। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
৭। জনাব মোঃ আবুল বাশার, অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা
৮। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
৯। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু
১০। জনাব মাহফুজুল হক শাহীন
১১। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
১২। জনাব এ বি এম সামছুদ্দিন আহমেদ
১৩। চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনি এসোসিয়েশন (ঢাকা)

পরিশিষ্ট-৭

কলেজ প্রতিষ্ঠা উপদেষ্টা কমিটি

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ ও ঢাকা কলেজ
২। প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৩। ডঃ মোঃ হাবিবুলাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়

পরিশিষ্ট-৮

সাংগঠনিক কমিটি (২১/৯/১৯৮৯-২৪/৭/১৯৯০)

১। জনাব মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি,সি,আই,সি	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩। প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার, এ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট	সদস্য
৫। জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৬। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, এফ.সি.এ. (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	সদস্য
৭। জনাব মুজাফফর আহমদ এফ.সি.এম.এ	সদস্য
৮। অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৯। জনাব আব্দুল মতিন	সদস্য
১০। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট-৯

ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন যাঁরা করেন (১/৮/১৯৮৯)

১। অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
২। অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম
৩। অধ্যক্ষ এ.বি.এম. শামছুদ্দিন
৪। জনাব এম. হেলাল
৫। জনাব মোঃ জিয়াউল হক
৬। জনাব শফিকুল ইসলাম চুন্নু
৭। জনাব মাহফুজুল হক শাহীন
৮। জনাব মনিরুজ্জামান দুলাল
৯। জনাব কাজী হাবিবুর রহমান
১০। জনাব মুনির চৌধুরী
১১। জনাব মোঃ হাফিজ
১২। জনাব কাজী আব্দুল মতিন
১৩। জনাব আব্দুল লতিফ

পরিশিষ্ট-১০

প্রথম অ্যাকাডেমিক কমিটি (১৯৮৯-১৯৯০)

১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	আহবায়ক
২। জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল	সদস্য
৩। জনাব এ. বি. এম. আবুল কাশেম	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা	সদস্য
৫। ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য

পরিশিষ্ট-১১

নির্বাহী কমিটি (ঢাকা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে গঠিত)
(২৫/৭/১৯৯০-৩/৯/১৯৯১)

১। প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সভাপতি
২। জনাব মোহাম্মদ তোহা, চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি	সদস্য
৩। প্রফেসর বজলুল হক খন্দকার, ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪। জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৬। জনাব সামছুল হুদা (৩১/৭/১৯৯০ পর্যন্ত)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব
৭। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (১/৮/১৯৯০ থেকে)	অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১২

প্রথম পরিচালনা পরিষদ (এডহক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত (৪/৯/১৯৯১-২২/৩/১৯৯২)

১। ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। জনাব এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপ-সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩। জনাব শামছুল হুদা, এফ. সি. এ. পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
৫। জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৩

প্রথম পরিচালনা পরিষদ (নিয়মিত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (২৩/৩/১৯৯২-৩০/৪/১৯৯৫)

১। ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, ডিজি প্রতিনিধি	সদস্য
৩। জনাব এ. এফ. এম সরওয়ার কামাল, উপাচার্যের প্রতিনিধি	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, এফ. সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫। জনাব আহমেদ হোসেন	হিতৈষী সদস্য
৬। জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল	দাতা সদস্য
৭। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
৮। জনাব এম. এ. জহির, এফ.সি. এ	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯। জনাব এ.কে. এম. আতাউর রহমান	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০। জনাব কাজী সুলতান আহমেদ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১। জনাব মোঃ মাহফুজুল হক	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব কামরুন নাহার সিদ্দিকী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৪

দ্বিতীয় পরিচালনা পরিষদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত (১/৫/১৯৯৫-৫/৭/১৯৯৮)

১। প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, উপ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। জনাব মোঃ আলী আজম (ডি.জি.'র প্রতিনিধি), উপদেষ্টা, ইউনিসেফ ও সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.	সদস্য
৩। জনাব এম. এ. খালেক, পি.এস.সি (উপাচার্য প্রতিনিধি), অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামছুল হুদা, এফ.সি.এ	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
৫। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম (বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি), উপ-সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। জনাব আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	দাতা সদস্য
৭। জনাব বদরুল আহসান এফ.সি.এ., সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	হিতৈষী সদস্য
৮। জনাব খন্দকার শাহ আলম, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে	অভিভাবক প্রতিনিধি
৯। অধ্যাপক শহীদুল হক, কর্মকর্তা, এন.সি.টি.বি	অভিভাবক প্রতিনিধি
১০। জনাব মোঃ মহিব উল্যা, কর্মকর্তা, বি.আই.এস.এফ	অভিভাবক প্রতিনিধি
১১। ডা. আবদুর রহমান, এম.বি.বি.এস, প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব মোঃ রোমজান আলী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৫। প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৫

তৃতীয় পরিচালনা পরিষদ (৬/৭/১৯৯৮-৩০/৫/২০০১)

১। ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়	সভাপতি
২। প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সাবেক চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি	সদস্য
৩। জনাব মোঃ বদিউজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মহাপরিচালক, দুর্নীতি ব্যুরো	সদস্য
৪। প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা, এফ.সি.এ, পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৫। প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিঞা, যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সদস্য (অর্থ), পি.ডি.বি.	সদস্য
৬। অধ্যাপক আবু সালেহ, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭। জনাব আহমেদ হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ	সদস্য
৮। জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, উপ-সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	সদস্য
৯। জনাব এম. হেলাল, সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস	সদস্য
১০। ডা. আবদুর রহমান, প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার	চিকিৎসক প্রতিনিধি
১১। জনাব মোহাম্মদ নুর হোসেন	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২। জনাব মোঃ জাকির হোসেন মজুমদার	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৩। জনাব শামসাদ শাহজাহান	শিক্ষক প্রতিনিধি
১৪। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৬

চতুর্থ পরিচালনা পরিষদ

জুন ২০০১-মে, ২০০৪ (২০০২ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
জনাব মোঃ বদিউজ্জামান	সদস্য
জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া	সদস্য
অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম	সদস্য
জনাব এ. কে. এম জাফরুলাহ সিদ্দিকী	চিকিৎসক প্রতিনিধি
জনাব মোঃ মাসুদুল হক	সদস্য
ডঃ এম. এ. মান্নান	সদস্য
জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
* জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান (২৯.৫.২০০২ - ৩০.৫.২০০৪)

পরিশিষ্ট - ১৭

পঞ্চম পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৪- ০২ জুন ২০০৭ (২০০৪ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
জনাব এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য
জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
জনাব এ. কে. এম. জাফরুল্লাহ সিদ্দিকি	চিকিৎসক প্রতিনিধি
প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
জনাব এম. এম. মিজানুর রহমান	সদস্য
জনাব মোঃ আবু জাফর পাটোয়ারী	সদস্য
জনাব মোঃ মোশতাক আহমেদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মাকসুদা শিরিন	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব এ.বি.এম মিজানুর রহমান	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট - ১৮

ষষ্ঠ পরিচালনা পরিষদ ৩ জুন ২০০৭- ০৮ জুন ২০১০ (২০০৮ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	চেয়ারম্যান
প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	সদস্য
অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
প্রফেসর ডা: এম. এ. রশীদ	সদস্য
প্রফেসর মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সদস্য
প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
জনাব মোঃ রেজাউল কবীর	সদস্য
জনাব হোসেন আহমেদ	সদস্য
জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য / শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	অধ্যক্ষ/ সদস্য সচিব
* ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান (১৬.৭.২০০৯ - ৮.৬.২০১০)

পরিশিষ্ট - ১৯

সপ্তম পরিচালনা পরিষদ ৯ জুন ২০১০- ০৭ জুন ২০১৩ (২০১০ সালের শিক্ষক প্রতিনিধিসহ)

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক	চেয়ারম্যান
জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল	সদস্য
প্রফেসর মোঃ আলী আজম	সদস্য
অধ্যাপক মোঃ আবু সালেহ	সদস্য
প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী	সদস্য
জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.	সদস্য
জনাব আহমেদ হোসেন	সদস্য
প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান	সদস্য
প্রফেসর ডাঃ এম. এ. রশীদ	সদস্য
জনাব মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
জনাব দীন মোহাম্মদ, এফ.সি.এম.এ	সদস্য
জনাব এ কে এম আশ্রাফুল হোসাইন	সদস্য
জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
জনাব শামা আহমাদ	সদস্য/ শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম	সদস্য সচিব/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

পরিশিষ্ট - ২০

যাঁদের আর্থিক আনুকুল্যে ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনা

১। প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
২। অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম
৩। জনাব এম. হেলাল
৪। জনাব মোঃ মাহফুজুল হক
৫। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু
৬। জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
৭। জনাব শামসুন নাহার ফারুকী
৮। জনাব এম. ওমর ফারুক
৯। জনাব মোজাফফর আহমদ
১০। জনাব এ.এইচ.এম মোস্তফা কামাল
১১। জনাব মুজিবুল হায়দার চৌধুরী
১২। জনাব আফজালুর রহমান
১৩। জনাব এ.কে.এম. রফিকুল হক
১৪। এডভোকেট মফিজুর রহমান মজুমদার
১৫। হাজী জুম্মন বেপারী
১৬। জনাব মোঃ আবু মুসা
১৭। জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
১৮। জনাব মোহাম্মদ তোহা
১৯। জনাব ইফতেখার হায়দার চৌধুরী
২০। জনাব জিনাত শাহজাহান
২১। জনাব পিয়ার আলী
২২। অধ্যাপক মোঃ তাজুল আলম
২৩। হাজী সরওয়ার হোসেন
২৪। মিসেস রাবেয়া হায়দার
২৫। জনাব এম.এ. কামাল
২৬। জনাব এ.জেড.এম. এইচ খান
২৭। ডাঃ আবদুলা আল ফারুক
২৮। জনাব মোঃ আব্দুস কুদ্দুস
২৯। জনাব অলিউর রহমান
৩০। জনাব বদরুল আহসান
৩১। জনাব নুরুল হুদা
৩২। অধ্যাপক সালমা আক্তার ও
আরও অনেকে

পরিশিষ্ট - ২১

ঢাকা কমার্স কলেজ বাস্তবায়ন তহবিলে প্রথম সভায় চাঁদা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ (৬ অক্টোবর ১৯৮৮)

ক্রমিক নং	নাম	টাকা
১.	জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী	১,০০০/=
২.	জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম	১০০/=
৩.	জনাব এম. হেলাল	২০০/=
৪.	জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহীন	৫০/=
৫.	জনাব নুরুল ইসলাম সিদ্দিক	১০০/=
৬.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম চুন্নু	১০০/=
		মোট ১,৫৫০/=

পরিশিষ্ট - ২২

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সহযোগীবৃন্দ

১. প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ

২. প্রফেসর আবদুর রশীদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৩. ড. মোঃ হাবিব উলাহ
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. জনাব মোহাম্মদ তোহা
চেয়ারম্যান, বি.সি.আই.সি

৫. প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য (কারিকুলাম), এন.সি.টি.বি

৬. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম
সদস্য (অর্থ), এন.সি.টি.বি

৭. জনাব মোঃ আসাদুলাহ
বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও শিক্ষানুরাগী

৮. ডঃ শহীদ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৯. ড. খন্দকার বজলুল হক
প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল
ডেপুটি সেক্রেটারি, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ

১১. জনাব এ. এইচ. এম. মোস্তফা কামাল
বিশিষ্ট শিল্পপতি

১২. প্রফেসর আবুল বাসার
সাবেক অধ্যক্ষ
আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা

১৩. অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম

১৪. জনাব জিয়াউল হক সি.পি.এ

১৫. জনাব এম হেলাল
সম্পাদক
মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

১৬. জনাব মুজাফ্‌ফর আহমেদ
এফ.সি.এম. এ

১৭. জনাব মফিজুর রহমান মজুমদার
এডভোকেট, সুপ্রীমকোর্ট

১৮. জনাব বদরুল আহছান
এফ.সি.এ

১৯. বেগম সামছুন নাহার ফারুকী

২০. বেগম আফসারুন্নেসা

২১. ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর

২২. জনাব এ.বি.এম. সামছুদ্দিন আহমেদ
অধ্যক্ষ, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট

২৩. প্রফেসর আহছান উলা
সচিব, ঢাকা বোর্ড

২৪. প্রফেসর গোলাম মোস্তফা
কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বোর্ড

২৫. জনাব আব্দুল মতিন
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
হোয়েকষ্ট ফার্মাসিউটিক্যালস

২৬. প্রফেসর লতিফুর রহমান
ঢাকা কলেজ

২৭. জনাব মোজাহার জামিল
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৮. জনাব সাদেকুর রহমান মজুমদার
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ

২৯. জনাব আব্দুল বাকী
প্রভাষক, তেজগাঁও কলেজ

৩০. জনাব আবুল এহসান
প্রভাষক, ঢাকা কলেজ
এবং আরও অনেকে।

পরিশিষ্ট - ২৩

দুদশক পূর্তি উদযাপন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

পৃষ্ঠপোষক :
১. প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ
২. জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ
৩. প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ, সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

উপদেষ্টা :
১. জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ. সি.এ, সদস্য গভর্নিং বডি
২. জনাব আহমেদ হোসেন, সদস্য, গভর্নিং বডি
৩. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য, গভর্নিং বডি
৪. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি
৫. প্রফেসর ডা: এম.এ. রশীদ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৬. প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি
৭. জনাব দীন মোহাম্মদ, এফ.সি.এম.এ, সদস্য, গভর্নিং বডি
৮. জনাব এ.কে.এম.আশ্রাফুল হোসাইন, সদস্য, গভর্নিং বডি

উদযাপন কমিটি :
১. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য, গভর্নিং বডি -আহ্বায়ক
২. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি - যুগ্ম আহ্বায়ক
৩. প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক)-সমন্বয়কারী
৪. জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক -সদস্য
৫. জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক -সদস্য
৬. বেগম শামা আহমাদ, সহকারী অধ্যাপক -সদস্য
৭. প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) -সদস্য সচিব

*** সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান :**
প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক)

অভ্যর্থনা কমিটি :
১. প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সদস্য, গভর্নিং বডি -আহ্বায়ক
২. প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি -সদস্য
৩. প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) -সদস্য
৪. প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) -সদস্য
৫. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ -সদস্য
৬. জনাব মোঃ রোমজান আলী, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ -সদস্য
৭. জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ -সদস্য
৮. জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ -সদস্য
৯. বেগম রওনাক আরা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ -সদস্য
১০. জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ, সহযোগী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ -সদস্য
১১. জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ -সদস্য
১২. জনাব মোঃ নুর হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ -সদস্য
১৩. জনাব মোঃ আবু তালেব, সহযোগী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ -সদস্য
১৪. জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ -সদস্য
১৫. জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ -সদস্য
১৬. বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ -সদস্য
১৭. জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ -সদস্য
১৮. জনাব মোঃ হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ -সদস্য
১৯. জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ -সদস্য
২০. জনাব মোঃ আবদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ -সদস্য
২১. বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ -সদস্য

সাংস্কৃতিক কমিটি :
১. জনাব মোঃ হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ -আহ্বায়ক
২. বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ -সদস্য
৩. বেগম মাকসুদা শিরীন, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ -সদস্য
৪. জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ -সদস্য
৫. বেগম তৃষ্ণা গাঙ্গুলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ -সদস্য
৬. জনাব মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ -সদস্য

প্রচার, আলোকচিত্র ও ভিডিও কমিটি :
১. জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ -আহ্বায়ক
২. জনাব শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ -সদস্য
৩. জনাব কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ -সদস্য
৪ . জনাব এস.এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ - সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ -সদস্য
৬. বেগম শামা আহমাদ, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ -সদস্য
৭. জনাব মোঃ মশিউর রহমান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ -সদস্য
৮. জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, প্রভাষক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ -সদস্য
৯. জনাব মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, উপ-সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক -সদস্য

শৃঙ্খলা কমিটি :
১. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. বেগম সাজনিন আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৫. বেগম ফারহানা আরজুমান, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

সাজ-সজ্জা কমিটি :
১. জনাব মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ নুর হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোঃ নুরুল আলম, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা-সদস্য
৬. জনাব সেলিম রেজা-সদস্য

আপ্যায়ন কমিটি/বার্ষিক ভোজ কমিটি :

১. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব এ. এম. সওকত ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ মনসুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-সদস্য
৬. বেগম মাসুদা খানম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব নূর মোহাম্মদ শিপন, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৯. জনাব আবু বকর সিদ্দিক, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১০ জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রভাষক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা-সদস্য
১১. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

অর্থ কমিটি :

১. জনাব মোঃ নুর হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য

সম্মাননা কমিটি

১. জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব এ.এইচ.এম.সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক
পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান-সদস্য

উপহার সামগ্রী কমিটি :

১. জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৫. জনাব মোঃ নুরুল আলম, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা-সদস্য

স্মরণিকা ও অ্যালবাম কমিটি :

১. জনাব মোঃ রোমজান আলী, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-আহ্বায়ক
২. জনাব শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
৪. জনাব এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৫. বেগম শবনম নাহিদ স্বাতী, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ-সদস্য
৬. জনাব এস. এম. মেহেদী হাসান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৭. জনাব রেজাউল আহমেদ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
৮. জনাব মোঃ শহীদুলাহ, প্রভাষক, সাচিবিক বিদ্যা বিভাগ-সদস্য
৯. মোঃ তানভীর হায়দার, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১০. জনাব পার্থ বাড়ৈ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ-সদস্য
১১. জনাব মোঃ মাসুদ পারভেজ, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-সদস্য
১২. জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান-সদস্য
১৩. জনাব ফয়েজ আহমেদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

রক্তদান কমিটি :

১. জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ-আহবায়ক
২. জনাব এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ-সদস্য
৩. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক-সদস্য

র‍্যালি কমিটি :

১. জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ- আহবায়ক
২. জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ- সদস্য
৩. জনাব মোঃ মিরাজ আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান
কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ- সদস্য
৪. জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- সদস্য
৫. জনাব এ.বি.এম মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ- সদস্য
৬. জনাব মোঃ আবু বককর ছিদ্দিক, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ- সদস্য
৭. জনাব রেজাউল আহমেদ প্রভাষক, বাংলা বিভাগ- সদস্য
৮. বেগম সিগমা রহমান, প্রভাষক,ব্যবস্থাপনা বিভাগ- সদস্য
৯. বেগম দয়াময়ী চক্রবর্তী, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ- সদস্য
১০. জনাব ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক- সদস্য

অকাল প্রয়াণ শিক্ষার্থীবৃন্দ

আজ ঢাকা কমার্স কলেজের দুদশকপূর্তি-২০১০। আমাদের মতই একদা যাদের উৎফুল পদচারণা ছিল এই আঙ্গিনায়, অথচ ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারকে কাঁদিয়ে নশ্বর বিশ্বের মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় নিয়েছে আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী রক্তিম (রোল: ৫১) সোহেল (রোল: ৭০), খালিদ আহমেদ (রোল: ৪৬৪), সাব্বির আহম্মেদ (রোল: ১১৬১), ইয়াসির কাবেরী (রোল: ১৩৮২), তুষার গমেজ (রোল: ১৫৮২), সাইফুল ইসলাম (রোল: ২৫৮৯), নিশা (রোল: ৪৩৫৬), তটিনি (রোল: ৪৩৫১), রুমেল, জুয়েল (ফিন্যান্স ৩য় বর্ষ), নিমতলী অগ্নিদুর্ঘটনায় পরিবারের ১৩ জনসহ ইমরান দিদার (২০০২৩), নাসির উদ্দিন (২২৯৮৬), পরপারে চলে যাওয়া আরো অজ্ঞাত অনেক শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ আজকের আনন্দধারায় করুণ রেখাপাত করেছে। আমরা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। সেই সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যাঁরা ইতোমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারিবৃন্দ

অ্যালবাম

ঢাকা কমার্স কলেজ

অ্যালবাম সূচি

- ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ ১
- কলেজের ইতিবৃত্ত ৫
- অবস্থান ও অবকাঠামো ১০
- অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ১৭
- শিক্ষক ওরিয়েন্টশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২২
- সংবর্ধনা (নবীন বরন, বিদায় সংবর্ধনা ছাত্র ও শিক্ষক) ২৫
- বার্ষিক ক্রীড়া ৩২
- অভ্যন্তরীণ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৩৭
- প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ ৪১
- যুগপূর্তি উদযাপন ৪৬
- দিবস উৎযাপন ও শোক ৫৫
- ভোজ ৫৯
- মানুষ মানুষের জন্য ৬৩
- ক্লাব কার্যক্রম ৬৬
- অগ্নি নির্বাপন মহড়া ৭৪
- শিক্ষা সফর ৭৫
- জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য ৯৭
- কলেজ পরিদর্শন ও অন্যান্য ৯৯
- বৃক্ষরোপন ও অন্যান্য ১০৩
- প্রচার ও প্রকাশনা ১০৫

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনালগ্ন থেকেই দিক নির্দেশনা ও পরিচালনার নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন দেশের খ্যাতনামা ও প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন সময়ে এতে যুক্ত হয়েছেন আরো অনেক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নিরপেক্ষ মনোভাব, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সততা, যোগ্যতা ও অক্লান্ত শ্রমসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ এ ব্যক্তিবর্গ কমার্স কলেজের উন্নয়নের পথকে করেছেন গতিশীল ও কণ্টকমুক্ত। বাংলাদেশের আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে এমন গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বাণিজ্য শিক্ষার দিশারী হিসেবে এ কলেজে বিভিন্ন সময়ে পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা, প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী, ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল এবং আবারো ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। প্রতিনিয়ত পরিচালনা পরিষদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী তাঁর স্বপ্নসাধনার কাজ চালিয়ে গেছেন নির্বিঘ্নে। জিবি-র দক্ষ নির্দেশনা ও পরামর্শে এবং ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলের সহযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ পরিণত হয়েছে বাণিজ্য শিক্ষায় দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

কলেজ পরিচালনা পরিষদ

সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ তোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১ম সভা (৮ আগস্ট ১৯৮৯)।

পুরস্কার বিতরণ করছেন নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধূরী (ফেব্রুয়ারি ১৯৯১)।

কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত এ এফ এম সরওয়ার কামাল, প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী, প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, মোহাম্মদ তোহা ও ড. হাবিবুলাহ (১ জুলাই ১৯৯০)

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন প্রো-ভিসি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন কলেজ শিক্ষিকা ফেরদৌসী খান (২২ নভেম্বর ১৯৯১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন প্রো-ভিসি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম পরিচালনা পরিষদের একটি সভা (৮ মার্চ ১৯৯২)

অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় জিবি সদস্যবৃন্দ

কলেজ পরিচালনা পরিষদ

২য় পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর সভা (৬ জুলাই ১৯৯৮)

পরিচালনা পরিষদের নতুন সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে বিদায়ী সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করছেন (৬ জুলাই ১৯৯৮)

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে গঠিত ২য় পরিচালনা পরিষদের উদ্বোধনি সভা (৬ জুলাই ১৯৯৮)

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পরিষদের একটি সভা (১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

দায়িত্ব হস্তান্তর: পরিচালনা পরিষদের নতুন সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামালকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করছেন বিদায়ী সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (২৯ মে ২০০২)

এ এফ এম সরওয়ার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের সভায় মরহুম ড. মোঃ হাবিবুলাহ ও মরহুম প্রফেসর সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী স্যারের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত (২০০৫)

কলেজ পরিচালনা পরিষদ

আবারো ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর দায়িত্ব গ্রহণ। এবার ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করছেন বিদায়ী সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামাল (১৬ জুলাই ২০০৯)

বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা (৭ আগস্ট ২০১০)

যুগপূর্তি র‍্যালির টিশার্ট পরিহিত জিবি'র সদস্যবৃন্দ

বর্তমান জিবি'র সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সভা (২৩/১২/২০১০)

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর অধ্যক্ষ-পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বর্তমান জিবি'র সদস্যবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিবৃত্ত

বিশ্বঅর্থনীতির প্রবাহ প্রবাহিত হয় ব্যবসায়িক কার্যক্রমে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব এদেশেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই অনুভবের চেতনা উৎসারিত হয় ১৯৭৯ সালে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর মনে। খ্যাতিমান বিদ্যানুরাগীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি গুরুত্ব তুলে ধরতেন ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ার। তাঁর প্রস্তাবে তৎকালে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন মরহুম অধ্যাপক শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, মরহুম ড. মোঃ হাবিবুলাহ, মরহুম অধ্যাপক আবুল বাসার, অধ্যাপক আলী আজম, জনাব এম. হেলাল, মরহুম আসাদুলাহ প্রমুখ। ১৯৮৬ সালে কলেজের প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হয় ই-৫/২ লালমাটিয়ায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় (৬/১১/৮৮) জনাব কাজী ফারুকীর প্রস্তাবিত "ঢাকা কমার্স কলেজ" নামটি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে। "ঢাকা কমার্স কলেজ" নামে সিটি ব্যাংক, নিউমার্কেট শাখায় খোলা হয় ব্যাংক হিসাব। এভাবে সৃষ্টি হতে থাকে কলেজের অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ। কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে "ঢাকা কমার্স কলেজ" নামক সাইনবোর্ড উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৯ সালের ১ আগস্টে পথ চলা শুরু হয় নতুন এই বিদ্যাঙ্গনের। পরবর্তীতে ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০)। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে ভূমি বরাদ্দের দুবছরের কম সময়ে ১৯৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি ঢাকা কমার্স কলেজ আপন ঠিকানায় শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করে।

কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সভা

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম প্রকল্প কার্যালয় ই-৫/২ লালমাটিয়ায় (প্রফেসর কাজী ফারুকীর বাসা) কলেজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সভায় উপস্থিত বাম থেকে এস.আর মজুমদার, এম হেলাল, মাহফুজুল হক, জিয়াউল হক, আবুল কাশেম প্রমুখ; পিছনে দাঁড়ানো কাজী আব্দুল মতিন

প্রথম প্রকল্প কার্যালয়ে কাজী ফারুকীর সাথে আলাপরত উদ্যোক্তাদের কয়েকজন বদরুল আহসান, সরওয়ার কামাল ও সামসুল হুদা

কলেজের প্রথম অস্থায়ী কার্যালয়ে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এ.বি.এম. শামসুদ্দীন, কাজী ফারুকী ও শফিকুল ইসলাম (চুন্নু) ২/৭/১৯৮৯

কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে জনাব মোহাম্মদ তোহার সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কমিটির সভা, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত আছেন এম. হেলাল, শামছুল হুদা, ড: হাবিব উলাহ, প্রফেসর আলী আজম, মফিজুর রহমান মজুমদার, অধ্যাপক আব্দুর রশিদ চৌধুরী, সরওয়ার কামাল, প্রফেসর কাজী ফারুকী, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সভার কার্যবিবরণী

রেজুলেশন বুক
[illegible]
প্রথম সভা

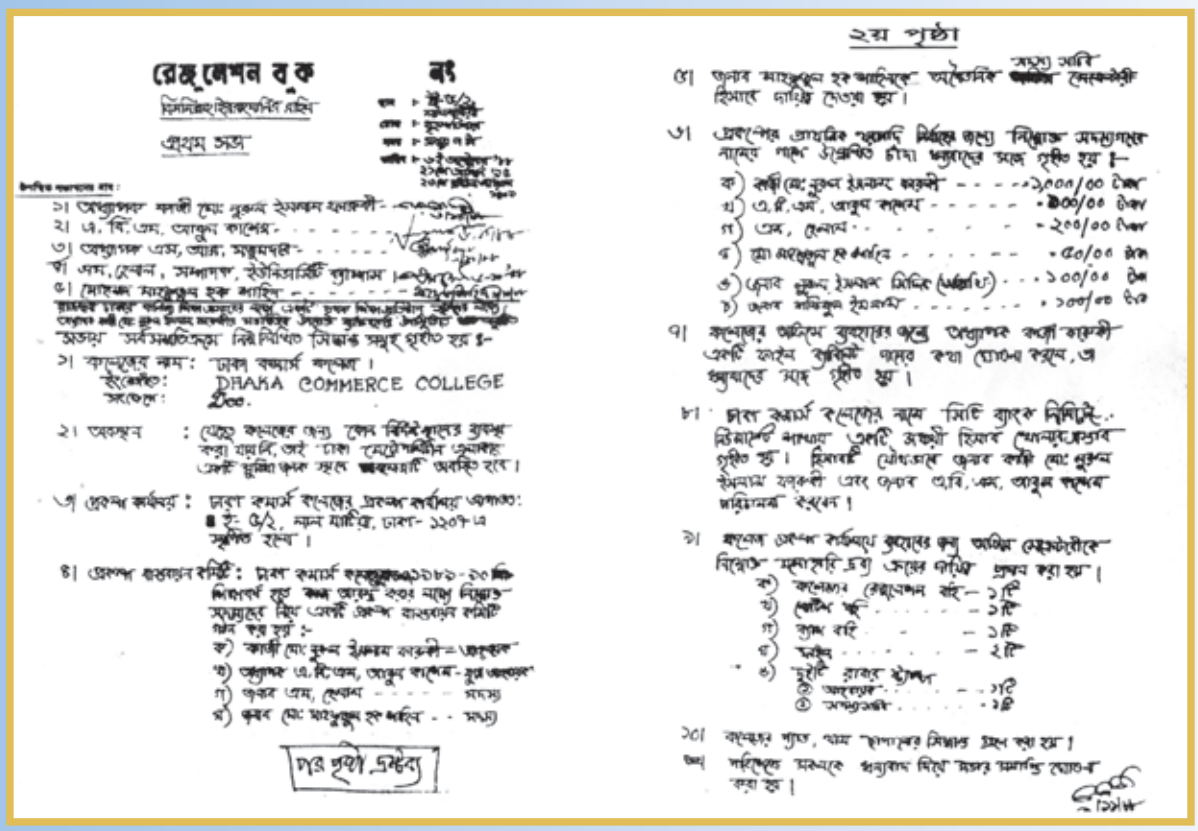

উপস্থিত সদস্যদের নাম :
১। অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
২। এ. বি. এম. আবুল কাশেম
৩। অধ্যাপক এস. আর. মজুমদার
৪। এম. হেলাল, সম্পাদক, ইউনিভার্সিটি [illegible]
৫। মোহাম্মদ মাহফুজুল হক শাহিন
[illegible]
অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় :-
১। কলেজের নাম : ঢাকা কমার্স কলেজ।
ইংরেজিতে : DHAKA COMMERCE COLLEGE
সংক্ষেপে : Dcc.
২। অবস্থান : যেহেতু কলেজের জন্য কোন বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি ভাড়া করা স্থানে অস্থায়ী অবস্থিত হবে।
৩। প্রধান কার্যালয় : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রধান কার্যালয় অস্থায়ীভাবে [illegible] ৫/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ এ স্থাপিত হবে।
৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে চালু করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয় :-
ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী – আহ্বায়ক
খ) অধ্যাপক এ.বি.এম. আবুল কাশেম – যুগ্ম আহ্বায়ক
গ) জনাব এম. হেলাল – সদস্য
ঘ) জনাব মোঃ মাহফুজুল হক শাহিন – সদস্য

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২য় পৃষ্ঠা

৫। জনাব মাহফুজুল হক শাহিনকে অবৈতনিক সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
৬। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচাদি নির্বাহের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত চাঁদা প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয় :-
ক) কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী ......১,০০০/০০ টাকা
খ) এ.বি.এম. আবুল কাশেম ...... ৫০০/০০ টাকা
গ) এম. হেলাল ...... ২০০/০০ টাকা
ঘ) মোঃ মাহফুজুল হক শাহিন ...... ৫০/০০ টাকা
ঙ) জনাব নুরুল ইসলাম মিলন (অধ্যাপক) ...... ১০০/০০ টাকা
চ) জনাব শফিকুল ইসলাম ...... ১০০/০০ টাকা
৭। কলেজের অফিস ব্যবহারের জন্য অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি টাইপ রাইটার দানের কথা ঘোষণা করেন, তা ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।
৮। ঢাকা কমার্স কলেজের নামে সিটি ব্যাংক লিমিটেড [illegible] শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিসাবটি যৌথভাবে জনাব কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী এবং জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম পরিচালনা করবেন।
৯। কলেজ প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অফিস সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত সামগ্রী ক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
ক) কলেজের রেজুলেশন বই – ১টি
খ) ক্যাশ বই – ১টি
গ) [illegible] বই – ১টি
ঘ) ফাইল – ২টি
ঙ) দুইটি রাবার স্ট্যাম্প
① আহ্বায়ক – ১টি
② সদস্য সচিব – ১টি
১০। কলেজের প্যাড, খাম ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
অতঃপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত (সাইনবোর্ড উত্তোলন)

নীরব যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৭৯ সালের দিকে শুরু হয় প্রকাশ্য চিন্তাভাবনা। অতঃপর অনেক সভা, সেমিনার, আলোচনা, পর্যালোচনার পর অবশেষে ১/৮/১৯৮৯ তারিখে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা কমার্স কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলিত হয়। সাইনবোর্ড উত্তোলনকালে অনেকের মধ্যে (বাম হতে) কাজী আব্দুল মতিন, অধ্যাপক এ বি এম আবুল কাশেম, মোঃ জিয়াউল হক, এম হেলাল, প্রফেসর কাজী ফারুকী, অধ্যক্ষ এ.বি.এম. শামসুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান (দুলাল), মুনির চৌধুরী, এস.আর. মজুমদার, কাজী হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আরোও উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুল হক, হাফিজ এবং আব্দুল লতিফ (ছবি : শাহীন ১/৮/১৯৮৯)

ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিবৃত্ত

কলেজের প্রথম প্রচার পত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ
প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী অবহিত। এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব যেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষাও তেমনি অনেকাংশে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এখানে গড়ে উঠেনি। উপরন্ত সামাজিক প্রয়োজন এবং পেশাগত চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতাও এখানে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, বর্তমান বিশ্ব একদিকে বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বাণিজ্য কেন্দ্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। আর তাই গোটা বিশ্বেই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারটি এখনো হতাশা ব্যঞ্জক।

আমাদের দেশের দুই প্রান্তে দুইটি কমার্স কলেজ বর্তমান থাকলেও রাজধানী ঢাকায় কোন কমার্স কলেজ নেই। অথচ সারাদেশের কেন্দ্র-বিন্দুই হচ্ছে ঢাকা। কাজেই ঢাকাতে এই ধরনের বিশেষায়িত কলেজের চাহিদা যে কতখানি, তা না বললেও বুঝা যায়।

তাছাড়া এদেশে বাণিজ্য বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে তেমন কোন বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মোটকথা, দেশের শিল্প ও শিক্ষাঙ্গনের দৈন্যদশা, গোটা বিশ্বের বাণিজ্যমুখী প্রবণতা, সর্বোপরি দেশের বাণিজ্য শিক্ষার চাহিদাকে সামনে রেখে আদর্শ ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি উদাহরণযোগ্য ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজধানীতে 'ঢাকা কমার্স কলেজ' প্রতিষ্ঠার এই যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য

১. কলুষমুক্ত আদর্শ পরিবেশে শিক্ষাদান।
২. সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক দ্বারা আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি।
৩. ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হার কাম্যস্তরে (Optimum Level) রেখে শ্রেণী কক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদানের মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এতে শিক্ষার্থীগণ গৃহ শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হবে না।

প্রথম অংশ

৪. বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠ্য বিষয়কে প্রয়োগ ভিত্তিক করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদানের পর ছাত্রদের মেধা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
৫. সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং পাঠদান। অর্থাৎ Lesson বা Course planing অনুসরণ।
৬. অধীত বিষয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই এর লক্ষ্যে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এতে একদিকে পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দোষ ত্রুটি দূর করে মেধা উন্নয়ন সম্ভব হবে, অন্যদিকে তাদের পরীক্ষা ভীতি দূর করা যাবে। ফলে শিক্ষার্থীগণ নকল প্রবণতা হতে বিরত থাকবে।
৭. নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন।
৮. শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, অথচ রাজনীতি সচেতন করে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

অর্থাৎ, ঢাকা কমার্স কলেজের মূল লক্ষ্য হলো শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান দান। যাতে করে শিক্ষার্থীগণ বাস্তব জীবনে সফল কারবারী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কারবার তথা শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কে যে শিক্ষা-দান করা হচ্ছে তা বাস্তব বর্জিত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ কেবলমাত্র পরীক্ষায়ই পাশ করে থাকে, অথচ তাদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে মোটেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না।

মোটকথা, দেশ ও জাতির কৃতি সন্তান, তথা সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনে এক নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে। এ ধারায় শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে বলে, আমরা বিশ্বাস করি।

সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে—
অধ্যাপক কাজী ফারুকী
ই-৬/২, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৩১ ৮৯ ১৪

উপদেষ্টা পরিষদ

১। প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী
সাবেক অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম।
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
২। প্রফেসর আবদুর রশিদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ড।
৩। ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ
প্রফেসর ও ডীন, বাণিজ্য অনুষদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আজম
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
মেম্বার, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড।
৫। অধ্যাপক আবুল বাশার
সাবেক অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
ডি ও কারিকুলাম, ঢাকা বোর্ড।
৬। প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম
সেক্রেটারী, ঢাকা বোর্ড, ঢাকা।
৭। ড. মহিউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। জনাব মোহাম্মদ তোহা এফ. সি. এ
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন।
৯। ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।
১০। জনাব মুজাফ্ফর আহমেদ এফ. সি. এম. এ
পরিচালক, আই. সি. এম. এ.
১১। জনাব এ. এইচ. এম মোস্তফা কামাল এফ. সি. এ
১২। জনাব [illegible] এফ. সি. এ
১৩। জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ এফ. সি. এ
১৪। অধ্যাপক এ. বি. এম. আবুল কাশেম
১৫। জনাব এম. হেলাল
সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও মাসিক [illegible]।
১৬। জনাব জিয়াউল হক এম. আই. এম, সি. পি. এ

দ্বিতীয় অংশ

কলেজ যাদুঘর

কলেজ মনোগ্রামের পর্যায়ক্রমিক অবস্থা

(মনোগ্রাম পরিকল্পনা কাজী ফারুকী, ডিজাইন শাহীন)

কলেজের মনোগ্রামটি মোটামুটি চক্রাকার। এর নীচে দুদিকে প্রসারিত দুটি সবুজ পত্রবৃন্ত রয়েছে। বৃন্ত দুটি সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ এবং তারুণ্যের প্রতীক ছাড়াও ঐক্য নির্দেশ করছে। মনোগ্রামের উর্ধ্বাংশের চাকাটি সমৃদ্ধি ও প্রগতির প্রতীক এবং মধ্যে অবস্থিত দুটি মজবুত খুঁটি কলেজের সার্বিক অবস্থার দৃঢ় ভিত্তি নির্দেশ করছে। এই দুটি খুঁটি থেকে বৃত্তাবর্তের পরিধির দিকে প্রসারিত ও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে দুটি বাহুসদৃশ সূত্র। এরা আত্মপ্রত্যয়, কর্মক্ষমতা ও স্বাবলম্বনের প্রতীক। আর এই ভিত্তির উপরিভাগেই সংস্থাপিত হয়েছে একটি উন্মীলিত গ্রন্থ, যা জ্ঞানের আধার। এখান থেকে উর্ধ্বগামী রক্ত-বর্ণ শিখাটি বিচ্ছুরিত জ্ঞান শিখা হিসেবে বিবেচিত।

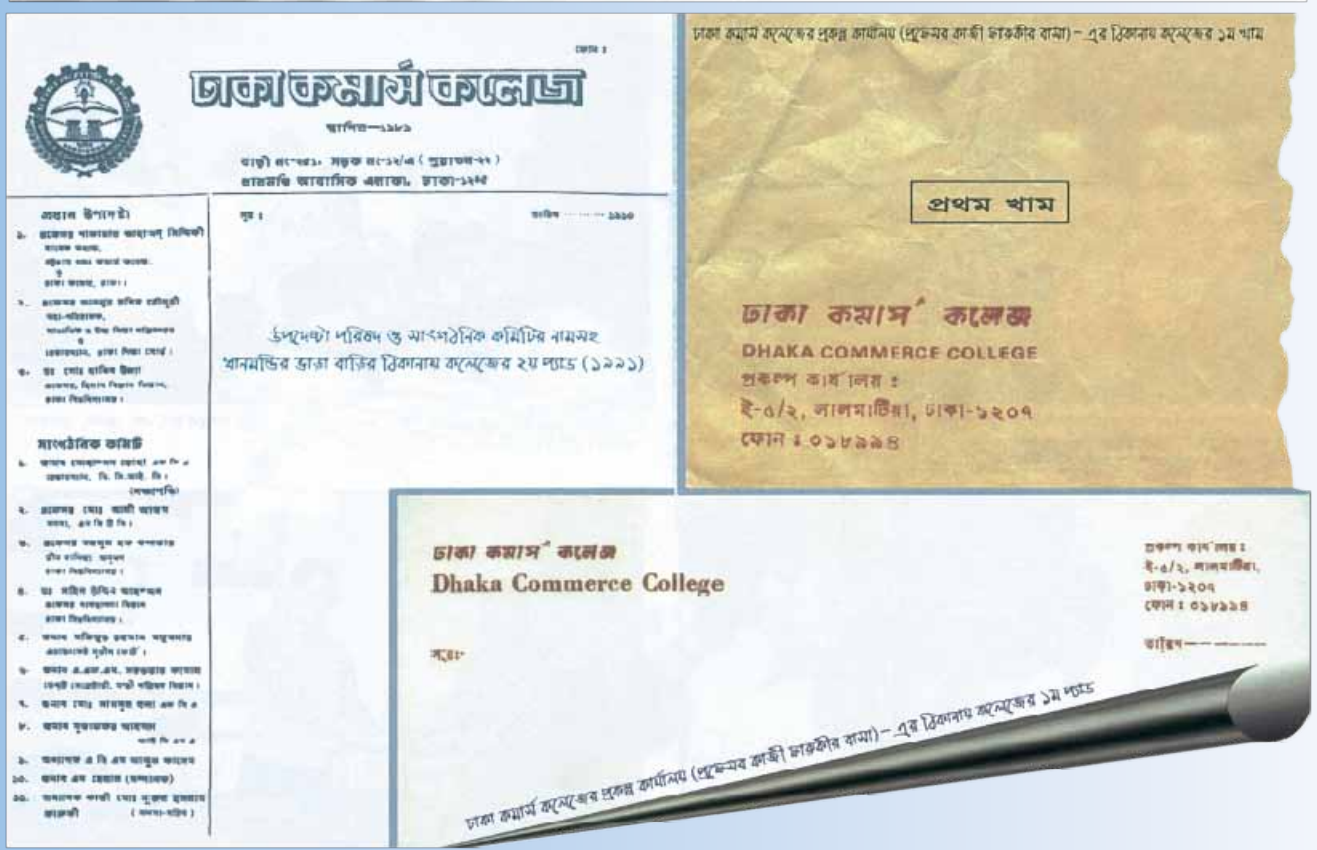

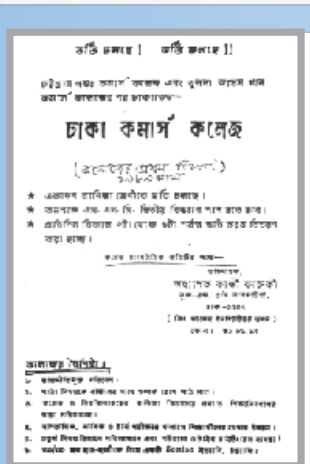

সর্বপ্রথম প্রচারিত ভর্তি লিফলেট (১৯৮৯)

প্রথম প্রসপেক্টাস (১৯৮৯) যার উপরে ছাপা কলেজের প্রথম মনোগ্রাম

প্রথম আকাডেমিক ক্যালেন্ডার। প্রথম হতেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে পাঠদান করা হতো (১৯৮৯)

বর্তমান প্রসপেক্টাস (উচ্চ মাধ্যমিক)

কলেজের ইতিবৃত্ত

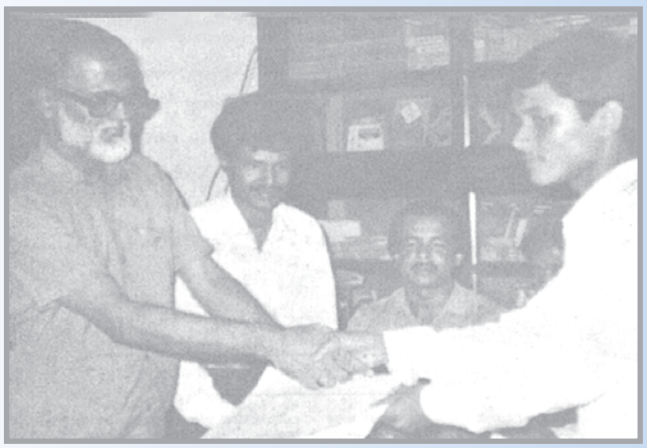

ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তিকৃত প্রথম ছাত্র মোঃ মোশারেফ হোসেন (ছবি : ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯)

কলেজের প্রথম ছাত্রী মাসুদা খানম নীপার শিক্ষক হিসেবে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে যোগদান (৮/১১/৯৭)

প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর সামছুল হুদার সাথে প্রথম ব্যাচের কতিপয় শিক্ষার্থী

প্রথম অধ্যক্ষের সাথে তৎকালীন শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর কাজী ফারুকীর সাথে প্রথমদিকের শিক্ষকগণ। (বাম থেকে দাঁড়ানো) মুহম্মদ ইলিয়াস, আবু তালেব, আব্দুল কাইয়ুম, জাহিদ হোসেন সিকদার, নূর হোসেন, বসা : বাহারউল্যা ভূঁইয়া, আবদুস সাত্তার মজুমদার, রোমজান আলী, শফিকুল ইসলাম চুন্নু, প্রফেসর কাজী ফারুকী, মাহফুজুল হক, কামরুন্নাহার, ফেরদৌসী খান ও রওনাক আরা

অবস্থান ও অবকাঠামো

ঢাকা কমার্স কলেজ আজ অনেকটাই স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শূন্য হাতেই এর যাত্রা শুরু। ৬/১১/৮৮তে প্রকল্প কার্যালয় স্থাপিত হয় ই-৫/২ লালমাটিয়ায়। ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট থেকে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কলেজ কার্যক্রমের সূচনা। পরবর্তীতে ধানমন্ডির ১২/এ রোডের ২৫১ নম্বর ভাড়াবাড়িতে কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি হতে ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ হয় কলেজের নামে একখণ্ড জমি। যা ছিল রাস্তা থেকে ২৪ ফুট নিচু পুকুরসহ ১৩ কোণা বিশিষ্ট স্থান। বর্তমানে একাডেমিক ভবনের ১১ তলার প্রতি ফ্লোরে আছে ১১ হাজার বর্গফুট মেঝে। ২নং একাডেমিক ভবনের ১২ তলার প্রতিফ্লোরে আছে ৭৫০০ বর্গফুট মেঝে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক বাসভবনের নির্মাণ কাজ শেষ প্রায়। ৮ তলা প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও অডিটোরিয়াম ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ অনেকটাই শেষপ্রান্তে। পরিকল্পনায় আছে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের বাসভবনসহ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণের।

এঁবংঃ : ই ৫/২, লালমাটিয়া (প্রফেসর কাজী ফারুকীর বাসা)। ১৯৮৬ সাল হতে ৩০ জুন ১৯৮৯ পর্যন্ত এই বাড়ি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রকল্প কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় (ছবি ৫ জুন, ১৯৮৯)

ঝঁনষবঃ : কিং খালেদ ইন্সটিটিউট, লালমাটিয়া, এই ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজ তার কার্যক্রম শুরু করে ৩১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে এবং তা অব্যাহত থাকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত

ঞড়-খবঃ : বাড়ি নং-২৫১, রোড নং-১২/এ, ধানমন্ডি; ০১/২/৯০ হতে ২১/১/৯৫ পর্যন্ত ধানমন্ডির এই ভাড়া বাড়িতে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালিত হয়

ঐড়সব : অবশেষে ২২/১/৯৫ তারিখে মিরপুরের নিজস্ব ভূমিতে ঢাকা কমার্স কলেজ স্থানান্তরিত হয়

অবস্থান ও অবকাঠামো

ঢাকা কমার্স কলেজ যেদিন আপন ঠিকানা খুঁজে পেল। ২২/৭/৯৩ তারিখে মিরপুরের জমির বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির পর আনন্দ উলাস। (বাম হতে) অধ্যাপক শেখ বশির আহমেদ, সাইদুর রহমান, মাহফুজুল হক, শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ মুতিয়ূর রহমান ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

গভীর মনোযোগ ও প্রশান্তি নিয়ে জমির বরাদ্দপত্র দেখছেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ মুতিয়ূর রহমান, সাইদুর রহমান, মাহফুজুল হক, শফিকুল ইসলাম (২৩/৭/৯৩)

পানি ভর্তি পুকুরে সাইনবোর্ড দিয়ে মালিকানা ঘোষণা (২৫/৭/৯৩)। এই সেই পুকুর যার উপর গড়ে উঠেছে ঢাকা কর্মাজ কলেজ

জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জমির দখল গ্রহণ (২৫/১০/৯৩)

আপন ঠিকানায় ঢাকা কমার্স কলেজ-এর সাইনবোর্ড। পরিদর্শনে আসা ছাত্র-ছাত্রী

নির্মাণ কাজের প্রাথমিক পর্যায় : ভূমি থেকে ৩০ ফুট নিচে খনন কাজ চলছে (জানুয়ারি ১৯৯৪)

অবস্থান ও অবকাঠামো

১৩/২/৯৪, ১নং একাডেমিক ভবনের সি.সি ঢালাই দিয়ে নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পর আলাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে সেজদারত প্রফেসর কাজী ফারুকী।

প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পূর্বে আলাহর রহমত কামনা করে মিলাদ পড়ছেন কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীগণ (ছবি : ২৮/১২/৯৪)

আজ কলেজের শিকড় মাটিতে প্রোথিত হলো। ১নং একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের ছবি (২/০১/০৪)

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা এবং অধ্যক্ষের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট কলেজ পরিচালনা পরিষদ সদস্য জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (০২/০১/৯৪)

ভিত্তি ফলক উন্মোচনের পর মোনাজাত (০২/১/৯৪)

ভিত্তি অনুষ্ঠানে কলেজের বিপুলসংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী মোনাজাতে অংশ নেয় (০২/১/৯৪)

অবস্থান ও অবকাঠামো

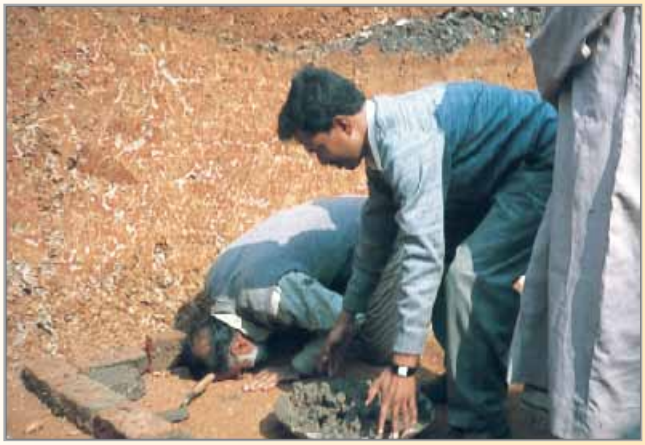

প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পর আলাহর দরবারে সেজদারত কাজী ফারুকী (২৮/১২/৯৪)

নির্মাণ কাজ তদারকিতে প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং উপাধ্যক্ষ মুতিয়ূর রহমানের সাথে মুহম্মদ ইলিয়াস, আবদুস সাত্তার মজুমদার, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ নষ্ট মিক্সার মেশিন মেরামতের কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন

১নং একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জোর প্রস্তুতি চলছে (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)

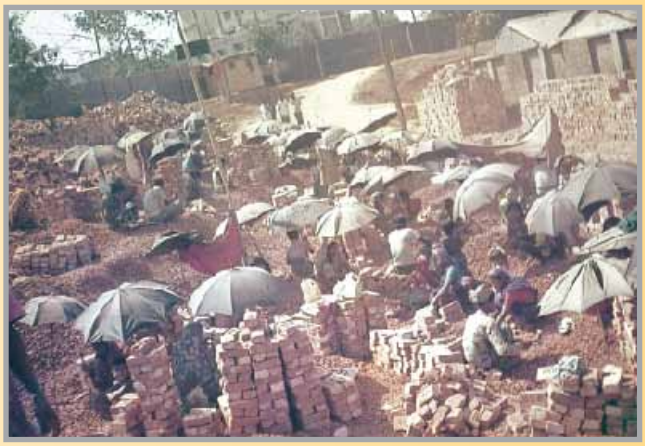

এভাবেই চলতো দিনরাত অবিরাম গতিতে নির্মাণ কার্যক্রম (ইট ভাঙ্গা হচ্ছে)

পানি দিয়ে কলেজের ভিত মজবুত করায় অংশ নিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকীর সাথে শিক্ষক বাহার উল্যা ভূঁইয়া, আবু তালেব, আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, রোমজান আলী ও মেকানিক অমল বাড়ৈ (মার্চ, ১৯৯৪)

নির্মাণ কাজ তদারকির ফাঁকে চাঁপা কলা ও মুড়ি দিয়ে দিন শেষে নির্মাণস্থলেই ইফতার করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী, শিক্ষক বাহার উল্যা, আবু তালেব ও প্রকৌশলী নজরুল (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)

অবস্থান ও অবকাঠামো

২নং ২০ তলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের ছবি (৫/৭/১৯৯৭)

ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনের পর মোনাজাত। ছবিতে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম ছাড়াও উপস্থিত আছেন ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, স্থানীয় সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদার, পরিচালনা পরিষদের সদস্য মোঃ আবুল কাশেম, প্রফেসর কাজী ফারুকীসহ অন্যান্যরা

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ : বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (প্রস্তাবিত)'-এর সাইনবোর্ড উত্তোলন, ২৬ মার্চ, ১৯৯৮

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড উত্তোলনের পর মোনাজাতরত অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীসহ কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের একাংশ

জেদ্দাস্থ ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (ওউই) প্রতিনিধি মি: হাসান জেং ১৭/৪/৯৪ তারিখে কলেজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে আসেন। তাকে নির্মাণ নকশা দেখাচ্ছেন প্রকৌশলী শহীদুলাহ, কামাল, আবুল কাশেম, মাহফুজুল হক ও নজরুল।

শিক্ষক ভবন-২ এর নির্মাণ কার্য উদ্বোধন করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী।

অবস্থান ও অবকাঠামো

শিক্ষক ভবন উদ্বোধন করছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৩০/৯/২০০০)

তিনটি ১২ তলা শিক্ষক ভবনের মধ্যে নির্মিত প্রথম ১২ তলা স্টাফ কোয়ার্টারে বর্তমানে শিক্ষকদের ২২টি পরিবার বসবাস করছে। ইনসেটে উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তরের ছবি।

বর্ধিত ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি এবং সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকসহ মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান (৪/১১/২০০০)

বর্ধিত ক্যাম্পাসের ফলক উন্মোচন করছেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদার ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৪/১১/২০০০)

কলেজ অডিটোরিয়াম ও ছাত্রী হোস্টেলের ফলক উন্মোচন করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস

মিরপুরস্থ রূপনগর ৬নং রোডের ক্রয়কৃত ২৫ নম্বর পটটি দেখছেন শিক্ষকবৃন্দ (২০০৫)

অবস্থান ও অবকাঠামো

কলেজ বিল্ডিং : একাডেমিক ভবন ১ ও ২

শিক্ষকদের আবাসিক ভবন-১

নির্মাণাধীন শিক্ষকদের আবাসিক ভবন-২

নির্মাণাধীন অডিটোরিয়াম

নির্মাণ পরামর্শক

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যের সার্বিক কানসালটেন্ট হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন দেশের প্রখ্যাত প্রকৌশল ও স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স শহীদুলাহ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ। দেশ বরেণ্য স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইনের পেন্সিলের কোমল স্পর্শে আমাদের চিন্তা ও পরিকল্পনার বাস্তবচিত্র প্রাণবন্ত হয়েছে তার আঁকা অৎপযরঃবপঃঁধষ চষধহ গুলোতে। আর সেগুলোর বাস্তবায়নের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে ছিলেন এ যুগের অন্যতম খ্যাতিমান অভিজ্ঞ প্রকৌশলী শেখ মোঃ শহীদুলাহ। তাদের সার্বিক সহযোগিতা না পেলে আমাদের আকাশ ছোঁয়া দালানগুলো নির্মাণ আদৌ সম্ভব হতো না। আমরা তাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নাম : স্থপতি রবিউল হুসাইন
(স্থপতি, কবি, চিত্রকলা সমালোচক, ছোট গল্পকার ও প্রাবন্ধিক)
পিতার নাম : মরহুম তোফাজ্জল হোসেন
জন্ম তারিখ : ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৩
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বুয়েট হতে স্থপতি বিদ্যায় স্নাতক, ১৯৬৮।
কর্মজীবন : প্রধান স্থপতি ও পরিচালক ও শহীদুলাহ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ

সামাজিক কর্মকাণ্ড : ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি পাঠাগার, উপদেষ্টা, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কমিটি: সদস্য, পরিচালনা বোর্ড, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর, সদস্য, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কমিটি; সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট, সাবেক চেয়ারম্যান, সার্কভুক্ত স্থপতি প্রতিষ্ঠান (ঝঅঅজঈঐ), উপদেষ্টা, কচিকাচার মেলা, জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমী; সভাপতি জাতীয় পরিষদসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।
দেশ-বিদেশ ভ্রমণ : স্থাপত্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন।
প্রকাশনা : বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ সংকলন); সুন্দরী ফনা, কোথায় আমার নভোযান, কেন্দ্রধ্বনিতে বেজে ওঠে নামক তিনটি কবিতার বই, একটি কবিতা সংকলন, একটি কিশোর উপন্যাসসহ সাহিত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্প বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর লেখা প্রকাশিত।

নাম : প্রকৌশলী এস.এম. শহীদুলাহ
জন্ম তারিখ : ৩১ জুলাই ১৯৩১
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য : বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), বুয়েট, অনার্সসহ ১ম শ্রেণীতে ১ম

কর্মজীবন : সাবেক এম. ডি. শহীদুলাহ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
সামাজিক কর্মকাণ্ড : সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স; সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনী বোর্ড, বুয়েট ; সদস্য, গভর্নিং বডির ঐইজও: ফেলো ওউই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্যের সাথে সম্পৃক্ত।
পুরস্কার প্রাপ্তি : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯২ সালে ওউই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

পরিকল্পিত পাঠবিন্যাস ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষাকার্যক্রমের অনন্য হাতিয়ার। সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলে কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম। সাধারণ মানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার পরও উচ্চমানের ফলাফল অর্জন করা ঢাকা কমার্স কলেজের পুরনো ঐতিহ্য। কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া ১০০% স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন। ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকলে ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কলেজের ক্লাস কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যা বর্তমানে বহু কলেজ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি বিধান কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ভর্তির পূর্বেই অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। অভিভাবকেরা কলেজের বিধি বিধান পালনে সম্মত হলেই ভর্তিচ্ছুকে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। ক্লাস শুরুর প্রথম দিনেই নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়। কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানটি হয় মূলত কলেজ কার্যক্রম ও ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি সভা হিসেবে। কলেজ জীবন শেষে লাল গোলাপ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

ভর্তি ফরম সংগ্রহ

ক্লাস কার্যক্রম : উচ্চমাধ্যমিক

কম্পিউটার ল্যাব-এ ব্যবহারিক ক্লাস।

শর্ট হ্যান্ড ও টাইপ রাইটিংএর ব্যবহারিক ক্লাস।

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

কলেজের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

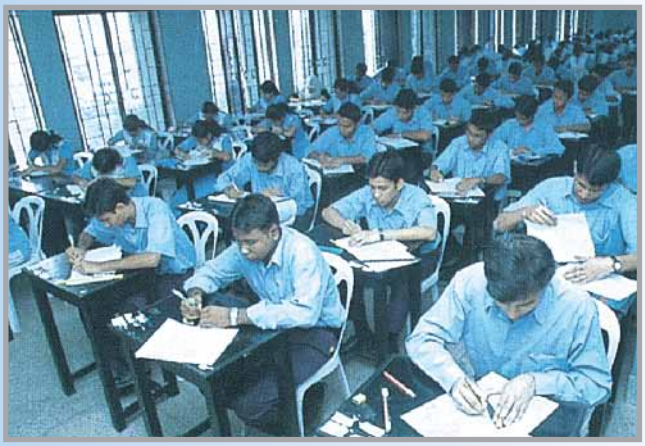

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছ্বাসের মাঝে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্বয় (২০০৫)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে উলসিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকবৃন্দ (২০০৯)

বরাবরের মত ভাল ফলাফল করায় মিডিয়ার সামনে অধ্যক্ষের অনুভূতি প্রকাশ

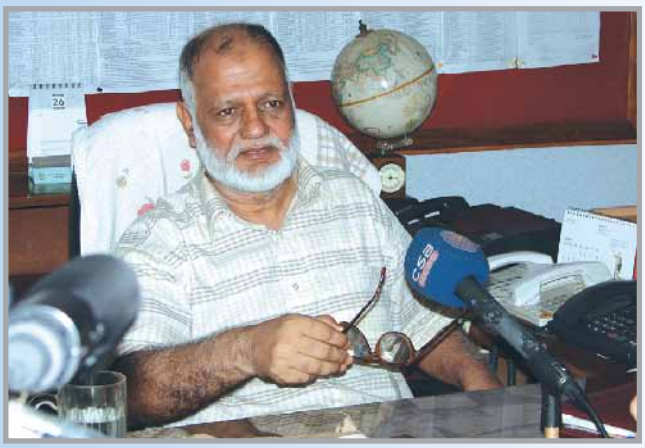

পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় মিডিয়ার সামনে অধ্যক্ষের অনুভূতি প্রকাশ

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

১ম ব্যাচের ১ম ছাত্রী মাসুদা খানমকে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করায় স্বর্ণপদক বিতরণ করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার

১৯৯২ সালে ২য় ব্যাচের ছাত্রী কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অর্জন করায় তাকে স্বর্ণপদক বিতরণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া

ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারী কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী সাথে রয়েছে রওনাক আরা, মাহফুজুল হক, কাজী ফারুকী, কামরুন নাহার ও ফেরদৌসী খান

১৯৯৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ১ম ও ৩য়সহ ১০ জন ছাত্রছাত্রী স্বর্ণপদক অর্জন করে

স্বর্ণপদকে ভূষিত ১৯৯৭, ৯৮ ও ৯৯ সালে (উচ্চ মাধ্যমিক) মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত একঝাঁক উজ্জ্বল মুখ। পদক বিতরণ করেন মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন

২০০০ সালের মেধা তালিকায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে জি.বি-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা

সম্মানিত অতিথি ও সংবর্ধিতদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানস্থল (২০০৫)

২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, বিশেষ অতিথি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানের সভাপতি ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এ.এফ.এম সরওয়ার কামালসহ অন্যান্যরা

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. ওয়াকিল আহমদ

সম্মানিত অতিথি ও সংবর্ধিতদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামাল ও প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী

১৯৯৩ সালের এইচএসসিতে মেধাস্থান অর্জনকারী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

১৯৯২ সালের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সেমিনার

ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কলেজের প্রথম সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করছেন বিভাগীয় শিক্ষক নুরুল আলম ভূঁইয়া (১১/৯/৯৬)

অ্যাপটেক কর্তৃক ঢাকা কমার্স কলেজে আয়োজিত কম্পিউটার বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান (১৪/১১/২০০০)

হিসাববিজ্ঞান কর্তৃক আয়োজিত "দৈনন্দিন জীবনে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব আবদুস সাত্তার মজুমদার (১৩/১০/৯৬)

"শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি প্রফেসর এ.টি.এম. জহুরুল হক, চেয়ারম্যান, ইউজিসি ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখছেন সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক ভূগোল বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী

"নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন" বিষয়ক সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ও প্রফেসর কাজী ফারুকী। বক্তব্য রাখছেন 'প্রথম আলোর' সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান

"শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মিঞা লুৎফার রহমান (জুন, ২০০২)

শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন

১ম শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও কলেজের উপদেষ্টা প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী

২য় প্রশিক্ষণ : বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদ সদস্য এ.এফ. এম সরওয়ার কামাল (২২/১২/৯১)

৪র্থ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশিবির (২-৪ জুলাই, ১৯৯৫) : বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.বি.এ. পরিচালক ড. আব্দুর রব মিয়া । ডানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ

প্রশিক্ষণে শ্রেণী কার্যক্রম সম্পর্কে ক্লাশ নিচ্ছেন প্রফেসর আলী আজম (২/৭/১৯৯৫)

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ হাফিজউদ্দিন (ঢাকা সিটি কলেজ) এর হাত থেকে সনদ গ্রহণ করছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক রোমজান আলী

শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন

অষ্টম শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্স '৯৭ : উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ মুতিয়ূর রহমান। পাশে উপবিষ্ট আছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও প্রধান অতিথি ভিকারুন্নেছা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হামিদা আলী (৮/৬/১৯৯৭)

শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন '৯৭: সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দ

১ম শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, প্রফেসর আবুল কাশেম ও অন্যান্য। পাশে উপবিষ্ট প্রফেসর কাজী ফারুকী

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশিবিরে ক্লাস কার্যক্রম সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী

প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে শুভেচ্ছা উপহার দিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (১/৪/১৯৯৮)

শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথিকে কলেজের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ভূগোল বিভাগের শিক্ষক কে.এ. নাসরিন

সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রো-ভিসি ড. শাহাদাত আলীকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। আরো উপস্থিত আছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৪/৮/১৯৯১)

সেমিনার ও টিচার্স ওরিয়েন্টেশন (২০০৪)-এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে (২০০৫) বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির এমপি

১৫তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (২০০৬)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোঃ মোফাখারুল ইসলামকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হাফিজা শারমিন (২০০৮)

সংবর্ধনা

কলেজের প্রথম ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি সভা-অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর এম.এ সিদ্দিকীকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অধ্যাপিকা রওনক আরা বেগম (১১/১০/৮৯)

দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি সভা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রথম অধ্যক্ষ শামসুল হুদা এফ.সি.এ। মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (১১/১২/৯০)

নবীন-বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী। মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমদ

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক পরিচিতি অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন প্রধান অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফয়েজ উদ্দীন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মোঃ আজহার আলী (৩/১/৯৬)

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি-৯৭ : বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেন, পরিদর্শক আব্দুল হামিদ, তৎকালীন উপাধ্যক্ষ আবু আহামেদ আবদুলাহ এবং ডানে নবীনদের পক্ষে সাদ্দাম হোসেন মলিক

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিত-৯৯ : বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, উপস্থিত আছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি সদস্য আবু সালেহ এবং অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

সংবর্ধনা

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি-২০০০ : বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত আছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

নবীন বরণ-৯৬ : মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী। বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম

প্রথম ৪টি বিষয়ে সম্মান কোর্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-৯৬ : প্রধান অতিথি ছিলেন ড. হাবিবুলাহ, বিশেষ অতিথি ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

নবীন বরণ-৯৭ : বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. তাহমিনা হোসেন। বিশেষ অতিথি নায়েম-এর মহাপরিচালক মোঃ খুরশিদ আলম ও উপসচিব মোসলেম আলী

ছাত্র-শিক্ষক পরিচিতি-২০০০ : অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, প্রধান অতিথি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক নূর হোসেন (১৪/১/২০০১)

এম.কম ১ম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি। আরো উপস্থিত আছেন প্রথম অধ্যক্ষ শামছুল হুদা

সংবর্ধনা

এম. কম ১ম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি। অধ্যক্ষের সাথে আরো উপস্থিত আছেন প্রথম অধ্যক্ষ শামছুল হুদা

এম. কম (পার্ট-২) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-৯৮ : বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. হাবিবুলাহ (২২/৩/৯৮)

বি.বি.এ ১ম ব্যাচের নবীন বরণ : বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরউল্যা। অন্যান্যের মধ্যে আরো আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ (২৭/৮/৯৮)

২য় ব্যাচের নবীন বরণ-৯৯ : বক্তব্য রাখছেন বি.বি.এ প্রোগ্রাম উপদেষ্টা আবু সালেহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. মোঃ ফরাসউদ্দিন (১/৭/৯৯)

বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (৫/৪/২০০০)

৩য় ব্যাচের নবীন বরণ : বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং বি.বি.এ পরিচালক মিঞা লুৎফার রহমান (৫/৪/২০০০)

সংবর্ধনা

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এ.টি.এম শরীফউলাহ, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি পূর্ত সচিব তানভীর হোসেনকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন একজন ছাত্রী

শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান-২০০৭ : জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন সম্মানিত সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ

স্নাতক ১ম বর্ষ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী

ক্লাস শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের দৃপ্ত শপথ গ্রহণ

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এসব কিছুই করব-আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য-সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হউন। আমিন।

সংবর্ধনা

প্রথম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ হাবিবুলাহ

বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন প্রথম অধ্যক্ষ শামসুল হুদা, প্রফেসর কাজী ফারুকী। আরো উপস্থিত আছেন প্রফেসর আব্দুর রশীদ চৌধুরী, এ.এফএম. সরওয়ার কামাল, এস,এ সিদ্দিকী প্রমুখ

বিদায় সংবর্ধনা-৯৫ : উপস্থিত আছেন (বাম থেকে) ঢাকা কলেজের তৎকালীন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, উপাধ্যক্ষ রওশন আরা, অধ্যক্ষ মোঃ আবদুস সাত্তার ও সভাপতি প্রফেসর কাজী ফারুকী (২৮/৬/৯৬)

বিদায় সংবর্ধনা-৯৯ : বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। উপস্থিত আছেন অধ্যক্ষ এবং পরিচালনা পরিষদের সভাপতি (২/৫/১৯৯৯)

ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক কামরুননাহার-এর বিদায় সংবর্ধনা

বাংলা বিভাগের প্রভাষক মিসেস ফেরদৌসী খানের বিদায় সংবর্ধনা

সংবর্ধনা

উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমানের সাময়িক বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

দুঃসময়ের বন্ধু ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর শামছুল হুদার দ্বিতীয়বার বিদায় উপলক্ষে পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার

শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার (৬/২/৯৯)

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সামছুল হুদার প্রতিকৃতি উপহার (৬/২/৯৯)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিদায়ী শিক্ষক নুরুল আলমের বিদায় সংবর্ধনা

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের ২য় পর্বের প্রধান অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ (২০০৪)

সংবর্ধনা

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী-এর অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছে একজন শিক্ষার্থী।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী-র হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী-এর অধ্যক্ষ পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছে শিক্ষক পরিষদ সচিব জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ।

সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'কীর্তিমান কাজী ফারুকী' এর মোড়ক উন্মোচন করছেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রথম কর্মচারী আলী আহম্মদ।

বার্ষিক ক্রীড়া

প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-৯১ : উদ্বোধন করতে আসা প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া সচিব মুশফিকুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (ধানমন্ডি মাঠ-১৯৯১)

অপরাহ্নে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও তৎকালীন মহাপরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) প্রফেসর ইউনুস মিয়া (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন প্রধান অতিথি এবং ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করছেন জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুন-অর-রশিদ ও কলেজ পতাকা উত্তোলন করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী

প্রতিযোগিতা উপভোগ করছেন অতিথিবৃন্দ

বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া '৯৩ উদ্বোধনের প্রাক্কালে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, প্রধান অতিথি প্রথম অধ্যক্ষ ও জি.বি. সদস্য প্রফেসর সামসুল হুদা এফ.সি.এ. এবং জি.বি. সদস্য মোঃ আবুল কাশেম (ফিজিক্যাল কলেজ মাঠ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)

অপরাহ্নে পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)

বার্ষিক ক্রীড়া

বার্ষিক ক্রীড়া '৯৯-এর উদ্বোধন ঘোষণা করছেন প্রধান অতিথি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা (মিরপুরস্থ শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম : ১০/২/১৯৯৯)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলেজের বি.এন.সি.সি. সদস্যদের নেতৃত্বে প্রতিযোগিদের কুচকাওয়াজ ও সালাম গ্রহণ করছেন অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে কলেজের মনোগ্রাম শোভিত ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন জি.বি.'র চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১০/১২/৯৯)

শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা (১৯/২/১৯৯৯)

'আমরা করবো জয়' প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলে দৌড়াচ্ছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী এ সত্য আজ মূর্তমান (১৯/২/১৯৯৯)

মজার খেলা ভারসাম্য দৌড়

বার্ষিক ক্রীড়া

বক্তব্য রাখছেন সমাপনী পর্বের প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের (১০/২/১৯৯৯)

বিশেষ অতিথি স্থানীয় সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদারকে কলেজ মনোগ্রামখচিত ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন জি.বি.'র চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী (১০/২/১৯৯৯)

বার্ষিক ক্রীড়া-২০০০ এর উদ্বোধনের প্রাক্কালে প্রতিযোগিদের কুচকাওয়াজ ও সালাম গ্রহণ করছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর আলী আজম (মিরপুরস্থ শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, ১১ মার্চ, ২০০০)

উচ্চ লম্ফ প্রতিযোগিতার একটি চমৎকার মুহূর্ত।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (১১ মার্চ, ২০০০)

সমাপনী অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য

বার্ষিক ক্রীড়া

আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজ ২০০২

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের কুচকাওয়াজের একাংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবির তালুকদার (২০০২)

প্রধান অতিথিকে উপহার দিচ্ছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী (২০০২)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য (২০০৪)

নৃত্যের মাঝে জীবনকে তুলে আনছে আমাদের ছাত্রীরা

বার্ষিক ক্রীড়া

শিক্ষকদের আকর্ষণীয় দড়ি টানাটানি- একদলের নেতৃত্বে এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল ও অন্য দলের নেতৃত্বে আছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী

সভাপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে একজন বিজয়ী শিক্ষার্থী (২০০৫)

খেলার মাঠে শিক্ষিকাবৃন্দ (২০০৯)

ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশন (২০০৯)

২৪/১০/২০০২ তারিখে কলেজের বার্ষিক ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব এম.এ খালেক

আন্তঃকলেজ ভলিবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ দল (২০০২)

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কলেজের পুরুষ ও মহিলা দলের সদস্যবৃন্দ

অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

"সুস্থ দেহের জন্য চাই সুস্থ মন।" এই প্রত্যয় বিশ্বাস করে ঢাকা কমার্স কলেজে পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রকার সহশিক্ষা কার্যক্রম। প্রতিদিন প্রথম পিরিয়ডের ১৫ মিনিট বরাদ্দ থাকে সাধারণ জ্ঞান আলোচনায়।

তাছাড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বিতর্ক ও আবৃত্তির প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদের সুপ্ত মননের প্রকাশ ঘটে। জাতীয় পর্যায়েও রয়েছে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের গৌরবগাঁথা। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ভোজ। সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সাথে অংশগ্রহণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

কলেজে রয়েছে অন্ত:কক্ষ ও বহি:কক্ষ খেলাধূলার ব্যবস্থা। অবসরে শিক্ষার্থীরা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে বিস্তর আনন্দ লাভ করে। কমনরুমে পনেরটি পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। এছাড়া নিয়মিত ধারায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আন্ত:ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিয়াকে শুভেচ্ছা উপহার দিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (১/৭/৯০)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ (১৯/৫/৯৩)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯২-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া-৯১ : মঞ্চে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী (২৫/০৭/৯১)

অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি শহীদুল্লাহ এসোসিয়েট্স-এর এম.ডি ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি স্থপতি রবিউল হুসাইন (২১/৫/৯৫)

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি আই.জি.পি শাহজাহান (১০/৬/৯৬)।

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৭-এর প্রধান অতিথি আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি.কে ফুলের শুভেচ্ছা (১৭/৬/৯৭) জ্ঞাপন করছেন

প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি আযাদ রহমান

প্রধান অতিথি এবং সভাপতির দাবা খেলার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০০ এর উদ্বোধন

বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী : দাবা তো নয়, যেন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা

অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

হিসাববিজ্ঞান সপ্তাহ '৯৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী। পাশে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক আবদুছ ছাত্তার মজুমদার

কেরামের গুটিতে টোকা দিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার উদ্বোধন করছেন ড. হুমায়ূন আহমেদ

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক মোঃ মইনউদ্দিন খান

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এম.এ. বাকের (২০/৯/৯৬)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন শিক্ষাসচিব মোঃ শহীদুল আলম। সাথে আছেন অধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করছেন অধ্যক্ষ, পাশে উপরিষ্ট উপাধ্যক্ষ ও ক্রীড়া কমিটি ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়কদ্বয় (২০০৫)

অভ্যন্তরীণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যক্ষ (২০০৬)

নৃত্য প্রতিযোগিতায় নৃত্য পরিবেশন করছে কলেজের শিক্ষার্থী

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্পী হাশেম খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কলেজের ছাত্রী। পাশে রয়েছেন বিশেষ অতিথি আবু সাঈদ তালুকদার ও অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১০-এর উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মাসুদ আহমেদ (১৯/৫/১০)

ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাঝে কলেজ তৎকালীন অধ্যক্ষ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছে খুদে শিল্পী নাহিয়ান (তৌহিদ স্যারের ছেলে)

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ তোহা

দর্শক ও অতিথিবৃন্দের মাঝে উপস্থিত আছেন ড. হাবিবুলাহ, প্রথম অধ্যক্ষ শামছুল হুদা, এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল প্রমুখ (১৯৯২)

অতিথিবৃন্দের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, স্থানীয় সাংসদ সৈয়দ মোঃ মহসিন, ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর কাজী ফারুকী প্রমুখ

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ, মোঃ মহসিন (এম.পি) ও শামসুল হুদা (এফসিএ)

প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়াকে ফুলের অভ্যর্থনা (১৯৯২)

পুরস্কার বিতরণ শেষে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ

কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা প্রদান

অতিথিবৃন্দের সাথে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত একঝাঁক কৃতি ছাত্র-ছাত্রী।

ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন কলেজ অধ্যক্ষ, গৃহায়ণ ও পূর্তমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিয়া ও অন্যান্যরা

প্রধান অতিথির হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সফিক আহমেদ সিদ্দিক

৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোহাম্মদ নাসিম, মাননীয় মন্ত্রী; ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্যরা

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন শিক্ষার্থী (২০০৫)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০০২-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আ.ন.ম এহছানুল হক, মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, কলেজের উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান এবং প্রফেসর কাজী ফারুকী

বার্ষিক পুরস্কার ও পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক

বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এস.এ খালেক

পুরস্কার গ্রহণ করছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একজন ছাত্র

কলেজের উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান অনুষ্ঠানের সভাপতির নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ করছেন

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ

পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে একজন ক্ষুদে শিল্পী (২০০৫)

মূকাভিনয় করছে একজন শিক্ষার্থী (২০০৫)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন তৎকালীন জি.বি. চেয়ারম্যান এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল, জি.বি. সদস্য ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রফেসর মোঃ শামসুল হুদা এফ.সি.এ, প্রফেরসর আবু সালেহ, তৎকালীন অধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক ক্রীড়া কমিটি

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের একাংশের সাথে জি.বি. চেয়ারম্যান এ.এফ.এম সরওয়ার কামাল, জি.বি. সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম, ড. সফিক আহমেদ, সিদ্দিক ও তৎকালীন অধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণ

'শিক্ষা সপ্তাহ ২০০৯'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ (২০০৯)

অধ্যক্ষ স্যার প্রধান অতিথিকে পুরস্কার দিচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সাংসদ জনাব মোঃ আসলামুল হক (২০০৮)

মাননীয় প্রধামন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সপ্তাহের আমন্ত্রণপত্র

সেই দিনগুলি !

যুগপূর্তি-২০০১

২৩-২৫ মার্চ

অতি স্বল্প পরিসরে অথচ অতি দৃঢ়তার সাথে মাত্র ১২ বছর বয়সে একটি প্রতিষ্ঠান এতটা সাফল্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে -ভাবতে অবাকই লাগে। তাও আবার স্ব-অর্থায়নে। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত স্লোগান চেতনায় ধারণ করে দেশের বাণিজ্য শিক্ষায় বিপব ঘটাবার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের অভিযাত্রা শুরু। এর পেছনে সক্রিয় ছিলো সুশিক্ষিত ছাত্র সমাজ গঠনের মহৎ ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। বারো বছরের পথ-পরিক্রমায় কলেজটিকে কখনও পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে প্রতিটি পর্যায়ে কলেজটি তার অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এরই মধ্যে কলেজ উদযাপন করেছে যুগপূর্তি। আয়োজনের মধ্যে ছিলো: র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, ড্যামি ব্যাংক, যাদুঘর, স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন, গুণীজন সম্মাননা, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্মাননা, প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, সেমিনার, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় কলেজ অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের বাস ভবন এবং ছাত্রীনিবাসের।

২৩ মার্চ, ২০১ যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, অধ্যক্ষসহ ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ

২৩ মার্চ, ২০১ যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

রক্তদান কর্মসূচী

যুগপূর্তি উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করতে আসেন রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান জনাব শেখ কবির হোসেন (২৩/৩/২০০১)

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান জনাব শেখ কবির হোসেনকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (২৩/৩/২০০১)

যুগপূর্তি-২০০১

বেলুন উড়িয়ে যুগপূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন তৎকালীন এলজিআরডি মন্ত্রী বর্তমানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব জিলুর রহমান (২৩-৩-২০০১)

ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

অতিথিদের অপেক্ষায় সজ্জিত মঞ্চ

মঞ্চে অতিথিবৃন্দের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী আরও উপস্থিত আছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দীক, কাজী ফারুকীসহ আরও অনেকে

যুগপূর্তি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন

গুণীজন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা

বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তার, বিশেষত, বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারে সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা পালনকারি কৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউলাহ, প্রফেসর শাফায়াত্ আহমাদ্ সিদ্দিকী, ড. মোঃ হাবিবুলাহ এবং প্রফেসর আলী আজম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে কলেজ এই শিক্ষাবিদদেরকে সম্মাননা এবং স্বর্ণপদক প্রদান করে। কয়েকজন শ্রেয়বোধে উজ্জীবিত শিক্ষানুরাগী উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ ছিল কলেজটির সূচনাপর্বের মূলধন; আর তাদেরই সব্যসাচী আনুকূল্যে এর গত বারো বছরের প্রবৃদ্ধি। যুগপূর্তি উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাই নিয়েছে একটি জরুরি উদ্যোগ, গৃহীত হয়েছে কলেজের চারজন স্থপতিকে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত। এই চারজন হলেন : জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ. জনাব এ.বি.এম. আবুল কাশেম, জনাব আহমেদ হোসেন, প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। এছাড়া প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকদের মধ্য থেকে কর্মরত ছয়জন শিক্ষক- জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জনাব মোঃ রোমজান আলী, জনাব মোঃ আবদুছ ছাত্তার মজুমদার, মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, জনাব রওনাক আরা বেগমকে কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রদান করে।

উদ্বোধনী সভায় ভাষণ দিচ্ছেন এলজিআরডি মন্ত্রী জনাব জিলুর রহমান, প্রফেসর কাজী ফারুকী, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান এবং শ্রোতামণ্ডলী

মাননীয় অতিথিবৃন্দের সাথে পদকপ্রাপ্ত কয়েকজন

প্রধান অতিথির নিকট হতে গুণীজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন প্রফেসর সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী

প্রধান অতিথির নিকট হতে গুণীজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন ড. মোঃ হাবিবুলাহ

প্রধান অতিথির নিকট হতে গুণীজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন প্রফেসর মোঃ আলী আজম

যুগপূর্তি-২০০১

গুণীজন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সম্মাননা

প্রধান অতিথির নিকট হতে গুণীজন সম্মাননা গ্রহণ করছেন
প্রফেসর মোঃ শফিউলাহর পক্ষে তাঁর ছেলে

প্রধান অতিথির নিকট হতে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন
জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ.

প্রধান অতিথির নিকট হতে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন
প্রফেসর কাজী ফারুকী

প্রধান অতিথির নিকট হতে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন
প্রফেসর এ.বি.এম আবুল কাশেম

প্রধান অতিথির নিকট হতে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন
জনাব আহমেদ হোসেন

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দীক ও প্রফেসর কাজী ফারুকীর সাথে পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকগণ (২৩-৩-২০০১)

যুগপূর্তি-২০০১

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলনী

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হচ্ছে প্রাক্তন ছাত্র মেহেদীকে

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্বয়

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন রফিকুন নবী (র'নবী)

ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক আলভী ও অধ্যাপক রফিকুন নবী

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রান্ত (আমিন স্যারের ছেলে)-কে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি

যুগপূর্তি-২০০১

পুরস্কার বিতরণী

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন সাবেক পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা (২৪-৩-২০০১)

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিঞাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন জি.বি'র সভাপতি

বক্তব্য রাখছেন ব্যারিস্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিঞা, ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রফেসর সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, ড. মোঃ হাবিবুলাহ, প্রফেসর মোঃ আলী আজম, প্রফেসর কাজী ফারুকী, জনাব শামছুল হুদা ও মোঃ মুতিয়ুর রহমান (২৪-৩-২০০১)

সেমিনার

সেমিনার সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন জনাব এ.এম. শওকত ওসমান, মঞ্চে অন্যদের মধ্যে আছেন প্রধান অতিথি ড. মোঃ হাবিবুলাহ

জনাব শামছুল হুদাকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

যুগপূর্তি-২০০১

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক বিতরণ

স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী

বিশেষ অতিথি দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব রাহাত খানকে ক্রেস্ট প্রদান

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান

দর্শক গ্যালারি

অতিথিদের সাথে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

যুগপূর্তি-২০০১

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ক্রেস্ট প্রদান

কলেজ অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবন এবং ছাত্রী নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোশাররফ হোসেন (২৫-৩-২০০১)

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ডোনার সদস্য আহমেদ হোসেন

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ সামসুদ্দিন

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম. হেলাল

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক (বর্তমান ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ) জনাব মাহফুজুল হক শাহীন

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রাক্তন শিক্ষক ফেরদৌসী খান

যুগপূর্তি-২০০১

ক্রেস্ট প্রদান

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রথম ছাত্র (বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক) জনাব মোশারেফ হোসেন

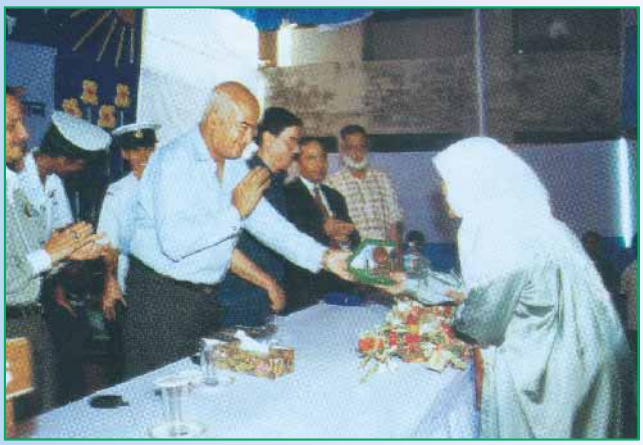

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন প্রথম ছাত্রী (বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক) জনাব মাসুদা খানম নিপা

যাদুঘর ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী

ফিকা কেটে স্থির চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। পাশে আছেন দৈনিক ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক জনাব রশিদ তালুকদার (২৩-৩-২০০১)

যাদুঘর দেখে মন্তব্য লিখছেন ড. মোঃ হাবিবুলাহ

ড্যামি ব্যাংক

টাকা দিয়ে ড্যামি ব্যাংকের কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন পূবালী লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আনসার উদ্দিন আহমেদ (২৫-৩-২০০১)

ভোজ

ডিনারে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এ.কে. আজাদ চৌধুরী (২৫-৩-২০০১)

দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মহান একুশে উদ্‌যাপন (২১/২/৯৮)

কলেজ ক্যাম্পাসে নির্মিত শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন অধ্যক্ষসহ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২১/২/১৯৯৯)

প্রভাত ফেরী ১৯৯৯

শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের জন্য দোয়া

মহান বিজয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ মুতিয়ুর রহমান পাশে উপবিষ্ট প্রফেসর কাজী ফারুকী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোক চিত্র প্রদর্শনী দেখছেন বর্তমান অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়

দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় পতাকা উড়িয়ে মহান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্রীদের সংগীত পরিবেশন

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য পুরস্কৃত শিশু শিল্পীদের সাথে প্রফেসর কাজী ফারুকী ও তৎকালীন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান (১৪/৪/৯৩)

বাংলা ১৪০০ সালের নববর্ষ উদ্‌যাপন

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে ইংরেজি বিভাগের আয়োজন

ব্যাপস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৫

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের একুশ উদ্‌যাপন ২০০৮

শোক দিবস

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কলেজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ স্যার ২০০৯

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ২০০৯

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক)

শোক দিবসে অংশগ্রহণকারি ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ।

শোক দিবস

প্রফেসর ড. মোঃ হাবিব উলাহ ও প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকীর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল, বিইউবিটির প্রোভিসি প্রফেসর আলী আজম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, প্রফেসর হাবিব উলাহ'র ছেলে অধ্যাপক মাসফিকুস সালেহীন ও প্রফেসর সিদ্দিকীর ছেলে মোস্তাক আহমেদ সিদ্দিকী

বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর নুরুল আনোয়ার ও প্রফেসর আবু তাহের মজুমদার

স্মরণসভায় অংশগ্রহণকারিদের একাংশ

দুস্কৃতকারিদের হাতে নিহত ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের ছাত্র মোঃ কামরুল ইসলাম-এর শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

মোঃ কামরুল ইসলাম-এর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও নিহতের সহপাঠিনী শান্তা

ভোজ

পরিবার কনসেপ্ট নিয়ে গঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে শুরু থেকেই আয়োজন করে আসছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এর মধ্যে বার্ষিক ভোজ, বিভিন্ন উপলক্ষে প্রীতিভোজ, ফলাহার, ইফতার পার্টি, বনভোজন অন্যতম। বার্ষিক ভোজে সকল শিক্ষার্থী ছাড়াও সপরিবারে আমন্ত্রিত হন জিবি'র মাননীয় সদস্যগণ, শিক্ষকমন্ডলী, কর্মচারিবৃন্দ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে মৌসুমী ফলের সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ফলাহার অনুষ্ঠান। এছাড়া নবীন শিক্ষকদের যোগদান, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ নানা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় প্রীতিভোজ ও ইফতার পার্টির। যা ঢাকা কমার্স কলেজের সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো দৃঢ় করেছে।

বার্ষিক ভোজ

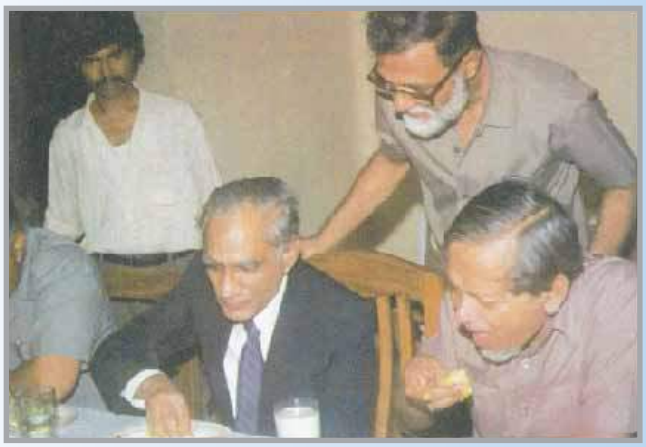

কলেজের প্রথম বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠান ১৯৯০ এ প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, ড. হাবিবুলাহ, প্রফেসর কাজী ফারুকী প্রমুখ (১/৭/৯০)

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

ভোজ ৯৩: উপস্থিত আছেন জি.বি-র তৎকালীন সভাপতি ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও প্রফেসর কাজী ফারুকী

বার্ষিক ভোজ ৯৬-এ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বার্ষিক ভোজ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজ অনুষ্ঠানে সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হাফিজ উদ্দিন ও অন্যান্য

বার্ষিক ভোজের রান্নার আয়োজন (২০০৬)

ভোজন উদ্বোধন করছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী (২০০৬)

খাবার টেবিলে ছাত্রীদের একাংশ (২০০৬)

বার্ষিক ভোজ ২০০৯ উদ্বোধন করছেন তৎকালীন উপাধ্যক্ষদ্বয়

খাবার টেবিলে ছাত্রীদের একাংশ (২০০৯)

ইফতার পার্টি ও প্রীতিভোজ

শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ইফতার পার্টি

ইফতার পার্টিতে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ইফতার পার্টিতে জি.বি-র সদস্যবৃন্দ

ইফতার পার্টি (২০০৮)

ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণকারী পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ (২০০৭)

প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে জি.বি-র সদস্যবৃন্দ (১/৪/৯৮)

ফলাহার

ফলাহারের ব্যানার (২০০৭)

ফলাহারের অন্যতম আকার্ষণ নানা রকম, টক ফল (২০০৯)

অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষকদের সাথে প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের ফলাহার (২০০৯)

তৎকালীন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) সংগ্রহ করেছেন ফলাহারের মজাদার খাদ্য সামগ্রী (২০০৭)

ফলাহারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকমন্ডলীর একাংশ (২০০৭)

ফলাহারে শিক্ষকবৃন্দ

মানুষ মানুষের জন্য

শিক্ষার পাশাপাশি অতি মানবতার সেবায় অকাতরচিত্তে অংশগ্রহণ করছে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার। বাংলাদেশের সীমানায় সৃষ্ট নানান দুর্যোগ তথা ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও শীতার্ত মানুষের পক্ষে দাড়িয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ তাদের পরিবার এছাড়াও রক্তদান, ক্যান্সার চিকিৎসা ও দুঃস্থ মানুষের জন্য প্রতিবছর নানা কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে আর এসব কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কলেজের পাশাপাশি কলেজের বিভিন্ন ক্লাব। এসব কর্মকান্ডে শ্রম ও অর্থের যোগান দিয়ে কলেজ পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর্তমানবতার পাশে আমরা এ শোগান দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষাদানের সমান্তরালে মানবিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। যা সুধী সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংশিত হচ্ছে।

উদ্বোধীন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, এতে উপস্থিত আছেন জিবির সদস্য এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় বিশ্ববিদালয়ের তৎকালীন চেয়ারম্যান

বন্যার্তদের জন্যে রুটি তৈরী করছে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

মিরপুর সিন্নির টেকে ত্রাণ বিতরণ করছেন কলেজের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ

মানুষ মানুষের জন্য

দুর্গমপথে শীতবস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিতরণের জন্য, বন্যার্তদের সাহায্য প্রস্তুতি তদারক করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ

গাইবান্ধায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কলেজের শিক্ষক সাইদুর রহমান মিঞা

ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় কলেজের পক্ষে ত্রাণ বিতরণ করছেন মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও ফয়েজ আহমদ

মানিকগঞ্জে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করছেন মোঃ মঈন উদ্দিন ও শওকত ওসমান

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মাহবুব এর বাবা-মা'র কাছে ক্যান্সার চিকিৎসার সহায়তায় চেক হস্তান্তর করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী

মানুষ মানুষের জন্য

ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন ডা. হাবিবুলা (১/৩/২০০৬)

ক্যান্সার ফাউন্ডেশনে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অর্থ দান করছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও শিক্ষক সাইদুর রহমান মিঞা (২০০৬)

রক্তদান কর্মসূচি ২০০২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারমান জেড. এ. খান, মোঃ ইলিয়াছ, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান এবং প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ

রোটার‍্যাক্ট বাড ডোনেশন ক্যাম্প

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারিদের উৎসাহ দিচ্ছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী

ক্লাব কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ নেতৃত্বদান, যুক্তিধর্মী মানস-গঠন ও স্বনির্ভর সত্তা গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব। এর মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, আবৃত্তি ক্লাব, নাট্য ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব, সংগীত পরিষদ, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব, আই টি ক্লাব, রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব ইত্যাদি উলেখযোগ্য। আর্ত মানবতার সেবায় গঠিত হয়েছে বন্ধন নামে একটি সামাজিক সংগঠন। রক্তদান ও মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্য এর মূল লক্ষ্য। এর পরিচালনায় রয়েছেন কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। কলেজের বি. এন. সি. সি. নৌ উইং এর সদস্যরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কলেজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহে এসব ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করে নিজেদের প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছে।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের আন্তর্জাতিক সনদলাভ অনুষ্ঠান ২০০২-এ প্রধান অতিথি সাবেক বাণিজ্য উপদেষ্টা বরকত উলা বুলু, মঞ্চে সাবেক জি.বি. চেয়ারম্যান সরওয়ার কামালসহ অতিথি ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ

জাতীয় যাদুঘরে অনুষ্ঠিত ক্লাবের ৩য় অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিইউবিটি'র সাবেক উপাচার্য ড. রহিম বি তালুকদার (২২/২/২০০৪)

রোটার‍্যাক্ট ক্যারিয়ার কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন কবি আব্দুল হাই শিকদার ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ বি এম আবুল কাশেম

রোটার‍্যাক্ট ক্যারিয়ার কনফারেন্সে ২০১০-এ ক্লাবের সভাপতি আলী আজম, চ্যানেল ওয়ান-এর সাবেক হেড অব নিউজ মাহমুদ আল ফয়সাল, রুর‍্যাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম ও অভিনেত্রী বিন্দু

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০০৮-এ উইমেন চেম্বার সভাপতি সেলিমা আহমাদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) এ বি এম আবুল কাশেম ও রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রধান তসলিম জামান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিউশনে অনুষ্ঠিত অত্র রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় রোটার‍্যাক্ট প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী (৯ জুন ২০০৭)

রোটার‍্যাক্ট যৌথ হেলথ ফেয়ার

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প

জাতীয় টিকা ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী

রোটার‍্যাক্ট যৌথ র‍্যালি ২০১০-এ রোটার‍্যাক্টবৃন্দ

আবৃত্তি পরিষদ

আবৃতি পরিষদের কর্মশালায় অধ্যাপক নরেশ বিশ্বাস ও সভাপতি নাঈম মোজাম্মেল, আবৃত্তি পরিষদের কর্মশালা ৯৯-এ হাসান আরিফ রূপা চক্রবর্তী ও মাহিদুল ইসলাম

আবৃতি পরিষদের কর্মশালা ও আবৃতি পরিষদের দেয়ালিকা উদ্বোধন করছেন আতাউর রহমান

নাট্য ক্লাব

কলেজে অনুষ্ঠিত একটি নাটকের দৃশ্যে অধ্যাপক আফজাল হোসেন ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সংগীত পরিষদ

বার্ষিক পুস্কার বিতরণীতে সংগীত পরিষদের সদস্যদের সংগীত পরিবেশন

বিজয় দিবসে সংগীত পরিষদের সদস্যদের সংগীত পরিবেশন

ডিবেটিং ক্লাব

আন্তঃকলেজ ডিবেটিং ওয়ার্কশপ-৯৯ এ জি.বি. চেয়ারম্যান ড. সফিক সিদ্দিক সনদ বিতরণ করছেন

বিতর্ক কর্মশালায় সাবেক উপাধ্যক্ষ আবু আহমেদ আবদুলাহ ও প্রশিক্ষক আবদুন নুর তুষার

আন্তঃ কলেজ বির্তক প্রতিযোগিতা-'৯৯ এ কলেজের সাফল্য

বিবিএ ডিবেটিং ক্লাব

বিবিএ ডিবেটিং ক্লাবের বির্তক প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক জাকির হোসেন, অধ্যাপক আবু সালেহ ও অধ্যাপক মিঞা লুৎফার রহমান

বিবিএ কালচারাল ক্লাব

বিবিএ কালচার ক্লাবের দেয়ালিকা উদ্বোধন

সাধারণ জ্ঞান ক্লাব

সাধারণ জ্ঞান ক্লাব আয়োজিত সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে স্মৃতি অ্যালবাম 'সেই চেনা মুখ' সম্পাদক বাহাউদ্দিন সুমন, মঞ্চে অধ্যাপক আলী আজম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, অধ্যাপক মোঃ ইলিয়াস ও অধ্যাপক শামীম আহসান

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান (ভিওএ) ক্লাব এর প্রথম অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে ভিওএ বাংলা বিভাগ প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, ইউএস সেকেন্ড এম্ব্যাসেডর রবার্ট কার, সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও ক্লাব সভাপতি আলী আজম (১৬/৮/৯৭)

ভিওএ ফ্যান ক্লাব আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক রাশেদুল হাসান ও অন্যান্য

সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব

দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়ান স্কেটিং চেম্পিয়নশীপ এ কাংনাং মেয়র এর সাথে ক্লাব সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন (সেপ্টম্বর ১৯৯৭)

রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব

বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত দেয়ালিকা উদ্বোধন করছেন অধ্যাপক আবুল কাশেম

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

আলোকচিত্র প্রদর্শনী ২০১০ উদ্বোধন

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের আহবায়ক শামা আহমাদ-এর সাথে সদস্যবৃন্দ

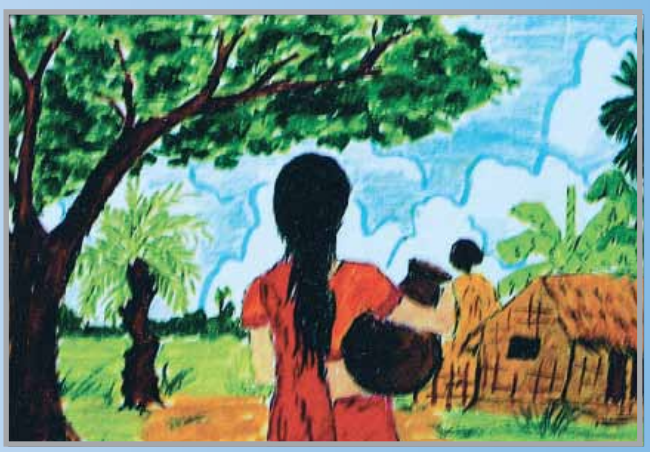

ক্লাব সদস্যদের আঁকা ছবি

ক্লাব সদস্যদের আঁকা ছবি

ক্লাব সদস্যদের আঁকা ছবি

ক্লাব সদস্যদের আঁকা ছবি

ক্লাব সদস্যদের আঁকা ছবি

বিএনসিসি কার্যক্রম

বিএনসিসি নৌ ইউনিটের সদস্যদের কোচকাওয়াজ

বিমান বাহিনীর প্রধানের সাথে ক্যাডেট হিমু

ভারতের প্রধান মন্ত্রী অটোল বিহারী বাজপেয়ীর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের সিইউও নাজমুল (সর্বডানে) এবং সতীর্থ ক্যাডেট ও ডি.জি. এন.সি.সি (মাঝে)

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর যুক্তরাজ্যের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের সিইউও নাজমুল

ভারতে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ভ্রমনের পূর্বে বি.এন.সি.সি মহাপরিচালক ব্রি: জে: আনোয়ার হোসেনের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের সিভিও ইয়াছির ফয়সাল সীজান।

বিএনসিসি কার্যক্রম

ভারতীয় ডিফেন্স সেক্রেটারি মি. জুগেন্দ্র নারায়ণ এর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাডেট হিমেল

বিএনসিসি'র প্রথম দায়িত্ব প্রাপ্ত পিইউও কাজী ফয়েজ আহম্মেদ এর সাথে ক্যাডেটবৃন্দ

এনসিসি চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মালিকের সাথে ডিসিসি বিএনসিসি ক্যাডেট হিমু ও সতীর্থরা

১১তম এসএ গেইমস ২০১০এ নিরাপত্তার দায়িত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ ইউনিট

বি.এন.সি.সি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কালীন সমাবেশ।

কাপ্তাই বা: নৌজা মোয়াজ্জেম ঘাটিতে সেইলিং ও পুলিং প্রশিক্ষণের পূর্বে কলেজের ক্যাডেট বৃন্দ।

অগ্নি নির্বাপন মহড়া

না! সত্যি সত্যি আগুন লাগেনি। মহড়া

অগ্নি মহড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল বের হওয়া

অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দ্বারা ১১ তলা থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার

অসুস্থদের উদ্ধারের মহড়া

অগ্নি নির্বাপনের বাস্তব প্রশিক্ষণ

শিক্ষা সফর

পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে রয়েছে প্রকৃতির অবাধ শিক্ষার প্রবাহ। শিক্ষাসফর বাস্তবতার নিরিখে জ্ঞান ও প্রশান্তি আনয়ন করে। প্রতি বর্ষা মৌসুমে হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় নৌ ভ্রমণ তথা ইলিশ ভ্রমণ। প্রতি বছরই প্রায় তিন-চারশ ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণে অংশগ্রহণ করে। কুয়াকাটা, মংলা, হিরণপয়েন্ট, কটকা, দুবলার চর ভ্রমণে তাদের মাঝে সঞ্চারিত হয় নতুন এডভেঞ্চার। আর ইলিশ ভ্রমণে শিক্ষার্থীরা পদ্মার তাজা ইলিশে তৃপ্ত করে রসনা এবং বর্ষায় বাংলার রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এছাড়া প্রতি বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন শিক্ষাসফর। কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, সেন্টমার্টিন, সিলেট ও ময়নামতিসহ দেশের বাইরেও শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক পরিবার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিবার নিয়েও পারিবারিক বনভোজন আয়োজন কলেজের নিয়মিত কার্যক্রম।

বনভোজন

প্রথম বনভোজনেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা । ৩০/১২/১৯৯০ কুমিলার কোটবাড়ির শালবনে স্থানীয় দুর্বৃত্তের আক্রমণে ছাত্ররা পালাচ্ছে

সবুজ বনানীর মাঝে আনন্দে উদ্বেল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

বনভোজন ১৯৯২

শিক্ষা সফরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

সুন্দরবন ভ্রমণ

এভাবেই প্রতিবার রঙিন বেলুন উড়িয়ে যাত্রা উদ্বোধন করা হয় সুন্দরবন ভ্রমণের

সুন্দরবন ভ্রমণ '৯৬ : এরকম বিশাল লঞ্চ নিয়ে প্রতি বৎসরই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে সপ্তাহব্যাপী সুন্দরবন ভ্রমণে

দুবলার চর জেটিতে ছাত্র-শিক্ষকদের একাংশ (২৯/১২/৯৬)

অভিযাত্রীদের রসদ সামগ্রী

কুয়াকাটার নৌবন্দর মহিপুরে প্রবেশকালে লঞ্চ আটকে পড়ে ডুবোচরে (১৫/১২/২০০০)

চরে আটকা পড়া ছাত্র-শিক্ষকরা মুক্তির জন্য মোনাজাত করছেন। প্রায় ২৪ ঘন্টা পর জোয়ার আসলে জাহাজটির মুক্তি ঘটে।

সুন্দরবন ভ্রমণ

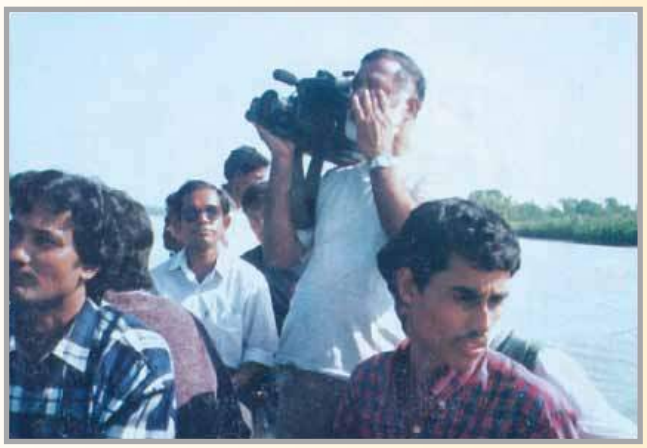

সুন্দরবনে মনোরম দৃশ্যাবলী ক্যামেরাবন্দি করছেন শখের ক্যামেরাম্যান প্রফেসর কাজী ফারুকী (২৯/১২/৯৬)

হিরণ পয়েন্ট এলাকায় তৎকালীন অধ্যক্ষ, শিক্ষকেরা ও বনবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ (২৬/১১/৯৬)

সুন্দরবনের 'হিরন পয়েন্ট পাইলট বেজ'-এর সামনে ছাত্র-শিক্ষকগণ

দুবলাচরের মাছ শুকানো কেন্দ্রে জনৈক জেলের সঙ্গে কথা বলছেন প্রফেসর কাজী ফারুকী, পাশে রয়েছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক রোমজান আলী

বামে কলেজের পরিচালক লঞ্চ পরিচালনা করছেন। মাঝে সুন্দরবনের মাছসহ অধ্যক্ষ, চুন্নু ও ওয়াদি এবং কিশোর জেলেসহ অধ্যক্ষ, মাথায় শুটকি হাতে শুটকি হাটিয়া চলিল কামাল। কটকা রেঞ্জের এ টাওয়ারের উপরে উঠে সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখা যায়

সুন্দরবন ভ্রমণ

নৌবিহার ১৯৯৩

ভ্রমণকালে থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে রাত ১২.০১ মিনিটে আতশবাজি ও ফানুস উড়ানোর দৃশ্য (১৯৯৩)

সমুদ্র সৈকতে ট্রলারে শিক্ষকবৃন্দ

সঙ্গীতের মূর্ছনায় উদ্বেল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমিটির আহ্বায়ক বদিউল আলম

কুয়াকাটায় সমুদ্রের বুকে আনন্দে মাতোয়ারা ছাত্রদের একাংশ

সুন্দরবন ভ্রমণ

'সুন্দরবন অ্যাডভেঞ্চার'-এ অভিযাত্রী দলের বাহন (২০০৫)

সম্মানিত অতিথি মিসেস শামসুননাহার ফারুকীর সাথে অভিযাত্রী দলের ছাত্রীবৃন্দ (২০০৯)

সুন্দরবন ভ্রমণে রান্নার প্রস্তুতি (২০০৪) পর্বে রান্নার তদারকি করছেন অধ্যক্ষ

বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ (২০০৪)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

সুন্দরবন ভ্রমণ

বাগেরহাটের গাবতলায় উপাধ্যক্ষদ্বয় ও ছাত্রবৃন্দ (২০০৬)

জামতলা বিচে উপাধ্যক্ষদ্বয় ও ভ্রমণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ (২০০৬)

জীবনকে বাঁধবো না বয়সের ফ্রেমে- সুন্দরবন ভ্রমণে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে উপাধ্যক্ষ (২০০৫)

কটকা অভয়ারণ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ (২০০৫)

লঞ্চ থেকে কটকায় নামছে অভিযাত্রীবৃন্দ (২০০৬)

জামতলা বিচের উদ্দেশে অভিযাত্রী দল (২০০৬)

সুন্দর বন ভ্রমণ

অধ্যক্ষ সারের সাথে বি.কম-এর ছাত্র (বাম থেকে) আফজাল, শামীম সিকদার, শিবলী, রুবেল ও বাপ্পি (৩০/১২/৯২)

হিরোণ পয়েন্টে বি.কম-এর ছাত্র (বাম থেকে) শিবলী, শামীম সিকদার, ছোটন, রুবেল, আকুল ও বাপ্পি (৩০/১২/৯২)

সুন্দরবন ট্যুর উদ্বোধন এর পর মোনাজাত ২০০৯

সুন্দরবনে অবতরণ

"কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়।"
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই সেই লোনাজলের তপসে মাছ

গোল নয় তবুও নাম তার গোলপাতা

ইলিশ ভ্রমণ

ইলিশ ভ্রমণ '৯৯ : যাত্রার প্রাক্কালে ছাত্র-ছাত্রীদের শাহীদূত নামক লঞ্চে আরোহণ (৮/১০/৯৯)

ইলিশ ভ্রমণ'৯৯ : আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ (৮/১০/৯৯)

ইলিশ ভ্রমণ '৯৯ : লঞ্চের ছাদে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ (৮/১০/৯৯)

নদীর তাজা ইলিশ খাওয়ার মজাই আলাদা। শিক্ষকদের রসনা বিলাস পর্ব (ইলিশ ভ্রমণ '৯৯ : ৮/১০/৯৯)

ইলিশ ভ্রমণ ২০০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন জি.বি. সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, তৎকালীন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী ও অন্যান্য অতিথি এবং ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ

ভ্রমণের অবসরে গল্প করছেন অতিথিবৃন্দ : প্রফেসর সামছুল হুদা, অধ্যাপক আবু সালেহ, অ্যাডভোকেট আকরাম হোসেন আমিন

ইলিশ ভ্রমণ

ইলিশ ভ্রমণ ২০০৯-এর উদ্বোধন

ইলিশ ভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রার অপেক্ষায় জাহাজ

লোভনীয় ইলিশ ভাজা, ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ

ইলিশ ভ্রমণে খাবার খাচ্ছে ছাত্ররা

যাত্রা হলো শুরু

ইলিশ ভ্রমণে লঞ্চে অনুষ্ঠান

ইলিশ ভ্রমণ

ইলিশ ভ্রমণের উদ্বোধন করছেন জি.বি'র সদস্যবৃন্দ

কলেজ ছাত্র মেহেদী হাসানের ক্যামেরায় ইলিশ ভ্রমণের একটি বিশেষ মুহূর্ত

নৌ ভ্রমণে কলেজের ছাত্রদের একাংশের সাথে প্রতিষ্ঠাতা কাজী ফারুকী

নৌ ভ্রমণে লঞ্চের সামনের বারান্দায় ছাত্রীদের একাংশ

লঞ্চে ভুনা খিচুরী ও ইলিশ গ্রহণে ব্যস্ত ছাত্রীরা ('০৯)

ইলিশ ভ্রমণের ভোজনে নিমগ্ন শিক্ষকবৃন্দ।

শিক্ষকদের ভ্রমণ

সোনা মসজিদের সামনে আমবাগানে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে BTRI-এর পরিচালকের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

জাফলং-এর ভ্রমণে (২৫/৫/৯৬)

সফর '৯৬ : শ্রীপুর বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে

উত্তরা গণভবন পরিদর্শনে তৎকালীন অধ্যক্ষের সাথে কয়েকজন শিক্ষক

শাহ সুজার সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে ভ্রমণকারী দল (১৬/৬/৯৫)

শিক্ষকদের ভ্রমণ

উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর নেতৃত্বে সেন্টমার্টিনের পথে যাত্রা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে আলাপরত তৎকালীন অধ্যক্ষ

তামাবিল চেকপোস্টে সফররত শিক্ষকবৃন্দ (১৯৯৬)

রাঙ্গামাটি ভ্রমণে (৩/১১/৯৪)

খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসকের সাথে নাটক উপভোগ (৭/১০/৯৫)

চিম্বুক পাহাড়ে সফররত শিক্ষকগণ

শিক্ষকদের ভ্রমণ

শ্রীমঙ্গলের চা বাগানে তৎকালীন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ সফরকারী শিক্ষকদের একাংশ

নাফ নদীর তীরে অবস্থিত রেস্ট হাউজে টেকনাফ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তৎকালীন অধ্যক্ষ ও কলেজ শিক্ষকগণ (৫/১১/৯৪)

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে সফরকারী শিক্ষকদের একাংশ (১৯৯৬)

দেশের সর্ব উত্তর সীমান্ত বাংলাবান্ধায় তৎকালীন অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের একাংশ।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও তৎকালীন সাংসদ জালাল উদ্দীন তালুকদার, শুসং কলেজের অধ্যক্ষদের সাথে সফরকারী শিক্ষকদের একাংশ।

সোমেশ্বরী নদীর তীরে সফরকারী শিক্ষক দল (২০/২/৯৮)

শিক্ষকদের ভ্রমণ

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে শিক্ষকবৃন্দ (২১/২/৯৮)।

বিরিশিরি কালচারাল অ্যাকাডেমির সামনে সফরকারী শিক্ষকবৃন্দ (২০/২/৯৮)

সফরকারী দলের সৌজন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন কবি রফিক আজাদ ও সফরকারী শিক্ষকবৃন্দ (২০/২/৯৮)

নেত্রকোণা ট্যুরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পারিবারিক বনভোজনে শিক্ষকবৃন্দ

বনভোজনে তৎকালীন অধ্যক্ষসহ সপরিবারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ (৮/৩/৯৮)

শিক্ষকদের ভ্রমণ

শিক্ষকদের ক্রিকেট খেলার একটি আনন্দঘন মুহূর্ত

তৎকালীন উপাধ্যক্ষের হাত থেকে উপহার নিচ্ছে রুশ্‌মি

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে তৎকালীন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ (২০০৬)

কুষ্টিয়ার লালন একাডেমির সামনে দাঁড়ানো তৎকালীন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ (২০০৬)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভ্রমণ

ভ্রমণে উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পরিবারবর্গ (২০০৫)

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিবারিক বনভোজনে সোনারগাঁর একটি মুহূর্ত (২০০৭)

বিভাগীয় ট্যুর

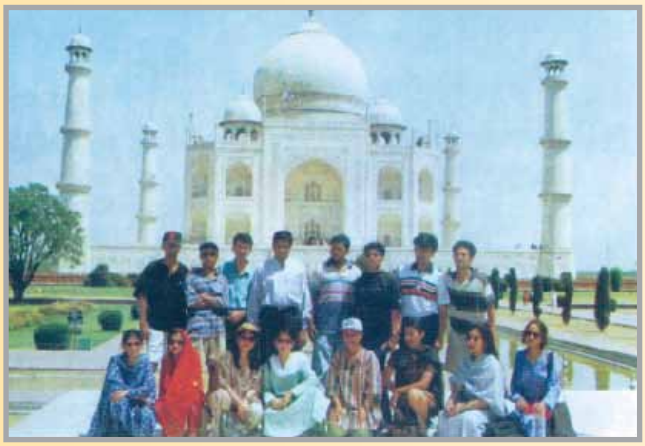

সার্ক ট্যুর '৯৯ : আগ্রার তাজমহলের সামনে বিভাগীয় চেয়ারম্যান আবদুছ ছাত্তার মজুমদারের সাথে হিসাববিজ্ঞান এম. কম (১ম ব্যাচ) শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (১৪/৫/৯৯)

রাঙ্গামাটির মনোরম পরিবেশে হিসাববিজ্ঞান এম. কম. ১ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষক মঈন উদ্দীন ও তৌহিদুল ইসলাম (৮/১২/৯৮)

বনভোজন ২০০০ : বিভাগীয় শিক্ষকদের সাথে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা সফর ২০০২-এ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সাথে বিভাগীয় শিক্ষক জনাব আমিনুল ইসলাম ও মোঃ মোশারেফ হোসেন এবং অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মিসেস সুরাইয়া পারভীন

৬ দিনব্যাপী রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ট্যুরে হিসাববিজ্ঞান প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

কুমিলা জেলার কোর্টবাড়ীতে এম.বি.এস শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিভাগীয় ট্যুর

দার্জিলিং সফরে ঘুম রেলস্টেশনে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ

সার্ক ট্যুর ২০০০ : কলকাতার সাইন্স সিটিতে ব্যবস্থাপনা (সম্মান) ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

সার্ক ট্যুর ২০০০ : নেপালের কাঠমুন্ডুতে সার্ক সেক্রেটারিয়েটের সামনে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ

সম্মান তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মহেশখালী ভ্রমণ

কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিভাগীয় শিক্ষকগণ

গজনী পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণে অনার্স পার্ট-৩ এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিভাগীয় ট্যুর

মহেশখালী মন্দিরের উপরে মার্কেটিং প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষা সফর '৯৯ : মার্কেটিং অনার্স পার্ট-২ চট্টগ্রামের নেভাল একাডেমিতে

সার্ক স্টাডি ট্যুর : ভারতের জলপাইগুড়িতে মার্কেটিং ২য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

মার্কেটিং বিভাগের বার্ষিক কার্যক্রম : সোনারগাঁয়ে বনভোজন

বি.বি.এস পার্ট-২ এর শিক্ষার্থীদের নাটোরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ী পরিদর্শন।

ছেড়াদ্বীপে স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

বিভাগীয় ট্যুর

জাফলঙে যাওয়ার পথে ব্রিজের উপরে বসে উঠানো ছবি

সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সেন্টমার্টিনের বাড়ির সামনে এম.কমের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

আগ্রা কোর্টে সম্রাট শাহজাহানের বাসগৃহের সামনে ফিন্যান্স ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

রংপুরের জমিদারবাড়ি তাজহাটের সামনে ফিন্যান্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

অনার্স পার্ট-৪ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ রাঙামাটি ভ্রমণে

৩৪০০ ফুট উচ্চতায় বান্দরবনের জীবন সিরিতে ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক মোঃ ইব্রাহিম খলিল

বিভাগীয় ট্যুর

শফিপুর আনসার একাডেমিতে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ (বনভোজন '৯৮)

লালমাই পাহাড়ের বনভোজনে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীরা

বনভোজনে বিভাগীয় ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ (২০০৪)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ (৫/৩/২০০০)

কক্সবাজার ভ্রমণ ৯৯ : অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ (৫/১১/০২)

বিভাগীয় ট্যুর

ইউরিয়া সার কারখানা ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী বি. কম-এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষার্থীদের জাপানের উদ্দেশ্যে কলেজ ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তৎকালীন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে টিমের সদস্যবৃন্দ (ডিসেম্বর ২০০৮)

সাচিবিক বিদ্যা বিভাগের শিল্প কারখানা পরিদর্শন

জাপানের প্যানাসনিক সেন্টারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান টিমের সদস্যবৃন্দ

জাপানে পরিচিতি অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজ দল

১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হবিগঞ্জের শাহাজীবাজার পরিদর্শন

বিভাগীয় ট্যুর

হবিগঞ্জ টি এস্টেটে অনার্স পার্ট-১ এর ছাত্র-ছাত্রী ও বিভাগীয় শিক্ষক

ছেড়াদ্বীপে শিক্ষকসহ ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সেন্টমার্টিনে অভিযাত্রী দল

২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ময়নামতি পরিদর্শন

সেন্টমার্টিন ভ্রমণে মার্কেটিং অনার্স পার্ট-১ এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

অনার্স পার্ট-১ এর ছাত্র-ছাত্রীরা পলাশ শিল্পাঞ্চল, নরসিংদীর 'প্রাণ জুস ফ্যাক্টরী' পরিদর্শন করে (২০০৫)

জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩-এ বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের নিকট হতে প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউটিং পুরস্কার নিচ্ছে আমাদের ছাত্র শাহানশাহ (১৯৯৩)

প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের নিকট হতে পুরস্কার নিচ্ছে কলেজ ছাত্রী রুমা। পাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১ অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গণ নৃত্যে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছে কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রুমা বিশ্বাস

টি আই বি সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নিকট থেকে রুর‍্যাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বর্ষসেরা সম্মাননা ২০০৮ গ্রহণ করেছেন কলেজ শিক্ষক আলী আজম

জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ ১৯৯৩-এ আমাদের ছাত্রী স্নিগ্ধা উপস্থিত বক্তৃতায় এবং দিপু নির্ধারিত বক্তৃতায় বিজয়ীর পুরস্কার গ্রহণ করছে

জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহ ১৯৯৭-এ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে আমাদের ছাত্র মামুন-উর-রশিদ

জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য

'ধরিত্রী বাংলাদেশ'-২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রফেসর কাজী ফারুকীকে সম্মাননা প্রদান করছে। মঞ্চে উপবিষ্ট অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। সভাপতি অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ।

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা কমার্স শ্রেষ্ঠ কলেজ পুরস্কার লাভ করায় উপাধ্যক্ষকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা কমার্স শ্রেষ্ঠ কলেজ পুরস্কার লাভ করার পর সমবেত শিক্ষার্থীদের মাঝে মাননীয় অধ্যক্ষ

বিবিধ

সুন্দরবন ট্যুর ২০০৯ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে উপাধ্যক্ষ মহোদয় ও শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষ-পদ হতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে প্রফেসর কাজী ফারুকী (৯/১২/২০১০)

কলেজ পরিদর্শন

লাইব্রেরি পরিদর্শনে ইউ এন ডি পি প্রতিনিধিগণ (২৮ জানু, ১৯৯৭)

ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Mr. Ray Lee হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

জগন্নাথ কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মহিউদ্দিন এবং প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী

প্রফেসর এম.এ. কুদ্দুস; প্রফেসর ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান, উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপ-উপাচার্য প্রফেসর মাহবুব উলাহ এবং কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান (৫/১২/৯৬)

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান তোজাম্মেল হোসেন ও কবি আতাউর রহমান (১৯৯৭)

নবাগত সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এম.এ. বারী

কলেজ পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা (২৯ অক্টোবর ১৯৯৬)

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী লায়ন নজরুল ইসলাম (১৯৯৬) কলেজ পরিদর্শনে আসলে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অধ্যক্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক আ.আ. মোঃ বাকের ও ড: মইনুল ইসলাম (১৯৯৭)

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান তোজাম্মেল হোসেন খান ও পোস্ট মাস্টার জেনারেল প্রফেসর জয়নাল আবেদীন (১৯৯৭)

অনার্স কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এসেছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী মিয়া ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ডীন আবু মোহাম্মদ

উপ কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর আব্দুল কুদ্দুস ও প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান (২২/২/১৯৯৬)

কলেজ পরিদর্শন

কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আশা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক তনয়া টিউলিপকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছে পরিচালনা পর্ষদ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল

কমার্স কলেজ পরিদর্শনে আশা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক তনয়া রূপন্তীকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছে প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের যাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য লিখছেন মাননীয় শিক্ষা সচিব শহিদুল ইসলাম

কলেজ পরিদর্শনে ব্যানবেইস ও শিক্ষমন্ত্রনালয়ের ফলাফল উন্নয়ন কমিটি (২০০৬)

কলেজের ভূমি ও অবকাঠামো পরিদর্শনে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব ইকবাল উদ্দিন চৌধুরী ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান এ টি এম আতাউর রহমান (২০০৪)

সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপাধ্যাক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষক পরিষদের সচিব (১৫/১/২০০২)

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে একান্ত আলোচনা (১৫/১/২০০২)

মাননীয় স্পীকার জমিরউদ্দিন সরকারের সাথে কলেজের কার্যক্রম ও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলছেন অধ্যক্ষ, সঙ্গে রয়েছেন উপাধ্যদ্বয় ও শিক্ষক পরিষদ সচিব (৩/১১/২০০১)

ইংরেজি বিষয়ক সেমিনারে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অতিথিবৃন্দ

জাপান সফরের আমন্ত্রন প্রাপ্ত ঢাকা কমার্স কলেজ দল পরিদর্শন উপলক্ষে আসা জাপানের সংস্কৃতি বিষয়ক কান্ট্রি প্রধান অমুরা হিতোষীকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অধ্যক্ষ (নভেম্বর ২০০৮)

জাপান সফরের আমন্ত্রন প্রাপ্ত ঢাকা কমার্স কলেজ দলের সাথে জাপানের সংস্কৃতি বিষয়ক কান্ট্রি প্রধান অমুরা হিতোষী ও অন্যান্য (নভেম্বর ২০০৮)

বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য

বৃক্ষরোপণ অভিযান, ৯৪ : প্রধান অতিথি পরিবেশ ও বনমন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বীর বিক্রমকে ফুলের শুভেচ্ছা

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি স্থানীয় সাংসদ সৈয়দ মোঃ মহসীন

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন ১০নং ওয়ার্ড কমিশনার মাসুদ খান (২০০৪)

কলেজের ঝর্ণা : বহমান জীবনের জলছবি

অ্যাকাডেমিক ভবন ১ এর ছাদে সুশোভিত বাগান

অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর ছাদে গড়ে তোলা বাগানে আমের ফলন

বিবিধ

দাদা হওয়া উপলক্ষে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-কে জিবি'র পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন
(২৮ নভেম্বর ২০১০)

(১৮/৯/২০১০)

দুদশক পূর্তি উদযাপন কমিটির প্রথম সভা

ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলনী ২০০৬ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, উপাধ্যক্ষ মিঞা লুৎফার রহমান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ

ভাষা শহীদদের স্মরণে কলেজ ক্যাম্পাসে নির্মিত শহীদ মিনার

একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণে মোনাজাত

প্রকাশনা

বার্ষিকীর প্রচ্ছদ

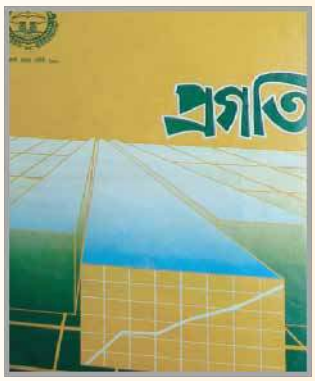

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১ম সংখ্যা ১৯৯০

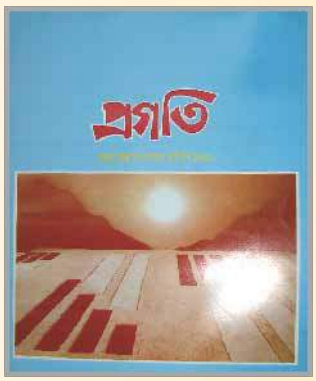

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২য় সংখ্যা ১৯৯১

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৩য় সংখ্যা ১৯৯২

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৪র্থ সংখ্যা ১৯৯৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৫ম সংখ্যা ১৯৯৪

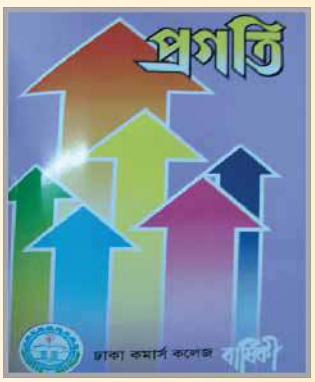

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯৫

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৭ম সংখ্যা ১৯৯৬

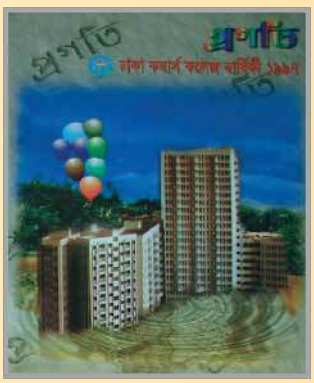

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৮ম সংখ্যা ১৯৯৭

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ৯ম সংখ্যা ১৯৯৮

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১০ সংখ্যা ১৯৯৯

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১১ তম সংখ্যা ২০০০

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১২ তম সংখ্যা ২০০১

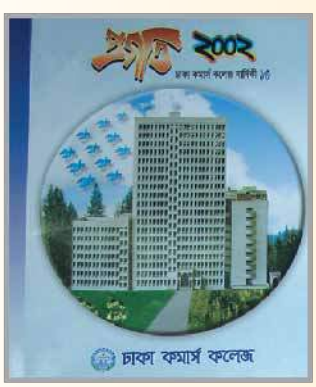

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৩ তম সংখ্যা ২০০২

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৪ তম সংখ্যা ২০০৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৫ তম সংখ্যা ২০০৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৬ তম সংখ্যা ২০০৫

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৭ তম সংখ্যা ২০০৬

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৮ তম সংখ্যা ২০০৭

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ১৯ তম সংখ্যা ২০০৮

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২০ তম সংখ্যা ২০০৯

কলেজের বিশেষ প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

যুগপূর্তি স্মরণিকা-২০০১

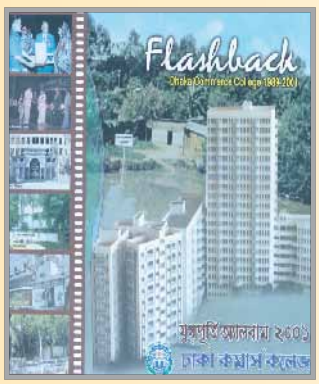

যুগপূর্তি অ্যালবাম-২০০১

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রথম সংখ্যা নভেম্বর ১৯৯৬

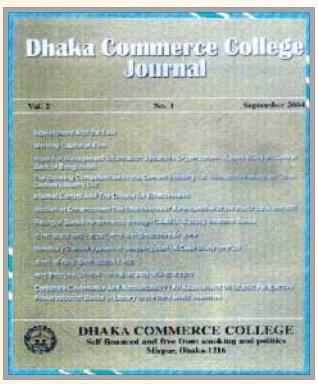

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ২য় সংখ্যা, সেপ্টম্বর, ২০০৪

কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'শিকড়' ২ জানুয়ারি ১৯৯৪

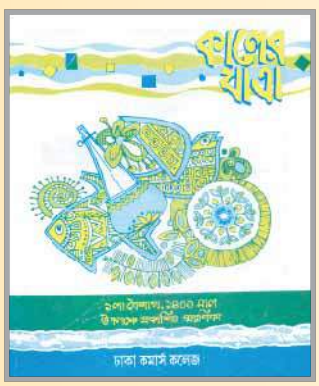

১লা বৈশাখ, ১৪০০ সাল উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'কালের যাত্রা'

শিক্ষা সফর স্মরণিকা ১৯৯২ 'মুক্তবন্ধ'

প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী ও প্রফেসর ড. মোঃ হাবিব উল্লাহ স্মরণে 'আলোর দিশারী' ১ এপ্রিল, ২০০৫

ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

ব্যবস্থাপনা বিভাগ বার্ষিকী '৯৬

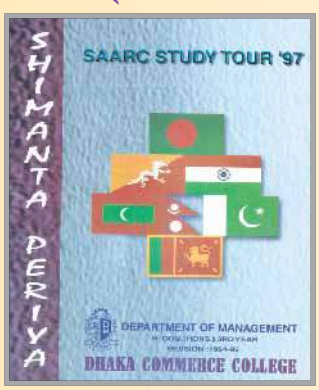

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির '৯৭

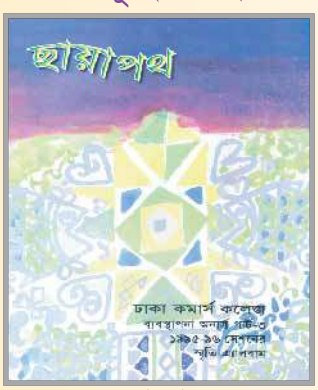

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির '৯৯

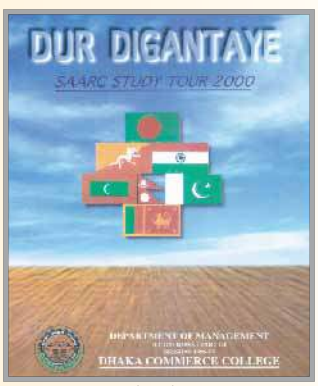

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির ২০০০

মার্কেটিং বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

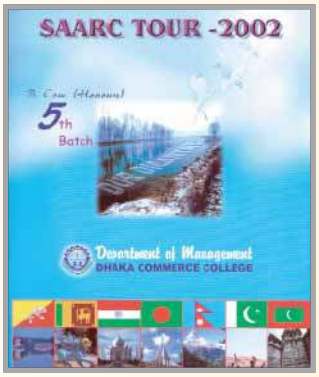

ব্যবস্থাপনা ৩য় বর্ষের সার্ক ট্যুর স্যুভেনির ২০০২

ব্যবস্থাপনা এম. কম শেষবর্ষ স্মৃতি অ্যালবাম ১৯৯৯

মার্কেটিং বিভাগের প্রকাশনা ২০০১

মার্কেটিং বিভাগের সার্ক ট্যুর প্রকাশনা ১৯৯৯

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

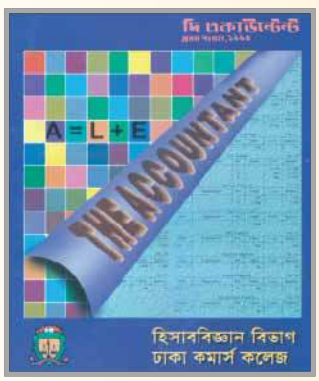

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রথম স্মরণিকা ১৯৯৬

হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের ৪৭ শিক্ষার্থীর প্রকাশনা ২০০৭

হিসাববিজ্ঞান ১১তম ব্যাচের প্রকাশনা ২০১০

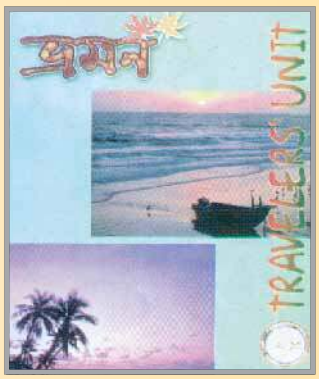

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ উপলক্ষে প্রকাশনা

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

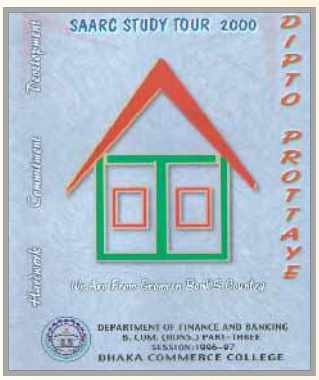

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সার্ক ট্যুর স্যুভিনির ২০০০

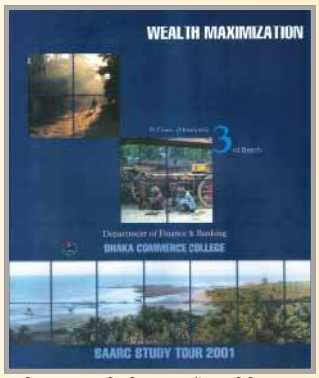

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সার্ক ট্যুর স্যুভিনির ২০০১

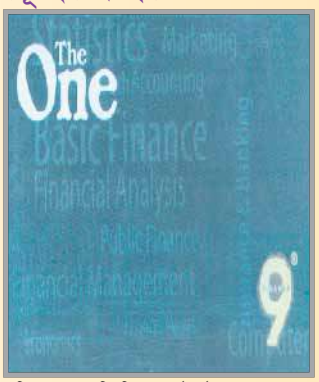

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের প্রকাশনা ২০০৮

আবৃত্তি পরিষদ প্রকাশনা

কলেজ আবৃত্তি পরিষদ এর প্রকাশনা ১৯৯৬

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

রোটারী শতবর্ষ পূর্তি স্যুভেনির ২০০৫

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০২

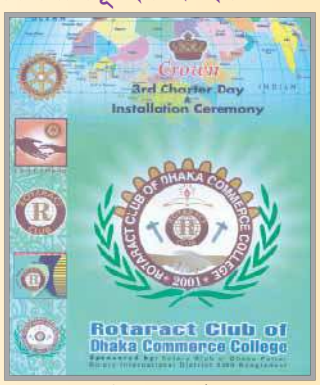

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের তৃতীয় অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০৪

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় প্রশিক্ষণ উপলক্ষে স্যুভেনির ২০০৭

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের ৬ষ্ঠ অভিষেক অনুষ্ঠান স্যুভেনির ২০০৭

রোটার‍্যাক্ট রিলে উপলক্ষে যৌথ ক্লাব স্যুভেনির ২০০২

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে যৌথ ক্লাব স্যুভেনির ২০০৫

রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের মাসিক বুলেটিন 'ক্রাউন' এর একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ, ডিসেম্বর ২০০৪

ডিবেটিং ক্লাবের প্রকাশনা

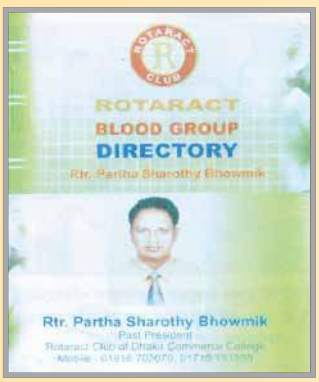

রোটার‍্যাক্ট বাড গ্রুপ ডিরেক্টরি

ডিবেটিং ক্লাবের স্মরণিকা ১৯৯৯

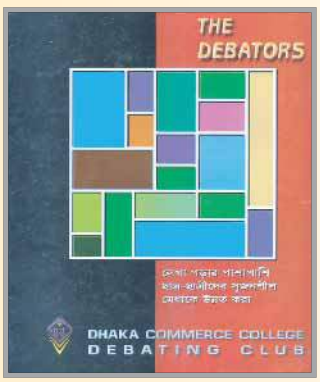

ডিবেটিং ক্লাবের স্মরণিকা ১৯৯৮

উচ্চ মাধ্যমিক

উচ্চ মাধ্যমিক CS1 সেকশনের স্মৃতি অ্যালবাম ১৯৯৭

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী প্রকাশনা

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষে প্রথম স্মরণিকা-২০০১

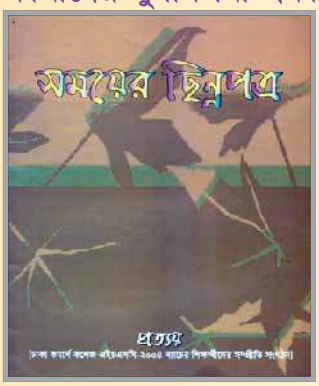

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষে দ্বিতীয় স্মরণিকা-২০০৬

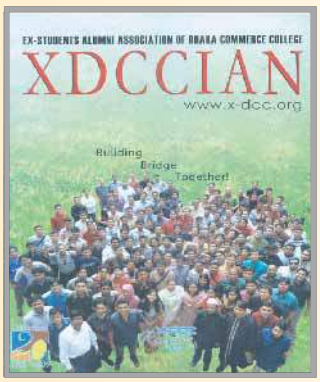

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণর্মিলনী উপলক্ষে তৃতীয় স্মরণিকা-২০১০

স্মারক গ্রন্থ

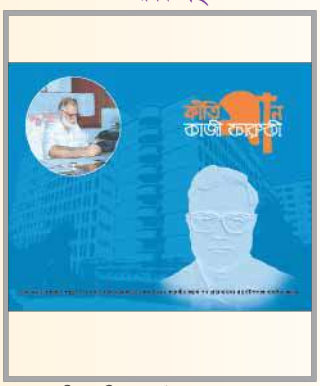

অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর অবসর উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ ২০১০

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ এর প্রকাশনা উৎসব

মাসিক ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক ইনকিলাব মহাসম্পাদক এ কে এম মহিউদ্দীন, অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পাদক এম হেলাল ও দর্পণ সম্পাদক এস এম আলী আজম